উপসংহার কবিতা দিয়া থাকিতে পারিলাম না। রজনী যোগে ঈশার শেষ পরীক্ষা ও যন্ত্রণা সম্বন্ধে ;

গভীরা যামিনী, ঘোর অন্ধকারময়,
নৈশবায়ু স্বন্ স্বন্ বহে গিরিশিরে ;
ছিল তথা তপবন, নাম তার গেথ্‌সিমন্,
সবান্ধবে তথা যিশু গেলা ধীরে ধীরে ;
বুঝিয়া সম্মুখে ঘোর বিপদ সময়।
নীরব ধরণী যেন মৃতের সমান,
নরকণ্ঠ অবরুদ্ধ বিঘোর নিদ্রায় ;
মাঝে মাঝে শিবাদল, করিতেছে কোলাহল,
শড় শড় শব্দ হয় বৃক্ষের পাতায়।
পশুপদ-সঞ্চালনে ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

শোকবস্ত্র পরি যেন প্রকৃতি জননী,
ভাবিছে অবাক্ হয়ে ভাবীঅমঙ্গল ;
হায়! প্রাণাধিক যিশু, দোষহীন মেষশিশু,
বধিবে তোমায় পাপী য়িহুদির দল ;
স্মরণে বিদরে প্রাণ সে কালরজনী।

সমাপ্তি কালে গ্রন্থকার ঈশা সম্বন্ধে মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন।

হায় রে! প্রাণের ভাই, যিশু গুণধাম,
এত কষ্ট বিধি তোর লিখেছিল ভালে!
নির্ম্মল স্বভাব হয়ে, এতেক যাতনা সয়ে,
কেন হারাইলি তুই পরাণ অকালে!
ধন্য! তোর সুচরিত্র পুণ্য তোর নাম।
কত নিন্দা গ্লানি আহা! সয় তোর প্রাণে,
বলিহারী ধৈর্য্য ক্ষমা অনন্ত অপার!
কেমনে ধৈরয ধরি, রহিলেরে ক্রুশোপরি,
কণ্টকিত হয় দেহ স্মরণে যাহার!
না জানি গঠিত তুই কোন্ উপাদানে!
তব ভাগ্যে কেন এ নিগ্রহ অপমান?—
থাকিতে আমরা পাপী হাজার হাজার?
এ বিষের "পানপাত্র,"—পানের প্রকৃত পাত্র,
মম-সম নর ; কিন্তু বিধি বিধাতার,—
নিরমল মেষশিশু চাই বলিদান।
রে আত্মন্! তোর লাগি কত ভক্ত ঋষি,
হইয়াছে দণ্ডধারী পথের কাঙ্গাল ;
বিন্দু বিন্দু রক্ত দান, করি তেয়াগিল প্রাণ,
তবু তোর ঘুচিল না পাপের জঞ্জাল ;
হায়! কবে পোহাইবে তোর দুঃখনিশি।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১ সংখ্যা] বৈশাখ, সন ১২৮৯। [৪র্থ খণ্ড

পরিচারিকার নিবেদন।

প্রায় তিন বৎসর হইল পরিচারিকা জন্মগ্রহণ করিয়া সাধ্যমতে আর্য্যনারীগণের পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছিল। সহসা অদ্য প্রায় ৬ মাস হইল পরিচারিকা বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আর ঔষধ নাই, পথ্য নাই, উপায় নাই, তবে পরিচারিকা বাঁচে কিরূপে? যিনি জন্মদাতা পিতা তিনি পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির। আর আমার প্রতি স্নেহ ও দয়া করিতে তাঁহার অবসর নাই। যিনি শিক্ষয়িত্রী হইয়া হস্তে ধরিয়া কত শিক্ষা দিলেন কত যত্ন করিলেন, কি জন্য বলিতে পারি না, সহসা তিনিও দুঃখিনী পরিচারিকাকে ভুলিয়া গেলেন। এই সকল কারণে একেবারে নিরাশার কূপে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এ যাত্রায় জীবন রক্ষা পাইবে আশা ভরসা ছিল না। যাহার পিতা মাতা শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি কত আপনার লোক ছিল, এক সময়ে তাঁহারা কত আদর ও কত যত্ন করিতেন, সেই সকল আত্মীয় স্বজনের কৃপা হইতে যে একেবারে বঞ্চিত হইল সেও কি আর রোগ মুক্ত হইয়া অন্যের সেবা করিতে পারে?

মুমূর্ষুর সহায় আচার্য্য। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তিনি এক জন চিকিৎসককে আমার স্বাস্থ্যবিধান জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন আশা হইতেছে এ যাত্রায় বাঁচিতে পারিব। কিন্তু মানুষের দয়ার প্রতি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না! কেন না ইহা যেমন চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ এরূপ আর দ্বিতীয় নাই। তাই আমি দুঃখিনী, পঠিকাদিগের চরণে বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, দুঃখিনী রোগে পড়িয়া শয্যাগত ছিল তাই এত দিন আপনাদিগের সেবা করিতে পারে নাই। আশা করি এই অপরাধের জন্য আপনাদিগের নিকটে অবশ্য ক্ষমা পাইব। আপনারা পরিচারিকা বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আবার পূর্ব্বের

ISSUE(S) MISSING

ন্যায় আপনাদিগের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর পালন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পানীয়।

জল।

জল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পানীয়। শরীরের উপকারিত্বসম্বন্ধে তুলনা করিলে বায়ু অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইলেও ঘন আহার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ, কেন না অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মনুষ্য শরীরের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ জলে ও এক তৃতীয়াংশ ভাগ অন্যান্য পদার্থে রচিত। তন্ভিন্ন কেবল শোণিতে শত করা ৭৯ ভাগ, মস্তিষ্ক ও মাংসপেশীতে ৮০ ভাগ এবং অস্থির মধ্যে শতকারা ১০ ভাগ জল আছে। জলে আহার্য্য বস্তু দ্রব হইয়াই রক্তে প্রবেশ করিতে পারে এবং শরীরের স্থানে স্থানে নীত হয়। আবার জলে দ্রব হইয়াই শরীরে ব্যবহৃত ও অকর্ম্মণ্য পদার্থসকল স্বেদ ও মূত্রাকারে শরীর হইতে বহির্গত হয়। নানা পদার্থের সংযোগবিয়োগজনিত শরীরের এক দিকে পুষ্টিসাধন, অপর দিকে ক্ষয় কার্য্য এবং শরীরের অসম উত্তাপ জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বহির্গত হওত সমুদয় শরীরে উত্তাপের সমতা জন্মান, এ সকল কার্য্য জলের সাহায্যেই শরীর মধ্যে নির্ব্বাহ হয়। ইহাতেই প্রতীতি হইবে জল কত আবশ্যকীয় পদার্থ।

প্রায় সকল প্রকার আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জল শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, এজন্য যাহারা সচরাচর শুষ্ক দ্রব্য খায় তাহারা অধিক জল পান করে। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাকারে অধিক জল শরীর হইতে বাহির হয় বলিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদের জলের পিপাসা অধিক হয়। বহুমূত্র রোগে অধিক মূত্র ও ওলাউঠা রোগে তরল ভেদ হওত শরীরের জল নির্গত হইয়া যায় বলিয়াই ঐ সকল রোগীর ভয়ানক পিপাসা হয় এবং যথোচিত জলপানে তাহা নিবারণ না করিলে রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পড়ে। শীতকালে বড় ঘর্ম্ম হয় না বলিয়া শরীরে জলের অনাবশ্যক ও তৃষ্ণার হ্রাস হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে /১॥ কি /২ সের জলপান করিতে হইলে শীতকালে তাহার সিকি ভাগও দরকার হয় না। জ্বরে যখন শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, ফুস্‌ফুস ও লোমকূপ দিয়া শরীরের উত্তপ্ত জলের বাষ্প অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়াতে তৃষ্ণা বোধ হয়। যদি অজ্ঞ কবিরাজের ব্যবস্থা মতে পিপাসু জ্বররোগীকে প্রকৃতির আবশ্যকীয় জল হইতে বঞ্চিত রাখা যায়, রোগ শীঘ্রই বিকার প্রাপ্ত হয় অথবা সাংঘাতিক হইয়া পড়ে।

মদ, চা, কাফি প্রভৃতি যাহারা অধিক পরিমাণে পান করে তাহাদের কাজেই অধিক জল পান করিতে হয়; ঐ সকল শরীরের অনাবশ্যকীয় জল ঘর্ম্ম বা মূত্রাকারে নির্গত হইয়া যায়। মদের বিশেষ গুণ এই যে উহার সঙ্গে যে পরিমাণে জল পান করা যায় তদপেক্ষা অধিক জল শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই জন্যই মদ্যপায়ীরা শেষে মূত্ররোগে আক্রান্ত হয়। যাহারা নিয়ত অধিক জল পান করে, অথচ স্বেদ মূত্র যাহাদের শরীর হইতে কম পরিমাণে নির্গত হয়, তাহাদের শোথ, উদরী প্রভৃতি রোগ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

পরিষ্কার জল পান করা অতি আবশ্যক। কেন না অপরিষ্কার জল পানে উদরের পীড়া এবং কখন কখন ভয়ানক রোগ হইতে দেখা যায়। স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের লক্ষণ এই, উহা দৃষ্টিতে পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, আস্বাদনে কোমল, অতীব্র, অতিক্ত ও লবণ বর্জ্জিত, এবং ঘ্রাণে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ রহিত। ঘোলা বা মৃত্তিকামিশ্রিত বা ধাতুপদার্থাদি ধৌত, বা উদ্ভিজ্জরস বা বীজাণু বিমিশ্র কিংবা সজীব বা মৃত জীব জন্তুর দূষিত দেহধৌত জল প্রভৃতি অতি অস্বাস্থ্যকর। হাম, বসন্ত প্রভৃতি স্পর্শাক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগী যে পুকুরে স্নান করে, বা তাহাদের মল মূত্র যে জলে ত্যাগ করা হয়, কিংবা তাহাদের বিছানা বা পরিধেয় বস্ত্র যে জলাশয়ে ধৌত করা হয়, সে জল সুস্থ শরীরে যাহারা ব্যবহার করে তাহাদের সেই সেই রোগ হওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা থাকে।

ক্ষুদ্র নদী বা অগভীর কূপজল প্রায়ই ঘোলাটিয়া ও কাদা মাখা হয়, তাহাতে অনেক উদ্ভিদ্ পদার্থ থাকে; কেন না বিস্তীর্ণ মাঠ বা ধান্যক্ষেত্রধৌত জলে সচরাচর ঐ সকল পূরিত হইয়া থাকে। এই সকল জল ফিল্টার্ করিয়া পান করাতে হানি নাই। যে জলে শতকরা ৩।৪ রক্তির অধিক উদ্ভিদ্ পদার্থ থাকে তাহাও পানের অনুপযুক্ত, কিন্তু ছাঁকিয়া লইয়া তাহা রন্ধন কার্য্যে ব্যবহার করা যায়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে কূপোদক পান করিতে হয়। অতিগভীর কূপের জলে খনিজ নানা প্রকার লবণ ও ক্ষার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। যে কূপের জলে ঐ সকল পদার্থের পরিমাণ শতকরা ১৪।১৫ রক্তির অধিক থাকে তাহা পানের অনুপযুক্ত। মথুরা প্রভৃতি স্থানে অশ্মরী রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব এবং তদাকার কূপোদকই তাহার কারণ বোধ হয়। কেন না যাহারা যমুনা নদীর জল পান করে তাহারা পাথরী রোগ হইতে প্রায় মুক্ত।

বৃহৎ একস্রোতা নদীর জল বা পরিষ্কার পুষ্করিণী বা কূপের জল পান

করাতে হানি নাই। বর্ষাকালে নদীর জল প্রভৃতি কাদা মাখা বা ঘোলাটিয়া হয়। তখন জল ফিল্টার, করিয়া পান করা উচিত। পল্লিগ্রামে ফিল্টার করিবার সহজ উপায় এই। আদ ফুট বা ছয় ইঞ্চি অন্তর অন্তর করিয়া একটার উপর একটা এরূপ খাড়া বা উজ্জ ভাবে বাঁশ বা কাষ্ঠের তিন থাকে তিনটা কলসী কোন উপায়ে বসাইবে। উপরের দুই কলসীর তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে পরিষ্কার নলিতা লাগাইয়া দিবে, যেন তাহার মধ্য দিয়া ফোটা ফোটা করিয়া পরিষ্কার জল নীচের কলসীতে পড়িতে পারে। উপরের ছিদ্র-করা দুই কলসীর ভিতরে ও তলায় পরিষ্কার ও ধৌত বালুকা ও তদুপরি ধৌত কাষ্ঠের কয়লা বসাইবে যেন তাহাতে উপরের কলসীর অর্দ্ধেক, এবং মধ্যের কলসী সম্পূর্ণ পূরিয়া যায়। যে জল ফিল্টার করিতে হইবে তাহা দিয়া সকলের উপরের কলসী পূরিয়া দিবে, তাহাতে জল কয়লা, ও বালুর মধ্য দিয়া চোয়াইয়া পরিষ্কার অবস্থায় দ্বিতীয় কলসীতে পড়িবে। তথায় আবার দ্বিতীয় বার কয়লা ও বালুর মধ্য দিয়া চোয়াইয়া তৃতীয় কলসীতে জল অতি পরিষ্কার ও নির্ম্মল অবস্থায় পড়িবে। সেই জল পানের উপযুক্ত। তিন চারি দিন অন্তরে অন্তরে এক একবার বালু ও কয়লা ধুইয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে অতি দৈন্যাবস্থার লোকেও নিজ নিজ গৃহে পরিষ্কার জল পান করিতে পারে।

দুরিত বিষ্ঠার পরমাণু মিশ্রিত জল পান করিলে একপ্রকার স্পর্শাক্রামক টাইফড ফিভার বা সাঙ্ঘাতিক জ্বর অতিসার রোগ জন্মে। এজন্য দেশে তাদৃশ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ছাঁকা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে এবং বিশুদ্ধ বায়ুও সেবন করিবে। তথাকার মল ত্যাগের স্থান সকল হইতে দুরিত পুরীষ মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিবে।

কলিকাতার ন্যায় প্রধান প্রধান নগরে যে কলের জল পাওয়া যায় তাহা সচরাচর স্বাস্থ্যকর, কিন্তু সিসকের পাইপ্ বা নলের মধ্য দিয়া যে জল আনা হয় তাহা পান করিলে সিসক-অন্ত্রশূল রোগ জন্মায়; এজন্য লৌহ নল ছাড়া অন্য কোন নলের জল পান করিবে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমুদয় শরীর ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক; এস্থলে বলা বাহুল্য যে তজ্জন্য জলই একমাত্র প্রকৃত উপায়! পরিষ্কার জলে প্রত্যহ অবগাহন এবং জলার্দ্র গাত্রমার্জনী দ্বারা ঘর্ম্মাক্ত শরীর মুছন ও পরিধেয় বস্ত্রাদি জলে ধৌত ইত্যাদি সকল কার্য্যেই জলের আবশ্যক। আবার দেখা যায় যে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কিছু কাল জলে শরীরটু বাইয়া থাকিলে তৃষ্ণার বিশেষ নিবৃত্ত হয়। ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে যে চর্ম্মের মধ্য দিয়াও জল শরীরে প্রবেশ করত জল-পানের কাজ করে। এ জন্য স্মরণ রাখা উচিত যে অপরিষ্কার জলে স্নান করাও অনুচিত, কেন না ইহাও অল্প পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করত অনিষ্ট করিতে পারে। লবণাম্বুতে অবগাহন যে স্বাস্থ্যকর তাহা পূর্ব্বে উল্লেক করা হইয়াছে। তাদৃশ জলে কিন্তু অধিক সময় শরীর ডুবাইয়া রাখিতে হয়, পরে পরিষ্কার জলে ভিজান গাত্রমার্জ্জনী দিয়া শরীর মার্জ্জন করিতে হয়। ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগাল শ্বাপদ জন্তু প্রভৃতির দন্তাঘাতে জলাতঙ্ক নামক এক সাঙ্ঘাতিক পীড়া কোন কোন ব্যক্তির জন্মে। ইহাতে অত্যন্ত জলের পিপাসা হয়, অথচ জল দেখা বা মুখে লওয়া মাত্র গলার মাংস পেশীতে এমন খিল ধরে, বা খিঁচনি উপস্থিত হয় যে এক ফোটা জলও গেলা যায় না। ইহাদিগের শরীর জলার্দ্র বস্ত্রের দ্বারা দীর্ঘকাল জড়াইয়া রাখিলে চর্ম্মের দ্বারা জল শরীরে প্রবেশ করত জল পানের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

[ক্রমশঃ]

পুণ্যলাবণ্য।

লাবণ্য সৌন্দর্য্যের অংশ মাত্র। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হইলেও অনেক সময়ে লাবণ্য থাকে না। বর্ণ গৌর হইলেও

লাবণ্য না থাকিতে পারে, আবার কৃষ্ণ-প্রস্তরতুল্য কাল হইলেও লাবণ্য থাকিতে পারে। তবে লাবণ্য কি? লাবণ্য শারীরিক গঠনপ্রণালীর পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সুন্দর সমন্বয়। একের সঙ্গে অপরের সমন্বয় না থাকিলে লাবণ্য হয় না। যেমন চক্ষু সুপ্রশস্ত, ঠিক সেই প্রশস্ত চক্ষুর উপযোগী নাসিকা হওয়া চাই, একটু বড় বা ছোট একটু উন্নত বা অনুন্নত হইলে লাবণ্য থাকিবে না। যেমন নাসিকা, তাহার উপযোগী ওষ্ঠাধর হওয়া আবশ্যক। ওষ্ঠাধরের উপযোগী চিবুক হনু ও কপোল ঠিক পরস্পরের অনুরূপ হইলে যে সমন্বয়ের লীলাময় লহরী প্রকাশ পায় তাহাকে লাবণ্য বলা যায়। ইহার ভিতরে বড় ছোটর প্রয়োজন আছে। যেমন মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গুলিপরম্পরার মধ্যে ছোট বড় অতীব প্রয়োজনীয়, আবার ইহার মধ্যে যত টুকু ছোট বড় ঠিক উপযোগী তত টুকু হইলে লাবণ্য রক্ষা পায়; ঠিক তত টুকু হওয়া চাই একবিন্দুও বেশী কমি হইলে চলিবে না।

কেবল মনুষ্যশরীরেই যে লাবণ্য আছে এরূপ নহে। পশুপক্ষীরও লাবণ্য আছে। বিশেষতঃ পুষ্পপল্লবাদিতে মনুষ্যশরীর অপেক্ষাও লাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতি এই শারীরিক লাবণ্য বড় ভাল বাসেন। পুরুষ কি লাবণ্য চাহে না? চাহে, কিন্তু লাবণ্য

না থাকিলে পুরুষেরা ক্ষতি মনে করে না, স্ত্রীজাতি যদি লাবণ্যবিহীনা হন, তবে তাঁহারা বড়ই ক্ষতি মনে করেন। এমন কি নারীজাতি লাবণ্যকে বিশেষ সম্পদ্ বলিয়া মান্য করেন। পুরুষ টাকা কড়ী যশ মানের অভাবে যেমন কষ্ট পান, লাবণ্যবিহীনা নারী সেইরূপ মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুই চারিটী নারী ব্যতীত অধিকাংশ নারীকে পুণ্যের জন্য তেমন লালায়িত হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ শারীরিক লাবণ্য অপেক্ষা অতি উপাদেয় লাবণ্য পুণ্য। পুণ্যময় মুখ কতই না সুন্দর। যে একদিন পুণ্য-লাবণ্যপরিশোভিত স্ত্রীপুরুষের বদন অবলোকন করিয়াছে, সে জন্মে আর কখন তাহা ভুলিতে পারে না। যাহার মুখে পুণ্যজ্যোতি প্রকাশ পায় সে যদি কাণা খোঁড়া অথবা অন্য কোন প্রকারে সৌন্দর্য্যবিহীন হয়, তথাপি সে এক পুণ্যসৌন্দর্য্যগুণে ত্রিভুবন মুগ্ধ করে। বস্তুতঃ পুণ্যলাবণ্য থাকিলে অন্ধ বধির খঞ্জ ও বিরূপ ব্যক্তিও স্বর্গীয় শোভার আধাররূপে পরিচিত হন। ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ কথা। যদি এক দিন কাণা কোন ভক্ত সাধুর নিকটে বসিয়া থাক, যদি ভক্ত সাধুর মুখজ্যোতি দুই মিনিট দেখিয়া থাক, যদি তাঁহার মুখে দুই কি চারিটি অমৃতনিস্যন্দি বাক্য নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়া থাক, তবে কি জীবন থাকিতে সে তেজঃপূর্ণ বদন ও কথা ভুলিতে পার, কখনও না। যদি এই কথা সত্য হইল যে পুণ্যলাবণ্যে বিকৃত বিরূপ নরনারীও সুন্দর ও সুন্দরী নামে খ্যাত হন, তবে তাহার অনাদর কেন? পাঠিকা যদি পুণ্য লাবণ্য দর্শন করিয়া কখন ভুলিয়া থাক, যদি বৃক্ষতলে বা পথপ্রান্তে জীবন্ত সাধুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া থাক, যদি সাধুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া থাক, তবে তুমি সে লাবণ্য চাহিবে না কেন, তবে পুণ্যলাবণ্যের জন্য তুমি লালায়িত হইবে না কেন, তুমি পাগল হইয়া পুণ্যোপার্জ্জন করিবে না কেন?

শরীরের লাবণ্য অযত্নসম্ভূত। ইহা বিধাতা পুরুষের বিধানকৌশলে মাতৃগর্ভ হইতে লাভ করিয়া মানব ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার উপর আর কাহারও ক্ষমতা ও যত্ন চলে না। যাহার ভাগ্যে যেরূপ কৃপাবিধান ঈশ্বর একেবারেই তাহা প্রদান করেন। যদি সেই মাতৃগর্ভে কেহ সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত না হইল, তবে কেবল চির জীবন কাঁদিয়া মনঃকষ্টে অতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু পুণ্য লাবণ্য সেরূপ নহে। পাঠিকা, যদি চাও, যদি পুণ্যাভাবে কষ্ট পাইয়া ঈশ্বরের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে পার, প্রচুর পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পার, এবং তদ্দ্বারা এত সুন্দরী হইতে পার যে স্বর্গের দেবতাসকল তোমার পুণ্যময় জীবন দর্শন করিয়া লোভী না হইয়া থাকিতে পারেন না। তবে পুণ্য

ছাড়িবে কেন? শরীরের লাবণ্য দুদিনের জন্য, পুণ্য লাবণ্য অনন্তকাল স্থির সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে। পাঠিকা, তবে তোমার কোন্ লাবণ্য জন্য সমধিক ব্যস্ত হওয়া সমুচিত। শরীরের লাবণ্য থাকে ভাল, না থাকে তাতেই বা কি? সেই পুণ্য লাবণ্যে আপনাকে ভূষিত কর যার সৌন্দর্য্যে সকলকে পরাভূত করিয়া দিব্য ধামের আস্পদ হইতে পার।

সতীত্ব ও পাতিব্রত্যে বিভিন্নতা কি?

সতীত্ব ও পাতিব্রত্যে অনেক বিভিন্নতা আছে। তথাপি পাতিব্রত্যের মহিমা এত উচ্চ যে কেবল এক পাতিব্রত্যের গুণেই অনেক নারী সমুদায় সতীত্বের গৌরব হস্তগত করিয়াছেন. পৃথিবীও তাদৃশী স্ত্রীদিগকে সতীর গৌরব দিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করে নাই। আমাদের দেশে সতী ছিলেন কে? সতীত্বের নির্ম্মল যশশ্চন্দ্রিকা ব্যাপ্ত হইয়া কার মহিমা অবিনাশিরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি। কেন ইহাঁরা কি করিয়াছিলেন? ইহাঁরা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। ইহাঁরা স্বামীর জন্য স্বামীর হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; স্বামীব সুখে সুখী স্বামীর দুঃখে দুঃখী ছিলেন। স্বামীর সন্তোষ সাধনের জন্য ইহাঁরা জীবন ধারণ করিতেন, অন্য কারণে নহে। নিজের স্বাস্থ্য কি আমোদ প্রমোদের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া কেবল দিন রাত্রি স্বামীর সন্তোষসাধনেই নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীর সন্তোষবিধান ইহাঁদিগের জীবনের ব্রত ছিল, অন্য কিছু ব্রত নিয়ম জানিতেন না। অন্য দেব দেবীর পূজা বন্দনাদি কিছুই করিতেন না কেবল পতি সেবা করিতেন। এই জন্য ইহাঁরা পতিদেবতা বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের জীবন যেরূপ ছিল তদনুসারে ইহাঁদিগকে পতিব্রতা পতিদেবতা বলা যাইতে পারে কিন্তু সতী বলা যায় না। সতীত্বে জীবনের সমগ্রতা আছে, কিন্তু পাতিব্রত্যে একদেশিত্ব মাত্র। আমরা যাহাকে পাতিব্রত্য বলিলাম তাহা সতীত্বের অংশ মাত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ সতীত্ব নহে। সতীত্বে জীবনের পূর্ণতা চাই। পূর্ণতা ব্যতীত সতীত্ব বলা যায় না। তবে পতিব্রতাকে সতী বলিলেন কেন? ভারতীয় আর্য্যগণ নারীদিগকে পতিব্রতা দেখিতেই ভাল বাসিতেন সেই জন্য। তবে কি সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি নারীর জীবনে অন্য কোন সদাচার ছিল না; যাহা থাকিলে পূর্ণ সতীত্বর আদর্শ জীবন বলা যায়? না। নারীসমাজে সতীত্বের আদর্শ জীবন বড় অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথি-

বীতে এপর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট নারী জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটিও যে আদর্শ জীবন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা একদেশব্যাপী। কেহ কারাবাসীদিগের কেহ বা যুদ্ধাহত যোদ্ধৃবর্গের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন, কিন্তু বিবাহ করিলেন না। কেহ একান্তভাবে দীন দুঃখীদিগের সেবা ও দুঃখ মোচনে নিযুক্ত রহিলেন কিন্তু যোগ ধ্যান সমাধি ভক্তি প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে বিরত রহিলেন। কেহ বা বিবাহ করিয়া স্বামিপরায়ণ হইলেন কিন্তু অন্য প্রকার সদ্গুণ হইতে বঞ্চিত রহিলেন। এইরূপ দেখা যায় যে মনুষ্য-সমাজে যে সকল জীবনকে আদর্শ করিয়া সতীত্ব প্রমাণ করিতে যত্ন করা হইয়াছে তাহাতে সতীত্বের পূর্ণতা নাই। তবে কি আমাদের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির অন্য কোন ভাল গুণ ছিল না? ছিল, কিন্তু তাহা এরূপ ছিল না যাহার জন্য তাঁহারা পূর্ণ আদর্শ বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন। ফলতঃ মানুষ অপূর্ণ ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিয়া চিরকাল তাহাতে অপূর্ণতা থাকিবে।

সতীত্ব কি? কিরূপ জীবন সঙ্গঠিত হইলে সতীত্বের আদর্শ হইতে পারে? সৎশব্দের যে অর্থ তদনুরূপ হইলে পূর্ণ সৎ বা সত্য ঈশ্বর, সুতরাং পূর্ণ সদ্ভাব বা সদাচার যে জীবনে আছে সেইটি সতীত্বের আদর্শ হইবার উপযুক্ত। অতএব পূর্ণ সত্য পূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বরকে মূল আদর্শ করিয়া জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। পুরুষ যদি ঈশ্বর ভক্ত হন এবং তদনুরূপ জীবন গঠন করেন, তবে তিনি সৎপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। সেইরূপ ভক্তিমতী স্ত্রী যদি ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া জীবন-গঠনে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনিও সতী স্ত্রী বলিয়া কীর্ত্তিত হইবেন। ফল কথা এই, আগে ঈশ্বরভক্তি দ্বারা নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী জীবনকে নিয়মিত কর। যাহা অসৎ কার্য্য জন্য ঈশ্বরদ্রোহিতা আনয়ন করে সুতরাং প্রেম ভক্তির বিরোধী হয়, তাহা হইতে বিরত হও। যেমন বিবাহ বিধিপালন, স্বামিসেবা, স্বামীর প্রতি অব্যভিচারী প্রেম, দাস দাসীর প্রতি পুত্র কন্যার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার, দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া, অনাথ বালক বালিকাদিগের প্রতি কারুণ্য, স্বদেশ হিতৈষিতা, লোকানুরাগ, পাপের প্রতি ঘৃণা, প্রতিবাসীর প্রতি প্রীতি, এসকল কেবল এক মাত্র ঈশ্বর ভক্তি হইতে হয়। যে হৃদয়ে ঈশ্বর ভক্তি নাই, ঈশ্বর বিশ্বাস নাই, ঈশ্বরের প্রতি পূজাপরায়ণতা নাই সে হৃদয়ের দাম্পত্য প্রেম কেবল শারীরিক বিকারসম্ভূত, সুতরাং বিশুদ্ধ প্রেম শব্দের বাচ্য নহে। তাদৃশ ভালবাসা পশুদিগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা মানুষের নিকট তাদৃশ ভাবের প্রত্যাশা করি না, যাহা পশুর নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যুত যাহা দেবতা দিগের জীবনের উপযোগী মানুষের নিকট আমরা তাহারই আশা করি।

বিবাহ করিব কেন? ঈশ্বরের আজ্ঞা ও বিধি পালনের জন্য। স্বামী সহ একত্র বাস কেন? ঈশ্বর লাভের জন্য। স্বামীকে ভাল বাসিব কেন, স্বামীর জন্য প্রাণ দিব কেন? ধর্ম্ম পথের বন্ধু বলিয়া, প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর পথের সহায় বলিয়া, অন্য সকল ছাড়িয়া এই বলিলেই প্রচুর হইবে যে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি বলিয়া, যদি কাহার জীবন এই প্রকার আদর্শ লইয়া সংগঠিত হইতে পারে, তবে তাহা সতী নামের যোগ্য হইবে। যে এইরূপে ঈশ্বরপূজার গুণে সতীত্বধর্ম্মে অকলঙ্ক হয়, সে পতিব্রতা ও পতি দেবতা হইতে পারে কিন্তু কেবল পতিভক্তি সতীত্ব নহে।

উড়িষ্যাদেশ।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

পাঠিকাদিগের অনেকে উড়িয়া নর নারী দেখিয়া থাকিবেন। কলিকাতার ভদ্রলোকদিগের পাচকের কার্য্য প্রায়ই উড়িয়া অস্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত আছে, নীচ শ্রেণীর উড়িয়ারা এখানে পাল্কী বহন, খানসামার কার্য্য, জল ও গ্যাস ইত্যাদি কলের কার্য্য ও চিড়া মুর্কি বিক্রয় করিয়া থাকে, অনেক উড়িয়া এখানে সপরিবারে বাস করিতেছে প্রতি সপ্তাহে ৩।৪ খানা জাহাজে কলিকাতায় সহস্র সহস্র উড়িয়ার যাতায়াত হইতেছে। মফস্বলের অন্তঃপুরচারিকা পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ উড়িয়া নর নারীদিগের আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

পুরুষেরা মস্তকে দীর্ঘসিক্কা ও বেড়া কাটাচুল, গলায়কণ্ঠী, নাসিকা ও ললাটে তিলক ধারণ করিয়া থাকে, খর্ব্ব স্থূলবস্ত্র পরিধান করে, অনেকে বৃদ্ধ বয়সে ও হস্তে বৃহৎবালা কোমরে গোট পরিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের চরণ ভূষণ বিশেষ ৩।৪ সের ওজনের হইবে, মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত হাত জোড়া এক প্রকার আভরণ তাহারও পরিমাণ প্রায় পদাভরণের তুল্য, সামান্য লোকদিগের এই সকল ভয়ানক অলঙ্কার প্রায়ই কাংস নির্ম্মিত, এই সমস্ত অলঙ্কারের ভারে উড়িয়া অঙ্গনাগণকে যে নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতে হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি এই অলঙ্কার না পরিলেই নয়, আশ্চর্য্য অলঙ্কার পরার সাধ!! অনেকে কুনুই পর্য্যন্ত শাঁখা পড়িয়া থাকে, নাকে প্রকাণ্ড নথ ও বেশর ধারণ করে, কপাল জোড়া সিন্দুর পড়ে, চুয়া দ্বারা কেশ সুগন্ধীকৃত করে, তাহাদের বস্ত্র পরিধান প্রণালী অত্যন্ত কুৎসিত, ও লজ্জাকর, হাটুর উপর এমন ভাবে

কাপড় পরে যে চলিবার সময় উরুদেশ স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়, প্রায় স্ত্রীলোকেই কটির নিম্নে একখণ্ড ক্ষুদ্রবস্ত্র বা নেকড়া জড়াইয়া থাকে, তদুপরি সেই বড় কাপড় খানা পরে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে উল্কি,। সুশ্রী উড়িয়া নর নারী বিরল, ইহারা শ্যামবর্ণ খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাধারণতঃ গরিব দুঃখী, ইহাদের আহারাদি বড়নিকৃষ্ট, প্রায় কেহই গরম ভাত খায় না, প্রতিদিন পান্তাভাত খাইয়া থাকে, তাহাকে ইহারা পখাল ভাত বলে, পখাল ভাতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ শাক ভাজা বা অন্য কোন উপকরণ চাটনি স্বরূপ করিয়া থাকে, ভাতের সঙ্গে ব্যঞ্জন মাখিয়া খাওয়ার রীতি বড় নাই। গরিব লোকেরা বিছানা বালিশ ব্যবহার করে না, দরমার ন্যায় এক প্রকার মোটা মাদুরে শয়ন করে, তাহার একাংশ গাত্রে জড়াইয়া শীত নিবারণ করিয়া থাকে। প্রায় সকল লোকই সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে জানে, অঙ্ক কসিতে ইহারা মজবুত, অনেকের জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান আছে। লেখা পড়া সচরাচর তালপত্রেতেই নির্ব্বাহ হয়, লিখিতে মসীর প্রয়োজন হয় না.সূচ্যাগ্র লৌহ লেখনীর দ্বারা তাল পত্রে খুঁচিয়া যায়। শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি তাল পত্রে এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। জমীদারী মহাজনী হিসাব পত্রাদি লেখা পড়া সচরাচর তাল পত্রেতেই হয়। অনেকে চিঠি পত্রাদি তাল পত্রে লিখিয়া থাকে। তালপত্রের পুস্তকাদি চিরস্থায়ী, কীটে ভক্ষণ করে না। জলে নষ্ট হয় না। কোন কারণে অক্ষর পুছিয়া যায় না। উড়িষ্যা দেশে সামান্য পাঠশালা যত এরূপ আর কোথা ও দেখা যায় না। কেন্দ্রাপাড়া কটক জিলার অন্তর্গত একটি সামান্য সবডিভিজন। এই সবডিভিজনের অধীনে প্রায় পাঁচশত পাঠশালা আছে।

এদেশীয় লোকের পুত্রসন্তান হইলে নহবত বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। পতি পুত্র বিদ্যমানে কোন স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বাদ্য বাজাইয়া তাহার সৎকার করে। এদেশে খুন জখমী ডাকাতী দাঙ্গা হঙ্গামা ইত্যাদি গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রায় হয় না। ফৌজদারী মোকদ্দমার মধ্যে সচরাচর কদলী চুরি, ক্ষেত্রের বেড়া কাটা এবং বিধামারা অর্থাৎ কিল মারাই প্রধান।

উড়িষ্যাদেশের লোক সঙ্খ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫১,৭৮,৫০৩ জন। তন্মধ্যে কটক জিলার ১,৭৩,:৫৮ পুরি জিলার ৮,৮৫,৭৯৪ বালেশ্বর ৯,৪২,৪১৪ করদ মহলে ১৬,১৮,৭৪৭ জন।

বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার অধিক পার্থক্য নাই। উৎকলী ভাষায় সংস্কৃতশব্দের অধিক ব্যবহার। বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অনেক শব্দের অত্যন্ত অপভ্রংশ হইয়াছে, উৎকলী ভাষায় সেরূপ স্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রায় অবিকল উচ্চারণ করে। যথা পবন,

কদলী, পত্র, পঙ্ক, পঙ্ক, মণ্ডূক মূষা (মূষিক) ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ আছে যে সংস্কৃতে বা বাঙ্গালায় তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। তাহাই প্রকৃত উৎকলী শব্দ। তাহার কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা

উৎকলী শব্দ	ও বাঙ্গালী
মুগা	বস্ত্র,
মিয়া	অগ্নি
ওটারিয়া	টানন
সাউটিয়া	কুড়ন
বিধা	মুষ্ট্যাঘাত
গৈঠা	পদাঘাত
বেক	গলদেশ
গোর	পদ।

সংস্কৃতের সঙ্গে ক্রিয়া পদের কতক সাদৃশ্য আছে। যথা উৎপন্ন। (বর্ত্তমান কাল)

কৃ ধাতু।

উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। একবচন অম্বে করং তুম্বে কর ছে করে বহুবচন অম্বেমানে করং, তুম্বেমানে কর ছে মানে করন্তি।

ভুস্ছার্থে

অম্বে ও অম্বেমানে করু অছু, তুম্বে, তুম্বেমানে করুঅছ, ছে করু আছি ছে মানে করু অছন্তি।

ভূতকাল।

করিনূ }	কল	কল্পা, করিলা
কেনূ }	করিল	কলে করিলে

ভবিষ্যৎ

করিবুঁ করিব করিব করিবে।

উৎকল বাসীরা স উচ্চারণ করিতে পারে না স, স্থানে ছ, উচ্চারণ করে। যে শব্দের আদিতে আকার আছে সেই আকারকে প্রায় অ উচ্চারণ করে যথা শালাস্থলে ছলা বলিয়া থাকে। কখন কখন শব্দের মধ্যস্থ আকার কেও অকার উচ্চারণ করে। বাঙ্গালিরা যেমন অকারান্তশব্দকে হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করে উৎকল বাসীরা ঠিক তাহার বিপরীত। ইহারা হসন্তকে অকারান্ত উচ্চারণ করে। অকারান্তকে অকারান্তই উচ্চারণ করে। জল শব্দে বাঙ্গালীরা জল্ উচ্চারণ করিবে, উড়িয়ারা সেরূপ উচ্চারণ করিবে না। সাধারণতঃ উৎকলী লোকেরা কথা অত্যন্তদ্রুত বলিয়া যায়। এজন্য তাহাদের কথা আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। উড়িষ্যায় বহুসঙ্খ্যাক বাঙ্গালী ২।৩ কি ৪।৫ পুরুষ হইতে বাস করিতেছে, তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে উৎকলীদের ন্যায় হইয়াছে। তাহাদিগকে সাধারণতঃ কেবা বাঙ্গালি বলে।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এখন আর পূর্ব্বমত নাই। এখন ক্রমে স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

ক্রমই বর্ষে বর্ষে তাঁহারা বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা সহ এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল বিষয় বিবেচনার জন্য এখন যে নূতন এডুকেশনকমিশন বসিতেছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ রূপে বিচারিত হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে, এই সময়ে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষা এদেশে এখন আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। "ভাল করিয়া কোন কার্য্যের আরম্ভ হইলে তাহা অর্দ্ধ সম্পন্ন হওয়ার ফল দেয়" এই প্রচলিত কথাটী আমাদিগের এখন স্মরণ হওয়ায় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতর শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের অত্যন্ত দুঃখই হইতেছে। আমাদিগের বোধ হয়, পুরুষদিগের সহিত সমানশিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহা অত্যন্ত দূষিত, অস্বাভাবিক ও অনিষ্টকর, স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী ইহা দ্বারা আমাদিগের দেশের কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক ইহাতে ভয়ানকঅনিষ্ট ও কুফলই ফলিবে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রথমতঃ অতি স্থূলদর্শী লোকেরাও স্বীকার করিবেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতির প্রকৃতি এক প্রকার নহে। সূর্য্যে ও চন্দ্রে যত প্রভেদ, পুরুষ ও স্ত্রীপ্রকৃতিতে তত প্রভেদ। পুরুষের প্রকৃতি কঠোর. ইহা কঠোর চিন্তা. কঠোর বিচার. কঠোর পরিশ্রম. উদ্দাম উৎসাহ ও বীরত্বেরই উপযুক্ত এবং স্ত্রী প্রকৃতিতে কল্পনা, সৌন্দর্য্যানুভাবকতা, সুকোমলভাব, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি প্রবল। সেই শিক্ষাপ্রণালীই মঙ্গলকর ও প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী, যাহা স্বাভাবিক ও শিক্ষার্থীর প্রকৃতির উপযোগী। অপ্রকৃত এবং অস্বাভাবিক শিক্ষায় যে নরনারীর বিষম অনিষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্য আমাদিগের প্রথম প্রস্তাব এই যে, নরনারীকে এক প্রকার শিক্ষার অধীন করা না হয়। পুরুষদিগের ন্যায় উপাধির জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া অতি দূষণীয়রীতি কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্রপরীক্ষা করা মন্দ পরামর্শ নহে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে উপাধি না দিয়া প্রশংসা পত্র দিলে ক্ষতি নাই। যুদ্ধবিদ্যা, অধিক অঙ্ক ও রাজনীতি প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্যা স্ত্রীপ্রকৃতির বিরোধী। সে সমস্ত এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত করিলে সেই অস্বাভাবিক স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহাদের প্রকৃতি অস্বাভাবিক হইয়া যাইবে, সেরূপ স্ত্রীশিক্ষা এদেশে অনিষ্টেরই কারণ হইবে। পদ্য, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যত স্বাভাবিক এত আর কিছুই নহে। কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে, যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন ভারত সংস্কারক সভার সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

[নিম্নতর সার্টিফিকেটের পরীক্ষা।]

সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, গৃহকর্ম্ম ও স্বাস্থ্যরক্ষা। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল। অঙ্ক বর্গমূল পর্য্যন্ত, পদার্থবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র শিল্প ও চিত্র।

[উচ্চতর সার্টিফিকেটের পরীক্ষা।]

ইংরাজী ও এদেশীয় ভাষায় রচনা এবং ব্যাকরণ। ইংলণ্ডের ইতিহাস ও প্রাকৃতিক ভূগোল, অঙ্ক. পদার্থবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র শিল্প ও চিত্র।

উপরের লিখিত বিষয়ের মধ্যে কোন কোন গুলি ছাত্রীদের স্বেচ্ছাধীন হইতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ। এসংসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের এক প্রকার কার্য্য নহে। বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে আমাদিগের জননী ও গৃহলক্ষ্মী করিয়া প্রথম হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র প্রকার শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বিধাতারই সহিত বিবাদ করেন সন্তানপালন, গৃহকার্য্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যে সমস্ত স্ত্রীলোক ঐ সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া শিক্ষা না করেন, এসংসারে তাঁহাদের জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার উন্নতজ্ঞান বিজ্ঞান যত শীঘ্র গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয় ততই জনসমাজ ও দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে মঙ্গল। যে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত উপরিউক্ত বিষয় কয়টী নহে তাহা এদেশ হইতে শীঘ্র তিরোহিত হইবারই উপযুক্ত। এই জন্য আমাদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব যে, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে সন্তান পালন, গৃহকার্য্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিকৃত শিক্ষার অধীন করিয়া তাঁহাদিগকে অস্বাভাবিকপ্রকৃতি ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহারের বৃথা অনুকরণকারিণী করা কখন কর্ত্তব্য নহে। ভারতবর্ষ সামান্য দেশ নহে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা কতকগুলি সদ্গুণে এতভূষিতা যে, যদি আধুনিক সভ্যতম বিদেশীয় স্ত্রীলোকেরা সে সকল গুণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অনুকরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ মঙ্গল হয়। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার অনুরোধেও বিদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকের অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদিগের নব্য স্ত্রীলোকেরা যদি তাঁহাদিগের জাতীয় সদ্গুণ সকল হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে মহা বিপদ ও অনিষ্টে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে এবং বিজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের বাহ্য আচার

ব্যবহার অনুকরণকারিণী বিকৃতস্বভাব দেশীয় মেমসাহেব কতকগুলি দ্বারা এদেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত সদ্গুণসকল আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এখন স্বাভাবিক গুণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইলেও কতকগুলি উচ্চসদ্গুণ তাঁহাদিগের মুখকে আজও যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি কুসংস্কারের বৃথা ভয়ে অথবা বিদেশীয় আচার ব্যবহার ও বিলাসের নীচ প্রনুকরণেচ্ছায় আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের জাতীয় পৈত্রিক সদ্গুণ সকল হইতে এখন বঞ্চিত থাকেন তাহা হইলে আমাদিগের যে অত্যন্তদুর্ভাগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশে আদর্শ স্ত্রীজীবনের অভাব নাই। শীতা, গার্গী, দময়ন্তি প্রভৃতি আদর্শ স্ত্রীচরিত্র সকল এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনে বহুশত বৎসর হইতে জাগরূক রহিয়াছে, এখনআমাদিগের নব্যস্ত্রীলোকদিগের নিকট সেই সমস্ত উচ্চ জীবন যদি অনুকরণ ও বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় না হয় তাহা হইলে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল নাই। জাতীয় ও স্বাভাবিক স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিতে হইয়াছে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের সরল মনে জাতীয়ভাব জাতীয়প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে বর্দ্ধিত ও পরিষ্কৃত করিতে হইবে যে শিক্ষা প্রণালীদ্বারা সে সমস্ত বিনষ্ট হয় তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। উদারভাবে সকল দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জীবনগত ও স্বভাবগত সদ্গুণসকল আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা অনুকরণ করেন তাহা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা কিন্তু বিদেশীয় স্ত্রীদিগের দয়া, শ্রদ্ধা, কার্য্যপটুতা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি অন্তরের সদ্গুণ সকল অনুকরণ করা এক, আর তাঁহাদের বেশ ভূষা, আহার ব্যবহারের বাহ্যিক রীতি ও বিলাসপরায়ণতার অনুকরণ করা আর এক। আমাদিগের বোধ হয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা অতি অল্পকালের মধ্যে প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া আপনাপনি শিক্ষা করিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র গৌরব অথবা প্রশংসা নাই অনেক সময় সে সমস্ত তাঁহাদের বিষম অনিষ্ট ও দুর্গতিরই কারণ হয়। সে সমস্ত শিক্ষা করিলে তাঁহাদের জীবন বিকৃতই হইয়া যায়। এই জন্য আমাদিগের তৃতীয় প্রস্তাব এই যে, এদেশে এরূপ স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের মনে জাতীয় ভাব সকল বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হয়। যে শিক্ষা এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক তাহা বিষবৎ পরিত্যক্ত হয়।

চতুর্থতঃ। এদেশীয় বালকদিগকে নিরীশ্বর ও নীতিহীন শিক্ষা দিয়া যে অনিষ্ট

হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের যথা সময়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যে পরিমাণে এদেশীয় যুবকদিগের মধ্যে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে তাহাদের যে অনেক উপকার হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে বিষমঅনিষ্টও হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশ নাস্তিকতার স্রোতে প্লাবিত হইয়াছে বলিলে হয়, নীতি পর্য্যন্ত আমাদিগের শিক্ষিত যুবকদিগের দ্বারা অস্বীকৃত হইতেছে এইরূপ অবস্থায় যদি আবার ধর্ম্মহীন, ঈশ্বরহীন, নীতিহীন স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী এদেশে প্রচলিত হয় ও আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা নাস্তিকতা ও দুর্নীতির দোষে কলঙ্কিত হন, তবে যে দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বহুকাল হইতে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত; যদি এখন কয়েকটী জ্ঞান বিজ্ঞানের সত্যের জন্য তাঁহারা সে সমস্ত উচ্চতম সদ্গুণ হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে এদেশ নানা প্রকার পাপেরই আলয় হইবে। নাস্তিকতা দুর্নীতি ব্যভিচার ও অন্যান্য মহাপাপ সকল সহস্র দ্বার দিয়া আসিয়া আমাদিগের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবে ও তাহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিবে এবং আমাদিগের সন্তান সন্ততি ও ভবিষ্যদ্বংশ নীচ পাপাচারী হইয়া এদেশকে অতিহীন ও মলিন করিয়া ফেলিবে।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান বড় লাট সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় সে দিন যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ আশা হইতেছে যে, আমাদিগের রোদন অরণ্যে হইবে না। আমরা উপরে যে সমস্ত কথার উল্লেখ করিতেছি, তিনি প্রায় সে সমস্ত কথারই সাধারণভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষা বিষয়ে বিচিত্রতা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, "এদেশে নানা প্রকার ধর্ম্ম, রুচী ও শ্রেণীর লোক আছে, সকলের পক্ষে এক প্রকারশিক্ষা কখন উপযোগী নহে; ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্নতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" যদি ওসকল শ্রেণীর যুবককে এক প্রকার শিক্ষার অধীন করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হয়, তবে স্ত্রীও পুরুষ যাহাদের প্রকৃতি ও নিয়তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের ও যাহারা একেবারে ভিন্ন জাতীয় লোক তাহাদিগের উভয়কে এক প্রকার শিক্ষার অধীন করা যে কত অসঙ্গত কার্য্য তাহা বলা যায় না। (২) জাতীয় শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "এদেশ সামান্য দেশ নহে, অতি প্রাচীন কাল হইতে উন্নতজ্ঞান ও সভ্যতা এদেশে অবস্থিতি করিতেছে; সে সমস্ত এখন পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, এরূপ শিক্ষা প্রণালী এখানে প্রচ-

লিতা হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে এদেশীয় যুবকেরা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত এদেশীয় সভ্যতা, বিদ্যা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও অনুকরণীয় আছে সকলই মিশাইয়া লইতে পারেন। যখন এদেশীয় যুবাদিগের দেশীয় ভাব ও দেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণীয় অংশ সকল চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া মেম সাহেবদিগের কেবল অনুকরণই করিবেন? " (৩) ধর্ম্মহীন শিক্ষা প্রণালী যে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহাতে যে অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের আশা হইতেছে যে লর্ড রিপণ এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন, স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে দূষণীয় উচ্চশিক্ষা প্রণালী সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বিশেষ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন।

শব্দ শাস্ত্র।

ব্যাকরণ।

প্রয়োজন।

অনেকে মনে করেন চলিত ভাষায় ব্যাকরণ না পড়িলে চলে। কে আর বলে "আমি আছে" "তুমি আছি"। "সে আছ"। অবশ্য কোন বিদেশী এরূপ ভুল করিতে পারেন। তবে তাঁহাদের জন্য কেহ ব্যাকরণ লিখিতে চান লিখুন, দেশীয়লোকদিগকে এ বৃথা পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। এরূপ যুক্তি একালের লোকেই দেখায় তাহা নহে সেকালেও অনেকে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া ব্যাকরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে যত্ন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন "বেদ হইতে বৈদিকশব্দ, লোক হইতে লৌকিকশব্দ" জানা যায় বৃথা ব্যাকরণ পাঠে প্রয়োজন কি? এই ভ্রম নিরসনের জন্য ভাষ্যকার অনেকগুলি প্রয়োজন দেখাইয়াছেন, সে গুলি একালে না খাটিলেও মূলে প্রয়োজন ঠিক আছে। ব্যাকরণ না জানিলে গৃহকার্য্যের কথার কোন ব্যত্যয় না ঘটিতে পারে কিন্তু তার উপরে একটু উঠিলেই পদে পদে বিপদ। অমুকে আমার প্রতি বড় "অনুরাগ" করিয়াছেন, পাঠিকা তুমি একথা শুনিয়া কি অর্থ করিবে? অবশ্য অর্থ করিবে কিন্তু বক্তা যে ভাবে "অনুরাগ" শব্দটির প্রয়োগ করিলেন, কোন অভিধানে আছে কি না খুঁজিয়া দেখ। তুমি বলিবে "রাগ" শব্দে ক্রোধ যেমন সংস্কৃতে নাই "অনুরাগ" শব্দেও ক্রোধ তেমনি নাই। সুতরাং "রাগ" "অনুরাগ" ফলে দুই সমান। যুক্তিটী দিলে ভাল, কিন্তু "রাগ" বলিলে কেহ মূর্খ বলে না, ক্রোধের স্থানে "অনুরাগ" বলিলে সকলে অজ্ঞ বলিয়া হাসে। ক্রোধে মুখের লৌহিত্য প্রকাশ পায়, তাই "রাগ" শব্দ ক্রোধে ব্যবহৃত হইয়াছে "অনুরাগ" শব্দ সেরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং রাগের স্থলে অনুরাগ বলিয়া তুমি কখন পার পাইবে না।

বেশ, ব্যবহারই যদি শব্দপ্রয়োগে ভাল মন্দর কারণ হইল, তবে ব্যাকরণ লিখিয়া বা শিখিয়া প্রয়োজন কি? ব্যবহারের হাতে ছাড়িয়া দাও, তাহা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে শব্দব্যবহার করুক। তুমি মনে করিতেছ, ব্যবহার বলিলে উহা লোকের যথেচ্ছাচার বুঝায়, ইহা কখন মনে করিও না। মনুষ্যের শরীর মন যেমন নিয়মের অধীন, ভাষাও তেমনি নিয়মের অধীন। ভাষার পরিবর্ত্তন কখন নিয়ম ছাড়িয়া হয় না। এই নিয়ম নিবন্ধন আবিষ্করণ শব্দশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিয়ম থাকিলেও তাহার পার্শ্বে যথেচ্ছাচার থাকে। সুতরাং এই যথেচ্ছাচার নিবারণও উহার উদ্দেশ্যের মধ্যে নিপতিত হইতেছে। তুমি বলিবে ভাষা নিয়মে উৎপন্ন হয় কিরূপে মানিব। যদি নিয়মে উৎপন্ন হইত, তবে সকলেরই একভাষা হইবার সম্ভাবনা ছিল। যখন স্থান ভেদে ভাষাভেদ দেখিতেছি, তখন সেই সেই স্থানের লোকদের স্বতঃ প্রবৃত্তি ভাষার মূল অবশ্য বলিতে হইবে।

"স্বতঃ প্রবৃত্তি" ভাষার মূল এ কথা বলিয়াছ ভাল। স্বতঃ প্রবৃত্তি শব্দে প্রযত্ন বুঝায় না। স্বভাবদ্বারা পরিচালনা বুঝায়। যেখানে স্বভাব দ্বারা পরিচালনা আছে, সেখানেই নিয়ম আছে। তবে যে বলিলে নিয়ম থাকিলে ভাষায় ভিন্নতা হইত না, তাহার উত্তর এই যে শব্দশাস্ত্রকারেরা বাহিরের বর্ণসমাবেশে যে শব্দ হয়, তাহাকে নিত্য বলেন না, শব্দের কারণ ধ্বনিকেই শব্দ বলেন। তাঁহাদিগের এরূপ বলিবার কারণ আছে। আমরা সে কারণ এই রূপে বিবৃত করিতে পারি। ধ্বনি পশু ও মনুষ্য উভয়েরই আছে কিন্তু পশুর ধ্বনি কতিপয়ে বদ্ধ, মনুষ্যের তাহা নহে। পশুর বাগ্‌যন্ত্র একই প্রকার ধ্বনি করে, মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্র নানা প্রকার নানাবর্ণের ধ্বনি করিতে সক্ষম। পশুতে অব্যক্তধ্বনি, মনুষ্যে ব্যক্তধ্বনি হইবার এই মূল। এই পর্য্যন্ত শেষ হইল তাহা নহে। মনুষ্যের হৃদয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার, তাহার প্রয়োজনও অনেক। সেই সকল ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহাকে ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ ধ্বনি ও অঙ্গুলি সঙ্কেত একত্র চলে, পরে ধ্বনি পরিচিত হইলে আর অঙ্গুলি সঙ্কেত দিয়া প্রয়োজন থাকে না। সেই ধ্বনিই সেই ভাব বা প্রয়োজন বুঝায়। সেই ধ্বনি সেই ভাব বা বস্তু দ্যোতক শব্দ হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান বাসী প্রতি বাসীরা ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে একই ভাব ব্যক্ত করে, সুতরাং ভাব ও বস্তু এক হইলে ও শব্দ ভিন্ন হয়।

তুমি বলিবে যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থান-বাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে একই ভাব একই বস্তু প্রকাশ করিল, তবে আর শব্দ নির্ম্মাণ নিয়মানুগত রহিল কোথায়? যেখানকার লোকের যেমন ইচ্ছা ভাষা সেইরূপে উৎপন্ন হইল। পাঠিকা তুমি একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই ঠিক। মনুষ্যের ধ্বনি এক ভাব বা একই বস্তু সম্বন্ধে ভিন্ন হউক, কিন্তু ভাব ও অভাব যাহার তাহার প্রকৃতি এক। সেই প্রকৃতি সর্ব্বদা নিয়মানুগত হইয়া কার্য্য করে। যে সম্বন্ধে তোমার অভাব বা প্রয়োজন আছে, দূরবর্ত্তী প্রদেশবাসীরও সেই অভাব বা প্রয়োজন। তোমার চিত্ত যে ভাবের অধীন, অন্যপ্রদেশ-বাসীও সেই ভাবের অধীন। অভাব ও ভাবের যেখানে একতা আছে, সে-খানে ধ্বনিতে ভিন্ন হইয়াও মূলে ভিন্ন ধ্বনি স্বরের একতা আছে। এ ভিন্ন-তাতে আসে যায় না। কেন না একই বস্তু বা ভাব ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিতে প্রকা-শিত হয়, এবং এই সকল বিভিন্নধ্বনি পর্য্যায় শব্দরূপে পরিগণিত হয়। যেমন এদেশে সংস্কৃত "কোল" শব্দ হইতে কুল হইয়াছে পূর্ব্ব দেশে "বদরী" শব্দ হইতে "বরুই" হইয়াছে। তুমি যদি পূর্ব্বে দেশীয়ের "বরুই" শব্দ শুনিয়া হাসিতে পার, তবে ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ভাষা শুনিয়া হাসিবে না কেন? যে শব্দ বুঝিতে পারা যায় না তাহাকে ম্লেচ্ছশব্দ বলে। বিদেশীয়েরা অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলিত বলিয়া আর্য্যেরা তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন এবং ঘৃণা করিতেন। এখন পাঠিকা তুমিও যে ব্যক্তি কুল না বলিয়া বরুই বলে তাহাকে বাঙ্গাল বলিয়া উপহাস কর এবং ঘৃণা করিয়া থাক।

তুমি এখন বলিবে ভাষা সৃষ্টির নিয়ম কি এখনও বুঝিলাম না। নিয়ম প্রকৃতিগত ভাব ও অভাব। এইভাব ও অভাব আরও নিয়মে পরিচালিত সুতরাং ভাষাও সে নিয়মের অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। তুমি বলিবে মনুষ্যপ্রকৃতি একই, তবে বর্ব্বর জাতি ও সভ্যজাতি এ উভয় জাতির ভাষায় এত তারতম্য দেখা যায় কেন? তোমার এ প্রশ্ন সহজ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রমবিকাশের কথা সংলগ্ন। বর্ব্বরেরা যতদিন একা-বস্থায় আছে ততদিন তাহাদিগের ভাষা একাবস্থ। তোমরা এখন উন্নতি লাভ করিয়াছ বলিয়া ভাব ও অভাবের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বাড়িয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাইবে বর্ব্বরাবস্থায় যাহা যাহা প্রয়োজন তৎ সম্বন্ধে তোমার ভাষা ও তাহাদের ভাষা এক ভূমিতে স্থিত। বর্ব্বর ভাষায় প্রায় সামাজিক ক্রিয়ার ব্যঞ্জক কথা পাইবে না, কেননা তাহাদিগের মন তত উন্নত হয় নাই। এস্থলে তুমিও উচ্চভূমিতে উঠিয়া এমন সকল শব্দ

ব্যবহার কর যাহা পূর্ব্বে বাহাবস্তু বুঝাইত। যেমন পূর্ব্বপ্রদর্শিত "রাগ" শব্দ। ভিতরের অনুরাগ বাহিরে গণ্ড স্থলের বর্ণান্তর আধান করে, এজন্য তদ্দ্যোতক "রাঞ্জ" ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দ মানসিক বিষয়ে ব্যবহৃত হই-য়াছে। "রাগ" শব্দে লোহিতবর্ণ তদ্-বিশিষ্ট বস্তু আজও বুঝায়। চন্দ্র দেখিলে রাজাকে দেখিলে গণ্ডস্থলের বর্ণান্তর উপস্থিত হয় বলিয়া কালে "রাগ" শব্দে চন্দ্র ও নৃপও বুঝাইয়াছে। এই যে শব্দের এক অর্থ হইতে অপর অর্থে গমন, ইহার সঙ্গে ভাবযোগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভাবযোগ ছাড়িয়া শব্দের অর্থ হইতে অর্থান্তরে গমন হয় না। এজন্য এক শব্দ বহু অর্থে ব্যব-হৃত হইয়াও অখণ্ড নিয়মের অনুসরণ করে।

তুমি বলিবে যাহা লইয়া এত কথা বলিলে, তাহা কিন্তু যেখানকার সেখা-নেই থাকিল। কেন না এ সকল যুক্তিতে চলিতভাষার ব্যাকরণের প্রয়োজন আরো হইতেছে না। স্বভা-বের নিয়মে ক্রমান্বয়ে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন চলিতেছে, মানুষ স্বভাবাধীন, তাহার ব্যাকরণের অধীন হইবার প্রয়োজন কি? প্রয়ো-জন আছে। ভাষা পরিবর্ত্তনে একটি নিয়ম এই যে উহা ক্রমান্বয়ে সহজ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যখন লিখিত ভাষা ছিল না, তখন উচ্চারণের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বোধগম্য হইত। অন্য দেশে এখনও উচ্চারণের তারতম্য কিছু কিছু আছে বঙ্গদেশে তাহা একেবারে বিলুপ্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি "আসা" এবং "আশা" শব্দ একই রূপে উচ্চারণ কর, কিন্তু দেখ তাহাদিগের অর্থ কত ভিন্ন। তুমি যখন বলিতেছ "আমার আশা হইতেছে" তখন ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্য প্রতিরুদ্ধ হইলে, তখনই যদি আসিয়া থাক "আমার আসা হইতেছে" ইহাও বুঝাইতেছে। যখন লিখিত ভাষার আরম্ভ তখন এ তারতম্য না রাখিলে তো চলেই না। তুমি আশার স্থলে আসা, আসার স্থলে আশা কখনও লিখিতে পার না। যখন মৌখিক ভাষা ছিল, তখন কেবল কণ্ঠ্য তালব্যাদি উচ্চারণ দ্বারা শব্দভেদ বুঝা যাইত তাহা নহে, উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বরের উচ্চারণের তারতম্যেও শব্দ বোধ হইত। উচ্চারণের বহুভেদ তিরোহিত হইয়া যেমন ভাষা সহজ হইতেছে তেমনি কঠোরশব্দ কোমল হইয়া সর্ব্বসাধারণের উচ্চারণ যোগ্য হইতেছে। যেমন কুম্ভকার শব্দে কুমার, কার্য্য শব্দে কাজ ইত্যাদি। এ সকল উচ্চা-রণের অসামর্থ্য ও কালসংক্ষেপাদি কারণে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তথাপি নিয়মাধীন। ভাষার এই সকল পরি-বর্ত্তন ও ভিন্ন সংস্থান ব্যাকরণে নিবদ্ধ না হইলে, কালে তত্তৎ

শব্দের অর্থবোধই সুকঠিন হইয়া পড়ে।

তুমি বলিবে এখানেও ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন নাই। ভাষার যে সকল এক উচ্চারণের অধিকবর্ণ আছে উঠাইয়া দাও, ভাষা আরও সহজ হইয়া যাইবে। যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহাতো সময়ের ব্যবহারেই সকলের বোধগম্য হইবে। কি বলিলে সহজ হইবে? অধিক বর্ণ উঠাইয়া দিলে সহজ হইবে না আরও জটিল হইবে। "ভাষা" "ভাসা" দুইটি শব্দ আছে, ইহার ভাষা শব্দের মূর্দ্ধণ্য ষ কাটিয়া দন্ত্য সকার যুক্ত ভাসা রাখিলে ভাষাকে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে, ভাষা আর ভাষা থাকিবে না। মনুষ্যের যদি বিজ্ঞানে প্রবৃত্তি না থাকিত তাহা হইলে তুমি এ কার্য্যে অনেকদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য বিজ্ঞান চায়। সে বসুন্ধরার বক্ষ বিদারণ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি ঘটিয়াছে, তন্নিহিত বিলুপ্তবস্তু নিচয়ের পরিব্যক্ত ও বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাহা জানিতে চায়। মনুষ্যের শারীরিক যন্ত্র নিচয় ভ্রূণাবস্থায় কিরূপ ছিল পর পর কিরূপ হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যন্ত্রের পরিত্যক্ত বিস্তৃত অবস্থা সে সকল ব্যক্ত করে। ভাষা তোমার আমার চক্ষে অতি সাধারণ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে এবং ক্রমপরিবর্ত্তন, ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার চিহ্ন সংরক্ষণে তুমি আমি অবহেলা করিতে পারি, বিজ্ঞানবিৎ তাহা কখন পারেন না। অশক্তিজাত সমুদায় প্রকার পরিবর্ত্তন চলিতে দিলে ভাষার বিনাশ সমুপস্থিত হয়। এজন্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তন্মধ্যে ভাষাকে রক্ষা করিতে যত্ন করেন সুতরাং তুমি তাঁহাদিগের যত্নকে ব্যর্থ কৌতুহল কখন বলিতে পারে না।

ভাষা সংরক্ষণ, যথাযথ প্রয়োগ, যথাযথ বর্ণ সংস্থান ব্যাকরণ হইতে সমুপস্থিত হয়। এক প্রচলন হইতে এগুলি হইতে পারে না। কিরূপে একটি মূল হইতে বহুশব্দ উৎপন্ন হইল তাহা ব্যাকরণ দ্বারা জানিতে পারা যায়। সমুদায় শব্দে একজন জানিতে পারে না। এই উপায়ে অল্পায়াসে বহু শব্দ জানিতে পারা যায়। সুতরাং সংক্ষেপে শব্দোপদেশ আর একটি প্রয়োজন। বিজ্ঞানাদির উন্নতির বিষয়সকল ভাষাতে প্রকাশ করিতে গিয়া অনেক নূতন শব্দের প্রয়োজন হয়। যে ব্যক্তি ব্যাকরণ জানে না সে এই সকল নূতন শব্দ নিষ্পন্ন করিতে পারে না। নূতন শব্দ যথানিয়ম নিষ্পন্ন না করিতে পারিলে কোন নূতন জ্ঞান স্থায়ী হয় না। অতএব, প্রয়োজনোপযোগী নূতনশব্দ ব্যবহারের জন্য ও ব্যাকরণের প্রয়োজন। নূতন শব্দ আবিষ্কৃত হইয়া পুরাতন শব্দকে পশ্চাতে ফেলে। নূতন শব্দ পুরাতনের স্থান অধিকার করিলে পুরাতনকে লোকে ভুলিয়া যায় কিন্তু ব্যাকর তাহা রক্ষা করে।

আমরা সংক্ষেপে শব্দশাস্ত্র মধ্যে প্রধান ব্যাকরণের প্রয়োজন উল্লেখ করিলাম। ইহার শব্দোৎপত্তি মনুষ্য প্রযত্নে নহে, প্রকৃতি হইতে, ইহাও দেখাইলাম। প্রকৃতি বা প্রকৃষ্টক্রিয়া আপনি উপস্থিত হয় না, তাহা কাহারও প্রেরণায় সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে অন্যান্য প্রাকৃতিক সৃষ্টির ন্যায় প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরই ভাষা সৃষ্টির মূল, ইহা অমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। প্রকৃতিশব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে ঢাকিয়া রাখা বৈজ্ঞানিক কৌশল। ঈদৃশ কৌশলের প্রয়োজন এই যে বারংবার ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ করিয়া উহা সাধারণ শব্দ পর্য্যায় করিয়া ফেলা না হয়।

কোন মোসলমান কন্যার চরিত্র।

ইতি পূর্ব্বে অনেক দিন হইল পরিচারিকাতে একটি মোসলমান মহিলার এক খানি অতিসুন্দর ধর্ম্মভাবপূর্ণ পত্র আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এবার ও আমরা কোরাণ সরিফের চতুর্থখণ্ড অনুবাদের কবারিং পেজে তাঁহার সুন্দর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না সুতরাং ঐ পত্র খানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ইহা পাঠ করিয়া যে অনেক মহিলা উপকৃত হইবেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই মহিলা আমাদিগের পরিচিতা, আমরা ইঁহার অনেক বিষয় বিশেষ অবগত আছি। হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারস্থ নারীগণের শিক্ষা করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রী এই মহিলার চরিত্রে অনুস্যূত হইয়া আছে। আমরা এস্থলে তাঁহার দুই চারিটি চরিত্রের কথার উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ ইনি যুবতী অথচ বিধবা। অনেক মহিলা স্বামীরমৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত পুনর্ব্বিবাহিতা না হইয়া অপেক্ষা করিতে অসমর্থা কিন্তু ইনি মোসলমান কুলসম্ভূতা হইয়া ও স্বামীর মৃত্যুর পরে অতি পবিত্রভার সহিত কাল যাপন করিতেছেন। ঠিক যেমন হিন্দু বিধবাগণ নিরামিষ ভোজন করেন ইনিও সেইরূপ কোন প্রকার আমিষ ভক্ষণ করেন না। আমরা কোন মোসলান মহিলার চরিত্রে এরূপ সৌন্দর্য্য আর কখন দর্শন ও শ্রবণ করি নাই। অনেক সময়ে দেখিয়া শুনিয়া প্রায়শঃ দুঃখিত হই যে অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে জ্যান্তগরু প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা দুষ্কর। আর ইনি মোসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মরা মৎস্যটিও স্পর্শ করেন না, এটি কম বলের কার্য্য নহে। মনে বিশেষ ধর্ম্ম বল না থাকিলে কেহ কখন তাদৃশ মহত্ত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না।

পার্‌সি ভাষা লেখা পড়া শিক্ষা করা ইহাদিগের জাতীয়প্রকৃতি হইলে ও এ সময়ে প্রায় কোন মহিলাকে আর পারস্য ভাষা শিখিতে তেমন যত্নবতী দেখিতে পাই না। কিন্তু ইনি পারস্য ভাষাতে অতিসুন্দর অধিকারিণী। ইদানীন্তন নূতন ফেসনের কোন স্কুলাদিতে নিয়ম মতে অধ্যয়ন করেন নাই অথচ ইহার বাঙ্গালা লিখিবার কিরূপ ক্ষমতা তাহা ইহার পত্র পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের আপীস হইতে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদি বাহির হয়, ইনি তাহার অধিকাংশ গ্রহণ ও পাঠ করিয়া থাকেন। দিবসের অধিকাংশ সময় ইনি নানা প্রকার সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাটাইয়া থাকেন। কেহ মনে করিতে পারেন ইনি এখন কার উদ্ধত প্রকৃতির মেয়েদিগের ন্যায় উদ্ধত্যবশতঃ জাতীয়ধর্ম্ম ও প্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদিগের আনুগত্য প্রকাশ করেন বলিয়া আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছি। বস্তুতঃ তাহা নহে, ইনি অতি উচ্চ শ্রেণীর মোসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি সম্ভ্রান্ত জমিদার কুলে বিবাহিতা হইয়াছেন, এই জন্য তাহার অনুমতি না পাইলে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যদি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিতাম তবে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতাম ঐ দেখ কিন্তু আমরা এত কথা লিখিতাম না। কেননা তিনি এখন আমাদের সঙ্গে এই সময়ে এই জগতীতলে জীবিতা থাকিয়া তাহার ধর্ম্ম প্রভা পরিভূষিত পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন।

তিনি জাতীয় ধর্ম্মশালাতে ও যথেষ্ট দান দেন এবং ফকির ফকরা দীন দুঃখী অনাথ দিগকে প্রতিপালন করেন সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ অবৈধ দোষারোপ করিতে পারিবেন না। যিনি নিঃস্ব ও নিঃসহায়ের সহায় দরিদ্রের মহানিধি, অন্ধের অবলম্বনযষ্টি আমরা সেই দয়ালু ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি নিরাশ্রিতা ধর্ম্ম প্রিয়া তাঁহার এই কন্যাকে ধর্ম্ম ও পবিত্রতার পথে রক্ষা করুন্। আমরা আশা করি তাহার এই কন্যা বিনয় সৌজন্য পুণ্য পবিত্রতাতে দিন দিন আরও অলঙ্কৃত হইতে যত্নবতী থাকিবেন। তাঁহাকে আমরা তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের জন্যই এত আদর করি, যদি সেই দেবদুর্ল্লভ ধর্ম্ম পুণ্য পবিত্রতা রক্ষা করিতে অযত্ন করেন, তবে তাঁহা দ্বারাও পৃথিবীর মন্দ স্ত্রীদিগের দল পুষ্ট হইবে এইটি মনে রাখেন এই আমাদিগের আন্তরিক বাসনা।

ইনি কোরাণ সরিফের অনুবাদক মহাশয়কে এইরূপে পত্র লিখিয়াছেন।

"মহাশয়!

লেখিকা আপনার রচিত কোরাণ শরিফের অনুবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা ও উৎসাহিতা হইয়াছে, সে, জগদীশ্বরের সমীপে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করে, যে করুণাময় গ্রন্থকর্ত্তাকে দীর্ঘজীবী করুন, এবং গ্রন্থকারও যেন দেশোন্নতিতে শিথিল প্রযত্ন না হন ও আজীবন এইরূপ উপদেশপূর্ণ সুগ্রন্থাদি প্রণয়ন করতঃ দুঃখিনী ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে রহেন।

পাঠিকার নিতান্তই অভিলাষ ছিল যে সে, কোরাণ শরিফের অনুবাদ বিশেষরূপে পাঠ করিয়া সমালোচনা করতঃ তাহার ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা গ্রন্থকারের নিকট জানাইয়া ধন্যবাদ সহ প্রাপ্তি স্বীকার করিবে; কিন্তু তাহা পাঠিকার অদৃষ্টে ঘটিল না। যেহেতু সে, সম্প্রতি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত। সুতরাং বাসনানুরূপ উপস্থিত হইয়া সুখী হইতে পারিল না।

যাহা হউক তথাপি সে, কোরাণ শরিফের অনুবাদ পাঠে নিতান্ত সুখী হইয়াছে, তাই, সে গ্রন্থকর্ত্তার নিকট অনুরোধ করে এবং গ্রন্থকারের প্রতি আশা ও ভরসা করে যেন গ্রন্থকারের লেখনী ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সুবিমল মুক্তামালায় জন্মভূমির কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন করে। লেখিকা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব হইল, জগদীশ্বর কল্যাণ করিলে সময়মতে আবার কখন গ্রন্থকর্ত্তার নিকস্থ হইবে। এবং লেখিকার নিতান্ত বাসনা রহিল যে সত্বরেই আবার নূতন পুস্তক, গ্রন্থকার হইতে উপহার পাইয়া তাহার তাপিত জীবন চরিতার্থ করিবে। এখন লেখিকার মন নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া বিদায় হইল।"

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠান পত্র।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার কোন উপযুক্ত স্থান না থাকা এদেশের একটী প্রধান অভাব। এখন যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় এদেশে প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে এবং বর্ষে বর্ষে যাহার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে সে সকল যে এদেশীয় অল্প বয়স্কা বালিকা দিগের শিক্ষা কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া সুফল প্রসব করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এস্থানে কেবল নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী উচ্চতম ও সমগ্র শিক্ষারীতির অভাবে এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ভারতসংস্কারক সভার কমিটি এখন সেই গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটী শিক্ষাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করাই তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকেরা জনসমাজে আপনাদের প্রকৃত মর্য্যাদার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। স্ত্রীলোক দিগের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য এবং কার্য্য ক্ষেত্রের জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক তাহা অস্বীকার করা যায় না। পুরুষ জাতির উপযোগি শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোক-

দিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্যায় কার্য্য। একারণ যাহা পুরুষের উপযোগি শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোক দিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা তাঁহাদিগকে কেবল বাহ্য বেশ ভূষা ও আসার সভ্যতার অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্নের সহিত পরিত্যক্ত হইবে। এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোক দিগকে সুশিক্ষিত হিন্দুস্ত্রী এবং হিন্দু মাতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীলোক দিগের হিন্দুপ্রকৃতি বর্দ্ধিত করাই সভার উল্লিখিত কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন্য সরলভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা হইবে এই সকল বক্তৃতার বিজ্ঞাপন যথা সময়ে প্রদত্ত হইবে। বিজ্ঞানের সরল সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যাকরণ, এবং রচনা, ইতিহাস ভূগোল, গৃহ কার্য্য এবং আদর্শ হিন্দু স্ত্রীচরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় হইবে; তত্ত্ববিদ্যা, চিত্র এবং সূচির কার্য্য ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন তাঁহাদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে, ছাপান প্রশ্নের কাগজ সকল তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কলিকাতা ও বিদেশের অন্যান্য যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকেও পরীক্ষায় গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার প্রশংসা পত্র এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কার রূপে প্রদত্ত হইবে।

বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য "মেট্রোপলিটন" স্ত্রীবিদ্যালয় যাহা উপরিউক্ত সভার অধীনে আছে উক্ত বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে।

উপরিউক্ত সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সভাপতি করিয়া একটী সিণ্ডিকেট সভা হইয়াছে, পরীক্ষার বিষয়, পরীক্ষক দিগের নাম এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাদি এই সভা স্থির করিয়া দিবে।

পরিদর্শন জন্য এদেশীয় ও ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক দিগকে লইয়া একটী কমিটি সংসৃষ্ট হইবে, এই কমিটির অধীনে এদেশীয় বিশেষ বিশেষ ভদ্র লোক দিগের বাটীতে সদ্ভাব সংস্থাপন জন্য সভাসকল আহূত হইবে, এ সকল শিক্ষিত হিন্দু স্ত্রীলোকেরা সেই সমস্ত সামাজিক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে যাহা এদেশীয় উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে।

আগামী ১৫ই এপ্রেল কার্য্যারম্ভ করিতে আশা করেন সেই সময় প্রথম বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে।

এদেশীয় রাজকুমারী রাণী মহারাণী এবং উচ্চপদস্থ মহিলাগণ যাঁহারা এদেশীয় স্ত্রী শিক্ষায় যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে উপরিউক্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীতে সহায়ত ও অনুগ্রহ প্রদান করিতে বিনীত ভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

ভারত সংস্কারকসভা
কলিকাতা ৩১ মার্চ্চ ১৮৮২।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২ সংখ্যা] জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

পরশ্রী কাতরতা।

অন্যের শ্রীদর্শনে মনে যে এক প্রকার অকথ্য যাতনা অনুভূত হয় তাহাকে পরশ্রী কাতরতা বলা যায়। শ্রী-বলিতে শোভা, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, মর্য্যাদা, রাজ্য, পদ, গৃহ, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও বেশ ভূষাদির যে প্রাচুর্য্য তাহাই বুঝা যায়।

এই সকল ভোগ্য সামগ্রী কাহার প্রচুর পরিমাণে আছে বা হইতেছে, (নিজের তত্তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে এ সকল আয়োজন থাক বা না থাক) দর্শন করিলেই মনে অনিবার্য্য ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ক্লেশকেই আমরা (কেবল আমরা নহি কিন্তু সমস্ত জগৎ) পরশ্রী কাতরতা বলি। পরের শ্রী আমার হৃদয়ে অসহনীয় ক্লেশোৎপাদন করে-কেন? আমি অপরের সদ্ভাব ও সম্পদ দর্শনে যাতনা পাই কেন? প্রত্যুত সুখী হইতে পারি না কেন? অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে আমার হৃদয়ে এরূপ কোন অভাবের বীজ নিহিত আছে যাহার গুণে আমি জগতের সমস্ত দরিদ্র অপেক্ষা মহাদরিদ্র হইয়া আছি। যে বস্তু থাকিলে দুঃখেও সুখ নিরাশাতে ও আশা ভরসার সঞ্চার হয় সেই বস্তু আমার নাই। যাহা না থাকাতে সুখেও দুঃখ, আশাতে ও নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, প্রাণকে আলোড়িত করে সেই বস্তু আমার নাই; সেই জন্য আমি এমন কাঙ্গাল। আমার সৌন্দর্য্য আছে, সে সৌন্দর্য্য প্রশংসার যোগ্য, সর্ব্বদা লোকে তাহার প্রশংসা ও করে, তবু আমি অন্যকে সুন্দর দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাই। আমার শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ, তত্রচ অপরকে সুস্থ দেখিলে ক্লেশ পাই। আমার প্রচুর ধন আছে তবু অপরের ধনাগম হইতেছে দেখিলে মনঃ ক্ষোভের সীমা থাকেনা। আমার রাজ্য, পদ, মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি অনেক তবু অপরকে ঐরূপ দেখিলে কোন

ক্রমেই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি না। আমার না না জাতীয় উত্তম পরিচ্ছদ ও নানাবিধ সুন্দর সুগঠিত অলঙ্কার আছে, আমার সুন্দর মনোহর হর্ম্ম্যতল, প্রসন্নসলিল পরিশোভিত দীর্ঘিকাতীর স্থিত কেলিমণ্ডপ, ক্রীড়াকানন আছে তবু আমা অপেক্ষা শত গুণে হীন ও নিকৃষ্ট ভাবে ঐ সকল বস্তুর সদ্ভাব অপরের গৃহে থাকিলে আমাকে পাগল করিয়া তুলে। যে সম্পদ থাকিলে দুঃখী সুখী হয় এবং যাহা না থাকিলে পরম সুখী ও অপার দুঃখসমুদ্রে ডুবিয়া দিন কাটায়, আমার সেই সম্পদ নাই। সেই অভাবের ভাবনা আমার হৃদয়কে প্রবলরূপে আঘাত করে। বৃশ্চিক দংশনে যেরূপ যন্ত্রণা অন্যের সম্পদে আমার তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আমার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, দিনে ও স্থিরতা নাই, আমি কেবল পরের দোষ, পরের কলঙ্ক খুঁজিয়া লোকের সাক্ষাতে উপস্থিত করিবার জন্য ব্যস্ত আছি। যদি আমার সেই ধন থাকিত যে ধন থাকিলে চিরদুঃখীও তৃষ্ণা বর্জ্জিত হয়, তবে পরের সুখ দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তেমন কান্দিতাম না এবং কখন আমার চিন্তা মলিনমুখ দেখাইয়া পৃথিবীকে কষ্ট দিতাম না। একি সামান্য দুর্ভাগ্য? একি সামান্য কষ্ট? পৃথিবীর ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুস্থতা, সৌন্দর্য্য, রাজ্য পদ প্রভৃতি থাকিলে যে অভাবের যন্ত্রণা দূর হয় না আমার সেই ধনের অভাব। এখান কার সুখ সৌভাগ্য তাহা কদাচ দূর করিতে পারে না। এই অবস্থায় যখন মনুষ্য পাদর্পণ করে, তখন সে দৃষ্টিহীন অন্ধতুল্য প্রতিভাত হইতে থাকে। এই জন্য সে আপন অভাবকি, কি জন্য সে এত ক্লিষ্ট, কোন্ মূল হইতে তাহার প্রাণে এত অশান্তি উপস্থিত হয় তাহা সে বুঝিতে পারে না। অথচ যাহার উদরে অন্ন নাই গাত্রে বস্ত্র নাই এমন অতি কাঙ্গাল অপেক্ষাও অধিকপরিমাণে দুঃখের চিন্তা করিয়া সে দিন কর্ত্তন করে।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে গুরুতর অভাব, এ কিসের অভাব? যে অভাবে পুষ্পতুল্য রমণীয় ও কোমল রমণীহৃদয় অত্যন্ত কর্কশ ও বিকৃত হইয়া উঠে। ভিতরের অগ্নিশিখাতে সুন্দর মুখকান্তি পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পিশাচী পরশ্রী কাতরতা কোথায় জন্ম গ্রহণ করে? পৌরুষ গুণের অভাবে। পৌরুষগুণ কি? যে শক্তি সকল শক্তির মূল শক্তি, যে শক্তি অন্যকোন শক্তির দ্বারা পরাজিত হয় না এমন এক অব্যাহত শক্তিতে যাহার স্বতঃ সিদ্ধ বিশ্বাস আছে সে আপনাকে দুর্ব্বল বা অসমর্থ মনে করিতে কষ্ট পায়। এই প্রকার নিশ্চিত অটল বিশ্বাস হইতে যে এক প্রকার সম্প্রতিজ্ঞ অধ্যবসায় জন্মে তাহাকে বলে পৌরুষ গুণ, এই পৌরুষগুণ স্ত্রীজাতির নাই।

স্ত্রীজাতির নাই কেন? স্ত্রীজাতি ও তো সেই অনাহত অক্ষুণ্ণ মূলশক্তির প্রতি বিশ্বাস করিয়া জীবিত আছে, তবে তাহাদিগের পৌরুষগুণ থাকিবেনা কেন? না। যাহার নাম পৌরুষ তাহা পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীজাতির থাকিতে পারে না। তাহারা সেই মূল শক্তিতে জীবিত, কিন্তু অজ্ঞাতসারে। পৃথিবীতে সহস্র সহস্র পুরুষ যোগী তপস্বী ও বৈরাগী আছে যাহাদিগের জীবন কেবল ঈশ্বর-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ স্ত্রীজাতি প্রায় দেখা যায় না। থাকিলেও সংখ্যাতে অতিঅল্পা, আর পুরুষের দৃষ্টান্ত সমাশ্রিতা। এই পৃথিবীতে যত দেশ আছে সকল দেশেই স্ত্রীজাতিকে পৌরুষগুণবিহীনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীরা অর্থোপার্জন করিতে পারেন করিয়াছেন, বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারেন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা পরভাগোপজীবিনী না হইয়া পরের বলের উপর নির্ভর না করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন দেখা যায় নাই। তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির এ বিষয়ে একেবারে অধিকার নাই? না আছে। এই ভাব গ্রহণের সামর্থ্য ও উপযোগিতা আছে কিন্তু ইহার প্রাচুর্য্য নাই। এই পৌরুষগুণ উপার্জ্জন করিবার জন্যই স্ত্রীদিগের বিবাহ করিবার বিধি, কেননা এবিষয়ে তাঁহারা কাঙ্গালিনী। ভাল, যদি এই রূপ হইল তবে পুরুষ কেন পরশ্রী কাতর হয়? তাহার কারণ আছে। অনেক পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতি উপার্জ্জন করিয়া অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ পরভাগোপজীবী হইতে ভাল বাসেন। পরের শক্তি পরের ভাব যাহাদিগের উপজীবিকা তাহারা পুরুষ হইলে ও স্ত্রী জাতির মধ্যে পরিগণিত। এবং এই স্ত্রীপ্রকৃতিক পুরুষেরাই পরশ্রীকাতর ইহা প্রসিদ্ধ। এই জন্য পরশ্রী কাতরতা পিশাচীকে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ভিতরেই আধিপত্য করিতে দেখা যায়।

আমাদিগের দেশীয় নারীজাতি যেমন পরবলোপজীবিনী এমন আর কোথাও নাই। এই জন্য ইহাঁরা অবলা ও ভীরু নামে প্রসিদ্ধা। সকলেই বিবাহ করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন, অথচ যে তেজ ও প্রভাবের জন্য নারী জাতির বিবাহ করা প্রয়োজনীয়, চিরকাল তাঁহারা তাহাতে বঞ্চিতা আছেন। যেগুণ থাকিলে কোন অভাব মানুষকে ব্যথিত করিতে পারে না যে ভাবের সদ্ভাব থাকিলে মনে অপ্রতিহত সন্তোষ বিরাজ করে তাঁহারা সেই গুণে চির বঞ্চিতা আছেন। সুতরাং তাঁহাদের দুঃখের রজনী আর ও দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রাণের ভিতরকার তীব্র যাতনা কোনক্রমেই নিবারিত হইতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। বহু জনাকীর্ণ

গ্রামে বাস করা তাহা দিগের স্বভাব। সুতরাং তাঁহারা প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য। এই রূপ অবস্থায় এক জনের গৃহে অর্থ এক জনের বিত্ত এক জনের দ্রব্যাদির সমাগম হইতেছে দেখিয়া অপরের মর্ম্মঘাতী ক্লেশ উপস্থিত হওয়া অনুচিত। আমরা আশা করি হইতে কুলকামিনী দিগের হৃদয় হইতে ক্রমে যাহাতে এই পরশ্রী কাতরতা পিশাচী বিদায় গ্রহণকরে এবং নির্ব্বাসিতা হয় তাঁহারা তাহার উপায় করিবেন।

পুস্তক পাঠ।

পাঠ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যকলাপ মধ্যে নূতন পুস্তক পাঠ করা একটি বিশেষ কার্য্য। নূতন পাঠ না করিলে পূর্ব্ব পাঠের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। নূতন পাঠ যদি স্বতন্ত্র বিষয়ে হয়, পূর্ব্বকৃত পাঠের সঙ্গে যদি তার কোন সম্বন্ধ না থাকে তত্রচ প্রতিদিন নূতন পাঠে এমন এক নূতন আলোক মনের ভিতরে সঞ্চিত হইতে থাকে, যাহা দ্বারা পূর্ব্ব পঠিত ও পরের পাঠ্য দুই দিকেই দৃষ্টি পরিস্ফুত হয়। পঠিত বিষয়ের মধ্যে এমন নিগূঢ় মর্ম্ম প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায় যাহা নূতন আলোকের সাহায্য না পাইলে আর খোলে না। পাঠ্য বিষয়, যাহা ভবিষ্যদ্জ্ঞাতব্যরূপে সম্মুখে আছে, তাহার মর্ম্মবোধ করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, যদি নিয়মিত পাঠ করা অভ্যাস থাকে। দৈনিক পাঠে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, চিন্তা করিবার প্রণালী প্রশস্ত হয়। মন যখন একটি বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার গতি অসঙ্কুচিত ও নিরঙ্কুশ হয়। সে অন্য বিষয় ধরিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় না। অতি সহজে অতি জটিল দুর্গম বিষয়ের ভিতরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। আহার যেমন এক দিন করিলে অনেক দিনের কার্য্য চলে না। দৈনিক আহার, যেমন পূর্ব্ব সঞ্চিতবল রক্ষা ও নূতন বল সঞ্চয় এই উভয় দিকেই সাহায্যদান করে, সেই রূপ। আহার যেমন শরীরকে সুস্থ ও সবল করে, দীর্ঘজীবন দান করে, পাঠওসেইরূপ মনও বুদ্ধিকে সতেজ ও সুস্থ করে। কিন্তু আহারের সামগ্রী যদি কদর্য্য হয় তাহা দ্বারা যেমন শরীরকে অসুস্থ ও দুর্ব্বল করে কুৎসিত বিষয় পাঠ করিলে ও সেইরূপ মনের প্রশস্ত ভাব নষ্ট করে। উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া পড়ে। কদর্য্য দুষ্পাচ্য সামগ্রী উদরস্থ হইয়া পাকস্থলীর চুষক নাড়ী (যাহারা অন্নরস সকল চুষিয়া লয়ও রক্ত প্রস্তুত করে) সকলকে দুর্ব্বল করে তাহা হইতে রক্তের ভিতরে নূতন বল প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই শরীর দুর্ব্বল ও না না রোগের আকর

হইয়া পড়ে। সেই রূপ দুগুণ উপন্যাস কিম্বা নাটক প্রভৃতিতেই পাঠ অধিক ইহা করিলে মনের গভীর প্রবেশাধিকার কমিয়া যায়। সে বিজ্ঞান প্রভৃতি কোন উচ্চশ্রেণীর চিন্তাপ্রণালীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। সোলা যেমন জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত প্রবেশ করাইয়া দিলেও থাকিতে পারে না ভাসিয়া উঠে, সেই রূপ।

কেবল তাহা নহে ইহাতে অন্য প্রকার বিপদের আশঙ্কা ও আছে। যে সকল পুস্তকে মানুষের মন্দ চেষ্টা ও গতি বিধির কথা বর্ণিত হইয়াছে, পাঠিকা! তুমি প্রাণান্তে ও তেমন পুস্তক স্পর্শ করিও না। এই সকল পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের কুৎসিত বিষসংক্রামক রোগের ন্যায় সন্নিহিত আত্মা সকলকে আক্রমণ করে। এ সকল স্থলে ঐ সকল পুস্তক দ্বারা মনের প্রসুপ্ত কুপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রৎ হইয়া উঠে। এবং ব্যাঘ্রী যেমন আপন কবল বিক্ষিপ্ত ভাগ্যহীন মানবকে লইয়া বেগে অরণ্য অভিমুখে প্রস্থান করে, সেই রূপ দুষ্ট ভাব সন্নিবিষ্ট পুস্তক সকল ও আপন কবলী কৃত নর নারীকে লইয়া বেগে কুপথে প্রস্থান করে। বিশেষতঃ স্ত্রী জাতিরা বাহিরে যেমন ভীরু ও দুর্ব্বলা, ভিতরে ও প্রলোভনের নিকটে তাঁহারা আত্ম রক্ষায় প্রায়শঃ অসমর্থা হইয়া পড়েন এই জন্য পাঠিকা; আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি, তুমি পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিতে ও পাঠ করিতে বিশেষ সতর্ক না হইলে মারা পড়িবে। মানুষের মনে যখন মন্দ ভাব সকল উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্ররোচিত করিতে থাকে সে সেই উপস্থিত মানসিক ভাবকে মন্দ বলিয়া বুঝিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে অনেক সময়ে পাপপিশাচীর কুমন্ত্রণা অতি মিষ্ট বোধ হয় এবং অধীকৃত ব্যক্তিকে দর্পিত করিয়া তোলে। সে তখন মনে মনে আপন বল ও ক্ষমতার অহঙ্কার করে, সে বলে "গল্প পড়িলাম তাহাতে ক্ষতি কি? গল্পে কুৎসিক বিষয় বর্ণিত আছে তাহাতে আমার কি? আমি কখন এত দুর্ব্বল নহি যে বর্ণিত গল্পের পাপ আমাকে তাহার দিকে টানিতে পাবে। বরং বর্ণিত মন্দ ভাব হইতে মন আর ও উত্তম দিকেই আকৃষ্ট হইবে, কেন না তাহাতে মন্দ কার্য্যের মন্দ ফলই বর্ণিত হইয়াছে, মন্দ বিষয়ের কখন ভাল ফল ব্যাখ্যাত হয় না। এই যে মানুষের দর্পোক্তি এ তাহার নিজের নহে কিন্তু পাপ পিশাচী তাহার অজ্ঞাতসারে মনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই তাহাকে ঐরূপ দর্প করিতে প্রবৃত্তি দেয় ইহা সে বুঝিতে না পারিয়া পরিশেষে শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করে।

এ সকল তো গেল অতি সামান্য বিষয় ইহা অপেক্ষা আরোও গুরুতর

বিষয় আছে। সে সকল আরও দুর্জ্ঞেয় ও দুরতিক্রমণীয়। প্রথমতঃ নাস্তিকতা বিজ্ঞাপক দর্শনিক দিগের পুস্তক দ্বিতীয়তঃ বিলাসীলোকদিগের অনুচিত বিলাসপরায়ণতা মূলক পুস্তক। দর্শনশাস্ত্র কারদিগের মত সকল যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে. তোমার মন সেই যুক্তির নিকট তুমি অপরাজিত রাখিতে কখন সমর্থ হইবে না। এই জন্য সাবধান হওয়া অতি প্রয়োজনীয়।

মুক্তকেশী।

১ম অধ্যায়।

পথিক।

বাঙ্গালা ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে শারদীয় দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক পদ্মা নদীর ভিতর দিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে যাইতেছেন। যাইতেছেন আর নদীগর্ভে ও নদীতীরে নানাবিধ শোভা ও দেখিতেছেন। নদীর ভিতর দিয়া অগণ্য তরণীরাজি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে কত ছোট কত বড় নৌকা আছে। কতক নৌকা মাল বোঝাই, কতক গুলি কেবল শূন্য, তাহাদের মাল বোধ হয় বিক্রীত হইয়াছে। কতকগুলিতে চাকরী ব্যবসায়ী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, 'তিনি যেমন সেইরূপ' পূজার সময় বাড়ী যাইতেছে নৌকাগুলি এমন সুন্দর ভাবে যাইতেছে নদীতীরে দাঁড়াইয়া কেবল সেই শোভা দেখিতে ইচ্ছা যায়। উজন পথে কদাচিৎ দুই এক খানি ব্যতীত আর এ সময়ে নৌকা দেখা যাইতেছে না। যত নৌকা যাইতেছে সকলই প্রায় অনুকূল স্রোতে। নদীর দক্ষিণ ও বামকূলে যামাকুল কেহ জল লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই নদীগর্ভ প্রবাহিতরণী রাজীর লীলাময়গতি দর্শন করিতে লাগিল। কেহ কুম্ভটি হস্তে ধরিয়া সলিল মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছেন আবার তরণীস্থিত যাত্রী দলের ভিতরে কে কি করে তাই অন্যমনস্কভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, দুই চারিজন পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া কূলে দাঁড়াইয়া (যাঁহারা জল লইতেছিলেন তাঁহাদের) প্রতীক্ষা করিতেছেন, আর নদীভর্ভস্থ নৌকাবৃন্দের প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। কেহ গৃহ কার্য্যে পরিশ্রান্ত কলেবরটিকে একবার নদীজলে ডুবাইয়া শীতল করিতেছেন। রাখালেরা নদী তীরস্থিত মাঠে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া খেলা করিতেছে, কেহ একটি দূরগামী গরুকে পালের ভিতর ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেগে দৌড়াইতেছে। কেহ তৃণ খণ্ড দন্তে দিয়া অজ্ঞাতসারে চর্ব্বণ করিতেছে, আবার নদীর বক্ষে ভাসমান হংসবাজির ন্যায় অনুকূল স্রোতে ধাবমান তরণী সকলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতেছে। কেহ

একখণ্ড গাত্রবস্ত্র মস্তকে জড়াইয়া মৃত্তিকাতে মস্তক রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে আকাশপানে পদদ্বয় উত্থিত করিয়া আপনাকে বৃক্ষ বলিয়া পরিচিত করিতেছে, আর নিকটস্থ সঙ্গী রাখাল দিগকে সেই কৌতুক দেখিবার জন্য ডাকিতেছে। এই সকল দর্শন করিতে করিতে কৃষ্ণ কুমার বাবু ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার নৌকা খানি দেখিতে অতি সুন্দর ও সাধারণ নৌকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। অবস্থা দর্শনে বোধ হয় কৃষ্ণকুমার একটু উচ্চপদের চাকরিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিবার আছে, পরিবার মধ্যে স্ত্রী ও দুইটি শিশু সন্তান-একটির বয়ঃক্রম ২ বৎসর অপরটির ৭ বৎসর, কন্যাটির ১০ বৎসর হইবে। পুত্রও কন্যা দিগের আকৃতি পরম সুন্দর। কৃষ্ণকুমার বাবুর গলায় যজ্ঞসূত্র ঝুলিতেছে বোধ হয় ব্রাহ্মণ। দিবা অপরাহ্ন মধ্যাহ্ন কালের ন্যায় রৌদ্রের আর তেমন রুদ্রমূর্ত্তি নাই। মাল্লারা অতি ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতেছে, ক্ষেপণীর অগ্রভাগ কখন সলিল স্পর্শ করিতেছে কখন অস্পৃষ্ট সলিলা ক্ষেপণী ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে। দাঁড়ীরা আর দাঁড় টানিতে তেমন মনোযোগ দিতেছে না কেন? তরঙ্গময়ীপদ্মা ভয়ঙ্কর বেগে কূলদ্বয় প্রহত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার ক্রীড়াময় জলরাশি বায়ুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে দৌড়াইতেছে। এমন তীব্র স্রোত যে বোধ হয় একটী তৃণ পড়িলে তৎক্ষণাৎ খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়া যায়। সুতরাং আর নৌকা চালাইবার তত প্রয়োজন নাই, নৌকা আপনি বেগে চলিতেছে দেখিয়া মাল্লারা বিশ্রাম করিতেছে অথবা সমস্ত দিন অত্যন্ত প্রখররৌদ্রের উত্তাপ ভোগ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, এখন দিবা শেষে রৌদ্রের উত্তাপ কমিয়াছে, সলিলস্পৃষ্ট শীতল বায়ুপ্রবাহ গাত্রে লাগিবা মাত্র শীতল করিতেছে, তাই বুঝি তাহারা ক্ষেপণী দণ্ড হস্তে রাখিয়াই অর্দ্ধ নিদ্রিতের ন্যায় বিশ্রাম করিতেছে।

মধ্যাহ্ন কালে আকাশ যেমন পরিষ্কৃত ছিল এখন আর সেরূপ নাই। মধ্যে মধ্যে দুই চারি খণ্ড মেঘ শূন্য পথে উড়িয়া আসিতেছে আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যেন খুব সংসারী সংসারের কার্য্যে বড় ব্যস্ত, তাই যেমন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এক দল নদীপেরে দাড়কাগ পিছনে পিছনে ডাকিতে ডাকিতে যাইতেছে কিন্তু সে দিকে কর্ণপাত করিতেছে না। বায়ুপ্রবাহ অতি মৃদু মন্দভাবে বহিতেছিল আকাশ পথে মেঘের গতি দেখিয়া তাহারা কিঞ্চিৎ বেগে বহিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গ যেন তাহাদের কোন দিন বিবাদ ছিল তাই তাহাদিগকে দেখিয়াই যেন ক্ষেপিয়া ছুটিল। এটা শত্রুতা কি

বন্ধুতা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, হতে পারে বন্ধুও ত বন্ধু দর্শনে ঐরূপ ছুটিয়া আসিয়া আলিঙ্গন করে? তা হতে পারে কি কি হতে পারে জানি না। এ কি আর মানুষ যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইব? কিন্তু ব্যসারটা যেন ঠিক শত্রুতা। বায়ু আর মেঘে বড় একটা যুদ্ধবিগ্রহ হইবে তাহারই যেন পূর্ব্ব লক্ষণ দেখাদিল। এক দল মেঘ আকাশ পথে উড়িল, অমনি একদল বাতাস আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। এইরূপ দলে দলে মেঘ ও দলে দলে বাতাস শূন্যপথে একত্রিত হইয়া ক্রীড়াই কিম্বা বিবাদ (জানিনা) করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অদৃশ্য হইলেন। যাইবার সময় দেখিলাম তাঁহার চক্ষু ও মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে তিনি ক্রোধ করিয়া কি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছেন? হইতে পারে। সূর্য্যদেব দিক্‌পাল, সহসা মেঘ আর বায়ু তাঁহার অধীকৃত রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে দেখিয়া রাগ করিতেও পারেন অথবা পাখীগুলি ডাকিয়া বলিছে ওটা উঁর স্বভাব।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া গগন প্রাঙ্গণ আচ্ছাদন করিল। বায়ু ও বড় বেগে বহিতে লাগিল। নদীতে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত করিতে লাগিল। আকার ভাল নহে, নিকটে নৌকা রাখিবার উপযুক্ত স্থানও নাই, দেখিয়া মাঝি কিছু চিন্তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল "ঈশ্বর! আজ কি করিলে?"

মাঝির সেই কাতরতা ও বিপদ্‌ব্যঞ্জক শব্দটি কৃষ্ণকুমারবাবু শুনিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি মাঝি? ব্যাপার কি বল দেখি।" মাঝি অনামনস্কভাবে কি বলিতে বলিতে আর বলিল না, এই ব্যাপার কৃষ্ণকুমার বাবুকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিলেন যে অবশ্যই কোন অপ্রতিকার্য্য বিপদের মুখে আসিয়া নৌকা পড়িয়াছে, সেই কথা "আমরা ভয় পাইব বলিয়া" বলিতে সঙ্কোচ করিতেছে। তিনি আবার আকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন মাঝি! কি হয়েছে আমাকে বলনা কেন?" মাঝি তাঁহার ব্যগ্রতা বুঝিয়া বলিল, "না কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই কিন্তু বিপদ আসিবার সম্ভাবনা বটে।"

কৃষ্ণকুমার ব্যাকুল চিত্তে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুলিয়া বল মাঝি! এখন আমার নিকট কিছু গোপন করিও না।"

মাঝি বলিল "না মহাশয়। ব্যস্ত হচ্চেন কেন? কোন পরিচিত স্থান দেখিতেছি না, এদিকে অন্ধকার হয়ে এল, আবার তুফান উঠিতেছে। তাই ভাবিতেছি কি করব।"

কৃষ্ণকুমার, 'মাঝি এ স্থানের নাম কি?"

মাঝি, "এস্থানের নামটা জানি না তাইত ভয়ের কারণ হয়েছে অন্য কিছু নহে। নাম জানি আর না জানি নৌকা না চাপাইয়া রাখা যায় না, এই বলিয়া মাঝি এক-জন মাল্লাকে বলিল, "ওরে নবীন! একটু হুঁসিয়ার হয়ে লৌকা ভিড়াও, নবীন, রাধানাথ, শ্যামলাল, বদন প্রভৃতি পাঁচজন মাল্লা বহু যত্ন করিল, কিন্তু নৌকা কূলে চাপাইতে পারিল না। এক এক বার বোধ হইতেছিল এই কূলে লাগিল কিন্তু মাল্লারা দড়ী লইয়া যাইতে না যাইতেই আবার সরিয়া মধ্য নদীতে চলিয়া যাইতে লাগিল। মাঝি অত্যন্ত বিপদ দেখিয়া মাল্লাদিগকে গালাগালি দিতে লাগিল। বড় গালি-খেয়ে দীননাথজেলে, রেগে কাছি লয়ে লম্ফ দিয়ে কূলে পড়িল, তাহাতে সম্পূর্ণ ও ডেঙ্গায় উঠিতে পারিল না। কতকটা জলে পড়ে উল্টপাল্টা হয়ে বহু কষ্টে ডেঙ্গায় উঠিল। ডেঙ্গায় উঠিয়া তাড়া-তাড়ি খুটা পুঁতিল ও তাহাতে দৃঢ়তর কাছি দিয়া নৌকা বান্ধিল। কৃষ্ণকুমার বাবু তখন সুস্থচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজ নাথ মাঝি! বলদেখি এস্থানের নাম কি।"

রাজা নাথ বলিল "মহাশয়, এখানে নিকটে জনমানব নাই ঘোরতর অন্ধকার দিগবিদিগ ব্যাপিয়াছে দুই চক্ষুতে কিছু দৃষ্ট হইতেছে না, কিরূপে স্থানের নাম অবগত হই বলুন।"

কৃষ্ণকুমার, "এ স্থান যদি পরিচিত না হয় তবে কি হবে?"

রাজনাথ, "বলিল আজ্ঞে হাঁ, আমিও তাই ভাবচি কিন্তু ভাবনা চিন্তা করিবার আর অবসর নাই। পরিচিত অপরিচিত, সুস্থান কি কুস্থান, যাহাই হউক, এস্থান পরিত্যাগ করিবার আর সাধ্য নাই।"

কৃষ্ণ কুমার, "যদি অপরিচিত স্থান হয় তবে এখানে থাকিব কিরূপে? অস্থানে থাকিয়া কি দস্যুহস্তে প্রাণটা দিব?"

রাজ নাথ, কিছু বিরক্ত হয়ে বলিল, "মহাশয়? আপনারা ভদ্র লোক বড়ই ভীরু প্রকৃতি, বিপদের সময় অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করা উচিত। এস্থান পরিচিত ও হইতে পারে অপরিচিত ও হইতে পারে দস্যু প্রভৃতি নিকটে থাকিতে ও পারে নাও থাকিতে পারে সুতরাং এস্থলে থাকিলে মৃত্যু অনিশ্চিত। কেবল পরিচয় লইতে পারিতেছি না বলিয়া সন্দেহ হইতেছে মাত্র কিন্তু নৌকা ছাড়িয়া স্থানান্তর যাইবার চেষ্টাতে নিশ্চয় মৃত্যু।"

কৃষ্ণ কুমার, "রাজ নাথ! পথে চলিতে আমরা (ভদ্র লোক হইলে ও) উপযুক্ত নহি। জল পথে আমাদের বল ভরসা সব তোমরাই। তবে এখন কর্ত্তব্য কি?"

রাজ নাথ মাঝি কৃষ্ণকুমার বাবুর কথায় কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল,

"আমার বোধ হয় বায়ুবেগ না নিবৃত্তি হইলে স্থানান্তরিত হওয়া অনুচিত।"

কৃষ্ণ কুমার, "এখানে কি আর নৌকা আছে?"

রাজ নাথ, "আছে কিন্তু এ নৌকা থাকা না থাকা তুল্য।"

কৃষ্ণ কুমার, "কেন, কিরূপ নৌকা?"

রাজ নাথ, মাঝিরা "নৌকাতে সর্ব্বদা থাকে না থাকিলেও তাহাদিগের নিকট কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।"

কৃষ্ণ কুমার, "ইহাদিগের স্বভাব চরিত্র কিছু জানিবার উপায় নাই, এখন কি করা যায়।"

রাজ নাথ, "এখানে থাকাই সঙ্গত, যদি বাতাসের বেগ কম বোধ হয়, পরে না হয় স্থানান্তর গমনের উপায় করা যাইবে।"

কৃষ্ণ কুমার, "দূর হক্‌গা আর চিন্তা করা যায় না রাজ নাথ! যা ভাল বোঝ তাই কর।"

উড়িষ্যা দেশ।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

উড়িষ্যা নিবাসী কোন ব্রাহ্মণ প্রায় ভূমির কর দেয় না। সকলেরই কিছু না কিছু নিষ্কর ভূমি আছে। নারিকেল বৃক্ষ ব্রাহ্মণ দিগের ভূমিতেই রোপণ করিবার অধিকার অন্য লোকের তাহা রোপণ করিবার নিয়ম নাই। কোন বাড়ীতে নারিকেলের গাছ দেখিয়াই পথিক দূর হইতে উহা ব্রাহ্মণের বাড়ী বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর গৃহ দ্বারের সম্মুখে এক একটি গুম্ভির উপর তুলসী তরু বিরাজ মান, তাহাতে প্রায় চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বকার বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিত আছে।

উড়িষ্যায় বৌদ্ধ দিগেরই প্রথমে প্রাদুর্ভাব হয়। ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ ধাউলি গিরিতে বৌদ্ধ রাজ অশোকের প্রস্তর খোদিত আদেশ সকল এই ক্ষণও বর্ত্তমান আছে। তাহা খ্রীষ্টজন্মের আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের তিন মাইল অন্তর উদয় গিরি ও খণ্ডগিরি নামক দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান। ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় বৌদ্ধদিগের আধিপত্য ছিল। সেই সময় যজাতি কেশরী নামক এক জন শৈব রাজা তাহা দিগকে দূর করিয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। সেই কেশরী বংশীয় রাজগণ ১১৩২ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন। পাঁচ শত খ্রীষ্টাব্দে যজাতি কেশরীর রাজত্ব সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের নির্ম্মাণারম্ভ হয়, এবং রাজা ললাটেন্দ্র কেশরীর সময়ে ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই মন্দির প্রস্তুত শেষ হয়। এই মন্দিরে ভুবনেশ্বর নাম শিবলিঙ্গ স্থাপিত। ইহার নামানুসারে সেই স্থানের নাম ও ভুবনেশ্বর হইয়াছে। ভুবনেশ্বরকে দেবালয় সমূহের এক বৃহৎ উদ্যান বলা যাইতে পারে। এক স্থানে এতাধিক মন্দির কোথা ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিয়া শত শত অতি সুন্দর এ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যুক্ত পাষাণময় মন্দির স্থাপিত। তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও অপর কয়েকটি মন্দির অতিশয় বৃহৎ ও চমৎকার দৃশ্য। স্থাপত্য বিদ্যায় প্রাচীন হিন্দুগণ কিরূপ সুনিপুণ ছিলেন এই সকল মন্দির তাহার দৃঢ়তর প্রমাণ। ভুবনেশ্বরের মন্দির সকলের কারু কার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উড়িষ্যাদেশের দর্শনীয়ের মধ্যে সে সকল প্রধান দর্শনীয় বলিয়া গণ্য। এই সকল মন্দিরে নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেক মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন মন্দিরের দ্বার দেশে প্রস্তর খোদিত লিপি রহিয়াছে। তাহার ভাষা বুঝিতে পারা গেল না।

উক্ত কেশরীবংশীয় রাজগণ কখন কখন জাজপুরে কখন বা ভুবনেশ্বরে বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নৃপেন্দ্রকেশরী নামক একজন রাজা ৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তিনিই মহা নদীর তটে কটক নগর স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মর্কটকেশরী ৯৫৩—৯৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কটক নগরকে বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কাটা হুজুড়ি নদীর উপর প্রস্তরের প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মৎস্যকেশরী রাজা। তাঁহার রাজত্ব কাল ১০৩৪—১০৫০ পর্য্যন্ত। পুরীর নিকটে প্রকাণ্ড সেতু তাঁহারই নির্ম্মিত। এই বংশের শেষ রাজা সুবর্ণ কেশরী ১১৩২ খৃঃ অপুত্রক পরলোক প্রাপ্ত হন। তখন চোরগঙ্গা নামক দক্ষিণ দেশীয় এক জন রাজা উড়িষ্যা দেশ অধিকার করেন। এই রাজ বংশ বৈষ্ণব। চোরগঙ্গা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া ছিলেন। তাঁহার সময়ে উড়িষ্যা রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী উত্তরে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশের পঞ্চম রাজা অঙ্গভীমসেন ১১৭৫—১২০২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে জগন্নাথদেবের প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হয়। পুরীও জগন্নাথ দেবের বিবরণের সঙ্গে এই মন্দিরের বিষয় পশ্চাৎ বিবৃত হইবে। ১৫৩২—১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত গঙ্গা বংশের অবনতি। এই বংশের শেষ রাজা মুকুন্দদেব জাজপুরের নিকটে নবাবের সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পরাজিত ও হত হন। তদবধি উড়িষ্যায় যবন রাজত্ব আরম্ভ। এই গঙ্গা বংশের উত্তরাধিকারিগণ খুরদার রাজা নামে পরিচিত ও পুরীর মন্দিরের অধ্যক্ষ হন। হিন্দু দেবতার উপর কালাপাহাড় যে কি রূপ দৌরাত্ম্য করি-

য়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। উড়িষ্যার দেবগণের উপর তিনি মহা দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর সাহের সময়ে মানসিংহ দ্বারা উড়িষ্যা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সেই সময় হইতে ১৭৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য নির্দ্ধারিত, তৎপর উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয় দিগের হস্তগত থাকে, ১৮০৩ খৃঃ উহা ইংরেজাধিকৃত হয়।

ক্রমশঃ।

আদি মাতা ইব।*

আদি মাতা হবার প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত বাইবেল পুস্তকে অতি অল্পই লেখা আছে কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ইতিবেত্তারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু অল্প লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যেমন নিগূঢ় এমন আর অন্য কোন নারী, জীবন বৃত্তান্তে দেখা যায় না। একটী অপূর্ব্ব অট্টালিকা একবার প্রস্তুত হইলে তাহার ধবলময় আকারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আকৃতি প্রকৃতি এবং তাহা কি কি উপকরণে নির্ম্মিত তদ্বিষয় চিন্তা করা এক প্রকার কার্য্য এবং সেই অট্টালিকা প্রস্তুত হইবার সময় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা কোন্ কোন্ পদার্থে রচিত এবং তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি কি, তৎ সমুদয় দর্শন করা অন্য প্রকার কার্য্য। আদি মাতা ইবের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিবার সময় আমরা বাস্তবিক লোক বুঝিতে পারে যে, ঠিক ঈশ্বরের হাত হইতে যখন কোন মানব মানবী উৎপন্ন হন তখন তিনি নিষ্পাপাবস্থায় অবস্থিতি করেন। মনুষ্য জাতির আদিম বৃত্তান্ত ও ঠিক একটী বিশেষ মনুষ্যের বৃত্তান্তের মতন এক জন বিশেষ মনুষ্য বাল্যাবস্থায় যেরূপে অবস্থিতি করে, মনুষ্য জাতিও বাল্যাবস্থায় ঠিক সেই ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহাদের পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম লজ্জা ভয় কিছুই ছিল না। তাহাদের অবস্থা নির্দ্দোষ বলা যায় পবিত্র শব্দ তাহাতে প্রয়োগ করা যায় না। আত্মার পাপের অভাব না থাকিলেই তাহা নির্দ্দোষ হয় কিন্তু পরীক্ষা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া যতক্ষণ সে পাপকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মবীর না হয়

---

* যাঁহারা উপরি উক্ত বৃত্তান্তটী অবিকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা দিগের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাঁহারা তাহা করেন না তাঁহাদিগের নিকটও উহা গভীর সত্যে পরিপূর্ণ। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, ইবের জীবন চরিত্র অন্যান্য নারীর জীবন চরিত্রের মত নহে। যেমন আদম পুরুষ প্রকৃতির হবা ও সেইরূপ নারী প্রকৃতির প্রতিরূপ তাঁহার জীবন আলোচনা করা ও স্ত্রী প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করা সমান। একথা সামান্য বুদ্ধিতেই

সেই স্থানে উপনীত হই যেখানে দণ্ডায়মান হইলে বিধাতা স্ত্রীপ্রকৃতিকে কি কি উপকরণে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হক পুরুষ জাতির সহিতইহার কি সম্বন্ধ তৎসমুদয় স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে সৃষ্টি কর্ত্তা চন্দ্র সূর্য্য, নদী প্রভৃতি, বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকল সৃষ্টি করিয়া অবশেষে আপনার প্রকৃতির অনুরূপ করিয়া নর নারীকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তিনি প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রভুত্বে বরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ইডেন নামক মনোহর উদ্যানে সংরক্ষা করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁহার পরিচার্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। আদম সমস্ত প্রকৃতির রাজা হইলেন। তাঁহার সকল প্রকার সুখ সম্পদ্ বিদ্যমান ছিল। তাঁহার কোন দুঃখ বা অভাব ছিল না, তিনি স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতির ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী, ছিলেন সমস্ত জগৎ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। তিনি তাঁহার পিতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদাই সকল পদার্থের মধ্যে সন্দর্শন করিতেন, পুত্র যেরূপ পিতার হস্ত ধরিয়া বেড়ায়, তিনি সেইরূপ বিশ্বপিতার হস্ত ধারন করিয়া সেই সুখ ধামের রাজ পথ দিয়া ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সদা সদালাপ করিতেন। এখন পাপেই আমাদিগের বিষম যন্ত্রণা, অমঙ্গল ও পরস্পরা বিচ্ছেদের কারণ, পাপ আমাদিগের মনে অশান্তিরূপ জলন্ত হুঁতাশন জ্বালিয়া দিয়া দিবানিশি দুঃখ দিতেছে, এবং পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, মাতাকে কন্যার বিরুদ্ধে, দাস দাসী দিগকে প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়া দিয়া গৃহকে ভয়ানক অশান্তির আলায় করিয়া দিতেছে; পাপ প্রতিবাসীর সহিত প্রতিবাসীর বন্ধুর সহিত বন্ধুর এবং রাজার সহিত রাজার বিবাদানল জ্বালিয়া দিয়া সংসারকে দুঃখের আগার করিয় দিতেছে; আদি পিতা আদমের এসমস্ত দুঃখের কোন কারণই ছিল না, তথাচ অনন্ত জ্ঞানময় বিধাতা দেখিলেন যে, আদমের প্রকৃতির মধ্যে একটী অত্যন্ত

ততক্ষণ সে পবিত্রতা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। ইডেন ইঘান বাহিরে নয়, তাহা অন্তরে, যখন পাপের কলঙ্ক দেখা যায়না, তখন মানবাত্মা পশু পক্ষীর সহিত আধ্যাত্মিক ভাবে করিতে পারে, হিংস্রক জন্তুদিগকেও বন্ধু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই সুন্দর অবস্থায়

একটী বিষয়ের অভাব থাকে, সেটী জ্ঞান, ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি। যে পরিমাণে মনুষের অহং বোধ হয়, সে আপনার অহং জ্ঞানের বসবর্ত্তী হইয়া সে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে যায় সেই পরিমাণে সে সেই নির্দ্দোষ অবস্থা হইতে স্খলিত হয় এবং ঈশ্বর বিরোধী হইয়া উঠে।

গভীর অভাব যাহা বিদ্যমান আছে তাহা অন্য কিছুতেই অপনীত হইবার নহে, সমস্ত সৃষ্টির অধিপতি হইলেও তাঁহার সুখ সম্পদ অপূর্ণই রহিল। তাঁহাকে তিনি একটী পূর্ণ পদার্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; অবশিষ্ট অংশ তাঁহাতে সংযুক্ত না হইলে তাঁহার অভাব কি কখন পূর্ণ হয়? কথিত আছে, আমাদিগের পরম মাতা এই সময়ে তাঁহাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলের বাম ভাগের অস্থি বাহির করিয়া লইয়া তাহা হইতে তাঁহার পত্নী ইবকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন।

আদাম জাগরিত হইয়া ইবকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "সত্য সত্যই ইনি আমার অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস, বাস্তবিক স্ত্রী লোক পুরুষের অঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত। তাহারই জন্য তাঁহাকে পুরুষের অর্দ্ধাংঙ্গী কহে। "কথিত আছে এই জন্য মনুষ্য তাঁহার পিতা মাতা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত সংযুক্ত হন, তাঁহারা দুই জনে এক হইয়া যান।"

কথিত আছে সেই প্রথম কালে আদম ও ইব আদি বালক ও আদি বালিকা ছিলেন। বালকদিগের মতন তখন তাঁহাদের পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদজ্ঞানই ছিল না ও তাঁহারা ভাল মন্দ, লজ্জা ভয় কিছুই জানিতেন না, তাঁহারা তখন সরল বালকের মতন বিবস্ত্র হইয়া থাকিতেন, ও সেই সুখ ধামে সদা সুখী ও প্রসন্ন চিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন, বক্ষ

যত আমরা শিশুর মতন আপন অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে শুইয়া থাকি ততই আমরা তাঁহারই হই। এইজন্য কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্য যত ধর্ম্মেতে উন্নত হয় ততই সে বালকত্বলাভ করে। অহঙ্কার পূর্ণ জ্ঞান বৃক্ষের ফল যে অতি মনোহর ও প্রলোভনে পরিপূর্ণ তাহা সকলেই জানেন। সয়তান আর কেহই নহে তাহা আমাদিগের দুষ্প্রবৃত্ত। ইহা চিরকালই ঈশ্বরের রাজ্যের এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্ট সাধন করিয়া বেড়াইতেছে। এই দুষ্প্রবৃত্তি পশু সদৃশ,

---

ইহাতে দেবত্ব অথবা মনুষ্যত্ব কিছুই নাই, দুষ্প্রবৃত্তি যে কেবল পশু সদৃশ তাহা নহে সর্প সকল পশু অপেক্ষা ধূর্ত্ত ও মনুষ্যের ভয়ানক শত্রু, এবং গরলে পরিপুর্ণ, আমাদিগের দুষ্প্রবৃত্তিকে সর্প বলিয়া বর্ণনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপক আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক চিরকালই দুর্ব্বল বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের নিকট পরিচিত। স্নেহ দয়া প্রভৃতি ভাব ও রূপ লাবণ্যে তিনি অত্যন্ত ভূষিতা তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সকলেই জানেন, বীরত্ব এবং প্রলোভন

লতা ফল ও পুষ্প দিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা দূর ও সুখ সাধন করিত, শ্রোতস্বতী জল দানে তাঁহাদিগের তৃষ্ণা দূর করিত, সকল পশুর সহিত তাঁহারা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন; ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বৃশ্চিক, সর্প ও কুম্ভীর হিংসা দ্বেষ বিহীন হইয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতার ন্যায় সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেন। কথিত আছে, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সকল প্রকার ফল ফুল সম্ভোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া ছিলেন কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর বৃক্ষ অবস্থিতি করিত ইহার সম্বন্ধে তিনি আদম ও ইবকে এই

পরাজয়ের বল তাঁহার পুরুষ জাতির মতন নাই। লোভ তাঁহার উপর যেরূপ কার্য্যকর এমন আর পুরুষের সম্বন্ধে নহে। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহার নাম দুর্ব্বলতা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য বিষম সমর সকল অনায়াসে জয় করিতে পারে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন প্রলোভন নীচতা পদদ্বারা অনায়াসে দলন করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী লোকের সুকোমল কণ্ঠ নিঃসৃত অনুরোধ হেলন করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে যত পাপ ও দুষ্কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহার মূলদেশে স্ত্রীলোক

রূপ বলিয়া ছিলেন, "তোমরা এই উদ্যানের সকল ফল অনায়াসে ভক্ষণ করিবে কিন্তু এই জ্ঞান বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিবে না, তোমরা ইহা নিশ্চিত জানিও যে, যদি তোমরা কখন এই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কর তোমরা অমনি মৃত্যুর আধিপত্যের অধীন হইবে। জ্ঞান বৃক্ষের ফল দেখিতে অত্যন্ত মনোহর এবং এক প্রকার অপূর্ব্ব ছিল ও সুগন্ধ তাহা হইতে ক্রমাগত বিনিঃসৃত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিত" সৌন্দর্য্যে গন্ধে সর্ব্ব প্রকারে ইহা এমনি মনোহর ছিল যে, ইহা বাস্তবিক প্রলোভনেরই বস্তু হইয়া উদ্যান মধ্যে অবস্থিতি করিত। আদম এবং ইব এই বৃক্ষের ফল দেখিয়া অত্যন্ত প্রশংসাই করিতেন এবং ইহার আকর্ষণে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইতেন কিন্তু তাঁহাদিগের সৃষ্টি কর্ত্তা ইহার অস্বাদনে

অবস্থিতি করে। সংসারে স্ত্রীদিগের জন্য মনুষ্য যে কত পাপ করিয়াছে ও কত পুণ্য অবহেলা করিয়াছে তাহা বলা যায় না; এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে যে, সয়তান প্রথমে ইবকে প্রলোভনে ফেলিয়াছিল এবং ইব আদমকে পরে পাপে প্রবৃত্ত করিল। আদম ও ইব যখন জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া পাপ করিল অমনি তাহাদের নির্দ্দোষ ভাব চলিয়া গেল, অমনি লজ্জা ও ভয় আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

অনুমতি দেন নাই সুতরাং তাঁহাদিগকে তাহার ফল ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছিল। এক দিন আদম দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইব অসহায় অবস্থায় একাকিনী গৃহ মধ্যে বাস করিতে ছিলেন। প্রতিজ্ঞার বল অথবা বীরত্ব আমাদিগের আদি মাতার অতি অল্পই ছিল। তিনি স্নেহময়ী, নির্দ্দোষিতা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন, তিনি রূপের প্রতিমা ও গুণেতে লক্ষ্মী ছিলেন, একাকিনী অসহায় অবস্থায় বসিয়া নির্দ্দোষ চিন্তায় কাল হরণ করিতে ছিলেন, এদিকে মনুষ্যজাতির চির শত্রু সয়তান ঈশ্বরের রাজ্যের চারিদিকে অনিষ্ট সাধন করিয়া বেড়াইতেছিল এ স্থলে বাইবেলে এইরূপ লিখিত আছে, "ধূর্ত্ত শয়তান সর্পের বেশ ধারণ করিয়া যথায় অসহায় ইব একাকিনী বসিয়া ছিলেন, তথায় আসিয়া উপনীত হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক, বলিল "হে অবলা! ঈশ্বর কি তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তোমরা এই উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পাইবে না?" ইব উত্তর করিলেন, 'আমরা এ উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল খাইতে পারি কিন্তু ইহার মধ্যস্থলস্থিত জ্ঞানবৃক্ষের সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, 'তোমরা ইহার ফল খাইবে না এবং স্পর্শ ও করিবে না, তাহা করিলে তোমরা মৃত্যুর অধীনস্থ হইবে।' এই কথা শুনিয়া সর্প উত্তর করিল, তোমরা কখনই মরিবে না, কারণ ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় রূপে জানেন যে তোমরা ঐ ফল খাইলে দেব সদৃশ হইবে, ভাল এবং মন্দ সকলই বুঝিতে পারিবে।' যখন ঐ স্ত্রীলোক দেখিলেন যে, ঐ জ্ঞান বৃক্ষের ফল দেখিতে যেমন মনোহর আস্বাদনেও তাদৃশ উত্তম এবং তাহা মনুষ্যকে জ্ঞান প্রদান করে, তিনি তখন ঐ নিষিদ্ধ ফল গ্রহণ করিলেন। তিনি আপনি খাইলেন এবং তাঁহার স্বামীকে তাহা খাইতে দিলেন, এবং আদমও তাহা খাইলেন।

জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়?

একদা একজন বড় পণ্ডিতকে নিকটে দেখিয়া একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! বলিতে পারেন, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়?"

পণ্ডিত একেবারে বলিলেন। "না"

পণ্ডিতের মুখে "না" শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি এত বড় মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, তিনি এই সামান্য কথাটার উত্তর দিতে পারিলেন না! ইহাত কখন সম্ভব নহে। তবে অবশ্যই অন্য কোন কারণ থাকা সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কেন মহাশয়! আমি মূর্খ মানুষ আপনি পণ্ডিত, আমার আশা ভঙ্গ করিয়া অকারণে আমাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন কেন?"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার প্রশ্ন অশুদ্ধ। অশুদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমিও অশুদ্ধ হয়ে যাব, তোমার উত্তর দিব কিরূপে?"

ভদ্র লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞা, তা বটে, হতেও পারে। আমি মূর্খ, আমার প্রশ্ন শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? তবে আপনি মনোভাব অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই লইয়া বলুন।"

পণ্ডিত বলিলেন, ভাই হে! তুমি যে মূর্খ ঐ কথাটাই বড় কঠিন, যদি পণ্ডিত হতে পারতে একটা যা তা বলিয়া বুঝাইয়া দিতাম কিন্তু মূর্খ হয়ে এসেছ তোমাকে ত যা তা একটা বলিতে পারি না। মূর্খকে ফাঁকি দেওয়া আর গোহত্যা করা সমান পাপ। আর তোমার মনের ভাব তোমার কথা দ্বারা ভালরূপে বুঝা যাইতেছে না।

ভদ্র লোকটি বলিলেন, "আমার কথায় ত কোন দুর্ব্বোধ্য ভাব নাই, 'আমার এই জিজ্ঞাস্য যে জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়?"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! এই স্থানেই মূর্খত্বের বীজ পোতা হয়েছে, উত্তর দিব কি রূপে? আচ্ছা ভাল, তুমি আগে বল দেখি তুমি জ্ঞান কি ভক্তি, কাহাকে ভাল রূপে চেন?"

ভদ্র লোক বলিলেন, "আমি যদি ইহাঁদিগকে জানিতাম তা হলে আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কষ্ট দিব কেন?"

পণ্ডিত বলিলেন, "ইহাঁদের কাহাকেও জান না এরূপ প্রশ্ন করিলে কি রূপে? দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অবশ্যই বড় এবিষয়ে নিশ্চয় বিশ্বাস না থাকিলে "কে বড়" এমন প্রশ্ন হয় না।"

ভদ্র লোকটি ক্ষুণ্ণচিত্তে বলিলেন, "আমি মহাশয়ের কথার ভাব বুঝিতে পারি লাম না।"

পণ্ডিত। ও গো মহাশয়! তুমি জ্ঞানকেও জানিতে চাও না ভক্তিকেও জানিতে চাও না, তুমি কেবল জানিতে চাও কে বড়, আর ইহার মধ্যে এক জন যে অবশ্যই বড় আছে এবিষয়েও কোন সন্দেহ কর না, তাই তুমি প্রশ্ন করিতে পারিতেছ "জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়।"

ভদ্র লোকটি অবাক হয় বলিলেন, "তাইত একটা সামান্য কথার ভিতরে এত গোল যোগ থাকিতে পারে, তাত জানি না!!"

পণ্ডিত বলিলেন, "ভাই হে! মূর্খত্ব জলের মত চলিয়া যায় আর পাণ্ডিত্য কাঁটার মত বিদ্ধ করিয়া ফেলে। গোল যোগ কথায় থাকে না কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে। ভদ্র লোকটি কিছু হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন "আজ্ঞা তবে এখন আমার কথাটার মিমাংসা করিয়া দিন্। পণ্ডিত বলিলেন, "ঐ কার্য্যটি পারিব না।

ভদ্র, "কেন মহাশয়, আবার গোল কর্‌ছেন কেন?

পণ্ডিত, ভাই, আমি আগেই বলিয়াছি ভাল রূপে আলাপ পরিচয় না থাকিলে, ছোট বড় নির্দ্দেশ করা যায় না। আমার এবিষয়ে বস্তুতঃ কোন জ্ঞান নাই।

ভদ্র, "আজ্ঞা ইহাও কি সম্ভব, আপনি এত বড় পণ্ডিত এই সামান্য বিষয়ে আপনার জ্ঞান নাই?"

পণ্ডিত বলিলেন, "জ্ঞান আছে সে জ্ঞান আমার জন্য নহে কিন্তু অপরের জন্য। সুতরাং আমার এই জ্ঞানের ধুলী পরের চক্ষে নিঃক্ষেপ করিয়া বেড়াই।"

ভদ্র লোক হাসিয়া বলিলেন, "সে কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

পণ্ডিত বলিলেন, "ভাই হে! যেমন মসাল্‌চি আপনি আলোক লইয়া অপরের পথপ্রদর্শন করে কিন্তু স্বয়ং সর্ব্বদা অন্ধ কারে অবস্থিতি করে। পণ্ডিতগণ ও সেই রূপ।"

ভদ্র লোক বলিলেন "আপনার আলোক যদি কেবল পরের জন্য হয়, তবে আমার ও তাহাতে অধিকার থাকা সম্ভব।"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "ওহে তুমি যে না ছোড় পিণ্ডে, কোন রূপেই ছাড়িতেছ না"

ভদ্র, "তবে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই কোথায়?

পণ্ডিত বলিলেন, "শুনহে ভাই! তোমাকে মর্ম্মস্থান টুকু দেখাইয়া দি। আমার নিকটে পরের সম্পদ্ তুল্য যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান গচ্ছিত আছে। আমি ছোট বলি বড় বলি তাহাকেই বলিতে পারি কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না। কেন না সেই দেবী মূর্ত্তির সঙ্গে আমার কখন আলাপ পরিচয় নাই।"

ভদ্র লোকটি দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, "তবে অন্য কাহার নিকটে গেলে কি ইহার মিমাংসা শুনিতে পাইব?"

পণ্ডিত বলিলেন, "হাঁ পাইবে। যাঁহারা জ্যান্ত ঈশ্বরকে প্রত্যেক জীবনের ব্যাপার মধ্যে কর্ম্মশীল রূপে নিত্য বিদ্যমান দর্শন করেন, তাঁহাদিগের নিকটে।"

ভদ্র। পণ্ডিত মশায়! ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, "আপনি যে জ্যান্ত ঈশ্বরের কথা বলিলেন। তাহা বুঝিতে পারিলাম না, ঈশ্বর আবার জ্যান্ত ও মৃত কেমন?

পণ্ডিত। এই কথাটা বুঝিতে পারিলে না, তবে শুন; এক প্রকার ঈশ্বর আছেন পণ্ডিত লোকদিগের; তিনি চলেন না, বলেন না, দেখেন না, শুনেন না তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই তাঁহাকে বিশ্বাসী ভক্তেরা মৃত ঈশ্বর বলেন। কেননা এইরূপ ঈশ্বর কেবল একটা কথামাত্র। তাঁহার উপাসক তাঁহার সাক্ষাতে বসিয়া পাপ করিলে তিনি

শাসন করিতে পারেন না, ডাকিলে উত্তর দিতে পারেন না দেখাইলে দেখিতে পান না। এই জন্য পাণ্ডিত্যাভিমানী লোকেরা অনায়াসে পাপাচার করিতে পারেন। আর এক প্রকার ঈশ্বর আছেন ভক্তদিগের, সেই ঈশ্বর জ্যান্ত। ভক্তেরা বলেন, "তাঁহারা ভ্রমবশতঃ কোন পাপে পড়িলে তাঁহাদের ঈশ্বর সেই পাপ হইতে উদ্ধার করেন, ডাকিলে উত্তর দেন, বুঝিতে চাহিলে বুঝাইয়া দেন। রোগে শোকে সান্ত্বনা দেন, বিপদকালে সদুপদেশ ও আশ্বাস প্রদান করেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেন, মায়ের মত ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করেন ও সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও চক্ষে চক্ষে রাখেন। এরূপ হলে কাজেকাজেই বাধ্য হইয়া ইঁহাকে জীবন্ত বলতে হয়। বুঝিলেত?

ভদ্র। আজ্ঞা হাঁ, বুঝিলাম। আপনি যেরূপ বলিলেন আশ্চর্য্য? এরূপ বিশ্বাসী লোকেরা অবশ্যই আমার কথা বলিতে পারিবেন বোধ হয়। কিন্তু তাঁহারা, যদি আবার আপনার মত বলেন যে এটা জানি ওটা জানি না, জ্ঞান জানি ভক্তি জানি না, ভক্তি জানি জ্ঞান জানি না, তবে কি করিব?

পণ্ডিত। নাহে না, তাঁহারা ওরূপ বলিতে পারেন না। যে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ভক্তি প্রেম ও পুণ্যের আকর, সেই ঈশ্বরকে তাঁহারা জীবনের নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঈশ্বর কখন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকেন না, এই জন্য তাঁহারা আপন বলের উপর নির্ভর করিয়া কিছুই করেন না। প্রয়োজনীয় সমস্তই ঈশ্বর করিয়া দেন। তাঁহাদের নিকট মিমাংসা করিয়া চাহিলে তাঁহারা সেই ঈশ্বরের বলে মিমাংসা করিয়া দিবেন।

ভদ্র। বটে? এত আরও আশ্চর্য্য!! এরূপ লোক কে তাঁহাকে চিনিব কিরূপে?

পণ্ডিত। তাঁহাদের চেহারা দেখলেই বুঝিতে পারিবে।

ভদ্র। মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন পথিমধ্যে অন্য একটী ভদ্রলোকের দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়! জীবন্ত ঈশ্বর কাদের বাড়ী আছে গা?

পথিক। কেন জীবন্ত ঈশ্বরকে দিয়া কি প্রয়োজন?

ভদ্র। না ঈশ্বরকে দিয়া কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু তাঁহার যিনি উপাসক তিনি নাকি নানা কঠিন কথার মিমাংসা করিতে পারেন। আমাকে একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন তিনিই 'সেই ভক্ত, আমার জিজ্ঞাসার মিমাংসা করিতে পারিবেন। পথিক বিনীত ভাবে বলিলেন। মহাশয়, আপনার কিসের সন্দেহ আমি কি শুনিতে পারি?

ভদ্র। আজ্ঞা হাঁ, নিঃসংশয়ে শুনিতে পারেন।

পথিক। যদি আমার তাহা শুনিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তবে বলুন।

ভদ্র। আমার অন্য সন্দেহ কিছু নহে, আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি জ্ঞানবড় কি ভক্তি বড়। কোন মিমাংসা করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে জিজ্ঞাসা করিছিলাম তিনি ঐরূপ বরাত করেছেন।

পথিক সবিস্ময়ে বলিলেন, বটে? তবে আমি মহাশয়কে একটি কথা বলি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করিলে বড় ভাল হয়।

ভদ্র। বলুন আমার কথার মিমাংসা হইলেই হইল।

পথিক। একটি গল্প আছে শুনুন। একটি অন্ধ ও একটি খঞ্জ দুইজনেই এক নদীতীরে বসিয়া ভাবিতেছেন, কিরূপে পার হইবেন। অন্ধ চলিতে পারেন কিন্তু কোন্ দিকে জল অল্প আর কোন্ দিকে অধিক তাহা নির্ব্বাচনে অসমর্থ, খঞ্জ যিনি তিনি দেখিতে পান, কিন্তু কোন স্থনে দিয়া অন্য লোক পার হইতেছে জানিতে অসমর্থ বলিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া খোঁড়া কাণাকে বলিল, ওহে ভাই, একটা বলি শুন। পার হওয়া তোমার প্রয়োজন আমার ও প্রয়োজন যদি কেহ কাহারও সাহায্য লইব না বলিয়া বসিয়া থাকি, কাহার ও পার হওয়া ঘটিবে না, কিন্তু আমি দেখিতে পাই তুমি চলিতে পার, তুমি যদি আমাকে স্কন্ধে করিয়া চল তবে আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাই। এরূপ উপায় করিলে তোমার ও আমার অনায়াসে পারে যাওয়া ঘটিবে, কিন্তু অভিমান করিলে তোমার ও আমার কাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। অন্ধ ভাবিয়া চিন্তিয়া খঞ্জের কথায় সম্মত হইল এবং খঞ্জকে স্কন্ধে লইয়া নদী পার হইয়া চলিয়া গেল। এই যে খঞ্জ ইহার নাম জ্ঞান, আর এই যে অন্ধ ইহার নাম ভক্তি। জ্ঞান এইটি ভাল ও এই মন্দ ইহা দেখাইয়া দেয় ইহা সত্য ও ইহা মিথ্যা বলিয়া দেয় ইহা ঈশ্বর, ইহা অনীশ্বর বুঝাইয়া দেয় ভক্তি সেই প্রদর্শিত সত্য সুন্দর মঙ্গল ময় বস্তুকে গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণের পথে চলিয়া যায়। এস্থলে বুঝিতে অতি সহজ হইতেছে যে জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ভক্তি অচল, ভক্তির সাহায্য ভিন্ন জ্ঞান অচল। সুতরাং কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট বা বড় নহে। দুই সমান। ঈশ্বর প্রাপ্তির অনুকূল পথে জ্ঞান না থাকিলে ভ্রমপ্রমাদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে আবার ভক্তি না থাকিলে শুষ্ক হৃদয়ে নাস্তিকতা প্রবেশের অবকাশ আছে। এস্থলে সাধকের পক্ষে কেহ ছোট বা বড় বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেছে না।

হিন্দু স্ত্রী জাতির উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়।

আমরা গতবারে যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় একটী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের কথা লিখিয়াছিলাম, গত ১ লা মে তারিখে অপর সরকিউলার রোড ১০ নং বাটীতে ভারতসংস্কারক সভার অধীনে উক্ত স্ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীজাতির হৃদয় মনের উপযোগী বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হইবে এখানে ভারতীয় আর্য্য নারীপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনকারক কোন শিক্ষা দেওয়া হইবে না, আমরা এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সুপ্রণালী মতে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সভাপতি করিয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিনে সুবিখ্যাত ফাদার লাফোঁ একটি বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। তাহাতে সূর্য্য পৃথিবী ও চন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ এবং কি প্রণালী অনুসারে কি কি কারণে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তাহা অতি সহজ ভাষায় অতি সুন্দর পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া ছিলেন এবং যন্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া ছিলেন। এত বড় কঠিন বিষয় এমন সুন্দর করিয়া বলিলেন, যে অল্পবুদ্ধিনারী জাতি ও বালিকারা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের সংস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান; এ দেশীয় স্ত্রীরা পুরুষের উপযোগী শিক্ষায় বিকৃত স্বভাব হইয়া না যান ইহাই তাঁহার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন সেনেট সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেবল তিনিই তাঁহার প্রতি মহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহেন, স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও কার্য্যের উপযোগী উচ্চশিক্ষা দেওয়া তাঁহার মত। ভারত সংস্কারক সভার নিগূঢ় উচ্চ উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা অবগত হইলাম, উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় লোকেরা এই উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিকৃত শিক্ষার অভি সম্পাত গ্রস্ত না হন, তাহা অনেকেরই অভিপ্রায়। প্রায় ৫০টী হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ৬॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে আর্য্যজাতির আদি ইতিহাস ও তাহা কি উপায়ে

অবগত হওয়া যায় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন মহাশয় তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

"ভারতবর্ষ বিজ্ঞান জ্যোতিষাদি নানা প্রকার শাস্ত্র ও অন্যান্য সকল বিষয়ে পৃথিবীর অপর সভ্যজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। এদেশের আদি অবস্থার বিষয় কোন নিশ্চিত বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণ মহা ভারত ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ ভিন্ন পুরাকালীন ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু এ সমুদয় গ্রন্থও আবার এত কাল্পনিক ঘটনায় পূর্ণ যে তন্মধ্য হইতে যথার্থ ঘটনা অতি অল্প এবং অস্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কোন সময় কি ঘটনা হইয়াছে, তাহার নিরূপণ করা যায় না তখন সময় নিরূপণের প্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। তখন যুগ মন্বন্তর ইত্যাদি দ্বারা সময় নির্দ্ধারিত হইত, তাহা আবার খ্রীষ্টীয়গণনার সঙ্গে অমিল, খ্রীষ্টানদের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি চারিহাজার বৎসর মাত্র, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কেবল কলিযুগই চারলক্ষ বৎসরের অধিক। সুতরাং এদেশের পুরাতন ইতিহাস জ্ঞাত হইবার পক্ষে যথার্থ সময় নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান ও তাহা সমালোচনা করিয়া আর্য্যজাতির আদি ইতিহাস ও তাঁহাদের পুরাতন অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। যত প্রকার মূলভাষা পৃথিবীতে আছে তাহা আপাততঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভাষাতেং বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, পরীক্ষা দ্বারা তাহা নিশ্চিত প্রমাণ হইয়াছে। এই ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যে প্রথমে হিন্দু, ইংরাজ, ইটালিয়ান, জার্থেন, রসিয়ান ইহাঁরা সকলে এক-জাতি ছিলেন, এমন কি এক পরিবার ছিলেন বলিলেও দোষ হয় না। সেই জাতির নাম আর্য্যজাতি। তিব্বতের উত্তরে চীনের পশ্চিমে আসিয়ার মধ্যস্থলে আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থান ছিল। তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা ও কিরূপে জীবন কাটাইতেন, এবিষয়ও ভাষাপর্য্যালোচনায় অনেক অবগত হওয়া যায়, যেমন "পিতা" শব্দ ইহা সকল ভাষাতেই আছে কিম্ব সকল ভাষাতেই পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় "পিতা," সংস্কৃতে "পিতৃ" লাটিন ভাষায় "পেটার" গ্রীক ভাষায় "পেতর্" জার্ম্মেনিতে "ভাটার" ইংরাজিতে "ফাদার" ইহাতে দেখা যায় যে এই সকল শব্দের কেমন অল্প অল্প সাদৃশ্য আছে। এইপ্রকার মাতা, ভ্রাতা, দুহিতা, পশু, হৃদয় ইত্যাদি অনেক শব্দের মিল আছে, এবং ইহা দ্বারা এই সকল ভিন্ন দেশীয়েরা যে এক বংশোদ্ভব তাহা বুঝিতে পারা যায়। আবার এই সকল পারিবারিক সম্বন্ধের

শব্দ দ্বারা ইহা ও প্রমাণ হয় তৎকালে তাঁহাদের পরিবার ও স্নেহ মমতা ছিল। কিন্তু টাকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। পালিত পশুই তখনকার ধন ছিল। কোন প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করিতে হইলে ঐসকল পশু বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় চলিত। তখন তাঁহারা আমিষভোজী ছিলেন ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের কি ব্যবসায় ছিল, কি উপায়ে তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন "আর্য্য" এই নাম হইতেই তাহা অনুমান করা যায়, আর্য্যশব্দ "অর" ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ কৃষিকার্য্য। সুতরাং ইহা বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা কৃষি ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে গণনা করিবার সঙ্কেত প্রচলিত ছিল। অঙ্গুলী সংঙ্কেতে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এখনো দেখা যায় সাধারণ লোকদিগের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। এবং তাহারা সাধারণতঃ "এক কুড়ি" "দুইকুড়ি" এই রূপে গণনা করিয়া থাকে। সকল ভাষাতেই দশ পর্য্যন্ত গণনার প্রধান অঙ্ক। দশ অঙ্গুলির সঙ্কেত হইতেই গণনার উৎপত্তি। দুই দশতিকে বিংশতি, তিন দশতিতে ত্রিংশতি ইত্যাদি।

এইরূপে আর্য্যজাতি বহুদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন। ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কলহ বিবাদের সূত্রপাত হইতে লাগিল। বিবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন একদল অবশিষ্ট দল হইতে বিভক্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম দিকে যাত্রা করিল। অনেকদূর গিয়া ইংলণ্ডের পশ্চিম ভাগে ওয়েলস্ প্রদেশে বাসস্থান স্থাপিত করিল, তাঁহারা ফোট নামে খ্যাত হইল। অদ্যাবধি তাঁহারা যে স্থানে আছে, তথায় কিছুদিন বিবাদের শান্তি ছিল কিন্তু আবার তাহা আরম্ভ হইয়াছে। তখন পুনরায় আর একদল বিভক্ত হইয়া রুসিয়ার দিকে প্রস্থান করিল। তাহাদের নাম "Slav" (স্লাভ) হইল। অবশিষ্ট দলের মধ্যে যখন বিবাদ আরম্ভ হইল তখন আর একদল পৃথক হইয়া গ্রীসের দিকে প্রস্থান করিল। তাহারা whlanc হুলেনিক্ নামে আখ্যাত, যাহারা অবশিষ্ট রহিল তন্মধ্যে একদল ইটালী অভিমুখে গমন করিল। অবশিষ্ট দুইদলের মধ্যে এক দল পারস্যে ও অপর দল ভারতবর্ষে সন নদীর তীরে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে অর্থাৎ আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করিল। এই শেষোক্ত দলই হিন্দু নামধারী হইল। পরস্য ভাষায় "স" শব্দের উচ্চারণ হয় না। স স্থানে হ উচ্চারিত হয়। তাঁহারাই সিন্ধু-নদী তীরবাসী বলিয়া এই দলকে হিন্দু নাম প্রদান করিয়াছেন। এই পারস্য দেশবাসী আর ভারতবর্ষবাসী পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাসী বলিয়া

প্রায়ই উহাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। বিপক্ষীয় লোকদিগকে হরণ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। এইরূপে তখন দাস ব্যবসায় প্রচলিত হয়, হিন্দু শব্দটি পারস্য ভাষাস্থ বলিয়া অনুমান করা যায়, পারসীকেরা তাহাদের জাতীয় লোকদিগকে হরণ করে বলিয়া হিন্দু নাম প্রদান করিয়া ছিল। হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম অসভ্য নিবাসীগণকে পরাজয় করিয়া ক্রমে বিস্তীর্ণ ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, আদিমনিবাসী শত্রুরা নিভৃত পর্ব্বতাদিতে পলায়ন করিল: তাহারাই এখন ভীল সাঁওতাল কুকি গারো ইত্যাদি অসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত" ক্রমশঃ।

স্বর্ণ রেণু।

সাধুর চরিত্র বনকুসুম তুল্য, বনকুসুম বনেই ফুটে অন্য কোথাও যায় না। গন্ধদ্বারা দিক সকল আমোদিত করে কাহাকেও ডাকে না, আপন ভাবে আপন সৌন্দর্য্যে আপনি সন্তুষ্ট, অন্য কাহার ও তুষ্টি রুষ্টি কিম্বা প্রশংসা বাদের অপেক্ষা করে না।

পুণ্য প্রভা বিকৃত মুখকেসুন্দর করে আর পাপমালিন্য, সুন্দরমুখকেও কুৎসিত করে।

দুগ্ধ পরিমাণে অধিক হইলেও যেমন অল্প মাত্র গোমূত্র সংযোগে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ রাশিকৃত পুণ্যের ভিতরে পাপের সংস্পর্শ মাত্র ও বিনাশের অশঙ্কা জ্ঞাপন করে।

জীবন ঈশ্বরেতে, মৃত্যু পাপেতে।

জীবন একবার কলঙ্কিত বলিয়া পরিচিত হইলে, আর কলঙ্ক বলিয়া ভয় থাকে না।

প্রশংসা পাইবার আশায় সদনুষ্ঠান করা, আর উৎকোচ লইয়া পরানিষ্ট করা তুল্য।

প্রেম যত গুপ্ত হয়, ততই তাহা অকৃত্রিমতার পরিচয় দেয়, প্রকাশ পাইলে অকৃত্রিম থাকা অসম্ভব।

প্রেমিকের সংসার থাকে না কেন, প্রেমাস্পদ যদি দেখেন যে প্রেমিকের আরও প্রেমাস্পদ আছে, তবে তাঁহার অসহনীয় কষ্ট হয়। এই জন্য তিনি প্রেমিকের সর্ব্বস্ব হরণ করেন।

প্রেম দুই প্রকার, স্বর্গীয় ও পার্থিব। স্বর্গীয় প্রেম পশুকে দেবত্ব প্রদান করে পার্থিব প্রেম দেবতাকে পশুত্ব প্রদান করে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৩ সংখ্যা] আষাঢ়, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

কলহ প্রিয়তা।

আজ কাল আমাদের নারী সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় "কলহ প্রিয়তা" যেন স্ত্রীনামের অলঙ্কার; কিঞ্চিৎ কলহ প্রিয়তা না থাকিলে গৃহ শূন্য, প্রকৃতি সুষুপ্ত, পরিবার বর্গ যেন শ্রীভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হয়। নারী জাতির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কলহ করিতে অসমর্থা বা অসম্মতা নারী অতিঅল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। একজন পণ্ডিত দারা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—দৃ ধাতুর অর্থ বিদীর্ণ করণ। সুতরাং "দীর্য্যতে ভ্রাত্রাদিভিঃ সহ পৃথক্ ক্রিয়ত ইতি দারা" অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া দূরে লইয়া যাওয়া (সম্পর্ক বর্জ্জিত করা) যাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে বলা যায় দারা। এই কথাটি মাত্র নহে, কার্য্য ও আছে। মারীচ নামক রাক্ষস মায়ামৃগ সাজিয়া যখন রাম চন্দ্রকে ভুলাইয়া দূরতর বনে লইয়া গেল, তখন সেই রাক্ষসের মায়াকৃত কৃত্রিমশব্দ "ভাইরে লক্ষ্মণ দারুণ রাক্ষস-হস্তে প্রাণ হারাইলাম রে" জানকীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। জানকী সেই শব্দ শুনিয়া স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। এবং শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে শ্রীরামের সাহায্যার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবনা, কেন না শ্রীরাম আপনার রক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন, এখন রাক্ষসের কৃত্রিম শব্দ শুনিয়া যদি আপনাকে শূন্যগৃহে অসহায় রাখিয়া যাই, আমার অপরাধ হইবে।"

জানকী লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "লক্ষ্মণ! যদি প্রাণের প্রিয়ধন রামচন্দ্র রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তবে আমাকে রক্ষা করিয়া ফল কি?"

লক্ষ্মণ বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনি

মিথিলা নগরে বিবাহসভাতে রামচন্দ্রের ভুজবল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বিবাহের পর গৃহে আসিতে মহাবীর পরশুরামের সঙ্গে শ্রীরামের যে বিবাদ হইয়াছিল তাহা ও দর্শন করিয়াছেন, তবু তুচ্ছ রাক্ষসের ভয়ে বৃথা বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন? এই বৃথা আশঙ্কার অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি অপরাধী হইব।"

এই রূপে সীতার পুনঃ পুনঃ কৃত অনুরোধ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হওয়াতে (সীতা লক্ষ্মণকে বিরক্ত করিয়া যদি পাঠাইতে পারেন এই উদ্দেশে বলিলেন) "লক্ষ্মণ! তবে এখন আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীরামের অন্য বৈমাত্র ভ্রাতারা ছলনা পূর্ব্বক, তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছেন, তুমিও তাঁহার বিপন্না ভার্য্যা গ্রহণের ছলান্বেষণ করিতেছ?

এই বাক্য শ্রীমান লক্ষ্মণের বক্ষঃ স্থলে বজ্রের ন্যায় বাধিল। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "স্বভাব শ্চৈব নারীণা মেষু লোকেষু দৃশ্যতে বিমুক্তধর্ম্মা শ্চপলা ভ্রাতৃভেদকরী স্ত্রিয়ঃ।" এই জগতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় নারী জাতি যেমন গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিতে সুপণ্ডিতা, অতিশয় চঞ্চলা এবং ভ্রাতৃ বর্গের পরস্পারের সঙ্গে বিচ্ছেদ সাধনে তৎপরা এমন আর কেহ নয়।

শ্রীমান্ লক্ষ্মণ যেরূপ ভ্রাতৃ ভক্ত, যেরূপ সরল বিশ্বাসী ভ্রাতা, তাঁহার কোমল হৃদয় যেরূপ আনুগত্যপরায়ণ ছিল তাহাতে ঈদৃশ কটুবাক্য তাঁহার পক্ষে সহ্য হওয়া অসম্ভব। তিনি জানকীর সেই সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে মর্ম্মবিদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ অতীব সত্য। কেন না তিনি জানকী ও রামকে যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন, জানকী ও রাম তাঁহাকে যেরূপ স্নেহ ও সমাদর করিতেন, এবং এই জগতে আপন জীবন দ্বারা যেরূপ জিতেন্দ্রিয়তা ও ধর্ম্মপরায়ণতার প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে জানকীর তাদৃশী উক্তি অতীব অনুপযুক্ত কটু বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। সীতার ন্যায় সুশীলা সাধুমতী নারী জগতে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সীতাকে যখন ভ্রাতৃ ভেদ করী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তখন দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে স্ত্রীজাতির প্রতি বোধ হয় কোন দেবতার অভিসম্পাত আছে। বস্তুতঃ আমরা কেবল পৌরাণিক দুইটি কল্পিত গল্পের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের প্রাণের আরামস্থল নারীসমাজকে কলঙ্কিত বলিয়া জগতে পরিচিত করিতে চাহি না। নারীজাতি গৃহ লক্ষ্মী, গৃহের গৌরব ও অতি পবিত্র ধন, বিনা কারণে তাঁহাদিগের কুৎসা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু পুণ্যের গৌরব, গৃহলক্ষ্মীর সুকোমল কান্তি, আমরা তাঁহাদিগের বদনে অবলোকন করিতে অভিলাষী। এবং লক্ষ্মীর ন্যায় প্রিয়বাক্য তাঁহাদিগের মুখের পবিত্রতা ও স্বতঃ সিদ্ধ স্নেহ মমতা তাহাদিগের হৃদয়ের সম্পদ হয় এইটি আমাদিগের কামনা। সেইটি আমরা দেখিতে পাই না, পরন্তু আরও বিপরীত দেখিতে পাই বলিয়া এত দুঃখ প্রকাশ করি। গল্পের কথা নহে, অনেক নারীজীবন প্রমাণ করিয়াছে যে শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেবর ও ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে কটু ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা গৃহচ্যুত করা নারী জাতীর বিশেষ ব্রত। বধূদিগের অমৃতনিঃসান্দি বদনকমল হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ উষ্ণবাক্য তাঁহাদিগের গাত্র স্পর্শ করে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন এবং স্থানান্তরিত বা গৃহান্তরিত হইয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন।

গৃহে দুই একটি আত্মীয় স্বজন বা অতিথি ভদ্র লোকের সমাগম হইলে, গৃহাভ্যন্তরে গৃহিণী এমন অভদ্রোচিত কর্কশ স্বরে ক্রমাগত বকিতে থাকেন (হয় ছেলে না হয় মেয়ে না হয় চাকর চাকরাণীর প্রতি) যে বহিঃস্থিত অতিথি ভদ্রলোকেরা লজ্জিত হইয়া অতি সত্বরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পুত্র কন্যা প্রভৃতির শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট হইতে তত্ত্ব লইতে যদি কোন লোক গৃহে সমাগত হয় তবে সেই লোকটিকে একটা না

একটা ছলনা করিয়া দুইটি কটু কথা বলা যেন নিতান্ত কর্ত্তব্য, না করিলেই অধর্ম্ম। প্রতিবেশিনী দুই চারিজন যাঁহারা একত্র এক পাড়াতে বসতি করেন প্রতিদিন তাঁহাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে বিসম্বাদ করা যেন নিত্যকর্ম্ম, না করিলে প্রত্যবায় আছে। যে সকল আচার ব্যবহার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া পরস্পারের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ হয় তাহা শুনিলে হাঁসি পায়, এবং স্ত্রীজাতির কামনা, অভিরুচি ও স্বার্থপরতার জন্য মনে বড় বেদনা জন্মে। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সদাচার রক্ষা করিতে পারা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কেননা স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বার্থচিন্তায় ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রতিবেশীর কণা বিন্দু পরিমাণেও ক্ষতি সহ্য করিতে সম্মত নহেন। এমন ভয়ানক কথা!! বলিতেও কষ্ট পাই যে তিনি স্বার্থের জন্য প্রতিবাসীর ক্ষুদ্র শিশু সন্তানগুলিকে চক্ষুর শূল দেখেন? তাহাদিগকে নিকটে দেখিলে দূর দূর করিয়া তাড়ান। প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ছলে কৌশলে বিবাদ বাধান অন্ততঃ দুই চারিটি কথা বাড়াইয়া (বৈবাদিক রকমে) বলিতে পারিলে পরম লাভ মনে করেন। প্রতিবেশীর স্ত্রী যদি দৈবাৎ (সম্ভব নহে) নিতান্ত ভদ্র প্রকৃতির লোক হন, অধিক কথা বলিতে ভাল না বাসেন, আর এ পক্ষের কথার উত্তর না দিয়া নীরবে থাকেন, তবে তাঁহার

আর কষ্টের সীমা থাকে না; পত্নী তাহাতে যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ করেন এবং আপনা আপনি বকিতে আরম্ভ করেন। বকিতে বকিতে এত জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন যে সে সময়ে সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পান তাহারই সঙ্গে কলহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই মহা বিপ্লবের সময়ে নির্দ্দোষ বালক বালিকাগণ যদি সম্মুখে পড়ে অথবা কোন অনভিমত আচরণ করে তবে আর রক্ষা থাকে না। তাহাদিগের পৃষ্ঠে (দড়াম দড়াম) মুষ্টি বৃষ্টি হইতে থাকে। এবং বকুনি ও চীৎকারের জ্বালায় পাড়ায় লোক টেকা দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রতিবাসিনী অন্যান্য নারী যাঁহাদের সঙ্গে উপস্থিত বিসম্বাদের কোন সম্বন্ধ নাই তাঁহারা গলা চুলকানিতে অস্থির। কতক্ষণে এই বিবাদের সঙ্গে যোগ দিয়া দুইটি বক্রোক্তি করিয়া গলার উত্তেজনা ও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিবেন তাঁহারা তাহারই অবসর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন। কেবল এক বাড়ীর একজন নহে কিন্তু পাঁচ বাড়ীর পাঁচ মেয়ে; কোন বাড়ীর গিন্নী কোন বাড়ীর বউ, কোন বাড়ীর ঝি একস্থানে আসিয়া সমবেত হন, আর উপস্থিত বিসম্বাদের সমালোচনা করিতে থাকেন।

এই অবস্থা আমাদিগের সমাজের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথা হইতে সমানীত হইয়াছে, অন্য কাহারও দোষে নহে। কেননা বহুকাল হইতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, খুড়া, জেঠা, পুত্র, কন্যা, জামাই, বেয়াই প্রভৃতি বহু লোক লইয়া এক পরিবারে অবস্থিতি করা চলিয়া আসিতেছে। বহু লোক এক পরিবারে একত্রে অবস্থিতি করাতে নানা বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। এক বিষয়ে একের সুবিধা হইলেও সেই বিষয়েই আবার অপরের অসুবিধা ঘটিয়া উঠে। আহার, আচার, পরণ, পরিচ্ছদ, চাল চলন, ঘর, দ্বার, স্থিতি, গতি প্রভৃতি নানা বিধ বিষয় লইয়া একের সঙ্গে অপরের অনৈক্য ও অবর্গ ঘটিয়া উঠে। যদিও নানা বিষয়ে নানা প্রকার অসুখ ও অসুবিধা ঘটিয়া থাকে তথাপি এদেশীয়দিগের (কি স্ত্রী কি পুরুষ) হৃদয় অতিশয় কোমল, সুতরাং স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্য পূর্ণ বলিয়া এগুলি অপরিহার্য্য পদ্ধতি রূপে পরিবারে বদ্ধ মূল হইয়া আছে। যদি অর্থাগমের প্রাচুর্য্য থাকিত, বঙ্গীয় ভদ্র সমাজে দারিদ্র দুঃখের পদসঞ্চার না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই আদরণীয় প্রীতি ও সদ্ভাব বঙ্গীয় ভদ্র পরিবারের শোভা বর্দ্ধন করিত। এক দিকে অর্থাভাব অপর দিকে বিদেশীয় কুদৃষ্টান্ত প্রবেশ করিয়া আমাদিগের সমাজের সেই সুখের সম্মিলন ভাঙ্গিয়া দিতেছে। বহুকাল বহু লোক একত্র এক পরিবারভুক্ত হইয়া

অবস্থিতি করাতে কাহার ভাব কাহার অভাব সম্ভোগ করিতে হয়। ক্রমে অনেক দিন সহ্য করিতে করিতে পশুবুদ্ধি প্রতিহিংসা আসিয়া উপস্থিত না হইয়া পারে না। এই স্থান হইতে মনোভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া এখন এরূপ দুশ্চিকিৎস্য অবস্থা ঘটিয়াছে যে কেবল (স্বার্থচিন্তা) নিজের সুখ সুবিধা ব্যতীত অন্যদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। বিশেষতঃ বিদেশীয় আচার ব্যবহার অতিগুহ্যভাবে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বিদেশীয় লোকেরা পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কাহার সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ রাখা সঙ্গত মনে করেন না। কাহাকেও অন্ন বস্ত্রাদির সাহায্য দান করা সঙ্গত বলেন না, কেবল আপনি ও আপন স্ত্রী একত্র অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাহারও মধ্যে মত ভেদ আছে। আশ্চর্য্য!! পুত্র কন্যাগুলি যে পর্য্যন্ত না প্রাপ্ত বয়স্ক হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা (পিতৃ মাতৃ) গৃহে থাকিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ সভ্যতার (সম্বন্ধ রাহিত্য) প্রাচুর্য্য আমরা পশুরাজ্যেও সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকি। যতদিন সন্তানগুলি আত্মরক্ষায় অসমর্থ থাকে আপনি আপন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে, বাসস্থান নিরূপণ করিয়া বাস করিতে না পারে, ততদিন পশুরা আপন সন্তানগুলিকে বুকে ধরিয়া রক্ষণ ও পালন করে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে আর কাহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। এই প্রকার স্বার্থপর পশুভাব, যাহাতে স্নেহ নাই, মমতা নাই, পারিবারিক সহানুভূতি নাই, বৃদ্ধ পিতা মাতা রোগে বা অভাবে পড়িয়া মরিলেও গৃহে স্থান দিবার অধিকার নাই; সেই ভাব ক্রমে অনুকারীদিগের অনুকরণ বলে আমাদিগের সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহবিবাদের সূত্রপাত করিয়াছে। কেবল সূত্রপাত নহে কিন্তু বহুল প্রচার করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর পিতামাতা ভগিনী প্রভৃতিকে ব্যাঘ্রীর ন্যায় বিবাদপরায়ণা স্ত্রীর ভয়ে গৃহে স্থান দিবার কি পাঁচটি টাকা সাহায্য দিবার উপায় নাই। দিলে স্ত্রীর বকুনির জ্বালায় অস্থির হয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়। আহা! এমন সুখের হিন্দু পরিবার যাহাতে কত আশা কত সম্মিলন কত সহানুভূতি সেই স্থানে এমন পশুত্বের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল? বঙ্গীয়া ভগিনীগণ, তোমরা একবার আপন আপন বাসগৃহের শ্রীহীনতা ও পশুত্বের প্রাচুর্য্য বিনাশ করিতে যত্নপর হও। ভগিনীগণ! একবার মনে কর সেই পারিবারিক স্বর্গীয় সম্মিলনের মাধুর্য্য, যাহা দেখিয়া দেবতারাও সুখী হইতেন। সেই দেবতার লোভনীয় অবস্থা যাহাতে পুনর্ব্বার সমানীত হয় তাহার উপায় কর।

মুক্তকেশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঝড়।

কৃষ্ণকুমার বাবুর মনে দুশ্চিন্তা আসিয়া অত্যন্ত আন্দোলিত করিয়া তুলিল। তিনি ভয়ে জড়সড়। বিষম উদ্বেগের সহিত এক বার ভিতরে আবার বাহিরে আসিতেছেন আর রাজনাথ মাঝিকে বারম্বার "কি হবে, কিরূপে প্রাণ রক্ষা পাবে" জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সঙ্গে একজন ভৃত্য ছিল তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছে, প্রাচীন ভৃত্য বলিয়া কৃষ্ণকুমার তাহাকে কিছু সম্মান করেন, কেন না "বাল্যকাল হইতে সে তাঁহার লালন পালন করিয়াছে। সেই ভৃত্য কৃষ্ণকুমারের কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল, "বাবুজি মহাশয়! বুড়ার একটি কথা শুনিতে পারেন কি?"

কৃষ্ণকুমার, "কি কথা বল না কেন, তোমার কথা আর অমান্য করিয়াছি কবে?"

ভৃত্য বলিল "না মান্যামান্যের কথা নহে, আপনি বড় দুশ্চিন্তিত হইয়াছেন, আপনার অপ্রসন্ন মুখ দেখিলে আমার মনে বড় বেদনা পাই, তাই বলিতেছি আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হউন। এই যে রাত্রি, এ রাত্রিতে দস্যুভয় অপেক্ষা তুফানের ভয়ই অধিক বোধ হইতেছে। একেতঃ এ বিষম তুফানের সময় কুকুর ও আপন আশ্রয় স্থান ছাড়িয়া কোথাও যায় না, তবে দস্যুরা গৃহত্যাগ করিবে কেন? দ্বিতীয়তঃ আমাদিগকে বধ করা অপেক্ষা তাহাদের আপনার জীবনরক্ষা করা প্রধান কার্য্য এ কথা তাহারা ভুলিবে না। সুতরাং দস্যুভয়ের জন্য চিন্তা করিবার কারণ কিছুই দেখিতেছি না। তৃতীয়তঃ আমরা প্রায় ১২।১৩ জন লোক জাগ্রৎ আছি, জাগ্রৎ থাকিতে দস্যুরা দস্যুতা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তাহাতে তাহাদিগের ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে।"

রাজনাথ মাঝি অনুমোদন করিয়া বলিল, "বুড় দা দা বেশ বলিয়াছে, আমরও এইরূপই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সকল কথায় কৃষ্ণকুমার বাবু কিছু সুস্থির হইলেন, "বলিলেন আমার বস্তুতঃ বড়ই ভয় ছিল, অপরিচিত স্থানে আমি কখনও থাকি না।"

ভৃত্য বলিল, "দিনের বেলায় কাহারও ভাল আহার হয় নি। ছেলেগুলি কেবল শুষ্ক ভ্রষ্টদ্রব্য খাইয়া আছে, আশা ছিল বৈকালে পাক করিয়া আহার করান হইবে কিন্তু যেরূপ তুফান উঠিয়াছে তাহাতে প্রাণ বাঁচান ভার রন্ধন করিবে কিরূপে, যা হউক খাবার কিছু যা থাকে তাই ছেলেগুলিকে ত দাও, পরে যা হয় হইবে।"

কৃষ্ণকুমার বাবু "(স্ত্রীর প্রতি,) বটে, তবে তাহাই কর। দেখত কি আছে তাই ছেলেগুলিকে কিছু কিছু দাও, এর পর উহারা ঘুমাইয়া পড়িবে।"

বুড়া ভৃত্য, "বাতাসের বল ক্রমে বাড়িতে লাগিল, রাজনাথ মাঝি, নৌকা ও প্রাণ রক্ষার উপায় কর। কতগুলি রজ্জু দিয়া নৌকা বান্ধিয়াছ?"

মাঝি "যা ছিল সব দিয়াছি, কেবল এক সম্মুখের দিকে এগার গাছ রজ্জু লাগাইয়াছি।"

এই সকল কথা বার্ত্তা হইতেছে সহসা বায়ু নৌকার ভিতরে সলিল সিঞ্চন করিতে লাগিল। শীতল বায়ুতে শীত বোধ হইয়াছিল, তার উপর শীতল জল লাগিয়া সকলেরই কম্প উপস্থিত হইল, ছেলে গুলি কর্ত্তা ও কর্ত্রী সকলেই মোটা কাপড়, বালা পোষ ও লেপ লইয়া গাত্রে চাপাইলেন। নৌকা খানি একবার পাঁচ হস্ত ঊর্দ্ধে আবার পাঁচ হস্ত নীচে অতি বেগে উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। তরঙ্গ সকল মাতঙ্গযূথের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া সেই ক্ষুদ্রতর নৌকা খানিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। বায়ুরাজ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে লম্ফে লম্ফে নৃত্য করিতে করিতে সলিলোৎক্ষেপণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। দ্রুত গামী ক্রীড়াময় সলিল প্রতিকূলগামী বায়ুর প্রতিঘাত পাইয়া ভয়ঙ্কর রবে গর্জন করিতে লাগিল। উপর হইতে যে বৃষ্টিধারা পড়িতেছিল সে গুলি তীরের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আঘাত করিতে লাগিল। সেই জল যাঁহার গাত্রে দুই চারি ফোঁটা লাগিল, তিনি শত্রু হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত তুল্য বেদনা পাইলেন। বায়ুরাজ বড় বড় বৃক্ষ সকলের মস্তক ধরিয়া একবার এদিকে আবার ওদিকে দোলাইতে লাগিল। আর শাখা সকল ছেদন করিয়া উড়াইয়া দিগ্ দিগন্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। কখন কোন উন্নতশিরা বৃহদ্বৃক্ষের মস্তক ভাঙ্গিয়া ভূতলশায়ী করিল। বংশ ও কদলী নারীকেল ও গুবাক প্রভৃতি অল্পমূল তৃণগুল্ম সকল একেবারে তুলিয়া দূর দূরন্তরে ফেলিয়া দিল। বৃক্ষ সকল অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হয়ে একেবারে ধরাতলশায়ী হইয়া পড়িল, আর উঠিতে পারিল না। গৃহস্থদিগের গৃহের চাল উড়াইয়া আকাশের দিকে লইয়া চলিল। খুটী সকল তুলিয়া তাহা দ্বারা কাহারও গরু কাহার ঘোঁড়া কাহারও হাতীর স্কন্ধ মস্তক চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বায়ুরাজ বড় ক্রীড়ামত্ত, বড় মল্ল যুদ্ধ ভাল বাসেন, তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। কাহার প্রকাণ্ড জাহাজের মত নৌকা খানিকে উল্টাইয়া ফেলিতেছেন, কাহারও গগনস্পর্শী উন্নত মাস্তুল ভাঙ্গিয়া নদী গর্ভে ভাসাইয়া দিতেছেন, কাহার নৌকার বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া মধ্য নদীতে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া দিতেছেন, কাহারও নৌকা খানিকে ক্রমাগত সলিলোপরি

নিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিতে করিতে তাহার বিধানোপাদান গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিতেছেন। এইরূপ বায়ুরাজ ক্রীড়াতে প্রমত্ত, কত লোক চীৎকার করিয়া কান্দিতেছে কাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত ও নাই। কত সুন্দর ও সুন্দরী যুবক যুবতী আপন সৌন্দর্য্যের পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুজলে ভাসিয়া জল মগ্ন হইতেছেন, কত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিয়া ইষ্ট দেবতার নিকট জীবন প্রার্থনা করিবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু মুখে বাক্য বাহির হইবার অবসর হইল না, তাঁহাদের মনের চিন্তা মনেই রহিল বায়ুরাজ তাঁহাদিগকে নৌকা খানি সহ মধ্য নদীতে ডুবাইয়া দিলেন, বায়ু কি নিষ্ঠুর? উঃ কচি ছেলে গুলিকে কান্দিতে ও দিতেছে না অমনি জলমধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে।

পাঠিকা, এসময়ে আমাদের কৃষ্ণকুমার বাবু স্ত্রী পুত্র ও কন্যা লইয়া কি অবস্থায় আছেন, তাহা কি জান? চল এক বার তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া আসি। যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি বায়ু প্রচণ্ড বেগে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড বিখণ্ড ও লণ্ডভণ্ড করিতে প্রবৃত্ত, সেই সময়ে তাঁহাদের নিকট দিয়া একখানি নৌকা ছুটিয়া জলমগ্ন হইতেছিল, নৌকার ভিতরকার স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে কৃষ্ণকুমার বড় বেদনা পাইলেন। তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিণামও চিন্তা পথে আসিল। কৃষ্ণকুমার অস্থির, চিন্তা করিতে যান চিন্তা আসে না। চিন্তা করিবেন কি, পৃথিবী টলমল করিতেছে তাঁহার মন ত তাঁহাতে নাই চিন্তা করে কে? কৃষ্ণকুমার স্ত্রী পুত্র ও কোমলালাপিনী বালিকার সুন্দর মুখকান্তি নিরীক্ষণ করেন আর অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যায়। বালিকা মুক্তকেশীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর, সে ভয়ে ভীত, শীতে কম্পিত, সে অনেকক্ষণ কান্দিল, পিতা মাতার নিকটে বসিয়া কান্দিল, ভয়ে কাতরা বালিকা আর কত রাত্রি জাগিয়া ভয়ের চিন্তা করিবে, অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইল। বড় পুত্রটি পিতার কোলে তাহার ভয় হইয়া ছিল কিন্তু পিতা মাতা নিকটে, তাহার মনে অপার বল অপার সাহস। এক একবার পিতার ক্রন্দন দর্শন করিয়া কান্দিতে চায় কিন্তু পিতার মুখে সাহসের কথা শুনিলেই আবার নীরব হইয়া থাকে। যাহার দুই বৎসর মাত্র বয়স তাহার নিদ্রা নাই, তাহার ভাবনাও নাই, ভয় কি, বিপদ কাহাকে বলে? সে জানে না। যাহার মা আছে তাহার ভাবনা কিসের? সে আনন্দে হাসিতেছে হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। যে শিশু মার কোলে শয়িত, মার বসনাঞ্চলে আচ্ছাদিত, মার কোমল হস্ত যাহার মস্তকে স্থাপিত, মার সুপ্রসন্ন দৃষ্টি যাহার উপরে সর্ব্বদা নিপতিত আছে সে আপনি

আপনাকে বিপন্ন বলিয়া ভাবিতে পারে না। সে জানে মা তার নিকটে, সে জানে মার যেমন বল ও ক্ষমতা এমন আর কাহার নাই, সে জানে মা যেমন তাহার আপনার এমন আর কেহ নাই তবে ভাবিবে কেন? চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হইলেও সে আপনাকে নিরাপদ জানে। কৃষ্ণকুমার ক্ষুদ্র শিশুর সেই আনন্দপূর্ণ বদন যাহাতে ভাবনার চিহ্ন নাই, দুশ্চিন্তা যাহাকে বিকৃত করিতে পারে নাই, যাহা বসন্ত কালের নবমল্লিকার ন্যায় লাবণ্য পূর্ণ, জ্যোৎস্নাময় হাস্যপূর্ণ, দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন, "আহা! এত বিপদ শিশুর কিছু বোধ নাই, এই সুন্দর মুখ জলে ডুবিবে? হা, বিধাতঃ! আমি কি রূপে নিকটে থাকিয়া তাহা দর্শন করিব, আমি আমার জন্য ভাবি না বিধাতঃ—বলিতে বলিতে কৃষ্ণকুমারের মুখগম্ভীর হইল, নিস্তব্ধ মন সুপ্রসন্ন হইল, কৃষ্ণকুমার হাসিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! এত দুঃখের সময় হাসিলে কেন?"

কৃষ্ণ কুমার বলিলেন। প্রিয়ে! দুঃখে ও সুখ নিরাশাতে ও আশা ও আনন্দ, শোকেও সান্ত্বনা, বিপদেও সম্পদ পরিশ্রমে ও বিশ্রাম আছে, ইহা বিধাতার নিয়ম। দেখ কি আশ্চর্য্য!! এই দুঃসময়ে ক্ষুদ্রশিশু তোমার কোলে কেমন আনন্দে হাঁসিতেছে? এই ক্ষুদ্র শিশু যেমন তোমার স্নেহ, তোমার শক্তি, তোমার মমত্বে বিশ্বাস করিয়া নির্ভর ও নিশ্চিন্ত আছে সেই রূপ আমাদেরও ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিবার স্থান আছে আমাদেরও ত দয়াময়ী আনন্দময়ী মা আছেন, একটি ক্ষুদ্র কীটও যাঁহার পালনী শক্তির ভিতরে প্রতিপালিত হইতেছে? একটি পিপীলিকাও যাঁহার দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিতি করিতে পারে না তিনি আছেন, তবে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না কেন? তবে আমরা অবিশ্বাসী হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া মরি কেন? হায় রে শিশু, তোর মত হইতে পারিব কবে? আমি আর চিন্তা করিব না সেই আনন্দময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আছি বৃথা ভাবিব কেন? সেই অনন্ত শক্তির শক্তিতে রক্ষিত ও পালিত হইতেছি। তবে চিন্তা করিব কেন? আমার যাহা সাধ্য নাই সেই অসাধ্য সাধনের ভার হস্তে লইয়া বৃথা চিন্তা করিয়া ক্লেশ পাইব না। প্রিয়ে! শিশু যেমন মার প্রতি অবিশ্বাস করিতে জানে না প্রত্যুত তাহারা জানে মা তাহাদের মঙ্গল কারিণী কদাচ অমঙ্গল করিবেন না; আমরা সেই রূপ মঙ্গলময়ী বিশ্বজননীর প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইব, আর চিন্তা করিব না, আর বৃথা চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইব না। মা যাহা করিবেন তাহা মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইতে পারে না মা যদি মরিতে বলেন বা মারিয়া ফেলেন সে মৃত্যু মৃত্যু নহে জীবন।

মা যে কখন সন্তানকে মারেন তাহা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য নহে কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ করিবার জন্য। অতএব চল আমরা চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময়ী মাকে ডাকি, তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

এই সকল কথা বার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময় নৌকা বাঁধা রজ্জু গুলি ছিঁড়িয়া গেল। উন্মত্তের ন্যায় অসদাচারী বায়ু কর্ত্তৃক নৌকা খানি ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে জলে ডুবিয়া গেল।

উচ্চ শিক্ষা বিধায়ক স্ত্রীবিদ্যালয়ে তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

পঞ্চেন্দ্রিয়।

পৃথিবীর যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন হয় এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা হয় না। ইংরাজি ভাষায় ইহাদের নাম "Senses" অর্থাৎ যে প্রণালী দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন আমরা কোন বিষয়েরই কিছু জানিতে পারি না। পরিষ্কার করিয়া এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমরা প্রতি মনুষ্যের শরীরস্থ মনকে বাক্স বা একটি আধার রূপে স্থাপন করিব। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং আর আর সমুদয় অঙ্গ হইতে যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার অর্থাৎ স্নায়ু নির্গত হইয়া সেই আধারে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান মনে নীত হইতেছে। মন যে কোথায় আছে ইহার বিষয় অনেক প্রকার অনুমান হইয়া থাকে। তবে যখন মস্তিষ্কের সহিত সমুদয় স্নায়ুর যোগ এবং মস্তিষ্ক হইতে তাহারা নির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সকল বিষয়ের বোধ তাহাদের সংযোগে মস্তিষ্কে নীত হইয়া থাকে এবং সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় তখন মস্তিষ্কেই মনের স্থিতি মনে করা যাইতে পারে। বলিতে গেলে যখন শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার সহিত মনের যোগ, মনুষ্য শরীরের সকল স্থানে মন ব্যাপ্ত। যাহা হউক ঐ সকল স্নায়ু প্রণালী বা তার মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তথায় বিস্তৃত রহিয়াছে। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় ইহার কার্য্য সকল বস্তুর রূপ কিরূপ তাহা মনের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাওয়া। চক্ষু যেন একটি দ্বার স্বরূপ। তথায় আলোক বা অন্য কোন শোভা বা কোন কুৎসিত দৃশ্যের রূপ প্রবেশ করিবামাত্র তন্মধ্যস্থ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হয় এবং মস্তিষ্কে নীত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি কোন্ বস্তু সুন্দর, কোন্ বস্তু কুদৃশ্য, কোন্ বস্তুর বর্ণ কিরূপ, আকার কিরূপ, কোন্ বস্তু বৃহৎ, কোন বস্তু

ক্ষুদ্র। কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহার দ্বারা শ্রবণক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। সমুদয় প্রকারের শব্দের উচ্চারণ মাত্র তাহা আমাদের চারিপার্শ্বস্থ, বায়ু রাশিকে প্রতিঘাত করে এবং সেই প্রতিঘাত শব্দ কর্ণরন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু স্পর্শ করে এবং তদ্দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন আমরা সুন্দর শব্দ, বাদ্য, গীত, লোকের বাক্য এই সমুদয় শ্রবণ করিতে পাই এবং ভাল মন্দ শব্দ বুঝিতে পারি। নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা আমাদিগকে উপরোক্ত উপায়ে সুগন্ধ দুর্গন্ধ অনুভব করাইবার সাহায্য করে। জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমরা সকল বস্তুর বিভিন্ন প্রকারের স্বাদ বুঝিতে সক্ষম হই। কোন্ বস্তু কটু কোন্ বস্তু তিক্ত, কোন্‌টি অম্ল কোন্‌টি মিষ্ট, কোন্‌টি ভাল লাগে, কোনটি লাগে না তাহা আমরা জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারি, জিহ্বা না থাকিলে এত বিভিন্ন প্রকার স্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য খাকা আমাদের পক্ষে কোন প্রয়োজনই হইত না। এবং সকলে আহারের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেন। অবশিষ্ট আর একটি প্রধান ইন্দ্রিয় ত্বক্। ইহা দ্বারা আমরা স্পর্শ অনুভব করি। ইহা শরীরের সকল অঙ্গেই ব্যাপ্ত। আমাদের হস্ত পদেও অন্যান্য সকল অঙ্গেই ইহার স্থিতি। কোন্ বস্তু উষ্ণ, কোন্ বস্তু শীতল, কোন্ দ্রব্য কোমল, কোন্‌টি কঠিন, তাহা এই ত্বকের দ্বারা অনুভব করা যায় বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে ত্বক্‌কে শরীরের সর্ব্ব প্রধান ইন্দ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ইত্যাদির পৃথক পৃথক কার্য্য ও ত্বকের সাহায্য বিনা হয় না। চক্ষু মধ্যস্থ স্নায়ুকে আলোক রেখা বা বর্ণের রূপ স্পর্শ করিলে তবেত স্নায়ু সেই জ্ঞান মস্তিষ্কে লইয়া যাইবে। কর্ণের স্নায়ুকে শব্দ তরঙ্গ স্পর্শ করিলে তবে সেই বোধ মস্তিষ্কে গিয়া শ্রবণ জ্ঞান জন্মায়। নাসিকাও জিহ্বাতে ও তদ্রূপ। এই স্পর্শশক্তি ভিন্ন যখন কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না তখন ত্বকের প্রধান্য স্বীকার করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়দের মধ্যে চক্ষু কর্ণ এবং ত্বক্ প্রধান। আহার করা এবং সুগন্ধ ভোগ করা ইহা অপেক্ষা দর্শন শ্রবণ এবং স্পর্শজ্ঞান লাভ করা অনেক শ্রেষ্ঠ। সকল ইন্দ্রিয়ই মনুষ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু এই শেষোক্ত তিনটি প্রধান। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান আধারে নীত হয় এবং তথায় সঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয়ের যত অধিক পরিচালনা হয় ততই বহুদর্শিত্ব ও বিচারশক্তি এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপযুক্ত ব্যবহার করা সকলের কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ।

প্রাচীন অর্য্যনারী সমাজের আচার ব্যবহার।

১ম প্রস্তাব।

কোন প্রাচীন সমাজের স্ত্রী বা পুরুষের আচার ব্যবহার নির্ণয় করিতে গেলে, ইতিহাসের আশ্রয় ভিন্ন উহা কখন হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যনারী সমাজের কি প্রকার আচার ব্যবহার ছিল নির্ণীত হওয়া অসম্ভব। এ দেশের ঋষিগণ কোন বিশ্বাস যোগ্য ইতিহাস রাখিয়া যান নাই, ইহা তাঁহাদিগের একটি নিন্দার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আমরা সে নিন্দার অপনয়ন করিতে চাই না, কিন্তু বলি প্রাচীন কালের আচার ব্যবহার জানিবার জন্য যত টুকু উপযোগী তত টুকু বৃত্তান্ত আমরা বেদাদি হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "কোন কোন লোক এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে মুসলমানেরা যদি আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াস্থ পুস্তকালয় দগ্ধ করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে আমরা প্রাচীন অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ পাইতাম, এই দাহক্রিয়াতে মনুষ্যজাতির সুমহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে; কিন্তু আমি বলি এতদ্দ্বারা মনুষ্য জাতির ক্ষতি হয় নাই. যে সকল গ্রন্থ রক্ষিত হওয়ার উপযোগী তাহা আজও বিলুপ্ত হয় নাই, যে সকল দগ্ধ হইবার উপযোগী তাহাই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।" এই পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে বিলক্ষণ সত্য আছে। যে সকল বিষয় উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে মনুষ্য জাতির অবশ্য প্রাপ্য তাহা কোন প্রকারে কেহ বিলোপ করিতে পারে না। কোথাও না কোথা তাহা অবশ্য রক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা বলি, যদিও এদেশের বিস্তৃত ইতিহাস অর্থাৎ ঘটনা সকল যথাযথ পর পর বিশ্বাসযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি আমাদিগের যতটুকু জানা একান্ত প্রয়োজন তাহা জানিবার বিলক্ষণ উপায় আছে।

প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটী আপত্তির উত্তর দেওয়া আবশ্যক। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি হইতে প্রাচীন আর্য্যনারী চরিত্রের যে সকল বৃত্তান্ত আমরা উপস্থিত করিব তাহা সেই সেই কালের নারী জাতির আদর্শ চরিত্র। যে সকল নারীতে সেই সকল আদর্শ প্রতি ফলিত রহিয়াছে, তাঁহারা অসাধারণ নারী। তাঁহাদিগের যাহা সম্ভব পর তাহা সাধারণ নারী জনে কখন সম্ভবে না। সুতরাং আদর্শ চরিত্রা নারীগণের আচার ব্যবহার সংগ্রহ করতঃ সাধারণ ভাবে সকলের জন্যে উপস্থিত করা নিষ্ফল, উহা কোন

কালে অনুকৃত বা আয়ত্ত হইবার নহে এক জন পাশ্চাত্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাঁহার নামে শিক্ষিতগণের মস্তক ভক্তিতে প্রণত হয়, তিনি স্বীয় গ্রন্থে অসাধারণ নারীগণ সাধারণ নারীগণের ক্ষমতা পরিমেয় নয় বলিয়া অসাধারণ স্ত্রীজাতিকে সাধারণ স্ত্রীগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন অসাধারণ সময়ে অনেক অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হয় সাধারণ সময়ের পক্ষে তাহা কখন উপযুক্ত নয়। যেমন কোন কোন প্রবল দুর্ভিক্ষের সময়ের সন্তানরক্ষার জন্য পুরুষের স্তনে স্তন্য সঞ্চার হইয়াছিল। এই পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও উচ্চচরিত্রা নারীগণের চরিত্র হইতে তৎকালের আচার ব্যবহার নির্ণয় করা একেবারে অলীক হইতে পারে না। কেননা দেখিতে পাওয়া যায় যে যে কালের আদর্শচরিত্র লিপিবদ্ধ আছে তাহা অন্ততঃ তৎকালের উচ্চমনাঃ লোক সকল হইতে সংগৃহীত। কোন অসভ্য জাতি বা অশিক্ষিত কৃষকমণ্ডলীর আদর্শ দেখ, দেখিতে পাইবে তাহাদিগের আদর্শ অতিহীন। যে জাতি বা যে মণ্ডলীর আদর্শ যে প্রকার সে জাতি বা মণ্ডলী সেই প্রকার উন্নত হইয়া থাকে। কথিত আছে, এক জন কৃষকসন্তান একটি দ্বারদেশস্থ চক্রোপরি বসিয়া তাহাতে ঘুরিতেছিল, এবং সামান্য মূল্যের এক খণ্ড মাংস খাইতেছিল। সে এই প্রকার বলিতেছিল, যদি আমি এদেশের রাজা হইতাম, তবে আমি নিয়ত এইরূপ চক্রোপরি বসিয়া ঘুরিতাম এবং এইরূপ মাংসখণ্ডও খাইতাম। উত্তর প্রদেশের কোন এক জমীদারের গৃহের একটি বধূর আসন্ন মৃত্যুকালে চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, এ সময়ে ইহাঁর কি খাইতে সাধ যায়। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন বাল্যকালে পিতৃগৃহে যে প্রকার গুড় দিয়া খৈ খাইতেন, অনেক দিন তাহা খান নাই তাহাই খাইতে তাঁহার সাধ। ফলতঃ কোন সময়ের লোক স্বীয় কাল দেশ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া কোন চরিত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারে না। সুতরাং যতই উন্নত চরিত্র হউক না কেন সে কালের তাদৃশ চরিত্র মানব জাতির উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রাপ্তব্য মানিতে হইবে। যদি আমরা কেবল আদর্শ চরিত্র সমুদায় হইতে আচার ব্যবহার সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও শিক্ষার পক্ষে উহা অলীক বা অসংলগ্ন হইতে পারে না।

সহজে বোধগম্য হয় এ জন্য আমরা প্রাচীন আর্য্যসমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব; বৈদিক, শ্রৌত এবং পৌরাণিক। যে সময়ে বেদের স্তোত্র এবং সেই সকল স্তোত্রের প্রয়োগ লিপিবদ্ধ হয়, সেই সময়কে আমরা বৈদিক, যে সময়ে বেদান্ত বা উপনিষৎ সকল প্রণীত হয়, সেই সময়কে শ্রৌত,

এবং যে সময়ে পুরাণ সকলের প্রাধান্য তাহাকে আমরা পৌরাণিক সময় বলি। শ্রুতি এবং পুরাণ এ দুয়ের মধ্যস্থলে স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র আছে। এই শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহার স্বতন্ত্র সময় আমরা নির্দ্দেশ করিলাম না, কেননা স্মৃতির আচার ব্যবহারই পুরাণে প্রতিফলিত। অনেক পূর্ব্বপণ্ডিতেরা পুরাণ ও স্মৃতিকে আচার ব্যবহারাদির অংশে এক করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈদিক সময় অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। সর্ব্ব প্রথমে বৈদিক সময়ের অবস্থা আমাদিগের জানা একান্ত প্রয়োজন। বৈদিক সময় সংগ্রাম প্রধান সময়। এ সময় শান্তির সময় নহে। আর্য্যগণ নিয়ত শত্রুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারা জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন, এখানকার আদিমবাসিগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ সকল জাতির পক্ষে প্রারম্ভ সময়ে এক দেশে স্থিতিলাভের জন্য বহুল বলবীর্য্য প্রদর্শন করিতে হয়। বৈদিক সময়ে স্তোত্রাদিতে যদিও বলবান্ পুত্রের জন্য নিয়ত প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং কন্যা জন্মিলে দুঃখ প্রকাশ লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, * তবে উহা কেবল অশান্তিপূর্ণ সময়ের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে সময়ে জীবন ও সম্পৎ গৃহ ও পরিজন নিয়ত শত্রুহস্তে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা সে সময়ে কন্যা জন্য দুঃখ প্রকাশ অস্বাভাবিক নহে। কোন গৃহস্থকন্যা শত্রুহস্তে নিপতিত হইবে ইহা যেমন মর্ম্মপীড়াকর পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই। পুত্র সম্মুখ যুদ্ধে হত হইবে, বা শত্রু কর্ত্তৃক নীত হইয়া দাসত্বে জীবন অতিপাত করিবে, ইহা প্রাণে সহ্য হয়, কিন্তু কন্যা শত্রুগৃহে অবস্থিতি করিবে ইহা কাহার প্রাণে সহ্য হয়? এই শান্তির সময়েও অনেকে কন্যাজন্মে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। কোথাও বা স্বর্গের প্রতিরোধ ভয়ে কোথাও বা পরিণামে কি হইবে এই চিন্তায় লোকে এ প্রকার দুঃখ করিয়া থাকে কিন্তু লেখকের মতে উহা নিতান্ত এ সময়ের অনুপযোগী এবং নিন্দাকর। বৈদিক সময় যুদ্ধবিগ্রহের সময়, সে সময়ে বল বীর্য্যের জন্য পুরুষকে প্রাধান্য অর্পণ ("পুমাংসমেব তদ্বীর্য্যে ণাত্যাদধাতি" শ, ব্রা ৯) অথবা নিয়ত পুত্র প্রার্থনা তত কর্ণশূল নহে। এ কালে সেরূপ ভাব পোষণ অবশ্য বর্ব্বরকালোচিত।

বৈদিক সময় যদিও সম্পূর্ণ শান্তির সময় না হউক, তথাপি এ সময়ে স্ত্রীগণের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে ইহা কোনরূপে প্রতীত হয় না। বৈদিক সময়ে একপত্নীকত্ব বা বহুপত্নীকত্ব প্রচলিত ছিল এ কথার

* একজন ফ্রান্সদেশীয় পণ্ডিত কন্যা জন্মে দুঃখসূচক একটি ঋক উদ্ধৃত করিয়া কন্যার প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণের অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইতে চাহি না কেননা এ দুয়েরই প্রমাণ আছে, অথবা সে সময়ে পত্নী বিরহিত হইলে যেরূপ পুরুষেরা পুনরায় বিবাহ করিতেন, পতিবিরহিত হইলে স্ত্রীগণ বিবাহ করিতে তেমনি অধিকারিণী ছিলেন কি না, ইহাও আমরা বিচার করিতে চাই না, কেননা এ সম্বন্ধে বৈষম্য ছিল না বলিয়াই বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা দেখিতে চাই বৈদিক আর্য্যনারী সমাজে এমন কি ছিল, যাহা একালেও আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। এখন যে সমুদায় পাপ দৃষ্ট হয় সে কালে তাহা ছিল না তাহা নহে, অথবা পরবর্ত্তী সময়ে স্ত্রীগণের চলচিত্ততা যেরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে সে সময়ে সেরূপ ছিল না তাহাও নহে; * আমরা সে সকল স্বীকার করিয়াও গুণাংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। কেহ মুখে স্বীকার করুন আর না করুন, স্ত্রীগণ স্বীয় অধিকার ভূমির মধ্যে যে প্রভূত বলসম্পন্না, প্রবল সম্রাটকেও যে তাঁহাদিগের আধিপত্য স্বীকার করিতে হয়, ইহা সকলেরই অনুভূত বিষয়। এই ক্ষমতার অনেক সময়ে অপব্যবহার হয় আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এই ক্ষমতাতে অদম্য আশ্বাসনীয় পশুবল প্রধান পুরুষজাতি শাসনে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ নারীজাতির সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বৈদিক সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, তাই শারীরিক বলবীর্য্যের প্রাধান্য সময়েও গৃহমধ্যে বধূকে সাম্রাজ্য অর্পিত হইয়াছে। যে ঋক্‌টীতে এই সাম্রাজ্য বর্ণিত আছে সেটী এখনও বিবাহের সময়ে উচ্চারিত হয়। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষা॥" (ঋক্ ১০ ৮৫।৪৬) কন্যা শ্বশুরের উপরে রাজ্ঞী হউন, শাশুড়ীর উপরে রাজ্ঞী হউন, ননন্দার উপরে রাজ্ঞী হউন, দেবরগণের উপরে রাজ্ঞী হউন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কন্যাপক্ষের পুরোহিত এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই কি সময়ের যথার্থ অবস্থা ছিল। যদি সময়ের অবস্থা না হইত, তবে ইচ্ছা প্রকাশ অসম্ভব। সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিত বিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিষ্টা" সেই অপরিচিতা কন্যা একটী ছোট বধূ হইয়া নিতান্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, অথচ পরিশেষে সেই সর্ব্বে সর্ব্বেষ্টা হইল এ কালের কবিদের মুখেও এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ যে ঋক্ বিবাহের একটি মন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে তাহা সে কালের

* "স্ত্রীয়োঽশাসাং মনঃ। উতোঽ ক্রতুংরঘুম্" ঋক্ ৮।৩৩।১৭। স্ত্রীগণের মন অশাসিত এবং স্বভাব লঘু (চঞ্চল)।

যথার্থ অবস্থা জ্ঞাপন করিতে সন্দেহ নাই। বধূকে সকলের উপরে রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, এটি গৃহের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। পিতা মাতা যখন বৃদ্ধ, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, তখন সেই পুত্রের উপরে সমুদায় গৃহের কর্ত্তৃত্ব, তিনিই যৌবনে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পিতার ন্যায় লালন পালনে প্রবৃত্ত। এই পুত্রের যিনি বধূ তিনিই সে সময়ে প্রকৃত গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত, এব গৃহোপরি মাতার কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। পিতা যেমন গৃহোপরি রাজা, মাতা তেমনি গৃহোপরি রাজ্ঞী *। এস্থলে বধূর ভাবী রাজ্ঞীত্ব লক্ষ্য করিয়া "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" ইত্যাদি আর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিছু স্বভাবাতিরিক্ত নহে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে বৈদিক সময়ের নারীগণের গৃহ মধ্যে একাধিপত্য ছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা গৃহোপরি শূন্যগর্ভ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতেন, তাহা নহে, গৃহের সুখস্বচ্ছন্দতা সর্ব্বদা বর্দ্ধন করিতেন। (আঘ যোষেব সুনারী উষাঃ যাতি প্রভুঞ্জতী" ঋক্ ১।৪৮।৫) অন্নপানাদি দ্বারা সকলের প্রতিপালনে নিযুক্তা থাকিতেন ("অর্চ্চন্তি নারী র পসোন" (ঋক্ ১।৯২।৩) পুত্র কন্যাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিতেন, তাহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিতেন, সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া দিতেন (সুসঙ্কাশা মাতৃমৃষ্টেব যোষা। ঋক্ ১।১২৩।১১।) আর্য্যগণ যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নী বীর পত্নী। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রোৎসাহিত হওয়া একান্ত সম্ভব পর। অন্যথা বৈদিক কবিগণ দেবী সরস্বতী বাক্য যোগে ইন্দ্রকে ইন্দ্রিয়বল অর্পণ করিলেন ("বাচা সরস্বতী ভিষক্ ইন্দ্রায় ইন্দ্রিয়াণি দধতঃ" শ, ব্রা।) এস্থলে সরস্বতী সম্বন্ধে ভিষক্ একটি বিশেষণ আছে। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের রীতি অনুসরণ করিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে, সে কালে গৃহিণীগণ পরিবারস্থ সন্তান সন্ততির সাধারণ চিকিৎসা কার্য্যও সম্পাদন করিতেন।

বৈদিক সময়ে বয়ঃস্থা নারীগণের বিবাহ হইত এরূপ নির্দ্ধারণ করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। কোন কোন স্থলে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় স্থিতি ও দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময়ে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃবর্গ বিহীন কন্যাই প্রায়শঃ ঈদৃশ উপায় অবলম্বন করিয়া আপনাকে পাত্রস্থা করিতেন। কখন কখন রূপগুণাদির শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন প্রতি যোগিনী নারীদিগকে পরিবার করিয়া কেহ কেহ

* অনেকে মনে করেন বৈদিক সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী স্বতন্ত্র ছিলেন না। প্রত্যেক পরিবারের বৃদ্ধ পিতা মাতার হস্তে এই ভার সমর্পিত ছিল।

উৎকৃষ্ট পতি লাভ করিতেন এরূপ অনুমান করিবারও কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল গেল বাহিরের কথা। সে কালে নারীগণকে পুত্রগণের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হইত কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, পরবর্ত্তী কালে উপনীত হইয়া বেদাদি অধ্যয়ন যেরূপ নিয়ম ছিল, বৈদিক সময়েও যে তাহাই ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদে এবং গৃহ্য সূত্রে এই নিয়ম স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে। পাঠাবস্থাই ব্রহ্মচর্য্যের অবস্থা, এই পাঠার্থিগণকে এ জন্য ব্রহ্মচারী বলা হইত। এই ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বেদে অতীব প্রশংসা আছে, এমন কি ব্রহ্মতত্ত্ব এই ব্রহ্মচারী হইতে আবিষ্কৃত হয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধ পুত্রগণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপিত তাহা নহে, কন্যাগণ সম্বন্ধেও উহা স্পষ্ট ব্যবস্থাপিত আছে। "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্" (অথর্ব্ব ১১।৫।১৮) ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কন্যা যুবক পতি লাভ করিয়া থাকে। এ ব্রহ্মচর্য্য যে বেদাদি শিক্ষার জন্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না ব্রহ্মচারী হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ, যে স্থলে বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থলেই কন্যা সম্বন্ধেও ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট পতি লাভ উৎকৃষ্ট শিক্ষার গুণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই পরবর্ত্তী কালে নারীগণ ব্রহ্মচারিণী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহা পূর্ব্বকালের আচারের ফল অবশ্য বলিতে হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্য বিবাহ হইবামাত্র পরিত্যক্ত হইত তাহা নহে, গৃহের পবিত্রতার বৃদ্ধিজন্য অনেক স্থলে পরিণয়ের পরে এক বৎসর কাল নিয়ম পূর্ব্বক রক্ষিত হইত। গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে, সংবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতি করিলে এক ঋষি অর্থাৎ এক ঋষিবংশত্ব লাভ হয়। কি উচ্চ ভাব! ঈদৃশ উচ্চ ব্যবস্থাই গৃহকে সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য করিতে সক্ষম। নারীগণেতে ঈদৃশ উচ্চতা ছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিনা গৃহস্থের কোন যজ্ঞ সিদ্ধ হইত না। তাঁহারা প্রথম হইতেই ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিনী ছিলেন।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে বৈদিক সময়ের নারীগণ হইতে আমরা চারিটি শিক্ষনীয় বিষয় প্রাপ্ত হইতেছি। ১। বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্রতা দ্বারা সমুজ্জ্বল গৃহকে পবিত্রীকরণ। ২। গৃহকে নারীজাতির রাজ্য জানিয়া তাহার কল্যাণার্থ তদুপরি প্রভাব বিস্তার। ৩। গৃহের সুখশান্তি বর্দ্ধন। ৪। ধর্ম্মে প্রধান সহায় হইয়া সৎকার্য্যে উৎসাহ দান। এই চারিটি বিষয় নিতান্ত কষ্ট কল্পনা দ্বারা নিষ্কাশিত হইতেছে তাহা নহে, প্রবন্ধে সামান্য প্রমাণ দেওয়া হইয়া থাকিলে, জানিতে হইবে ঈদৃশ প্রমাণ আরও অনেক দেওয়া

যাইতে পারে। পরন্তু পরবর্ত্তী কালে ও যখন আর্য্যনারীগণের এই সমসূত্র পাতে উন্নতির ব্যাপার দেখা যায়, তখন সে উন্নতির সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহা বলা যায় না। আমাদিগের পাঠিকাগণ যদি এই চারিটি বিষয় সর্ব্বদা আপনাদিগের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া আপনাদিগের জীবন তদনুসারে গঠন করেন তাঁহারা বৈদিক সময়ের আর্য্যনারীগণের ভগিনী বলিয়া অনায়াসে পরিচয় দিতে পারেন। নিম্ন লিখিত বৈদিক প্রার্থনাটী যদি তাঁহারা নিজ নিজ গৃহ সম্বন্ধে বাস্তবিক ব্যাপার করিতে পারেন তবে তাঁহারা একালকে যথার্থই উচ্চ করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা এই প্রার্থনা বাক্যেই অদ্যকার প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

“সহৃদয়ং সাম্মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমিবঃ।
অন্যোহন্যমভি হর্য্যত বৎসংজাতমিবাঘ্ন্যা ॥ ১ ॥

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবান্ ॥ ২ ॥

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষদ্ মা স্বসারমুত স্বসা
সম্যঞ্চ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া ॥ ৩ ॥

যেন দেবা ন বিয়ন্তি নোচ বিবদিষতে মিথঃ।
তৎকৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

অথর্ব্ব ৩। ৩০।

আমি তোমাদিগের মধ্যে [প্রার্থনা যোগে] একহৃদয়ত্ব, পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধকত্ব অবিদ্বেষ [বর্দ্ধন] করি। জাত বৎস যে প্রকার গাভীর, সেই প্রকার তোমরা পরস্পরের চিত্ত হরণ কর। পুত্র পিতার অনুগামী এবং মাতার সহিত এক মনাঃ হউক। জায়া পতিকে মধুময় বাক্য বলুক, পতি শান্তিযুক্ত * হউক।

প্রাপ্ত।

সুখময়ী।

সময়ে সময়ে সরল প্রকৃতি শিশুরা যেমন গৃহমধ্যে খেলিতে খেলিতে সূর্য্যকিরণ দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে, কখন তাহার সুকোমল ক্ষুদ্র অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে ধরিতে যায়, কখনও ধরিতে না পারিয়া নির্দ্দোষ সুখের হাস্য হাসিয়া আমোদিত হয়; কখনও ইহার উজ্জ্বলতা ও উত্তাপে আপনার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি স্নাত করিয়া পরে আনন্দে করতালি দেয়; সেইরূপ আমরা মধ্যে মধ্যে যদিও অতি বিরল, এরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকা দেখিতে পাই যাহারা স্পৃশ্য বস্তুর অভাবে অস্পৃশ্য বস্তুতে আনন্দ সম্ভোগ করে। তাহারা সেই সমস্ত প্রকৃতির বিপরীত যাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে তাহারা যত কিছু আবশ্যক তাহা সমস্ত পাইলেও সুখী হয় না, কিন্তু অল্প দুঃখেই কাতর হইয়া পড়ে।

সুখময়ী কোন অসাধারণ সুখী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে যে কখনও কটু বাক্য শুনিয়াছে এরূপ স্মৃতিতে আনিতে পারে না। ক্রমে বয়স্থা হইয়া বিবাহিত হইল, এখন গৃহে গমন করিয়া সেখানে তাহার প্রয়োজনীয় সুখ সমস্তই লাভ করিতে পারিবে আশা আছে। কিন্তু বিবাহের পরই তাহার স্বামী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন যে অগত্যা তাহাকে এ পর্য্যন্ত অজানিত দারিদ্র্যাবস্থায় থাকিতে হইল। তাহার স্বামী ভাবিলেন যে যখন অন্ধকার শূন্য সৌভাগ্য উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করিতেন তখন তাহার প্রকৃতি কেমন কোমল তাহা তিনি জানেন, এখন কিরূপ হইবে? কিন্তু যখন দুর্ঘটনা সুখময়ীর যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ করিল, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

একদিন তিনি বলিলেন, “প্রিয়তমে! আমার সহিত তোমাকে তোমার অনভ্যস্ত সকল প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতার মধ্যে পড়াতে তুমি বড়ই কষ্ট ভোগ করিতেছ? অভাবের এইটি পরীক্ষার স্থল। আমি আমার জন্য ভাবি না কিন্তু তোমার জন্য ভাবি। সুখময়ী মৃদু হাস্যের সহিত, ‘দেখা যাইবে, বলিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার স্বামী এই হাস্যের উত্তরে বলিলেন প্রথমে হাস্য করা বড় সহজ কিন্তু পরে তোমার পক্ষে কিরূপ হইবে তুমি তাহা জান না। বস্তুতঃ ইহা সে জানে না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। যে সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য অন্য লোকের হস্ত সকল নিয়োজিত ছিল তখন তাহা নিজেই সম্পন্ন করিতে হইত; বড় মাহুষি করিবার জন্য অল্প অর্থও পাইত না; বিলাসিতাশূন্য হইয়া সমস্ত স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে হইত, অল্প কথায়, মিতব্যয়িতার অপ্রীতিকর মুখভঙ্গী তাহার আহারগৃহে, রন্ধনশালায়, বস্ত্রাধারে রাজত্ব করিতে লাগিল, এবং সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার বন্ধুরা অবস্থার পরিবর্ত্তনেও তাহাকে অপরিবর্ত্তিত দেখিতে পাইল, যখন তাহারা তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিত, সে এই উত্তর দিত, “ভাবিয়া দেখ দেখি আমার কেমন স্নেহময় স্বামী!”

সে এইরূপে সে সূর্য্যকিরণে খেলা করে এবং ইহাতেই আনন্দিত হয়; সে যথার্থই এত সুখী যে তাহাকে দেখিলে মনে নবভাবের সঞ্চার হয়।

নিন্দকেরা বলিতে লাগিল “এই শেষ নয়; ক্রমে ক্রমে যখন সন্তানাদি হইবে এবং তাহাদিগকে ভরণ পোষণ শিক্ষা দান করিতে হইবে তখন আমরা নূতন সুর শুনিব।”

---

*বিদ্বদ্বর ডাক্তর মিয়র সাহেব “শান্তিবান্” এই পদটি কোথায় সংলগ্ন হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া “জায়া শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন।

অবশেষে তাহার সন্তান হইলএবং সে এক মুহূর্ত্তও অবসর পায় না, তাহাকে সন্তান পালন, তাহাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত আর বহু কার্য্য করিতে হয়, কখনও মধ্যাহ্নকালেও বিশ্রাম করিতে পায় না, কখনও কার্য্য শেষ করিয়া দৃষ্টি বহির্ভূত করিতে পারে না; নিজে খুব পরিশ্রমী থাকিয়া সময়কে সুন্দররূপে বিভক্ত করিয়াছিল; কিন্তু মনুষ্যের সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে পারিত না। বায়ু যেমন তৃণখণ্ডকে এদিক ওদিক করিয়া লইয়া বেড়ায়, সময়ের ভিতরে সেও সেইরূপ। অমুক সময় অমুক কর্ম্ম করিবে এরূপ মনোনীত করিতে পারে না, কিন্তু কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া সমস্ত করিত, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার কিছুমাত্র অবসর ছিল না। নিন্দকেরা বলিল, এখন আমরা তোমাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিব দুঃখি শ্রমজীবীর মত তোমাকে পরিশ্রম করিতে হয় এবং দেখ তোমার পরিশ্রমের কি নিকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করিতেছ! সুখময়ী বলিলেন কি, নিকৃষ্ট পুরস্কার? আমার মত ধনী আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না, এমন স্বামী সন্তান ও বন্ধুগণের সহিত আমি কত সুখী বলিতে পারি না। প্রতিবাসী বলিল বন্ধুদিগের জন্য তুমি যথেষ্ট সময় ব্যয় কর সত্য! বন্ধুদের আরো বেশী দিতে ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবে কিরূপে? সুখময়ী বলিলেন যখন সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে তখন সময় পাইব। প্রতিবাসী বলিল সে সময়ে তুমি নিজে এত বৃদ্ধা হইবে যে তোমার হৃদয়ে স্নেহের অল্পতা জন্মিবে। সুখময়ী বলিলেন, না না আমার হৃদয় এত মৃদু যে স্নেহশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপে প্রতিদিন সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়া গৃহকার্য্য করিত এবং নিজের মনে আনন্দ সম্ভোগ করিত। নিন্দকেরা ক্রমে পরাস্ত হইল।

সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন ছিল কেবল সময় সময় ক্ষণস্থায়ী দেখা দিতে আসিত।

এই সময়ে সুখময়ী পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

নিন্দকেরা বলিল, "ভাবিয়া দেখ এখন তোমার কত দুঃখ।" সুখময়ী বলিল "নানা, আমার এই অসুস্থতার পূর্ব্বে যে তাহারা দূরে গিয়াছে ইহা আমার কত আনন্দের বিষয়, তাহারা বাড়ীতে থাকিয়া আহারের স্থানে "মাকে" না দেখিলে কত বিমর্ষ থাকিত।" নিন্দক বলিল "রোগীর সময় কত দীর্ঘ তাহা তুমি জাননা এ সময়ে স্বামী পুত্র নিকটে থাকা প্রার্থনীয়! তুমি অন্ধতাবশতঃ তোমার বন্ধুদিগের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর। ইহা কি দুঃখ জনক নহে?" সুখময়ী বলিলেন, "তোমরা কি এইরূপ ভাব? আমি তাহা ভাবি না। আমি আমার যৌবন ও স্বাস্থ্যের সময় ধর্ম্মপুস্তক সমূহ হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা আমাকে সর্ব্বদাই সুখে রাখে এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমি রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া সেই সমস্ত উচ্চারণ করি, এবং তাহাই আমার নিকট অতি মধুর বোধ হয়।"

তাহারা বলিল "সকল অবস্থাতেই যদি তোমার বন্ধুদিগকে আরও অধিক দেখিতে পাও তাহা হইলে কি সুখের হয় না?"

সুখময়ী বলিল আমি তাহাদিগকে কল্পনাতে দর্শন করি। আমি কখনও ইঁহাকে উহাঁকে আহ্বান করিয়া দুঃখ দেই না, পূর্ব্বে তাঁহারা যে সমস্ত প্রীতি সম্ভাষণ করিতেন সর্ব্বদা তাহা স্মরণে রাখিয়া সুখী হই, আমি কখনও একাকিনী থাকি না সকলের সঙ্গে থাকি। তাহারা এই কথা শুনিয়া পরস্পর কাণাকাণি করিত যে সম্পূর্ণ সুস্থতাই ইহার কারণ।

সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল; সন্তানেরা বর্দ্ধিত হইল এবং যখন বহু দিনের প্রত্যাশিত সৌভাগ্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তরুণ তরুণীরা এই গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহাদের নিজের গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল অবশেষে কেবল পিতা মাতা এই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

নিন্দকেরা বলিল, "তুমি সমস্ত জীবন সন্তানদিগের জন্য অতিবাহিত করিলে, ইহাতে কি লাভ হইল? যখন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তোমার আরাম স্থল হইবে তখনই তাহারা প্রত্যেকে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।" তখন সুখময়ী প্রফুল্লভাবে উত্তর দিলেন, "তাহাদের বয়সে আমিও এইরূপ করিয়াছিলাম! আমার মত কি তাহারাও বিবাহিত হয় নাই? আমি হারাইবার পরিবর্ত্তে আরও লাভ করিয়াছি, যেখানে ছুটি ছিল সেখানে দ্বাদশটী হইয়াছে। এবং এখন আমার বন্ধুদের দেখিতে, পাঠ করিতে, ভ্রমণ করিতে; পতি সেবা করিয়া আপ্যায়িত হইতে যথেষ্ট সময় পাইয়াছি।" অবশেষে দীর্ঘকাল স্থায়ী অস্বাস্থ্য আসিয়া তাঁহার হস্ত নিস্তেজ করিল। তাঁহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিল। তাঁহার বারটী সন্তান তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে রহিল। এ সময়ে যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়াছি, উপদেশ শুনিয়াছি যাঁহারা এখন স্বর্গে, আমার প্রতি তাঁহাদের সে সমস্ত ভালবাসা দেখিয়াছি ইত্যাদি আনন্দজনক বিষয় চিন্তা করিব। কখনও কখনও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই যে যে অবস্থায় অন্যেরা সন্তাপিত আমি সেই অবস্থায় সুখে সন্তোষে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি।

নিন্দাকারী বলিল তুমি যে শোক তাপ পাইয়াছ তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? সুখময়ী বলিল না, আমি তাহা ভুলি নাই। আমি শয্যায় পতিত হইয়া ভাবি যে আমার ক্ষুদ্র শিশুরা কি মনোহরই ছিল, এবং দয়াময় পিতা কেমন

স্নেহভাবে তাহাদের নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহারা হয়ত বাঁচিয়া থাকিলে কত যন্ত্রণা পাইত অথবা ভয়ানক দুরাচারী হইয়া জীবিত থাকিত। আমার তিনটী সন্তান নিরাপদে ও সুখে অবস্থিতি করিতেছে স্মরণ করিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারি না, কত পিতা মাতা অকৃতজ্ঞ দুরাশয় পুত্র, ও নির্ব্বোধ সংসারপ্রিয় কন্যার দ্বারা শোকার্ত্ত হইয়া থাকে।

নিন্দাকারী বলিল কিন্তু হস্ত পদের বন্ধন অবস্থায় এই স্থানে শয়ন করিয়া সর্ব্বদা রোগ যন্ত্রণা সহ্য করা কি বিষম পরীক্ষা নহে?

সে বলিল আমার এমন প্রিয়তম স্বামী না থাকিলে এবং আমার এই অবস্থা আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু দিতে সক্ষম না হইলে ইহা অত্যন্ত পরীক্ষার স্থল হইত কিন্তু, তোমরা দেখিতেছ আমার কোন অভিলাষই অসম্পূর্ণ নাই। ভাবিয়া দেখ আমার এই গৃহটী কি আরামজনক! গ্রীষ্মকালে যখন সমস্ত জানলা খুলিয়া দেওয়া হয় তখন আমি পক্ষীদিগের ও ক্ষুদ্র শিশুদের ক্রীড়া রাঞ্জক স্বর শুনিতে পাই। শীতকালে সূর্য্যকিরণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রফুল্ল করে।

তাহারা বলিল সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয় না, সময় সময় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া কেমন অপ্রীতিকর হয়।

সুখময়ী বলিল এরূপ হইয়া থাকে বটে কিন্তু ইহাও তাঁহার দয়া, অনুপস্থিতির পর উপস্থিতি কত প্রীতিকর, মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যের বিষয় স্মরণ করিয়া চিন্তা করিব যে অন্ধকারই চিরদিন থাকে না। এরূপ কথিত আছে যে এমন সময় আসে যখন নিতান্ত বিষাদের সময়, পক্ষীরাও বিষাদের স্বরালাপ করে, ইহা সত্য। কেহই চিরদিন দুঃখিত থাকেনা, কিম্বা যন্ত্রণা ভোগ করে না।

তুমি জীবনের পরিণতিতে উপস্থিত হইয়াছ অন্যেরা তোমার বয়সে প্রভুরকার্য্য করে তুমি যে কিছুই করিতে পার না, ইহাতে কি তোমার দুঃখ হয় না?

(ক্রমশঃ)

একটি সম্ভ্রান্ত মোসলমান বালিকার রচনা।

প্রার্থনা।

১

দীন নাথ! দয়া কর এ অধীন জনেরে
সদা যেন ধ্যান করি, তোমা হেন ধনেরে,
তুমি জীবনের সার, অনন্ত করুণাধার,
তুলে লও এ হৃদয়, মুগ্ধ কর মনেরে
যেন দিবানিশি সেবি তব সঙ্গিগণেরে।

২

সদা যেন পাই নাথ! তব প্রেম মিলন,
তব প্রেমে মজে যাক, এ নবীন জীবন।
নব তপস্বিনী হই, উদাসিনী ব'নে রই,
তোমা বিনা কারো নই, কর আশা পূরণ,
তুমি হও চিরসঙ্গী জীবনের জীবন।

৩

দীনবন্ধু! দূর কর বিষয়ের বাসনা
চাহিনা সে বস্তু যাহা তুমি ভাল বাসনা।

স্বামী পুত্র ধন জন, মিথ্যা সব আয়োজন,
যদি না করিতে পারি তব প্রেম সাধনা
তুমি প্রাণ সখা হয়ে পূর্ণ কর কামনা।

৪

প্রাণ নাথ! কোথা র'লে দেও দরশন?
তুমি বট অভাগীর হৃদয় রতন।
যদি দোষ করে থাকি, ক্ষমা কর পায়ে রাখি,
আমি অনুগত দাসী, দিয়েছি জীবন;
ছিন্ন কর কুবাসনা প্রাণের বন্ধন।

৫

তুমি নাথ! ছাড় যদি আমি ছাড়ি কেমনে,
তোমা ছাড়ি কোথা গিয়া সুখী হব জীবনে।
তোমা বিনা এ জীবন, রাখি কিবা প্রয়োজন?
কিবা কাজ শূন্য প্রাণে তব সঙ্গ বিহনে;
দিয়াছি তোমায় প্রাণ কি বা ভয় মরণে।

৬

তব অনুরাগ বিনা রাখিয়া জীবনী,
কি সুখ ভুঞ্জিব হয়ে কাহার ঘরণী?
ছিঁড়ি ফেলি হার মালা, পরিয়া বিভূতি ছালা,
সাধিব প্রেমের ব্রত আজ্ঞা কর এখনি;
উপস্থিতা আজ্ঞাধীনা, সাজি নব-যোগিনী।

৭

আশা আছে ঝাঁপ দিব তব প্রেম সাগরে,
কিম্বা প্রজ্জ্বলিত প্রেম হুতাশন ভিতরে।
মম এই হৃৎপিণ্ড, কাটি করি খণ্ড খণ্ড,
প্রাণাহুতি দিব তায় আনন্দিত অন্তরে;
পূজিব তোমার পদ প্রাণ দিয়া সাদরে।

৮

হ'ক নাথ পূর্ণ তব, ঐশ্বরিক বাসনা
বিশ্ব যুড়ি হ'ক তব ওঁ নামের ঘোষণা
আমি তব প্রেমে মাতি, মহা যোগাসন পাতি,
দিবা নিশী করি তব, প্রেম মন্ত্র সাধনা;
দেও নাথ, প্রেমবিন্দু পূর্ণ কর কামনা।

নীতিহার।

কিবা সুখ বল ভাই ভূপতি মন্দিরে,
কিবা সুখ বল ভাই স্বর্ণাসন পরে,
কিবা সুখ বল স্বর্ণ বিনির্ম্মিত তাজে,
সুদুর্লভ শান্তিসুখ যদি না বিরাজে!
স্বল্পদল যুথী জাতি সবে সমাদরে,
শতদল শতদলে কে তত আদরে?
একে শুষ্ক বৃন্তচ্যুত তবু গন্ধ ক্ষরে,
শুষ্ক হলে অন্য ফুলে সবে তুচ্ছ করে,
যেরূপ গুণীর নাম মলেও না যায়,
গুণহীন মলে বল কেবা টের পায়।

আর্য্যনারী।

ধন্যরে প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মশীলা নারী।
বিমলা সরলা যেন কমলা সুন্দরী।
পতিতেই মতি, গতি পতিতেই রতি।
আরাধ্য দেবতা পতি পতি সুরপতি।
পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতিই জীবন।
পতিতেই পরিতৃপ্ত অন্তর নয়ন।
সংসারে সর্ব্বস্ব পতি, পতিই ভূষণ।
পতি মান অপমান জীবন মরণ।
স্বভাব নির্ম্মল সীতা সাবিত্রীর প্রায়।

সতী সাধ্বী, চারুশীলা পুণ্যে শোভা পায়
বিদ্যাবতী গুণবতী সদালাপে রতি
ভারতীর মুখে যেন মধুর ভারতী।
স্বামী সোহাগেতে সদা স্বামী সোহাগিনী
ধন্যরে প্রাচীন আর্য্য কুলের ঘরণী।

সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে নারী পতিব্রতা।
জগত্ পূজিতা যথা জনক দুহিতা।
সুশীলা সুমতি নারী রূপে কদাকারা।
গুণবান্ পতিচক্ষে নয়নের তারা।
কোকিলের কাল বর্ণ কেবা অনাদরে।
গুণেতে মোহিত সবে রূপেতে কি করে?
শিখীর নিকটে শিখে সতী নীতিসার
শোভায় কি করে তার গুণ নাহি যার।
সুদৃশ্য শাল্মলি পুষ্প নেত্র প্রলোভন।
কে চায় আদরে তারে করিতে গ্রহণ?

ক্রমশঃ

স্বর্ণ রেণু।

সৎকথক হওয়া সহজ, সৎলোক হওয়া কঠিন। বাক্যে জীবনের কোন প্রমাণ নাই।

বাহ্য আকৃতি কুৎসিত হইলেও বস্তু সুন্দর হইতে পারে।

বাহিরের সৌন্দর্য্য বিনশ্বর কিন্তু ভিতরের সৌন্দর্য্য অনন্তকাল স্থায়ী।

যে পুষ্পের মর্য্যাদা জানে সে কদাচ পাপ করিতে পারে না।

সাধুরা দুশ্চরিত্র লোকদিগের নিকট কাকের ন্যায় সতর্ক, ধর্ম্মপ্রিয় লোকের নিকট মেষের ন্যায় নিরীহ ও সরল।

চিন্তাশীলতা সত্যলাভের উপায়, কিন্তু নিদ্রার চিরশত্রু।

ধর্ম্মপ্রিয় লোকেরা অধর্ম্মানুষ্ঠানে মৃত ও অকর্ম্মণ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সজীব ও কর্ম্মঠ।

দোষানুসন্ধিৎসু লোকের শত্রু মিত্র সমান।

বাহিরে কাহারও বর্ণ কৃষ্ণ হইতে পারে কিন্তু ভিতরে পুণ্যালোক পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে।

পুণ্য ও পাপ নদীর ন্যায় প্রবাহশীল সুতরাং প্রবাহ মুখে দৃষ্টি রাখাই চাতুর্য্য।

অপরকে উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু জীবন দিয়া প্রমাণ করা কঠিন।

সংবাদ।

অনেকে পরিচারিকায় সংবাদাদি প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করেন কিন্তু পরিচারিকায় স্থান বড় অল্প সুতরাং সংবাদ লিখিবার উপায় নাই।

সাধু অঘোর নাথের জীবন চরিত ও তদ্রচিত শাক্যমুনি চরিত প্রকাশ হইয়াছে, যাঁহারা সে বিষয়ের কিছু জানিতে চান এই পুস্তক লইয়া পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৪ সংখ্যা] শ্রাবণ, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

বিধবা বিবাহ।

নব্য সমাজে বিধবাবিবাহ একটি বিশেষ ব্রতরূপে পরিগণিত হইতেছে সুতরাং এই সময়ে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। যাহা কোন সমাজে ব্রতরূপে গণ্যহয়, তাহা (যে কোন প্রকার হউক) করিতে পারিলেই সমাজে পুণ্য ও পবিত্রতা বৃদ্ধির আশা। ব্রত পালন করিতে উচিত অনুচিত বিচার করা যায় না, যাহা ব্রত তাহা পালন করিতে হইবেই হইবে। কেহ বলিতে পারেন ব্রত আর অনুচিত হয় কবে? আমরা দেখিয়াছি অনুচিতও ব্রত হইয়া থাকে। ব্রত কি? নিয়ম। যাহা কোন প্রণালী দ্বারা স্থির করা যায়, এই প্রণালী অনুসারে এই কার্য্য করিতেই হইবে, তাহার নাম ব্রত। যখন প্রতিজ্ঞার সহিত নিয়ম করা যায় যে করিতেই হইবে, তখন তাহা উচিত কি অনুচিত আর বিচার করিবার অবসর কৈ? ভীমসেন জানিতেন কটির নিম্নভাগে গদাপ্রহার যুদ্ধশাস্ত্রের বিধি-বিরুদ্ধ, অথচ কেবল প্রতিজ্ঞাত ব্রত ছিল বলিয়া সেই অনুচিত কার্য্যও করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির জানিতেন, পাশ্চি ক্রীড়া ভদ্রতা ও নীতি বিগর্হিত তথাপি ব্রত বলিয়া সেই অধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যও করিতে কোন সন্দেহ করেন নাই। সকলেই জানে একটী স্ত্রীকে অনেকে বিবাহ করা অবশ্যই অধর্ম্ম ও অনীতি, তথাপি মাতৃ-আজ্ঞা পালন ব্রত বলিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভ্রাতা এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। নব্যসমাজের বীর পুরুষেরাও বিধবা বিবাহ বিষয়ে এইরূপে ব্রতপরায়ণ।

আমরা সচরাচর যে সকল ঘটনা দেখিতে ও শুনিতে পাই তাহাতে বড়ই ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কেন না বিবাহকে আমরা অতি সামান্য কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। বিবাহ ইহ ও পর কালের ধর্ম্ম ব্যাপার সকলের মধ্যে একটি মুখ্য। ইহার ফল অনন্তকাল স্থায়ী ও ইহপর-

কালব্যাপী। সুতরাং ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সচ্চরিত্র ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, বিশেষতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদের তো কথাই নাই। নতুবা বিধবা হইলেই বিবাহ (যে কোন অবস্থার বিধবা হউক না কেন) দিতেই হইবে, করিতেই হইবে, এরূপ ব্রত বা নিয়ম হইতে অতি অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। একটী স্ত্রী নানা প্রকার কলঙ্কের কার্য্য করিয়া অত্যন্ত পশুত্বের পরিচয় প্রদান করিল, আপন জীবনকে পবিত্র অঙ্গনারাজ্যে একটি অধর্ম্ম ও অসৎকীর্ত্তির স্তম্ভস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহাকে তাহার অপরাধ বুঝিতে না দিয়া যদি নব্যসমাজ গ্রহণ করেন, সে পাপের পথ নিষ্কণ্টক ও বাধাশূন্য জানিয়া চিরজীবন সেই পথে থাকিবে এবং দিন দিন সমাজের মূলকে প্রবল আঘাতে উৎখাত করিতে থাকিবে। তাহার মন্দ আচরণ মন্দ ভাষা, মন্দ রীতি নীতি সংক্রামক রোগের ন্যায় বালক বালিকা যুবক যুবতী-দিগকে আক্রমণ করিবে, ক্রমে সমা-জের সুদৃঢ় ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনকে শিথিল করিয়া ফেলিবে। আর্য্য-কুলগরিমার বিশ্রামস্থল রমণীগণ কি এ বিষয়ে কিছু মনোযোগ দিবেন না? এক বার ভাব, তোমাদিগের মস্তকে যে পবিত্রতার মুকুট পরিশোভিত ছিল, তাহা এখন পিশাচীদিগের পাদস্পর্শে কলঙ্কিত হইতে চলিল।

অনেক স্থলে জনসাধারণের অগো-চরে ভাল বাসা প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়, সেই ভাল বাসা স্বর্গীয় ভাল বাসা নামে পাপের সেনাপতিদিগের নিকটে সমাদৃত। এই ভাল বাসা হইতে যে সকল অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রতীকার করা প্রয়োজনীয়। নতুবা পিশাচবৃত্তি আর দেববৃত্তিতে কিছু মাত্র বিভিন্নতা থাকিবে না। এরূপ প্রীতির সঙ্গে যে স্বর্গীয় অনিমিত্তজ প্রীতির বিরোধ আছে তাহা অতীব স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতে পারে। যদি কেহ সহজে না বুঝিতে পারেন তবে আমরা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করি-তেছি।

প্রথমতঃ এই প্রীতির ভিতরে যদি অপবিত্রতার সম্বন্ধ না থাকিত তবে ইহা গোপনে থাকিতে ভাল বাসিত না। যে আপনি অপবিত্র সে নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে এই জন্য যে, জনতাই তাহার বিনাশসাধনে তৎপর। সাধারণ লোকের প্রকৃতি এই, যদি আপনি মন্দলোকও হয় তবু অন্যের পাপাচার সহ্য করিতে তাহার অপ্র-বৃত্তি। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় নিজে মদ্য পান করে অথচ সেই ব্যক্তিই মদ্যপাননিবারণে উৎসাহিত। আপনি ব্যভিচারপরায়ণ কিন্তু অন্যব্য-ভিচারীকে দণ্ড দিতে অত্যন্ত অগ্রগণ্য। এই জন্য পাপ প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিতি করিতে ভয় পায়। কেন না সে জানে

যে জগতে দোষী ও নির্দ্দোষী সকলেই তাহার শত্রু, একটিও তাহার মিত্র নাই। দোষী সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ। সে শূন্য স্থানে মানবচক্ষু কল্পনা করে, শূন্য গৃহে বসিয়া অন্যের প্রতি বিরোধিতার আশা করে। অশান্তি ও ক্লেশে তাহার দিন যায়।

দ্বিতীয়তঃ যাহা পবিত্রতা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতেছে, তাহাতে শারীরিক সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। এক জন এক জ-নকে ভাল বাসেন, সেই ভালবাসার মধ্যে যদি রক্ত মাংসের বিকার প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে, তবে তাহা পবিত্রতা-মূলক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যে ভাল বাসা বিশ্বজননী আনন্দময়ীর অনুরোধসম্ভূত,—যে ভাল বাসা বিশ্বত-শ্চক্ষু বিশ্বপিতার অনুরোধসম্ভূত, তাহাকে ইন্দ্রিয়গণ অপবিত্র করিতে পারিবে না, কখনও পারিবে না। প্রায় অনেকেই ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক অজ্ঞাত-সারে হউক বা জ্ঞাতসারেই হউক পরিচালিত হইয়া পশুত্বের পরিচয় দেন, কিন্তু দেবতাদিগের দলে মিলিয়া নিরীহ ভ্রাতৃবর্গের চক্ষুতে ধূলী নিক্ষেপ করিতে অভিলাষী হন। অনেকের অভিলাষ পূর্ণ হয়, কখন কখন এইরূপ অভিলাষ অপূর্ণ থাকিতেও দেখা যায়।

বর্ত্তমান বিধবাবিবাহ প্রায়শঃ এই রূপ দোষসম্ভূত ও ছল ও প্রবঞ্চনা মূলক। এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনু-সরণ করিতেছি। আসল কথা এই বিধবা বিবাহটি প্রকৃত বিবাহ নহে কিন্তু অভাবপ্রয়োগ; অর্থাৎ ইহা কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে কিন্তু অধর্ম্ম (পাপ) নিবারণের একটি উপায়। ইহা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয় না, কেবল প্রবহ-মাণ প্রবল পাপস্রোত কিঞ্চিৎ মন্দ-বেগ ধারণ করে মাত্র। বিধবা হইয়া আর বিবাহ না করিয়া অবস্থিতি করিলে যে সকল পাপ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেশময় অধিকার বিস্তার করিত, তাহা করিতে পারিল না এইমাত্র লাভ। সুতরাং বিধবা বিবাহ মাত্রকে আমরা প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইহা কেবল ব্যভিচারসম্ভূত পাপ-নিবারণের উপায় মাত্র। তবে ইহা অব-শ্যই স্বীকার্য্য যে হিন্দুসমাজের অবৈধ নিয়মানুসারে ৮।৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যাহারা অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিবাহিত হইয়াছে, তাহারা পতি কি, পতি পত্নীর সম্বন্ধ কি, বিবাহ করিবার উদ্দেশ্য কি, কিছুই জানে না অথচ বিবাহিত হইয়াছে; এবং অতি অল্প-কাল মধ্যেই বিধবা হইয়াছে, তাহাদি-গের বিবাহ হয় নাই বলিয়া সে বিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

কিন্তু যাঁহারা এক জনকে স্বামী বলিয়া (বুঝিয়া শুনিয়া) গ্রহণ করিয়া যথার্থ পতি পত্নীর ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা পতি ও পত্নীর যে উচ্চ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তৎ

পর বিধবা হইয়াছেন, তাঁহার * পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে সে বিবাহ প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেন না এখানে আধ্যাত্মিক মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইতেছে। এস্থলে বিবাহ কি অগ্রে বিবৃত হওয়া উচিত হইতেছে; অর্থাৎ বিপূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ্ করিয়া বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ বহন করা। এই বহন ক্রিয়াটি দুইটি ব্যক্তির মধ্যস্থলে উভয়ের আত্মাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে। এক আত্মার যে অভাব আছে তাহা অন্য কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া উভয়ে ক্রমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বিবাহ অর্থাৎ পতি পত্নীকে পত্নী পতিকে দোষ দুর্ব্বলতাতে অপরাজিত রাখিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিবেন। কেবল দোষ দুর্ব্বলতা নহে কিন্তু স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতিঘটিত অভাব পূর্ণ করিবেন অর্থাৎ স্ত্রীর যাহা আছে তাহা পুরুষকে দিবেন ও পুরুষের যাহা আছে তাহা স্ত্রীকে দিবেন বা গ্রহণ করিবেন। এই রূপে একের অভাব কালে অন্য কর্ত্তৃক পূর্ণ হইলেই যিনি দান করেন তিনি বহন করেন। সুতরাং পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে বহন করেন বলিয়া পতি পত্নীর সম্বন্ধকে বিবাহ বলে। পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতে হইলে বিবাহের প্রবাহ চলিতে থাকে, এবং বিবাহ প্রবাহ নামে খ্যাত হয়; অর্থাৎ একের পর অন্য তার পর অন্য এইরূপ প্রবাহ চলিতে থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা নষ্ট হইয়া পৈশাচিকতার উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। তবে বালিকা কি বালক যাহারা আধ্যাত্মিক বিবাহের মহিমা অবগত নহে তাহাদিগের অন্যবলপ্রপীড়িতাবস্থায় বিবাহ নহে বলিয়া তাহারা এ দোষে দোষী নহে। এই জন্য বলি বিধবাবিবাহ উচ্চতর ধর্ম্মসঙ্গত না হইলেও পাপনিবারণের উপায়রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে কিন্তু পুণ্যমধ্যে গৃহীত হইতে পারে না। যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ—তাহাদিগকে বহু পাপের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন, ইহারই নাম বিধবা বিবাহ। ইহা সবল ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রী পুরুষের জন্য নহে, কিন্তু দুর্ব্বল অধর্ম্মপরায়ণ পশুবলপ্রপীড়িতদিগের পশুত্বের গতি রোধ করিবার জন্য বিহিত। সুতরাং বিধবাবিবাহকারী পুরুষ পুনর্ব্বিবাহিত বিধবাগণ বিবাহ করিয়া যেন একটি অতি মহৎ ব্রত সাধন করিল এরূপ যাহাতে কখন মনে করিতে না পারে এরূপ উপায় হওয়া সমুচিত। যে দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহারা পুনরায় পতি বা পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিল, সেই দুর্ব্বলতার ক্রমিক পুষ্টি পোষণ না হইয়া যাহাতে তাহার গতি স্থগিত হয়, এরূপ লক্ষ্য তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা ক্রমিক বিবাহের প্রবাহে সমাজ কলঙ্কিত না হইয়া থাকিত পারে না।

* যে পুরুষ পত্নীর অভাবে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, তাঁহাকে আমরা নিরপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তবে এটা পুরুষ বিষয়ক প্রস্তাব নহে, এজন্য সে বিষয়ে কিছু বলা গেল না।

"স্বার্থপরতা।"

ইহার অর্থ অতি গভীর ও দূরব্যাপী। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "স্বার্থ" বলিতে আত্মপ্রয়োজন বুঝা যায়। এই আত্মপ্রয়োজন নিরপেক্ষ নহে কিন্তু সাপেক্ষ। ফলতঃ মানুষ অপরকে ছাড়িয়া পশু পক্ষিদিগের ন্যায় কোন স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ নহে। সে যাহা কিছু আপনার জন্য করিবে তাহা যদি সমাজের জন্য করে তবে তাহার সেটি আপনার হইতে পারে। মানুষের আপনার মঙ্গল সমাজ ছাড়িয়া হয় না, সমাজের যে মঙ্গল তাহাই তাহার আপনার মঙ্গল। সমস্ত জগতের লোকে যদি ধার্ম্মিক পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ হয়, তাহাতেই তাহার মঙ্গল, কিন্তু জগৎ অধার্ম্মিক অবিদ্বান্ নির্ব্বোধ হইলে স্বার্থ সাধন হইল না বরং আরও অনিষ্ট হইবারই হেতু হইল। জগতে জ্ঞানের চর্চ্চা বাড়িলে তাহার আপনার পরিবারগণের জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় হইল, কমিলে তাহারও পরিবার সকলের মূর্খতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। জগতে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেকেরই পাইবে, সুতরাং জগতের কল্যাণই প্রতিজনের প্রকৃত কল্যাণ। যদি আমি জগৎকে বাদ দিয়া কোন স্বার্থ সাধন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইতে কেবল আমার আপনারই অনিষ্ট সাধিত হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে "স্বার্থপরতা" বস্তুতঃ তাদৃশ মন্দ জিনিষ নহে, কিন্তু এরূপ ব্যাপকতা ও নির্দ্দোষিতার প্রমাণ উহা কখন দিতে পারে নাই। উপরে স্বার্থপরতার যে ভাব ব্যক্ত হইল তাহাতে স্বার্থপরতাকে দেবীপ্রতিমা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত স্বার্থপরতা কেবল পৈশাচিকতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহা বিলাসিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিশাচীরূপে মানবজাতির বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমতঃ মনুষ্যহৃদয়ে আলস্য ও দৌর্ব্বল্যের উদয় হয়। এই আলস্য হইতে বিনা ক্লেশে অর্থাৎ নিষ্কর্ম্মা হইয়া কাল যাপন করিতে অভিলাষ জন্মে, এই অভিলাষই স্বার্থপরতার মূল। যখন মনে হয় আমি কোন কাজ কর্ম্ম করিব না, তখনই ইচ্ছা হয় অপরকে দিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করাইব। কেন না আমার কার্য্য আমি না করিলে অপর এক জনকে

অবশ্যই সেই কার্য্য করিতে হইবে, না করিলে চলিবে না। আমার কার্য্য অপরে করিয়া দিবে, আমি কিছুই করিব না, যখন এই প্রকার কুবুদ্ধি মনে উদিত হয়, তখন সেই কার্য্য সহজে সিদ্ধ না হইলে ছলনা বঞ্চনা ও নানাপ্রকার কুৎসিত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই প্রকারে স্বার্থপরতা ক্রমশঃ আপন অধিকার বিস্তার করিতে গিয়া অতি জঘন্যাচার করিয়া থাকে। যাঁহারা এ সংসারে এই স্বার্থপরতার চরণে আত্মবলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা না পারেন এমন কর্ম্ম নাই। চুরি করিতে, ডাকাতি করিতে, নর হত্যা করিতে, পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতির অনিষ্ট সাধন করিতে, কিছুতেই স্বার্থপরায়ণ লোকেরা পরাঙ্মুখ নহে। এই পিশাচীর কুমন্ত্রণায় সতী সাধ্বী সদ্ব্যবহারে অসমর্থ। ইহারই বলে পরিচালিত হইয়া সাধুমতী দেবীতুল্যা নারী পিশাচীর অনুরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থা। ইহারই শাসনের বশবর্ত্তিনী নারীকে দুঃখী ও রুগ্ন বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি উদাসীন করিয়া তুলে। এই স্বার্থপরতা সাক্ষাৎ দেবাধিষ্ঠান বালক বালিকাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়। এই স্বার্থপরতা আপন বালক বালিকাদিগের দোষের প্রতি অন্ধ অপরের বালক বালিকাদিগের দোষের প্রতি চক্ষুষ্মতী করিয়া তুলে, পরের সুন্দর পুত্র কন্যা গুলিকে কুৎসিত ও নিজের কুৎসিত পুত্র কন্যা গুলিকে সুন্দর দেখায়। এই স্বার্থপরতা আপনার মন্দ প্রকৃতি মন্দ চেষ্টা মন্দ কার্য্য জগতে ভাল বলিয়া ঘোষণা করিতে পরামর্শ দেয়। ইহা আপনার বিকৃতমুখ সুন্দর বলিয়া পরিচিত করে, আপনার কৃষ্ণবর্ণ গৌর বর্ণ বলিয়া দর্শন করিতে ভাল বাসে।

স্বার্থপর লোকেরা পরের উপকার করিতে অসক্ত। যদি এক বিন্দু তৈল লবণ কি চাল দাইল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু প্রতিবাসীকে দিয়া উপকার করিতে হয়, স্বার্থপর লোকেরা তাহা করিতে অসমর্থ. সুতরাং নিজের প্রয়োজন পড়িলেও ঐরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্বার্থপরতা বিলাসিতার কন্যা। এই জন্য আলস্য ও চিররুগ্নতা ইহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই জন্য স্বামী পুত্র কন্যাদিগকে রন্ধন করিয়া চারিটি অন্ন দিতেও ইহারা অসমর্থা। অন্য লোক কি অতিথি আসিয়া যে অন্ন পাইবে, তাহার তো আশাই করা যায় না। পল্লিগ্রামে ও হিন্দু পরিবারে স্বার্থপরতার দৌরাত্ম্য কিছু অল্প বলিয়া অনুমিত হয়। কেন না দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা প্রতিবাসীদিগের বিপদ কালে সাধ্যোচিত সহায়তা করে, অভাব হইলে ঋণাদি দেয়; রোগ শোক দুঃখ দরিদ্রতার সময় বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করে;

রোগের সময় "উহার গাত্রে পচা ক্ষত হইতে বড় দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে, সে স্থানে দাঁড়ান যায় না",—"উহার উদরাময় বা অতিসার হইয়াছে, শয্যাদিতে মল মূত্র পূর্ণ, সেখানে যাওয়া যায় না" "উহারা বড় অপরিষ্কৃত অবস্থায় অবস্থান করে, সে স্থানে গেলে নাসিকাতে দুর্গন্ধ উত্তেজিত করে। অতএব উহাদের বাড়ী যাই কিরূপে?" ইত্যাদি আপত্তি করিয়া প্রতিবাসীর উপকার করিতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। তাহারা ঔষধ দেয়, পথ্য দেয়, শুশ্রূষা করে। তাহারা দরিদ্রদিগকে মলিন বস্ত্র মলিন বেশ ভূষা ও গৃহাদির জন্য ঘৃণা করে না।

হিন্দু পরিবারের এই সুনীতি সকলের শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। ভাবিলে বিস্ময় জন্মে, যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এক সময়ে হিন্দুপরিবারে ছিলেন, তবে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ভুলিলেন কিরূপে? যাঁহারা জাতি কুল ভুলিয়াছেন, অনায়াসে যা তা আহার পান করিতে পারেন, অথচ প্রতিবেশীর দুঃখের অশ্রু দর্শন করিয়া দূর হইতে হাসিতে হাসিতে গৃহে যান, আশ্চর্য্য হৃদয়!! আশ্চর্য্য পাষাণ প্রকৃতি!! প্রতিবেশীর বিপদ কালে পাছে কোন সাহায্য করিতে হয় এই ভয়ে তাহাদিগের প্রাঙ্গণে পদার্পণ না করা স্বার্থপরতার সহচরীর প্রকৃতি: স্বার্থপরতা থাকাতে দেবতাতুল্য হৃদয় পশুতুল্য হইয়া যায়। মানুষ পশু হয় কেবল স্বার্থপরতার গুণে। বস্তুতঃ এরূপ প্রকৃতি পশুরই শোভা পায়, মানুষের নহে। যদি এক মণ তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া পাঁচটি কুকুরকে প্রদান কর দেখিবে—সেই অন্ন গুলি তাহারা এক মাস খাইয়া ফুরাইতে পারিবে না কিন্তু তথাচ পরস্পরকে বঞ্চিত করিবার জন্য তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই সংগ্রাম করিতে গিয়া তাহারা আপনারাই বঞ্চিত হয়। যদি সেই অন্নের অংশ পাইতে অভিলাষী হইয়া তাহাদের আপন উদরজাত শাবক উপস্থিত হয় তবে তাহাকেও মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিবে কিন্তু সহজে চারিটি অন্ন দিবে না। কেবল অন্নের অংশ প্রদান নহে, রোগে জীর্ণ হইয়া মরিলেও কেহ কাহার সংবাদ লইবে না, কোন সাহায্য দিবে না। এই প্রকার স্বার্থপরতা পশুর শোভা পাইতে পারে কিন্তু মানুষের নহে। পশুর কাপড়ের প্রয়োজন নাই, পাক করিবার প্রয়োজন নাই উচ্ছিষ্ট ভোজনে দোষ বোধ নাই—রোগ শোকে পরস্পরকে সাহায্য দানের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মানুষের এ সকল না হইলেই চলে না। অতএব মানুষ যদি হইবে, তবে স্বার্থপরতাশূন্য উদার প্রকৃতি হইতে হইবে নতুবা মানুষ নাম থাকিবে না।

উড়িষ্যাদেশ।

(ভ্রমণ বৃত্তান্ত।)

গত প্রকাশিতের পর।

খুরদা পুরী জিলার একটি সব ডিভিজন। পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বর খুরদা উপবিভাগের অন্তর্গত। এদেশের লোকেরা প্রত্যেক খুরদা রাজের রাজত্ব আরম্ভ হইতে অঙ্ক অর্থাৎ শক গণনা আরম্ভ করে। বর্ত্তমান রাজা যিনি দ্বীপান্তরে বাস করিতেছেন তাঁহার এইক্ষণ ২৭ অঙ্ক চলিতেছে। নবম অঙ্কে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এদেশে ৯ম অঙ্ক বলিতেই দুর্ভিক্ষের বৎসর বুঝায়। ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে তিথিবিশেষে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়; অর্থাৎ বাঙ্গলার ৮৬ আশ্বিনে উড়িষ্যায় ৮৭ শাল হয়। উৎকলীদিগের মাস আমাদের মাসের একদিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। মাসের ১ম দিনকে তাহারা সংক্রান্তি বলে। মাসের নাম রাশির নামানুসারে হইয়া থাকে। যথা মেষ মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাস, বৃষ মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস ইত্যাদি। অগ্রহায়ণ মাসকে যেমন বৃশ্চিক মাস বলে, তেমন মার্গশীর্ষও বলিয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতিও প্রচলিত আছে।

পুরীর উত্তর পশ্চিম ভাগে ১৯ মাইল সমুদ্রকূলে কেনারক নামক স্থান। তথায় উৎকৃষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ১২৩৭ ও ১২৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গা বংশীয় সপ্তম রাজা লাঙ্গুলীয় নরসিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যের নামে কেনারকে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ২।৩টি বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে এইক্ষণ দ্বিতীয় মন্দির মাত্র বিদ্যমান। সর্ব্বপ্রধান মন্দির অর্থাৎ প্রথম মন্দির ভূতলশায়ী হইয়াছে। সেই মন্দিরে প্রস্তরখোদিত কারুকার্য্য অতি চমৎকার। এরূপ সুন্দর মন্দির উড়িষ্যা দেশের অন্য কোথাও নাই। কিন্তু উক্ত মন্দিরের প্রাচীরে অত্যন্ত অশ্লীল প্রতিমূর্ত্তিসকল স্থাপিত আছে। এই দেবালয়ের সম্মুখ ভাগে অরুণস্তম্ভ ছিল, তাহা এই ক্ষণ জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত আছে।

জগন্নাথমন্দিরে রক্ষিত মাদলা পাঁজি নামক তালপত্রে লিখিত পুস্তকে উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেক অবগত হইতে পারা যায়। তাহাতে প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বিবরণও লিখিত আছে। এইক্ষণ পুরী অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রের বিবরণ বিবৃত হইতেছে। পুরী নগর সমুদ্রকূলে স্থাপিত। জগন্নাথ দেব হইতে এই নগরের সূত্রপাত। এই শ্রীক্ষেত্র ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ স্থান। এখানে জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শনের জন্য সর্ব্বদা নানা দেশ হইতে যাত্রিকের সমাগম হইয়া থাকে। দোল যাত্রা, চন্দন যাত্রা, স্নান যাত্রা, রথ যাত্রা ইত্যাদি প্রায় প্রতিমাসে কোন না কোন পর্ব্বাহ আছে, সেই সকল পর্ব্বাহ উপলক্ষে অনেক দিন ব্যাপিয়া পুরীতে

যাত্রা সমারোহ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা রথ যাত্রা উপলক্ষে অধিক যাত্রিক সমাগম হয়। বম্বে মান্দ্রাজ পঞ্জাব প্রভৃতি দূরতর প্রদেশ হইতেও সহস্র সহস্র যাত্রিকের সমাগম হইয়া থাকে। এক সময়ে একস্থানে এত যাত্রিকের ভিড়, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের একত্র সম্মিলন, ভারতবর্ষের অন্য কোন তীর্থ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক যাত্রিকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সঙ্খ্যাই অধিক। নানা প্রকার অনিয়মে যাত্রিকদিগের মধ্যে প্রায় প্রতিবৎসরই ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। নগরে ও পথে শত সহস্র যাত্রিক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে। কত ওলাউঠার রোগীকে তাহার সহযাত্রী বন্ধু বান্ধবেরা পথে ফেলিয়া চলিয়া যায়। রথযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন পর্ব্বাহে জগন্নাথ ঠাকুর মন্দিরের বাহির হন না। সেই সময়ে তিনি কয়েক দিন মন্দিরের বাহিরে থাকেন, তখন সাধারণ লোক অবাধে রথে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। এজন্যই নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও বর্ষার সময়ে দূর দেশ হইতে স্ত্রীপুরুষ যুবা বৃদ্ধ অগণ্য যাত্রিক আসিয়া থাকে। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য প্রতিবৎসর তিন খানি বৃহৎ রথ নূতন নির্ম্মিত হয়। এক জন রাজা রথের কাঠ যোগাইয়া থাকেন। রথ এত বৃহৎ হয় যে তাহার চাকার এক পার্শ্বে এক জন লোক দণ্ডায়মান হইলে অপর পার্শ্ব হইতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। রথ টানিবার জন্য কয়েক শত গোওয়ালা নিযুক্ত আছে। যাত্রিকেরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। রথ যাত্রার প্রথম দিবস জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণ করেন, গুঞ্জা বাড়ীতে যাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই বাড়ীতে তাঁহাদের পূজাদি হয়। পুনর্যাত্রার দিন তথা হইতে মন্দিরে চলিয়া যান।

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি দারু-নির্ম্মিত। যার বৎসর অন্তে কলেবরের পরিবর্ত্তন হয়, তখন পুরাতন মূর্ত্তি ভূমিতে প্রোথিত, নূতন মূর্ত্তি বেদীতে স্থাপিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর রথ যাত্রার পূর্ব্বে মূর্ত্তির উপর নূতন রং দেওয়া হইয়া থাকে। স্নানযাত্রার সময়ে স্নানে শ্রীমূর্ত্তির রং উঠিয়া যায়, তৎপর নূতন বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। যখন রং করা হয় তখন পাণ্ডারা বলে যে ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে তাঁহাকে রোগীর ন্যায় পথ্য পাঁচনাদি যোগায়। সেই সময়ে কেহ ঠাকুর দর্শন করিতে পারে না। আমি পাঠিকাদিগের নিকটে জগন্নাথদেব ও তাঁহার ভ্রাতা বলরাম, এবং

ভগিনী সুভদ্রা দেবীর রূপ লাবণ্যের বর্ণনা করিতে চাহি না। সকলেই চিত্রপটে তাঁহাদের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া থাকিবেন, সেই মুখ ও সেই রূপের অনুরূপই শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা নিমকাষ্ঠ নির্ম্মিত। কোন পাঠিকা মনে করিবেন না যে ইহাতে মানুষের শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে না। উহা স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা প্রথম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে তাহারই আদর্শে উড়িষ্যার সূত্রধারগণ গঠন করিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখুন কি বিচিত্র কারুকার্য্য! জগন্নাথ ঠাকুর দীর্ঘে দুই হাত আড়াই হাত হইবেন, কোন ঠাকুরেরই হস্তে অঙ্গুল নাই, তাঁহাদের চরণ আছে কি না জানি না। চক্ষু বর্ত্তুলাকৃতি গোল ও বৃহৎ, চন্দ্রমুখের বর্ণনা আর কি করিব, প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে সেরূপে আর মন মজিতে পারে না। এইরূপ দেখিয়াই শ্রীচৈতন্য দেব মূর্চ্ছিত হইতেন ও অশ্রুজলে ভাসিতেন। যে বেদীতে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহাকে রত্নবেদী বলে, শ্রীমন্দিরের যে অংশে শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান তাহা অন্ধকারময়, দিবাভাগে ও আলোকের সাহায্যে চন্দ্রমুখ দর্শন করিতে হয়। জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মানলা পাঁজি ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক অলৌলিক বৃত্তান্ত ও ইতিহাস বর্ণিত আছে, কোন সময়ে এই বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে পাঠিকাদিগকে তাহার নিশ্চয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে অক্ষম হইলাম।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হইতেই জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য যে প্রচার হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালা পাহাড় জগন্নাথ দেবকে পুড়িয়া অঙ্গার করিয়াছিল। জগন্নাথ দেবের নাভিমূলে রত্ন কৌটায় ভিতরে একটী শাল গ্রাম-শিলা স্থাপিত, পাণ্ডারা বলে সেই শিলাই প্রকৃত জগন্নাথ দেব। এরূপ জনশ্রুতি যে কালা পাহাড় কর্ত্তৃক মূর্ত্তি অর্দ্ধ দগ্ধ হইলে এক জন পাণ্ডা সুযোগ ক্রমে সেই কৌটা শুদ্ধ শালগ্রাম লইয়া প্রস্থান করে। প্রবাদ আছে যে কৌটার ভিতরে যে শিলা আছে তাহাতে দৃষ্টি পড়িলে অন্ধ হইতে হয়। বার বৎসর অন্তে পুরাতন কলেবর হইতে নূতন কলেবরে শিলা স্থাপন করিবার কালে চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া এক জন পাণ্ডা তাহা স্থাপন করে। জগন্নাথ দেবের নিকট প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন খিচড়ী পায়স ফল মূল মিষ্টান্নাদির ভোগ বাইশ বার হয়। এই ভোগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য খুরদার বাজারে ১২৫ এক শত পঁচিশ টাকা প্রাত্যহিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। অন্নব্যঞ্জনাদি প্রাসদ বিক্রী হয়। খিচড়ী প্রসাদ ও জগন্নাথবল্লভ নামক মিষ্টান্ন প্রসাদ অতি উৎকৃষ্ট। পুরীর বহুসংখ্যক লোক ও প্রায় সমুদায় যাত্রিক সেই প্রসাদ দ্বারা জীবন ধারণ

করে। প্রতিদিন শত শত নূতন হাড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক হয়। রন্ধনশালা এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। রন্ধন ও কুটনা কুটাদি কার্য্যে শত শত লোক নিযুক্ত। কাঠুরিয়া নিযুক্ত আছে, কাষ্ঠ পুঞ্জ যোগাইতেছে, কুম্ভকার প্রতিদিন হাঁড়ী আনিয়া দিতেছে, চাল ডাল তরকারি পুঞ্জে পুঞ্জে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নানা স্থান হইতে আসিতেছে। কোন বিষয়ে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা নাই, প্রত্যেক কার্য্যে লোক-সকল নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। অনেকে আম্র নারিকেল ইত্যাদির বড় বড় উদ্যান জগন্নাথ দেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছে, সেই সকল উদ্যানের সমুদায় ফল ঠাকুরের ভোগের নিমিত্ত আসিয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের অনুকরণে উড়িষ্যার অন্য অন্য দেবতার পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। অন্য অন্য প্রসিদ্ধ দেবালয়েও অন্ন ব্যঞ্জনাদির ভোগ হয়। চাল কলার নৈবেদ্য প্রায় প্রচলিত নাই। গুড় তণ্ডুল অথবা গুড় নারিকেল মিশ্রিত এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রসাদ ও শুষ্ক অন্ন প্রসাদ শ্রীমন্দিরের দ্বারে বিক্রী হয়, তাহা যাত্রিকগণ ভক্তিপূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যান, আত্মীয় স্বজনদিগকে বিতরণ করেন। পাণ্ডাদিগের দ্বারাও উহা দেশ বিদেশে প্রেরিত হয়। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের হস্তেও অন্ন ব্যঞ্জন প্রসাদ ভক্ষণ করেন। এই একটি আশ্চর্য্য উদার ভাব, অন্য কোন তীর্থে এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টান মোসলমান ডোম মুচি এই কয়েক জাতির মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই, ও তাহাদিগের স্পৃষ্ট প্রসাদ ব্রাহ্মণাদি ভক্ষণ করে না।

শ্রীমন্দির অতি প্রকাণ্ড ও অত্যন্ত উচ্চ। ৭।৮ মাইল পথ দূর হইতে মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। উচ্চ উচ্চ তালবৃক্ষের মস্তক মন্দিরের কটিদেশকে অতিক্রম করিয়া বড় অধিক উঠিতে পারে নাই। প্রায় সাত শত বৎসর হইল এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দির প্রস্তরময় অতি সুদৃশ্য, তাহাতে সহস্র সহস্র মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার অনেক মূর্ত্তিই অত্যন্ত অশ্লীল। জগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত আরও তিনটি বৃহৎ মন্দির আছে, সেই সকল মন্দিরে নানা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সমুদায় মন্দির উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দুইটি উচ্চ তোরণ আছে, তাহার একটির নাম সিংহদ্বার, সিংহ দ্বার দিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সমুদ্র হইতে মন্দির প্রায় এক মাইল দূরে। শ্রীক্ষেত্রের অন্য প্রধান দর্শনীয় গুঞ্জাঘর, লোকনাথের মন্দির, চন্দন সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, মার্কণ্ড সরোবর, স্বর্গারোহণ ঘাট। কটক হইতে শ্রীক্ষেত্র, ৫৩ তিপ্পান্ন মাইল দূরে। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত প্রশস্ত সড়ক বিদ্যমান। ডাকপালকীযোগে ১২।১৩ টাকা ব্যয়ে কটক হইতে ১৪।১৫ ঘণ্টায় পুরীতে যাওয়া যাইতে পারে। গো শকটে

বা পদব্রজে যাইতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে। কটক হইতে পুরী যাইতে পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে যেরূপ বৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ দীর্ঘিকা প্রায় কোথাও দেখা যায় না তাহার অনেক দীর্ঘিকারই চন্দন যাত্রা হইয়া থাকে। উড়িষ্যা ব্যতীত চন্দন যাত্রার মেলা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈশাখ মাসের তিথি বিশেষ হইতে একুশ দিন কি এক মাস ব্যাপিয়া চন্দনযাত্রা হইয়া থাকে। সেই সময় প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাদ্যোদ্যম সহ ঠাকুরকে সরোবরে নৌকায় তোলা হয়। কত ক্ষণ জল বিহার করাইয়া সরোবরস্থিত মন্দিরে সিংহাসনোপরি স্থাপন করা হয়, তখন নানা প্রকার শীতল ভোগাদি উৎসর্গ হইয়া থাকে, অনুক্ষণ চামর ব্যজনাদি হয়। পরে চন্দনজলে ঠাকুরকে ডুবাইয়া রাখা হইয়া থাকে। অবশেষে রাত্রি ১০।১১ ঘটিকার সময়ে ঠাকুরকে লইয়া যায়। যে পুকুরে চন্দন যাত্রা হয় তাহাকেই চন্দনপুকুর বলিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

মানবশরীরে ঈশ্বরের জ্ঞান কৌশল।

[উচ্চশিক্ষা বিষয়ক স্ত্রীবিদ্যালয় আচার্য্য মহাশয়ের কথিত বিষয়ের সারাংশ।]

তোমাদের শিক্ষার জন্য সুবিজ্ঞ অধ্যাপক সকল মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষায় তোমাদের বিশেষ উন্নতি হইবে আমি বিশ্বাস করি। ফাদার লাফোর ন্যায় বিজ্ঞানে উপযুক্ত লোক এ অঞ্চলে নাই, ইউরোপেও অল্প। ইনি তোমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তি, যাঁহারা বহু যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, পরিশ্রম করিতেছেন, শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। বয়স্থা নারীগণ এই বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সকলের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে এতে কোন সন্দেহ নাই। বয়স্থা নারীগণের জন্য অন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং আছে, কিন্তু তাহাতে এখানকার অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই। এমন একটি বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে ভাল ভাল বিষয়ে উপদেশ লাভ হয়। সংসারের নিয়মিত সমুদায় কাজ কর্ম্ম করিয়া কোন স্থানে বিজ্ঞানাদির উপদেশ পাওয়া ইটি সামান্য বিষয় নয়। এখানে সেই

প্রকার উপদেশ সকল দেওয়ার বিশেষ যত্ন হইবে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সেই সকল জ্ঞানোপদেশ প্রয়োজন, যাহাতে যথার্থ জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পুরুষের মত মন হয়, সেরূপ জ্ঞানোপদেশ কখন তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। স্ত্রীজাতির কোমল ভাব রক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে উপদেশ দ্বারা স্ত্রীজাতির হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একার্য্যে যথার্থ উপযুক্ত। প্রশংসা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। আমি এখানে জ্ঞানের পরিচয় দিতে আসি নাই। আমি কতকগুলি বিষয় যাহা নিজে চিন্তা করিয়া উপকার লাভ করিয়াছি, সেই গুলি বলিব। আমি দেখিয়াছি, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া ভক্তি হয়। আমার সামান্য জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমার নিজের ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে। কি নর কি নারী সকলেরই যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন হয় সেই স্থানে দাঁড়ান আবশ্যক। কেবল কতকগুলি বিদ্যা শিখিলে হয় না, ধর্ম্ম করিলে হয় না, সর্ব্বদা ঈশ্বর কাছে আছেন, ইহা না দেখিলে কিছুতেই কিছু হয় না। বেদ বল, বেদান্ত বল, জীবন্ত উপনিষৎ আমাদিগের এই শরীর। জ্ঞান বিজ্ঞানে অধিকার বা নাই থাকিল, এক শরীর ভাবিব, শরীর ভাবিলে লোকে জ্ঞানী হয়। অধ্যয়ন অপেক্ষা ভাবিতে ২ বেশি জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এক এই শরীরে ঈশ্বরের জ্ঞান দয়া এত জেয়াদা যে ভাবিয়া দেখিলে তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর কাছে আছেন, কাছে থাকিয়া নিজে জীবন রক্ষা করিতেছেন, এক দেহতত্ত্বই ইহা প্রকাশ করে। ভাবিলে অবিশ্বাস নাস্তিকতা থাকে না, ঈশ্বর কৈ কৈ জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। শরীর আস্তিক, সে আমাদিগকে নিয়ত ঈশ্বর-জ্ঞান দিতেছে। সামান্য ভাবে যদি বল, তবু বলিতে হইবে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদিগের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আছে।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটি গল্প বলি। মেদিনীপুরে ব্রহ্মব্রত নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি বড় ঈশ্বর উৎসাহী। তিনি এক দিন বলিলেন, আমি আমার জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে খুব ভাল করিয়া খাওয়াইব। তিনি অনেক প্রকার খাদ্য সামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিলেন। সামগ্রী পত্র আনিয়া দেখিলেন, লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলে বাহুল্য পরিমাণে তাহার আয়োজন হইয়াছে। জ্ঞাতি ভোজনে অনেক আয়োজন চাই। যত গুলি জিনিষ আসিয়াছে, তাহার কতক গুলি শক্ত, কতক গুলি নরম, কতক গুলি ভাঙ্গা যায় তো পেষা যায় না, কতকগুলি পেষা যায় তো ভাঙ্গা যায় না। এ সকল যে অবস্থায় আছে, সেই অব-

স্থায় যদি উদরস্থ হয়, তবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ব্যারাম হইবে কষ্ট হইবে। ভেবে ভেবে দেখিলেন তার মধ্যে কতক গুলিকে কাটিতে হইবে। কাটবার জন্য বঠী আছে, দা আছে, ছুরী আছে। সব গুলি আবার কাটবার নয় ভাঙ্গিবারও আছে, গুঁড়ো করবারও আছে। সুতরাং ভাঙ্গিবার বস্তু গুঁড়ো করবার বস্তু হামামদিস্তায় ফেলিলেন। দেখিলেন, ইহাতে গুঁড়ো হয় বটে, কিন্তু ময়দার মত ভাল গুঁড়ো হয় না। সুতরাং দুখানা পাথরে নির্ম্মিত যাঁতার ভিতরে পেষণ করিলেন। দেখিলেন শুধু গুঁড়ো করিলে হয় না পেষণ করিলে হয় না, কতক গুলি জিনিষ বাটা প্রয়োজন এই বাটাতে জল চাই। সুতরাং শিল নোড়া জল এ তিনেরই দরকার হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারে প্রীতি ও শরীরে পুষ্টি উভয়ই হয় এ জন্য সমস্ত জিনিষ গুলিকেই রূপান্তর করিতে হইল। রূপান্তর করিতে ছুরী, যাঁতা, শিল নোড়া, জল এ সকলেরই দরকার হইল। গৃহস্থ এই সকল উপায়ে জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে ভোজন করাইলেন, তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, সকলে বলপুষ্টি লাভ করিলেন।

গল্পের তাৎপর্য্য অতিসহজ। মেদিনীপুর এই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে ব্রহ্মব্রত আমরা সকলে বাস করি। আমাদের হস্তপদ নাক মুখ এই সকল কুটুম্ব। ব্রহ্মব্রত আত্মা এই সকলকে নিত্য ভোজ দেন। ভোজনের সমুদায় বস্তু রূপান্তর করিতে হয় অন্যথা তাহা জীর্ণ হয় না। কিন্তু আহারের বস্তু সকল সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে দ্বারে দ্বারবান্ দ্বারা আগে পরীক্ষিত হয়। কি জানি কোন প্রকার পচা দুর্গন্ধ বস্তু আহারের বস্তুর সঙ্গে মিশিয়া যায় এই জন্য দ্বারবান্ দ্বারে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া আছে। দ্বারবান্ পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া না দিলে কোন বস্তুর ভিতরে যাইবার যো নাই। দেখ পাঁচটা ভাল জিনিষের সঙ্গে যদি একটা পচা দুর্গন্ধ জিনিষ ঢুকিয়া পড়ে, অমনি নাক তাহাকে দূর করিয়া দেয়, গন্ধে গা কেমন কেমন করিয়া আসে। যখন তোমার আহারের প্রয়োজন নাই ঘুমোবে তখন মুখ বন্ধ। কেন না তখন মুখ বন্ধ না থাকিলে তাহার ভিতরে পোকা মাকড় ঢুকিয়া যাইতে পারে। যখন খাবার সময় উপস্থিত হয়, উপাদেয় সামগ্রী সম্মুখে আসে, তখন মুখ আপনি খুলিয়া যায়। তোমরা দেখিয়া থাকিবে, অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে কোন একটি খাবার বস্তু আসিতেছে দেখিলে দূর হইতেই ছেলেরা হাঁকরে। কিন্তু যে সকল জিনিষ আহারের জন্য আসে সে গুলিকে ছিঁড়িতে হয়, কাটিতে হয়, পেষণ করিতে হয়, জলে আর্দ্র করিতে হয়, তাহা হইলে তবে ঐ সকল দ্রব্য আহারের যোগ্য হয়। তুমি অন্যমনস্ক হইয়া কতক গুলি জিনিষ মুখে পূরিলে, হয় তো তার মধ্যে একটি শক্ত জিনিষ গিয়াছে, অমনি তাহা দাঁতের নিকটে গিয়া উপস্থিত। সব গুলি এক সময়ে দাঁতে পেষণ হইতে পারে না, অমনি গালের কাছে গিয়া জমা হইল। মনে কর, সব জিনিষের সঙ্গে এক গাছি চুল গিয়াছে, তাহার ভিতরে যাইবার যো নাই, অমনি জিব তাহাকে ধরিয়াছে। দাঁত সকলেরই আছে, কিন্তু দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কিছু চিবুতে হয় না, এজন্য সে সময়ে তাহার দাঁত হয় না। সে সময়ে দাঁত হইলে মাকে অসহ্য ক্লেশ পাইতে হইত। যাই তাহার দুধ ছাড়িয়া অন্য বস্তু খাইবার প্রয়োজন হইল, অমনি আঙ্গুল দিলে দেখা যায় কি যেন শক্ত ঠেকছে। অল্প দিনের মধ্যে ছোট ছোট সাদা দাঁত উঠিল। দেখ এ বিষয়ে মাকে চেষ্টা করিতে হইল না, ডাকতারের ঔষধ খাওয়াইতে হইল না, মাংসের ভেতর হইতে শক্ত হাড়ের মত বস্তু বাহির হইল। সব গুলি পরিষ্কার সুচারু গঠিত ঠিক সময়ে উপস্থিত। দাঁত গুলি দেখিলে দেখিতে পাইবে উহাতে তিন প্রকারের দাঁত আছে। ছেদন করিবার জন্য ছেদক দন্ত, বিদ্ধ করিবার জন্য বেধক দন্ত, চূর্ণ করিবার জন্য পেষণ দন্ত। বড় হইলে অনেক শক্ত বস্তু আহার করিতে হয়, দুধের দাঁতে সে সময়ে কাজ চলে না, তাই দুধের দাঁত গুলি গিয়া আবার শক্ত দাঁত উঠে। আবার এ দিকে বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে জীর্ণ করিবার শক্তি যেমন কমিয়া আসে, অমনি দাঁতও পড়িতে আরম্ভ করে। যাহা হউক, উপরে নীচে দুইপাটী দাঁত না থাকিলে দাঁতের কাজ হয় না, এজন্য কোন ব্যক্তির এক পাটী দাঁত নাই, দুইপাটী দাঁত। এই দাঁতগুলির মধ্যে সম্মুখের দাঁতগুলি দিয়া কাটা যায়, ছেঁড়বার দাঁত নীচে। যখনই আহার মুখের ভিতরে গেল অমনি মুখ বন্ধ হইল, কেন না তাহা না হইলে সব আহার পড়িয়া যাইত। ভিতরে জিহ্বা আছে। জিহ্বা ভাণ্ডারী হইয়া যাহার যাহা লইয়া দরকার তাহার নিকটে তাহা লইয়া পঁহুছাইয়া দিল। যে সব বস্তু কাটিতে হইবে, সে গুলি সামনের দাঁত দিয়া কাটা হইল। যে গুলি শক্ত সে গুলি কশের দিকে গেল। সেখানকার দাঁত গুলি গোল গোল, আবুড়ো খাবুড়ো, সীসের গুলি তাহাতে ফেলিলেও দাগ বসে। জিহ্বা যাহার যাহা দিয়া নিশ্চিন্ত নয়, কোথায় একটি আহারের সামগ্রী গিয়া লুকাইয়া বা লাগিয়া থাকিল, যত ক্ষণ না তাহাকে বাহির করিয়া আনিতেছে উহার বিশ্রাম নাই। যদি পাঁচ ছয়টা মটর মুখে ফেলিয়া দাও, মুখের এদিকে ওদিকে গেলে জিহ্বা তাহাদিগকে কশের দাঁতের কাছে আনিয়া উপস্থিত করিবে। ঢেঁকিতে কোন জিনিষ দিলে উহার কোন একটা

ছটকে পালাইলে যেমন আবার উহাকে আনিয়া ঢেঁকির নীচে ফেলা হয়, তেমনি এক দিক্ হইতে জিহ্বা আর এক দিক্ হইতে গাল ঠিক জায়গায় আনিয়া দেয়। দাঁতে বস্তু গুলি পেঁষা হইল কিন্তু যদি জল না থাকিত তবে একটু অন্যমনস্ক হইলে মুখ দিয়া ছাতুর মত সব বস্তু বাহির হইয়া উড়িয়া যাইত। জিহ্বার পাশে পাশে নীচে গালে সর্ব্ব জায়গায় জল যোগান আছে। এ যে কলের জল আসে ইহা আর বন্ধ হয় না। একেবারে ভিতরে কত নদী নালা। ভিতরে যেন স্নাঞ্জে জলপোরা, শক্ত নরম যা খাও সব জলে গোলা হয়। এই মুখের জল যেমন সব জিনিষ গুলিকে আর্দ্র করে, তেমনি আবার উহা জীর্ণের পক্ষে সহায়। যখন থু থু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করিতেছ, তখন জীর্ণের ব্যাঘাত হয়, ডাক্তার আবশ্যক হয়। মুখের এই জল জীর্ণের উপায়। থু থু অগ্রাহ্য, থু থু একটি ঘৃণার কথা, কিন্তু থু থু পরিপাকের জন্য আবশ্যক। মুখের জল মিশ্রিত হইয়া আহারের সামগ্রী গুলি আটার মত হয়, ঐ গুলি ভিতরে গিয়া শীঘ্র পরিপাক হয়, শরীরের পুষ্টির কারণ হয়। দেখ এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান দয়া কেমন প্রকাশ পাইতেছে। আহারের সামগ্রী গুলির মধ্যে যেখানে যেগুলি পঁহুছান আবশ্যক সেখানে সেগুলি পঁহুছান, বিদ্ধ করা, ছেঁড়া, চূর্ণ করা, জলে গোলা প্রয়োজন হইল, দেখ সে সকলই আপনাপনি হইতেছে, মানুষকে কিছু পরিশ্রম করিতে হইতেছে না। যে দাঁত এত বস্তু চূর্ণ করে, একটী বালুকণা উহাতে পড়িলে, অমনি গা শিহরিয়া উঠে। এত বস্তু মুখের ভিতরে গেল কিছুতে কিছু হইল না, একটি চুল মুখে গিয়াছে, অমনি জিহ্বা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কোন একটি দুর্গন্ধ পচা সামগ্রী মুখে যাইবে সম্ভাবনা নাই, দ্বারে নাসিকা দ্বারবান্ আছে, অমনি সে উহাকে দূর করিয়া দিবে। মানুষের শরীরের এই এক ক্ষুদ্র অংশে দেখিতেছ, ঈশ্বরের কত জ্ঞান কৌশল প্রকাশ পাইতেছ, শরীরের এক একটি অঙ্গ এক একখানি প্রকাণ্ড বেদ। ইহা পাঠ করিলে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন; ঈশ্বর আর দূরে থাকেন না, কেন না তিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সব কাজগুলি আপনি করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

সময়; রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(কল্পনার উচ্ছ্বাস)

গভীরা রজনী অহো,—বিভীষিকাময়ী!
মোহিনীমায়ার মোহে সুষুপ্ত জগৎ;
নীরব প্রকৃতি। যত নিশাচরগণ
ভ্রমিছে নির্ভয়ে, সুখে, আবাস প্রাঙ্গণে।
উরধে বিচিত্র নীল চন্দ্রাতপ তলে
ভাসিছে অসংখ্য হীরা, মুকুতা, জহর;
আঁধার প্রকৃতি কোলে, থাকি থাকি এবে,
পড়িছে সে জ্যোতিরেখা ঝলসি নয়ন!
অদূরে জম্বুকচয় গর্ত্ত পরিহরি,
এ দিগ, ওদিগ সুখে করিছে ভ্রমণ;
কভু বা চকিতে ঊর্দ্ধে ফিরায়ে নয়ন,
বদন ব্যাদান করি রয়েছে দাঁড়ায়ে।
নগর-রক্ষক-পশু অতি ব্যস্তচিতে
ফিরিছে বীরেন্দ্রদাপে;—নির্ভয় শরীর।
নাহিক বিশ্রাম তার; শান্তিভঙ্গভয়ে
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কাঁপিছে প্রাঙ্গণ।
একটি আবাসে নাহি জাগে এসময়
একটি মানব কভু; সবাই নিদ্রিত।
(অথবা কি চিরনিদ্রা পাইবে সমর,
করাল কবলে পুরি রেখেছে সবায়!)
আঁধার কুটির দ্বারে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে
বসিয়ে অভাগা জীব, চিন্তাকুল চিতে,
হেরিছে, ভাবিছে এবে যাইচ্ছা যখন;
হরষে, বিষাদে কভু কাঁপিছে পরাণ।
ভাবিতে ভাবিতে মন হইল নীরস;
অবশ হইল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল;
নারিনু বসিতে আর; আবেশে তখন
আঁধারে পশিনু যে'য়ে শয্যার উপর।
বিরামদায়িনী নিদ্রা অভাগার প্রতি
নিদয়া হায়রে আজ; দুর ভাগ্য জীব!!
সবাই নিদ্রিত সুখে; দুঃখ, শোক, তাপ
না জানে কেমন তারা—সুখ ব্রতে ব্রতী।
অভাগা জীবন সুধু জ্বলিছে পুড়িছে
অন্তরের গুপ্তানলে, অস্থির পরাণ।
এপাশ্ ওপাশ্ ফিরি মরম জ্বালায়
পারিনু লভিতে নাহি সে সুখ বিরাম।
অশেষ প্রয়াসে পরে মুদিনু নয়ন

* * * *
* * * *

ক্রমে আশা মায়াবেশে হল উপনীত।
অকস্মাৎ বীণাধ্বনি জিনিয়া সুস্বর
পশিল শ্রবণে মম, শিহরিল প্রাণ।
চমকি চাহিনু ফিরে, অপূর্ব্ব মূরতি
হেরিনু সম্মুখে এক; অচিন্ত্য ঘটনা।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তার তেজঃপ্রভারাশি
চতুর্দ্দিগে মনোহর রয়েছে প্রকাশি।
বিমল প্রতিমা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর বদন—
একদৃষ্টে মম পানে রয়েছে চাহিয়ে।
দুর্ব্বল মনের বেগ, চিন্তাজ্বরে জড়;
জাগ্রত স্বপন বলি বিচারিয়া মনে
ক্ষুণ্ণমনে পুনরায় মুদিলাম আঁখি;
আবার সে বামাকণ্ঠ পশিল শ্রবণে।
—"উঠ বৎস উঠ, উঠ, কি ভাবিছ আর?
এসেছি তোমার তরে মেলরে নয়ন।"
জাগ্রত স্বপন মোর ভাঙ্গিল এবার;
ত্রস্ত হ'য়ে শয্যোপরি উঠিয়া বসিনু।
সেইসে মূরতি, জ্যোতি, কান্তি মনোহরা
পশিল নয়নে পুনঃ, জিজ্ঞাসিনু পরে—
কে তুমি? নিশিথে আজ কেনগো
হেথায়?
মানবী নহগো তুমি বুঝি অনুমানে;
অমৃত লাঞ্ছিত তব স্নেহ সম্ভাষণ,
তোষিছে অভাগা প্রাণে —কেতুমি
ললনা?
—"শুন বৎস, মোর নাম কল্পনাসুন্দরী,
নহিরে মানবী সত্য কিন্তু মানবের
ঘরে ঘরে সদা আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
মানবের জন্য মোর সদা পোড়ে প্রাণ।

দৈব শক্তি বলে আমি তোমার ভাবনা
বুঝিয়াছি ; আর মিছে ভেবনারে বাছা।
—কি দেখিবে ?—দেখিবার কি আছে
ভারতে ?
দস্যুপদাঘাতে, দস্যুর পীড়নে
ভারত ব্যথিত ভারতী লুণ্ঠিতা ;
সব ছার খার কি দেখিবে আর ?
দেখিবার আর নাইরে কিছু।
কোটি কহিনুর জিনিয়া বিকাশ
আছিল যে মণি, কোথায় এখন ?
কোথা স্বাধীনতা অমৃতের খনি,
শৌর্য্য, বীর্য্য আদি ?—নাইরে কিছু।
কোথা রজঃপুত, ক্ষত্রশূরগণ
মহারাষ্ট্র বীরচূড়ামণি যত ?
যাঁদের কীর্ত্তন এখনও বসি
মূমূর্ষের ন্যায় করিছ শ্রবণ !!
সেই সব জাতি হয়েছে বিলীন
(কালের কবলে নিষ্পেষিত এবে)
সব ছার খার, কি দেখিবে আর,
দেখিবার আর নাইরে কিছু।
যাহা ছিল শেষ, স্বার্থ দেশাচার
পীড়িছে বিষম, হবে না উদ্ধার।
ভারত শ্মশান, কি আছে তাহার !!
হুহু করি অই জ্বলিছে অনল।
আরও জ্বলিবে—ভীষণ জ্বলিবে ;
হয় নাই শেষ শুনরে বাছনি,
কে রক্ষিবে তাঁরে ? কে আছে তাঁহার ?
সুপুত্রবিহীনা ভারত জননী।
পরপদ রজ যার লাগে ভাল,
বিধর্ম্মী আচার যার পুণ্য বল,
"জাতীয় আচার যার বিষজ্ঞান
ভারত সন্তান" সেই নরে বলে ?
চলিতে বসিতে, শুইতে, খাইতে
বিদেশী নকল যাহার সম্বল ;
"বাঙ্গালী" বলিলে ক্ষুণ্ণ হয় যেই
ভারত সন্তান ; সেই নরে বলে ?
যাদের জননী, পর নিপীড়নে
দুঃখে, শোকে ম্লান, পুত্র বর্ত্তমানে ;
মাতৃদুঃখ যেই দেখিছে বসিয়া
"ভারত সন্তান" সেই নরে বলে ?—
চাইনা বলিতে আর, হৃদয় উচ্ছ্বাস
ক্রমেই বাড়িছে মোর ;-পারি না কহিতে।
নীরব হইলা দেবী।—অন্তরে আমার
বিষম বাজিল তাঁর এতেক বারতা।
নারিনু ধরিতে নীর নয়নের কোণে ;
অন্তরের গুপ্তানল জ্বলিল দ্বিগুণ ;
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিয়া মোর হইল বাহির।
অস্থির পরাণ মোর উঠিল কাঁদিয়া।
"চাইনা শুনিতে মাগো, ক্ষমএ দাসেরে;
অসহ্য যাতনা মোর হতেছে মরমে।
চল মোরে নিয়ে ভারত শ্মশানে,
মনের বাসনা আজ পুরাইব দেবি।
ভারতের দশা হেরিতে বাসনা,
চল মাগো ত্বরা বিলম্ব না সয়।
তোমার সহায়ে ভারতের তরে
ঘুরিব ;—মিটাব মরম পিয়াসা।"
—"তবে এস বাছা, এস মোর সনে"
বলিয়ে কল্পনা কবি করে ধরি
অশ্রুজল তার মুছায়ে আঁচলে
কহিলা আশ্বাস বচন মধুর।
বাছারে,
জানি ভাল আমি তোমার অন্তর

দেশের কারণে বড়ই কাতর।
তাই আজ এত কহিনু তোমারে,
এর প্রতিকার কর প্রাণপণে।
চল মোর সনে কেঁদোনারে আর
যা আছে ভারতে, দেখাব তোমায়।
এতেক কহিয়া কবিরে লইয়া
চলিলা কল্পনা বিমানপথে ;
ক্রমে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়ে
কহিলা কবিরে সানন্দ চিতে।
এই বিন্ধ্যগিরি যাহার উপরি
দাঁড়াইয়া আজ আছিরে মোরা ;
দুই সমভাগে, উত্তরে, দক্ষিণে
ভারত বিভাগি রয়েছে খাড়া।
মানবের শক্তি পায় না শকতি
আসিতে হেতায় সহসায় কভু ;
দৈব শক্তিবলে এসেছি আমরা
অসাধ্য আমার নাইরে কিছু।
দিব্য চক্ষু ধরি, দেখরে চাহিয়ে
উত্তরে উন্নত পর্ব্বত এক ;
দক্ষিণে সাগর,———সুবিস্তীর্ণ রেখা
ভারত বিভাগি রয়েছে দেখ।
পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ সীমান্ত প্রদেশ
পশ্চিমে দাঁড়ায়ে গিরি সোলমান !
ইহার মধ্যেতে হেরিছ যে ভূমি
ভারত শ্মশান, তাহার নাম।
গিরি হিমালয়, হিমের আলয়
বহুকাল হতে হয়েছে হায় ;
ভারতের দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অশ্রু হিমরূপে লেগেছে গায়।
এখনও দেখ কেমন সুন্দর
উন্নত তাহার রয়েছে দেহ ;
হেরিছে কাতরে ভারতের পানে
ভারতসন্তান আছে কি কেহ।
ভারতের দুঃখে কাঁদিছে সাগর
অস্থির তাহার তরল প্রাণ ;
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে, তর তর বেগে
অশ্রু নদ-নদী ছুটিছে ঘন।
সীমান্ত প্রদেশ নেহারি এ দশা
ভয়ে জড়সড় লুকিয়ে ওই ;
গিরি সোলমান স্তম্ভিত পরাণ
দাঁড়ায়ে বিষণ্ণ পশ্চিমে ওই।
নেপাল ভুটান যদিও স্বাধীন
বিদেশীর ভয়ে জড় সড় প্রাণ ;
নাহি শৌর্য্য, বীর্য্য, নাহি দেশরাগ
শুভক্ষণে গিরি রেখেছে মান।
ওইযে কাশ্মীর, ওই রাজস্থান
বিদেশী, পতাকা উড়িছে যায় ;
মহারাষ্ট্র ওই, পীড়িত মরমে
অবনত মুখে ঘৃণায় রয়।
বাঙ্গালার পানে ফিরায়ে নয়ন
দেখ একবার কিদশা তার ;
দাসত্ব শৃঙ্খলে জড়িত ভীষণ
অস্থির শরীর পরাণ ভার।
ছট্ ফট্ প্রাণ, করিছে তাহার
না জানি কখন যায়রে প্রাণ ;
মরম বেদনা কেহই বোঝে না,
বিষাদ কালিমা ঢেকেছে আনন।
তাহার নিভৃতে একটী মন্দির,
ভগ্ন, পুরাতন শোভিছে ওই ;
মধ্যে রুগ্ন কান্তা দুঃখিনী ললনা
জীর্ণ শয্যোপরি রয়েছে শুই।
নিস্পন্দ শরীর, মুদিত নয়ন

শত অশ্রুধারা তিতিছে তায়;
উঠিতে বসিতে শকতি তাহার
কিছু মাত্র আর নাইরে হায়।
শত পুত্রবতী ভারত জননী
এইরে তোদের দেখরে চেয়ে;
তোদের লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কঙ্কা, ভগ্ন কান্তা রয়েছে হয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী ই, ভূ, রায়।

রাবি আকিবা।

"যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সাহার্য্যার্থে লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাকেই প্রভু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে সেই ব্যক্তিই সুখী।"

রাবি আকিবা এই স্বর্গীয় সত্যটী এত দূর বুঝিয়াছিলেন, এবং মঙ্গলের প্রস্রবণ যিনি তাঁহা হইতে কখনও অমঙ্গল আসিতে পারে না এই বিষয়ে এত দূর প্ররোচিত হইয়াছিলেন যে দুঃখের ভয়ানক আঘাত ও যন্ত্রণার মধ্যেও বলিতেন যে "ঈশ্বর যাহা কিছু করেন সকলই আমাদের মঙ্গলার্থে।" ইহুদী বংশীয় প্রাচীন জ্ঞানিগণ আমাদিগকেও সেই মূলসূত্র অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ও নিম্নলিখিত গল্পের দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন।

নিদারুণ নিগ্রহ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে রাবি আকিবা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং অনুর্ব্বরা প্রান্তর ও বিপজ্জনক মরুভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামগ্রীর মধ্যে একটী আলোকাধার তাহাতে রাত্রিতে আলোক প্রজ্বলিত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, একটী কুক্কুর সে ঘড়ীর পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে উঠিবার সময় জ্ঞাপন করিত; এবং একটী গর্দ্দভ, তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি ভ্রমণ করিতেন। এক দিবস, যখন সূর্য্য ক্রমে ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল অতিক্রম করিতেছেন, রজনী দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তী হইতেছে এই নির্জ্জনভ্রমণকারী জানেন না যে কোথায় এই পরিশ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিবেন? ক্লান্ত ও একেবারে নির্জ্জীব হইয়া অবশেষে এক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন! এই গ্রামে মনুষ্যবসতি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন যেখানে মনুষ্য বাস করে, সেখানে মনুষ্যত্ব ও দয়া অবস্থিতি করে—কিন্তু তিনি ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, এক রাত্রের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন ইহা অস্বীকৃত হইল। এই আতিথ্যহীন অধিবাসীরা কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি নিকটস্থ অরণ্যে আশ্রয় অন্বেষণ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ঋতুর নির্দ্দয়তা হইতে রক্ষা করে এমন আতিথ্যপূর্ণ গৃহ না পাওয়া বড়ই কষ্টজনক, কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান্, তিনি যাহা করেন আমাদের মঙ্গলেরই জন্য।"

অতঃপর তিনি একটী বৃক্ষতলে উপবেশনান্তর আলোক প্রজ্বলিত করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এক অধ্যায় পাঠ হইতে না হইতে একটা প্রবল বায়ুতে আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যাইল। অমনি আকিবা বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি আমার প্রিয় পাঠও অনুসরণ করিতে পাইব না? কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান্ যাহা কিছু করেন মঙ্গলেরই জন্য।" যদি কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা গিয়া সমস্ত কষ্ট দূর করিতে পারেন, এই অভিলাষে তিনি মৃত্তিকা শয্যায় শয়ন করিলেন, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত না করিতেই এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া কুক্কুরটির প্রাণবধ করিল। আকিবা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন এ আবার কি নূতন দুর্ঘটনা! আমার সতর্ক সঙ্গী আমায় পরিত্যাগ করিল,, কে তবে এখন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সময় আমায় জাগরিত করিবে? কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান্ আমাদের মত মরণশীল জীবের মঙ্গলের জন্য কি উৎকৃষ্ট উপায় তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন। এই বাক্য শেষ না হইতেই এক ভয়ঙ্কর সিংহ আসিয়া গর্দ্দভকে ভক্ষণ করিল। এই বিজনভ্রমণকারী পথিক এই ঘটনা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এখন আমার কি উপায় হইবে? আমার আলোক ও কুক্কুর গিয়াছে এখন ভ্রমণের সহায় গর্দ্দভও বিনষ্ট হইল, কিন্তু ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হউক তাঁহার বিধানই মঙ্গলপ্রদ" অবশিষ্ট রজনী তিনি অনিদ্রায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে গ্রামাভ্যন্তরে গমন করিলেন। ভাবিলেন যদি অশ্ব কিম্বা অন্য কোন বহনশীল যান প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণের সাহায্য হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একজন মনুষ্যকেও জীবিত দেখিলেন না! অবশেষে জানিতে পারিলেন যে রাত্রিতে একদল ডাকাইত আসিয়া সমস্ত অধিবাসীদিগকে বধ করিয়া তাহাদের বাসগৃহ লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আকিবা এই আশ্চর্য্য ঘটনায় একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে জ্ঞান সঞ্চার হইলে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন. হে মহান্ ঈশ্বর, এখন আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম যে নশ্বর মনুষ্যেরা অল্পদর্শী ও অন্ধ; যাহা তাহাদের রক্ষার্থ অভিপ্রেত হইয়াছে তাহাকেই তাহারা অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু তুমিই এক মাত্র ন্যায়বান্ ও করুণাময়, যদি এই কঠিন হৃদয় লোকেরা তাহাদের আতিথ্যহীনতা দ্বারা আমাকে অরণ্যে তাড়িত না করিত নিশ্চয়ই আমিও তাহাদের ভাগ্যাধীন হইতাম। যদি প্রবল বায়ুতে আমার আলোক নির্ব্বাণ না করিত তবে চোরেরা ঐ স্থানে গিয়া আমায় বধ করিত; আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে সেই দয়াতেই আমি আমার দুইটী সঙ্গী হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কারণ আমি কোথায় ইহা তাহাদের শব্দ দ্বারা

ডাকাইতেরা বুঝিতে সক্ষম হইত। অতএব চিরদিন—চিরদিনই তোমার পবিত্র নাম প্রশংসিত হউক ”

স্ত্রীগণের পরীক্ষাবিষয়ে নিয়মাবলি।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণকে দেশীয় ভাবে শিক্ষাদান করিবার সঙ্কল্পসিদ্ধি জন্য ভারতসংস্কারক সভা যে শিক্ষানিয়ামক সভা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সভা পরীক্ষার্থিনীগণের পরীক্ষা জন্য নিম্ন লিখিত নিয়ম ও বিধিসকল স্থির করিয়াছেন।

সভা বৎসরে দুইটী পরীক্ষা করিবেন। একটী নিম্ন শ্রেণীর আর একটী উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষার্থিনীগণের জন্য।

পরীক্ষা কলিকাতায় এবং অন্য যে কোন স্থান হইতে পরীক্ষার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিয়া আবেদন করা হইবে তথায় হইবে।

পরীক্ষা দিনের একমাস পূর্ব্বে শিক্ষা নিয়ামকসভার সাধারণ সম্পাদকের নিকটে পরীক্ষার জন্য আবেদন করিতে হইবে। এইরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইলে শিক্ষানিয়ামক সভা যে স্থানে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া আবেদন করা হইবে সেই সেই স্থানে স্থানীয় সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন, এবং পরীক্ষোপযোগী প্রয়োজনীয় সমুদায় বন্দোবস্ত করিবেন। স্থানীয় সম্পাদকগণ যে সময় এবং যেস্থান নির্দ্ধারণ করেন, সেই সময়ও সেই স্থানে পরীক্ষা হইবে। যেখানে সম্ভবে সেখানে অন্তঃপুরে পরীক্ষা হইবার সম্বন্ধে সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। স্থানীয় স্ত্রীগণের সভা পরীক্ষাস্থলে পরিদর্শন ও প্রহরীর কার্য্য করিবেন।

আবেদনের ফারম গৌণ হইলেও ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিপ্রেরণ করিতে হইবে। জানুয়ারীর ১ম সোমবারে পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

নিম্ন শ্রেণীর পরিক্ষায় যাহারা প্রশংসনীয়রূপে পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা বার্ষিক ৩০ ত্রিশ টাকা হইতে ১০০ একশত টাকা পুরস্কার বা বৃত্তি পাইবেন।

যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রশংসনীয়রূপে উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারা সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র এবং ৬০ ষাইট টাকা হইতে ২০০ দুই শত টাকা বৃত্তি পাইবেন।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিবার সময়ে যে সকল পরীক্ষার্থিনী তাঁহাদিগের নাম সন্নিবিষ্ট না হয় ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের নাম সন্নিবিষ্ট না করিতে শিক্ষানিয়ামকসভা যত্ন করিবেন।

যে সকল পরীক্ষার্থিনী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার বিষয় সকলের মধ্যে কোন বিশেষ বিষয় গ্রহণ করেন এবং সেই বিষয়ে পরীক্ষকগণের সন্তোষজনকরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা গুণানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

বিশেষ বিশেষ শাখার জ্ঞান ও নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

শিক্ষানিয়ামক সভা উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষার্থিনীগণকে নিম্ন লিখিত পুরস্কার ও বৃত্তি অর্পণ করিবেন।

উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষার্থিনী যিনি সাধারণতঃ সকল বিষয়ে নিপুণতা প্রদর্শন করিবেন তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ২০০ দুই শতটাকা, গুণানুসারে যাঁহারা দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ তাঁহাদিগকে ১০০ একশত ৭০ সত্তর এবং ৬০ টাকা যথাক্রমে প্রদত্ত হইবে।

বিশেষ পুরস্কার—প্রাচীন আর্য্যনারীগণের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে যিনি ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন তাঁহাকে ১০০ এক শত এবং বাঙ্গালা ভাষায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞানবিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন তাঁহাকে ১০০ এক শত টাকা।

নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষার্থিনী যিনি সাধারণতঃ সকল বিষয়ে নিপুণতা প্রদর্শন করিবেন শিক্ষানিয়ামক সভা তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ১০০ একশত টাকা এবং যাহারা গুণানুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হইবেন তাঁহাদিগকে ৫০ পঞ্চাশ ৪০ চল্লিশ এবং ৩০ ত্রিশ টাকা যথাক্রমে প্রদত্ত হইবে।

বিশেষ পুরস্কার—বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০ পঞ্চাশ; নূতন ভাবের উৎকৃষ্ট পদ্যের জন্য ৫০ পঞ্চাশ। উৎকৃষ্ট চিত্রের জন্য ৫০ পঞ্চাশ, রন্ধন কার্য্যে নিপুণতা জন্য ২৫ পঁচিশ, এবং ২০ কুড়ী টাকা করিয়া চারিটি সূচিকর্ম্ম এবং ১৫ পোনের টাকা হস্তলিপি জন্য।

নিম্ন লিখিত বিষয় সকলে, পরীক্ষার্থিনীগণ পরীক্ষিত হইবেন।

১ ইংরেজিতে।

(ক) হ্যামলেট—ল্যারেটিসের প্রতি পলিনেশের উপদেশ, ১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, হ্যামলেটের স্বগতোক্তি, অ ৩, গ ১; রাজার স্বগতোক্তি, অ ৩, গ ৩। ভিনিসের বণিক—বিচার অ ৪, গ ১।

(খ) ঈশার পর্ব্বতোপরি উপদেশ, এবং রূপকোক্তি, মথু ৫, ৭ অ; মথু ১৩, ২৫ অ; লুক ১৫ অ।

(গ) ব্যাকরণ এবং রচনা।

২।—বাঙ্গলা।

(ক) বনপর্ব্ব।—শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান, নলদময়ন্তীর উপাখ্যান, যুধিষ্ঠির ও ধর্ম্মের কথোপকথন। শান্তিপর্ব্ব—ভীষ্মের যোগ বিষয়ে উপদেশ, ভদ্রশীলের উপাখ্যান পর্য্যন্ত।

(খ) রচনা।

৩। গণিত—অমিশ্র ও মিশ্র যোগ-বিয়োগ, গুণ ও ভাগহার, ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশ, লঘুকরণ, সাঙ্কেতিক, কুসীদ ব্যবহার, বর্গমূলাকর্ষণ।

৪। ইতিহাস এবং ভূগোল—ভারতবর্ষ। এইগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে, হিন্দুরাজার সময়, আকবার, অরঙ্গীব, শিবজী, রণজিৎসিংহ, বেণ্টিক, ডেলহাউসী হইতে লর্ড রিপণ পর্য্যন্ত।

৫। প্রাকৃতিক ভূগোল।
৬। প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান।
৭। স্বাস্থ্যরক্ষা।
৮। সঙ্গীত। "হারমোণিয়ম সূত্র" ১ ম ভাগ, ২ য় ভাগ।

নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষা।

১। ইংরেজি।
(ক) টমাস এ কেম্পিস কৃত খ্রীষ্টের অনুকরণ ১৬,২০ অধ্যায়।
(খ) তরুদত্তকৃত—হিন্দুস্থানের গীতি এবং প্রাচীন আখ্যান।—সাবিত্রী এবং প্রহ্লাদ।
(গ) ব্যাকরণ।
২। বাঙ্গলা।
(ক) সীতার বনবাস।
(খ) ব্যাকরণ এবং রচনা।
৩। গণিত—অমিশ্রমিশ্র যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগহার। ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশ।
৪। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।—জড়ের গুণ, পৃথিবীর আকৃতি ও বিস্তৃতির সাধারণ জ্ঞান, ঋতুপরিবর্ত্তন, গ্রহণ, বায়ু, জল, ইন্দ্রিয়, মনুষ্যের খাদ্য।
৫। নীতি।
৬। গৃহকর্ম্ম।
৭। চিত্র—হাত এবং আদর্শ চিত্র।
৮। সঙ্গীত—"গীত প্রবেশ" ১ ম ভাগ হইতে স্বরশিক্ষা, "হারমণিয়ম সূত্র" ১ ম ভাগ।

স্বর্ণ রেণু।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে এটী সাহসের বিষয় নহে, কিন্তু সাবধানতার বিষয়।

তোমার ব্যবহার অপরের মন্দ ব্যবহারের প্রতিকারক হইলে তুমিও অপরের সঙ্গে অভিন্ন হইলে।

পাপিষ্ঠদিগের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ অপেক্ষা পুণ্যবানের মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রের শোভা অধিক।

স্ত্রীচরিত্র অধিক পবিত্র, তাই তাহাতে অল্প মাত্র কলঙ্ক চিহ্ন লোকের অসহ্য হইয়া পড়ে।

পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র দেখিতে কেহই ভাল বাসে না।

প্রতিবেশীর ওলাউঠা হইয়াছে বলিয়া তাহার গৃহে পদার্পণ করিতে শঙ্কা করিও না। কেন না ওলাউঠা চিরকাল তাহারই গৃহে থাকিবে না।

বিপদ সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে অতএব বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য কর।

অন্যের গাত্রে পচা ক্ষত দেখিয়া ঘৃণা করিও না, কেননা তোমারও ঐ রূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

আপনি বিপন্ন হইলে যেমন অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার আশা কর, সেই রূপ অন্যেও করে জানিও।

পরিচারিকা।

মাসিকপত্রিকা।

৫ ম সংখ্যা] ভাদ্র, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

সহধর্ম্মিণী।

যিনি পতির সঙ্গে জ্ঞানেতে, ভাবেতে ও ইচ্ছাতে ঐক্য হইয়া ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলা যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে রুচি, অভিলাষ, আচার ও শীলতা বিষয়ে ও ঐক্য থাকা চাই নতুবা সহধর্ম্মিণী হওয়া যায় না। প্রথমোক্ত তিন বিষয়ে ঐক্য হইলে শেষোক্ত বিষয় গুলি ও সহজ হইয়া আইসে। জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বাচিত সত্য একরূপই হইবে। সেই সত্য ভাবানুমোদিত ভাব কথন ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। জ্ঞান ভাব যদি একরূপ হয় ইচ্ছা ও তদনুযায়ী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইলে রুচিও অভিলাষ, আচার ও শীলতা একরূপ কাজে কাজেই হইয়া আসিবে। আমরা জগতে পতিপত্নী পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অসম্মিলন ও অসদ্ভাব দেখিতে পাই তাহাতে কেবল পশুত্বেরই আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কত প্রকারে যে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তাহা প্রায় সকল পতি পত্নীরাই অনুভব করিয়া থাকেন কিন্তু পশুত্বের আকর্ষণ প্রবল বলিয়া তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। স্বামীর জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা যেরূপ পরিশুদ্ধ স্ত্রীর সেরূপ নহে, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই স্বামীর কথা এবং কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন কিন্তু এক বারও সেরূপ প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে চিন্তা করেন না। স্বামীর রুচি ও অভিলাষ যেরূপ পত্নীকে সর্ব্বদাই তাহার বিপরীত পথে গমন করিতে দেখা যায়। ,স্বামীর আচার ও শীলতার সঙ্গে ঐক্য না হইয়া পত্নী প্রায়শঃ আপনার ইচ্ছানুসারে কদাচার ও দুঃশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী যেরূপ নিকৃষ্ট তাহাতে

পত্নীরা প্রায়শঃ জ্ঞানাদিতে অতি হীনাবস্থায় থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা সেই অল্পজ্ঞতার পরিমাণ না বুঝিয়া স্বামীর অনতিক্রমণীয় জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করিয়া থাকেন। ইহার একটি গুপ্ত কারণ আছে, অনেক সময়ে স্বামী আপনার প্রচুর তেজ ও বলবিক্রম লইয়া সেই অল্পজ্ঞতার চরণে উৎসর্গ করিয়া স্ত্রীর শরণাপন্ন হন। স্ত্রী তখন পরমানন্দে সেই ক্রীড়া মৃগটিকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তিনি যদি অল্পজ্ঞান দ্বারা সেই প্রবল জ্ঞানকে বশীভূত করিতে পারেন তবে ছাড়িবেন কেন? এস্থলে পুরুষের কিছু দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাঁহার ও ভিতরকার পশুত্ব তাঁহাকে আপন অধিকৃত ভূমিতে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না, সেই জন্য তিনি এরূপ করিতে পারেন যদি স্বামী চিরজীবনের মতে রণে ভঙ্গ দিয়া যান, তবে লাভ এই যে সর্ব্বদা কলহ বিবাদ আর হইতে পারে না। পশুতে পশুতে মিলিয়া সুন্দর পশুত্বের রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদা সেরূপ হয় না, অনেক সময়ে দেবত্ব, পশুত্বের আবরণে সমাবৃত হইয়াও আবার বাহির হইয়া পড়ে। সূর্য্য যেমন মেঘাবৃত হইলেও চিরকাল আবৃত থাকিতে পারে না সেইরূপ মনুষ্যের হৃদয়কে চিরকাল পশুভাব অধিকার করিয়া রাখিতে পারে না। সময়ে সময়ে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আলোক ও তেজ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সময়ে পত্নীর প্রতিবাদ বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না কিন্তু পত্নী জানেন একবার পরাজিত ব্যক্তিকে আবারও পরাজয় করিতে পারিবেন সুতরাং তিনি স্বামীর প্রতি বর্ব্বর ও বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে কিছুতেই নিবৃত্ত হন না। পশু যদি একবার জয় লাভ করিতে পারে, তবে তাহার আশা বাড়িয়া যায়, সেই আশার উপর ভর দিয়া সে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এস্থলে স্বামী যদি আত্মদৃষ্টি রক্ষা করিতে পারেন, ধৈর্য্য, সৌজন্য ও কোমলতার অনুসরণ করিতে পারেন, আপন লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়তা রাখিয়া চলিতে পারেন তবে মঙ্গল নতুবা আবার তিনি সেই পশুত্বের চরণে আত্মদান করিতে বাধ্য না হইয়া পারেন না।

এইরূপে অনেক স্বামীকে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বেদনা পাই। মৃত্যু আসিয়া অধিকার বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগের সুখশান্তি চিরজীবনের জন্য গ্রাস করে, আর তাঁহারা সুখী হইতে পারেন না। কেন না এরূপ অবস্থায় চিরস্থায়ী সম্মিলন কখন হয় না। একবার পশুত্ব আবার দেবত্ব উদিত হইয়া বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এস্থলে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন, তাহা না

বুঝিতে পারিয়াই তাদৃশ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন। যদি উদ্দেশ্য এক না হয় তবে জ্ঞান ভাবাদিতে কোনকালেও ঐক্য আসিতে পারিবে না। এক জন দেবত্বের জন্য, একজন পশুত্বের জন্য যদি একত্র হন তবে আপন আপন লক্ষ্য স্থানে পরস্পর পরস্পরকে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিবেনই করিবেন। এইরূপ দুশ্চেষ্টাই বিবাদ অসম্মিলনের মূল। যদি স্ত্রী জাতিরা একটি কথার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মনোযোগ দেন, অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদিগের শিক্ষা আর সৎসঙ্গ নাই সুতরাং তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও রুচি দোষমূলক হওয়াই অত্যন্ত সম্ভব; এই বিষয়ে স্থিরবিশ্বাস রাখিয়া স্বামীর ইচ্ছা ও রুচির অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেই তাঁহারা সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে সকল না হউক কোন কোন স্ত্রীরা সাধুসঙ্গের গুণে দৃঢ়তর ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের জ্ঞান অল্প হইলেও বিশ্বাস বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। আবার স্বামী হয়ত জ্ঞানী হইয়াও কুসঙ্গে মাতিয়া অবিশ্বাসের কূপে ডুবিয়া পাপাচার করিতে প্রবৃত্ত, এরূপ ঘটনার প্রমাণও জগতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এরূপ স্থলে যদি স্ত্রী আপন জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইবার আশায় স্বামীর অনুগামিনী হন, তবে আপনিও স্বামী উভয়ে মিলিয়া নিরয়গামীই হইলেন লাভ কি হইল? আমরা স্ত্রীদিগকে স্বামীর অনুগমন করিতে অনুরোধ করিতেছি কিন্তু পশুত্বের জন্য নহে, দেবত্বের জন্য। অতএব তেমন ঘটনা ঘটিলে স্ত্রী আজীবন আপন বিশ্বাস ও কোমলতা দ্বারা অসদাচারী স্বামীকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবেন, তথাপি স্বামীর পশুভাবের অনুগমন বা অনুমোদন করিবেন না, কিন্তু যে সকল স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছা ও রুচিকে পবিত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, স্বামীর উন্নত জ্ঞান, উন্নত বিশ্বাস ও উচ্চতর ধর্ম্মভাবের প্রশংসাও করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি কুরুচির অনুসরণ করিয়া অসদাচারে প্রবৃত্ত হন, তবে কেবল আত্মহত্যা ও স্বামী হত্যার ফলভাগিনী হইবেন তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের এ প্রস্তাব স্বামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবতারিত হয় নাই, কিন্তু ধার্ম্মিক স্বামীদিগের উচ্ছৃঙ্খলমতি স্ত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইতেছে, বিশেষতঃ পরিচারিকা স্বামীদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন নাই কেবল পত্নীদিগের সেবা করিবার জন্যই ব্রত পরায়ণা হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইটিই পরিচারিকার ব্রত ও লক্ষ্য তবে যদি কখন কোন স্বামী পরিচারিকা কর্ত্তৃক সেবিত হন, পরিচারিকা আপনাকে কৃতার্থমনে করিবেন কিন্তু সেটি

তাঁহার জীবনের ব্রত নহে। সুতরাং স্বামীরা সৎপথে আসিলে ভাগ্য বলিয়া মানিবেন এবং পত্নীরা না আসিলে তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া ফিরাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। অতএব আমরা অনুরোধ করি কামিনীগণ সর্ব্বদাই সৎপতিদিগের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য আপনার ইচ্ছা ও রুচিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছা ও রুচির সহিত সম্মিলিত হন নতুবা তাঁহাদিগের কলঙ্ক অপনীত হওয়া অসম্ভব, অনেকের অবস্থা এরূপ আছে যে তাঁহারা অবগত নহেন, কেন স্বামীর সঙ্গে একত্রিত হইয়াছেন এজন্য আমরা স্বামীর সহিত মিলিত হইবার মুখ্য ও গৌণ হুই প্রকার উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিতেছি বিধাতা অর্দ্ধাংশকে স্ত্রীত্ব ও অপরার্দ্ধকে পুংস্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে আপন অভাব পূর্ণ করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরের বাধ্যতা স্বীকার করিবেন। পুরুষ স্ত্রীত্বের জন্য স্ত্রী পুংস্ত্বের জন্য যত্ন করিবেন। উভয়ে উভয় ভাব আপন জীবনে ফলাইতে পারিলে হুইটি পূর্ণ জীবন ফলিবে, ঈশ্বর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবাহ বিধি-প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে স্মরণে রাখা আবশ্যক যে মানুষেতে দেবত্ব ও পশুত্ব হুইটি অংশ আছে, একটি স্বর্গীয় অপরটি পার্থিব। পশুত্ব পশুত্বের দিকে দেবত্ব দেবত্বের দিকে টানে। সুতরাং সাবধান হইয়া উভয়েই যাহাতে দেবত্বের অনুসরণ করিতে পারেন তাহারই জন্য যত্নপরায়ণ হইবেন, নতুবা জীবন পূর্ণ না হইয়া অপূর্ণতার দিকে অবনত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ গৌণ উদ্দেশ্য সন্তানাদির জন্ম। সন্তান হওয়া উদ্দেশ্যটি গৌণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে এই জন্য যে ইহার প্রথম চেষ্টা পশুত্বের অনুসরণ হইতে (জন্মে) উদিত হয় যে হলে দেবত্বের সঙ্গে পশুত্বের যোগ আছে তাহা গৌণ, যাহা কেবল বিশুদ্ধ দেবত্ব তাহাই মুখ্য। এই পশুত্ব হইতে দেবত্ব উপার্জ্জন করিবার সময়ে মানুষের বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যদি এসময়ে অসাবধান হন, তবে দেবত্ব হারাইয়া কেবল পশুত্ব উপার্জ্জন করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে; কোন কালেও দেবত্বের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে পারিবেন না। পশুর চেষ্টা হইতে যে ফল আসিবে (যে সন্তান জন্মিবে) তাহাও পশু হইবে। কেননা পশুর সন্তান পশু ব্যতীত আর কি হইবে? অতএব পত্নীগণ সাবধান হইয়া সৎপতির অনুগামিনী হইয়া সহধর্ম্মিণী নাম সফল করুন এই কামনা।

মুক্তকেশী।

৩য় অধ্যায়।

ঐশী শক্তি অপরিজ্ঞেয়।

নিশাবসানে পূর্ব্বদিক্ স্বর্ণ বিচ্ছুরিতের (গিল্টীর) ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। বায়ু সমস্ত রাত্রি শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, এখন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আরক্তিম বদন অবলোকন করিয়া যেন ভীত হইয়া মৃদুতা অবলম্বন করিল। অথবা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। সুতরাং ক্রমে ক্রমে আকাশ প্রশান্তভাব ধারণ করিল। বায়ুসন্তাড়িত নদীজল ক্রমে তরঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আসিল। কুলায়বিভ্রষ্ট পক্ষী সকল মৃতপ্রায় অবসন্ন হইয়াছিল এখন বায়ুবেগ সাম্য ও দিক্ সকল আলোকপূর্ণ দেখিয়া তাহারা মন্দ মন্দ গমনে আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। মৃত্যু মুখ বিভ্রষ্ট নর নারী কেহ বা দয়ালু উদ্ধার কর্ত্তাদিগের নৌকাতে, কেহ মানবশূন্য সৈকত ভূমিতে পড়িয়া (অবসর পাইয়া) মৃতবন্ধুদিগের শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পতি পুত্র বিয়োগ বিধুরা নারী মস্তকে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন তাঁহার প্রবল শোকোচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের উচ্চনাদে নৈশ গগন পূর্ণ করিতেছে, দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিতেছে, নদীকুল প্রহত করিয়া জীবিত মনুষ্যদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। দুঃখিনীর দুঃখে সহানুভূতি করিবে কে? সে যে জনশূন্য স্থান!! কত পুরুষ প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়তম পুত্র কন্যাদিগকে হারাইয়া শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু শুনিয়া সান্ত্বনা দিবার লোক নিকটে নাই। পৃথিবীর সুখ এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর, অদ্য আছে কল্য আর থাকিবে না। কল্য যাঁহারা স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং দাস দাসী পরিবৃত হইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন অদ্য তাঁহারা বিপুল শোক তরঙ্গে একাকী ভাসিতেছেন। সে শোক, সে দুঃখজনক আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিবারও কেহ নিকটে নাই। সে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়, মানুষের কথা কি বলিব? আর যাহারা চণ্ড মূর্ত্তি প্রভঞ্জনের উগ্রপ্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ ভাসমান কূর্ম্মের ন্যায় পৃষ্ঠ দেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্রোতোবেগে চলিয়া যাইতেছেন, কেহ বা মৃত্যু বিক্রমে বঙ্কিম হস্তপদ প্রদর্শন করতঃ সলিল প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। বায়ু বিধ্বস্ত জলযান বৃহদাকার কুঞ্জর সদৃশ শরীর জলমগ্ন করিয়া কেবল মাত্র মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক জলে ভাসিতেছে। কতক বা চূর্ণিত হইয়া গরিব গৃহস্থের ভগ্ন গৃহের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কতকগুলি বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ধীরে ধীরে ক্লান্ত ভাবে গমন করিতেছে। কতক বৃহদাকার কুঞ্জর সদৃশ ভূমিতে দন্ত বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কাম রিপুর প্রতিনিধি ছাগ পশুদিগকে আনন্দময়ী শারদার চরণে উৎসর্গ করি-

বার জন্য তাঁহার ভক্তগণ লইয়া যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে উপহার ও উপহর্ত্তা উভয়েই মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া অপরিমিত জলপানে স্ফীতোদর হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। মান, ওল, নারিকেল প্রভৃতি রণে হত মনুষ্যের ছিন্ন হস্ত পদ ও মস্তকের ন্যায় সলিলের শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে যাইতেছে। মহাজন দিগের বাণিজ্যদ্রব্য সকল বিধ্বস্ত জলযান হইতে বিচ্যুত হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। পাটগুলি বৃদ্ধদিগের শুভ্রবর্ণ আলুলায়িত কেশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, কতক বা বস্তাবন্দি থাকিয়াই জলে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। স্বামী নাই, রক্ষক নাই কে আর অনুসন্ধান করে? কে তাহা সংগ্রহ করিয়া বণিকের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে? শত শত সহস্র সহস্র তণ্ডুল ও তাম্র কুটের বস্তা জলমগ্ন হইয়াছে, কতক বায়ু সন্তাড়িত হইয়া নদীকূলে বালুকারাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। ক্ষুধাতুর পক্ষী সকল তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে চঞ্চু মগ্ন করিতেছে। এমন সময়ে নটাকোলা গ্রামে রামহরি মাঝির কুটীর দ্বারে একটি বালিকা ক্রন্দন করিতেছে। বালিকার বয়ঃক্রম দশবৎসর, দেখিতে পরমা সুন্দরী। তাহার অশ্রুজলে বদন কমল ভাসিয়া যাইতেছে। শরীর যেন শোণিতশূন্য বোধ হইতেছে। গাত্রে ও পরিধানে ভাল বস্ত্র বা অলঙ্কার কিছুই নাই, আপন বস্ত্রালঙ্কার কোথায় স্খলিত হইয়াছে—কে জানে? বোধ হয় রামহরির কন্যার পরিধেয় অতি মলিন জীর্ণ স্থূল বস্ত্রে শরীর আবৃত হইয়াছে, আর্দ্র কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সোণার প্রতিমা কেহ ছালা দিয়া আবৃত করিয়াছে। সে নীরব ক্রন্দন, সে চিন্তা ব্যাকুলিত শরীরের বিত্রস্ত ভাব, সে পর্য্যাকুল নেত্রপাত, দর্শন করিলে পাষাণ গলে—লৌহ গলে, মানব হৃদয়ের কথা আর কি বলিব? সেই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য গ্রামের লোক সকল দলে দলে রামহরির গৃহে আসিতে লাগিল। যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ যে দর্শন করে সেই চমৎকৃত হয় ও শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে থাকে। এ কন্যা কে? একি রামহরির কন্যা? রামহরির কন্যা ক্রন্দন করিবে কেন? তাহাকে দেখিবার জন্য লোকের এত ব্যগ্রতা কেন? সে যে স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় স্বর্ণকান্তি! তেমন কান্তি, তেমন হরিণশিশুর ন্যায় বিস্তৃত সলিল সিক্ত সুন্দর চক্ষুঃ, তেমন সুনাসা তেমন সুগঠিত, সুসমান্বিত মূর্ত্তি কি চণ্ডাল গৃহে জন্মিয়াছে? তাহাত কোন ক্রমেই মন বিশ্বাস করিতে চাহে না। তবে সেরূপ, সে অদ্ভুত দেবপ্রতিমা চণ্ডাল গৃহে আসিল কিরূপে?

রামহরির পত্নী আমিষ গন্ধযুক্ত হস্তে সেই কোমল চক্ষুর অশ্রু মুছাইতে যত্ন

করিতেছে, বালিকার আমিষগন্ধ বাহিনী চাণ্ডালীর গাত্র গন্ধে বমনোদ্বেগ হইতেছে।

ঈশ্বর দয়ালু, তাঁহার রাজ্যে লোক শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ ঘটনা সংঘটিত হয়। আবার সেই সকল ঘটনার মধ্যে প্রতিনিয়ত তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মানদীর তীরে যে সকল জাল জীবীর বসতি আছে, তাহারা প্রায়শঃ মৎস্য ধরিবার জন্য নদীগর্ভে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা নদীর সুগভীর তরঙ্গময় সলিলোপরি ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। এই জন্য ইহাদিগের তরণী সকল এমনভাবে গঠিত হয় যে সহসা তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন না হইতে পারে। এবং কিরূপ কৌশলে নৌকা চালাইলে তাদৃশ তরঙ্গোপরি অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারা যায়, সে বিষয়েও তাহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং নদীতরঙ্গে তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করে। যখন অনভিজ্ঞ পথিক অজ্ঞাত জলপথে সলিল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হন, অথবা ঝটিকা প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন এই সকল জালজীবীরা মিলিত হইয়া সেই তরঙ্গসঙ্কুল নদীগর্ভে নৌকাসহ গমন করিয়া জলমগ্ন লোক সকলকে উদ্ধার করিয়া থাকে। বিগত রজনীতে সেই প্রবল বাত্যা পরিচালিত নদীগর্ভে তাদৃশ ভাগ্যহীন নিঃসহায় অনেক জলমগ্ন ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য জালজীবীরা উপস্থিত থাকিয়া অনেকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। এ ঘটনা অন্যান্য ঘটনার ন্যায় সামান্য নহে। ইহাতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ না করিয়া অন্যের প্রাণ রক্ষার যত্ন হওয়া অসম্ভব। কেননা তাদৃশ ভয়ঙ্কর ঝটিকার প্রতিকূলে বল কৌশল, কিছুই কার্য্যকর নহে, এখানে শিক্ষা বা শিক্ষা ঘটিত উপায় ও খাটে না। তথাপি দয়ালু জালজীবী নির্ভয়ে বিপন্নদিগের উদ্ধার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছে। রামহরি সেই জালজীবীদিগের একজন। কন্যাটি প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বিক্ষিপ্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছিল, রামহরি যত্নে উদ্ধার করিয়া গৃহে আনিয়াছে। একজন গ্রাম্যস্ত্রী কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা! তোমার নাম কি?"

কন্যা উত্তর করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা শুনিয়া তাহার শোকাবেগ আর বৃদ্ধি পাইল। শোকাচ্ছ্বাসে কণ্ঠা অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। তদ্দর্শনে একটি ভদ্রলোকের স্ত্রী নিকটে আসিয়া বলিল, মা! তোমার ভয় কি? আমরা তোমায় যত্ন করিব। তুমি নাম বল, অনুসন্ধান পাইলে নৌকা করিয়া তোমার পিতা মাতার নিকটে তোমাকে রাখিয়া আসিব, ক্রন্দন করিও না।

কন্যা অনেকক্ষণের পর বলিল, "আমার নাম, মুক্তকেশী।"

ভদ্র মহিলা বলিলেন "তোমার পিতার নাম কি।"

পিতার নাম শুনিয়া আবার তাহার সস্নেহ হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, কথা বলিতে পারিল না। অনেক যত্নে শোকশ্বাস নিবারণ করিয়া বলিল "কৃষ্ণকুমার সান্যাল।"

যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি পল্লিগ্রামের হিন্দু মহিলা। "সান্যাল" শুনিয়া বলিলেন, "আহা. হা, ব্রাহ্মণের কন্যা" ব্রাহ্মণের কন্যা! ! কি দুর্দ্দশা? নিদারুণ বিধাতা কার কপালে কি লিখিয়াছেন কে বলিতে পারে।"

কন্যা বলিল, যখন প্রচণ্ড বায়ু নৌকা বন্ধনী রজ্জু সকল ছিন্ন করিয়া নৌকা খানি নদীগর্ভে লইয়া ডুবাইবার উপক্রম করিল, পিতা তখন আমাকে ক্রোড়ে লইয়া ঝম্প দিয়া জলে পড়িলেন। আমাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন। কিন্তু উগ্রমূর্ত্তি বায়ুর বেগ ও ভীষণ তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কোন্ দিকে গেলেন আর কোনরূপেই তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না, তিনিও আর আমাকে ধরিতে না পারিয়া—হায় হায় রে, সে কথা যে বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তিনি ত এ অভাগিনীকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, হায়রে দারুণ বিধি! তিনি যদি কেবল আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন অনায়াসে বাঁচিতে পারিতেন। তিনি কেবল এই ভাগ্যহীনা কন্যাকে ভাল বাসিয়া আপনার প্রাণ—উঃ প্রাণ ফাটিয়া যায় সে ভালবাসা মনে করিতে। এমন স্নেহময় পিতাকে হারাইয়া আমি বাঁচিয়া রহিলাম কেন? আমায় তেমন করে আর কে ভাল বাসিবে? হায় হায়! পিতা গো! আর কি তোমারে পাইব না? তুমি কেন এ পাপিষ্ঠা কন্যাকে ভাল বাসিয়াছিলে, কেন এই পাপিষ্ঠার জন্য আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিলে? পিতা গো, প্রাণের পিতা কোথায় গেলে? মুক্তকেশীর অনুসন্ধান করিবে না? তোমার মুক্তকেশী ত মরে নাই তবে তুমি মরিলে কেন? হায় রে সাধের পিতা, এমন পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া আমি কেমন করে প্রাণ ধরিব? পিতার সুন্দর মুখশ্রী ভক্তিবিশ্বাস পূর্ণ। পিতঃ! তুমি যে বিপদকালে তোমার দয়াময়ী মাকে ডাকিলে? অশ্রুজলে ভাসিয়া কত যে প্রার্থনা করিলে! তবে কৈ তোমার মাত তোমার প্রতি দয়া করিলেন না। পিতা বলিলেন, "আমি আর চিন্তা করিব না, আমি মার ছেলে, আমি চিন্তা করিব কেন? মা আমাকে রক্ষা করিবেন। কৈ পিতঃ! তোমার মা কৈ? তুমি এত যে কান্দিলে তবুত তাঁর দয়া হইল না? তবুত তিনি তোমায় দেখা দিলেন না। এই রূপে মুক্তকেশীর বিলাপ ও অনুতাপ শ্রবণ করিয়া সমীপবর্ত্তিনী নারীগণ মুখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে আর এক জন মহিলা নিকটে গিয়া বলিলেন, "মা! তুমি কেবল পিতার নাম করিয়া ক্রন্দন করিতেছ, তোমার কি মা নাই?"

মুক্তকেশী কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "তোমরা কি বল গো! তোমরা যে আমার প্রাণের ভিতরে আগুন জ্বালিয়া দিলে? আমার মা? সেত ম নয়, সে যে প্রেমপুণ্যে মাখা একখানি সুন্দর প্রতিমা। মায়ের ভালবাসা কত, তার কি পরিমাণ করিতে পারি? মা আমার ক্ষুদ্র শিশু ভ্রাতাটিকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন, আর একটি ভ্রাতা আমার কনিষ্ঠ,মার নিকটে শয়ন করিয়াছিল। মা দুর্ব্বলা, সাঁতার দিতে জানিতেন না। পিতা আমাকে লইয়া জলমগ্ন হইলেন, অবলা জননী নিরুপায় হইয়া শিশু দুইটিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। নৌকা ডুবিল, আর কি মা আছেন? আহা, আমার শিশু ভ্রাতা বিনোদ! প্রাণের মুকুন্দ, তোরা কোথায় গেলি রে! তোদের সেই সুন্দর মুখশ্রী কি আর দেখিতে পাইব না রে? সেই আধ আধ সুমিষ্ট বাক্য কি আর শুনিতে পাইব না? আহা, মা! বাঁচিয়া কি আছ? প্রাণের ভাই! তোমরা কি মায়ের কোলে আছ? একাকিনী দুর্ব্বলা মা কি তোমাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছেন? না তিনি তোমাদিগকে হারাইয়া তোমাদিগের শোকে আত্মহত্যা করিয়াছেন? কি হইয়াছে কে বলিয়া দিবে? কার কাছে গেলে জনক জননীর সংবাদ পাইব? কে আমার সেই সুকোমল গোলাপ ফুলের মত সুন্দর ভ্রাতা দুইটির নিরাপদ সংবাদ আনিয়া দিবে? এমন দয়া কার আছে? হায় রে বিধাতঃ! হা ঈশ্বর! আমার জনক জননী যে তোমাকে বড় ভক্তি করিতেন। তবে কেন তাঁহাদিগকে বাঁচাইলে না? অথবা তুমি কি আমার অগোচরে তাঁহাদিগকে আপনার কাছে যত্ন করিয়া রাখিয়াছ? তাঁহাদের পরণের কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে, তাই বুঝি তুমি পুণ্য বসনে তাঁহাদিগকে সাজাইয়া দিয়াছ। পিতা তোমাকে জননী বলিতেন,মাতা তোমাকে প্রাণের হরি বলিতেন, তুমি কোথায়? একবার তাঁহাদের সংবাদ আমাকে বলিয়া যাও।" নিকটে গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের স্ত্রী দণ্ডায়মানা ছিলেন। তিনি মুক্তকেশীর বিলাপ আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন; "মা! মুক্তকেশী! এস আমার সঙ্গে। আমাদিগের বাটীতে তোমাকে যত্ন করিয়া রাখিব এবং কর্ত্তা বাড়ীতে আসিলেই আমি নৌকা দিয়া তোমার পিতামাতার অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিব।"

আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া মুক্তকেশীর মনে কিছু ভরসা আসিল। সে বলিল, 'কর্ত্তা কোথায় গিয়াছেন?"

তিনি বলিলেন, "কর্ত্তা কোন দূরতর স্থানে গমন করেন নাই। গ্রামে জমিদারী কাছারীতে কর্ম্ম করেন, সেই খানে বোধ হয় যাইয়া থাকিবেন।"

মুক্তকেশী বলিল, "তাঁহার নিকটে লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলে তিনি কি দুঃখিনীর কথা শুনিয়া গৃহে আসিবেন না?" তিনি বলিলেন, "হাঁ তাহাও সম্ভব যদি হয় তাহাই করিব। তবু তুমি চল। তোমার ক্রন্দন আর সহ্য করিতে পারি না।" এই বলিয়া মুক্তকেশীর হস্তে ধরিয়া তুলিয়া কোলে লইলেন এবং গৃহাভিমুখে চলিলেন। রামহরি মাঝির স্ত্রীও ক্রন্দন করিতে করিতে পাছে পাছে চলিল। রামহরি বলিল, "সোণার মালা বানরের গলায় শোভা পাবে না—তুমি আর বৃথা ইঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে যাইও না।"

রামহরির স্ত্রী বলিল, "তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তবু প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। আর কত ক্ষণ দেখিয়া আসি। আহা! এমন সুন্দর মূর্ত্তি যে আমি কখন দেখি নাই।"

উচ্চশিক্ষা বিধায়ক স্ত্রীবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন প্রদত্ত উপদেশ।

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতির ইতিহাস।

আমি গত বারে যাহা বলিয়াছি এবার সেই প্রস্তাবেরই অপর কিয়দংশ বলিব। ইতিহাস শিক্ষণীয় বিষয় সকলের মধ্যে মুখ্য বিষয়, যাঁহারা ইতিহাস জানেন তাঁহারা ইহার গৌরব কত তাহাও জানেন। ইতিহাসে ভদ্র অভদ্র ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সভ্য অসভ্য সকল প্রকার মনুষ্যপ্রকৃতিসম্ভূত ঘটনাপুঞ্জ চিত্রিত থাকে, এই চিত্র দর্শন ও তাহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ বা পাঠ করিলে সেই সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা, কেহ যদি আপত্তি করেন যে ইতিহাসে অসৎ লোকের অসচ্চেষ্টাসম্ভূত মন্দ ঘটনা সকল পাঠ করিয়া কেবল মন্দ রুচির পরিচয় দেওয়া হয়; তাহা সত্য নহে। কেন না মন্দ চেষ্টার ফল, মন্দরূপেই বর্ণিত হইয়া থাকে। দুষ্ট লোকের চরিত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সেই সকল চরিত্ররূপ কাল সর্পের হস্তে পরিত্রাণ লাভের অন্য উপায় নাই। এই জন্য আমি ইতিহাসঘটিত বিষয়সকল তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে সকল বিষয় বলিব মনে করিয়াছি তাহা তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে আমার এরূপ আশা আছে। ইতিহাস অর্থাৎ অতীত কালের ঘটনাপুঞ্জ ঘটিত বিবরণ। এই সকল ঘটনার মধ্যে আমাদিগের ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় ঘটনাবলিই অগ্রে জানা আবশ্যক; কেন না যে দেশে বাস করা যায় সে দেশের অতীত কালের বৃত্তান্ত বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে জ্ঞান থাকিলে দেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে। যদি দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বকালে সভ্য ভব্য বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ছিলেন এরূপ হয়, আর বর্ত্তমানে আমরা নিজ নিজ চরিত্রদোষে তাহা হারাইয়া থাকি, তাহাতেও অনুরাগ জন্মে; এবং সেই প্রকার হইবার জন্য মনে তেজঃ ও স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়। আবার যদি দেশের লোকেরা পূর্ব্বকালে অসভ্য অবিদ্বান্ অধার্ম্মিক ছিলেন এরূপ হয় তাহা হইলেও দেশানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া আর যাহাতে তাদৃশী দশায় না পতিত হইতে হয় তাহার জন্য মনে উৎসাহ অধ্যবসায় বাড়ে। অতএব প্রথতঃ স্বদেশের (ভারতবর্ষের) ইতিহাস বলা উচিত মনে করিয়া পূর্ব্ববারে কিয়দংশ বলিয়াছি, অদ্য তাহার অপর কিয়দংশ বলিতেছি। এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, ইহাতে বহুকাল অতীত হইল জ্ঞানও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে অনেক প্রকার সুঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, বহুতর জ্ঞানী অজ্ঞানী ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার উপযুক্ত ইতিহাস এ দেশীয় লোকেরা রাখিতে তেমন যত্ন করেন নাই, সুতরাং পূর্ব্বতন ঘটনা সকল অবগত হইতে পারা বড় কঠিন। কিন্তু বেদ পুরাণাদি যে সকল পুস্তক এদেশে আছে তাহার ভিতরে ইহাঁদিগের আহার আচার রীতিনীতি কিছু কিছু জানিতে পারা যায় সুতরাং আমি যাহা কিছু বলিব সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়াই বলিব।

আমি পূর্ব্ব বারে আর্য্যজাতির উৎপত্তি ও বিস্তার বিষয়ে অল্প অল্প তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহাতে আদিম আর্য্যজাতিদিগের জন্ম ও জন্ম স্থান, তৎপর তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গতি ও বিস্তৃতির কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন যে দেশে যত আর্য্যজাতি আছেন, তাঁহারা সকলেই এক বংশীয় লোক। কেবল বিবাদ বিসংবাদ করিয়া স্থানে স্থানে ও দেশে দেশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। অতি সহজেই বোধ হইতে পারে, এই বিবাদে আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। এই যে সম্মুখে ম্যাপখানি দেখিতেছ, ইহা ভারতবর্ষের ম্যাপ (মানচিত্র)। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা সরাবতী নদী অথবা কুমারীকা অন্তরীপ। এই দেশে পূর্ব্বকালে এক প্রকার জাতি ছিল, তাহারা অতি কদাকার কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাহারা মনুষ্য মাংস ও বন জন্তুর মাংস ভোজন করিত, তাহাদিগের আকৃতি যেমন কুৎসিত ছিল, পরণ পরিচ্ছদ আচার নিয়মও তেমনই কুৎসিত ছিল; এই ভারতবর্ষ আর্য্যগণ সেই অসভ্যদিগের

সহিত যুদ্ধ করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন। এই দেশের আদিমনিবাসী অসভ্য জাতিরা আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াও অনেক সময় তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত, অনেক সময়ে আর্য্যগণ অসভ্য আদিমবাসী কর্ত্তৃক বড় তাক্ত বিরক্ত হইতেন। ঋগ্‌বেদ পাঠে জানা যায় আর্য্যগণ আদিম বাসী অসভ্যগণ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইয়া তাহাদিগের বিনাশের জন্য নিজ অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন; এবং এই সকল অসভ্য জাতিকে আর্য্যগণ দস্যু বলিয়া ডাকিতেন। বোধ হয়, সেই হইতে পরস্বাপহারীদিগকেও দস্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

আর্য্যগণ প্রথমতঃ এ দেশের সিন্ধু নদীর তীরে বাস স্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করিতেন। তাঁহারা প্রথমতঃ যে দেশে অবস্থিতি করেন, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। পশ্চিমে সরস্বতী পূর্ব্বে দৃশদ্বতী (কাত্যায়নী) নদী, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। সরস্বতী নদী অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ও তপঃস্বাধ্যায় নিরত আর্য্যগণের বিশেষ প্রিয় ছিল। সরস্বতী কেবল সরস্বতী নামে পরিচিত নহে, ইহার আরও অনেক নাম আছে। বিশেষ বিশেষ দেশে বিশেষ নামে পরিচিতা যথা—পুষ্করে সুপ্রভা, নৈমিষারণ্যে কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে বিশালা, উত্তর কোশলে মনোরমা, ঋষভ দ্বীপে ও কুরুক্ষেত্রে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে সুরেণু, হিমালয়ে বিমলোদা। আর্য্যদিগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাসকল এই নদীতীরবর্ত্তি স্থানে ঘটিয়াছিল। এই নদীতীরে তাঁহারা নানাবিষয়ে বিশেষরূপে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এই নদীর নাম পূর্ব্বে সরস্বতী ছিল বোধ হয় না, আর্য্যগণ এই নামটী প্রদান করিয়া থাকিবেন। কেন না ইহার অপর একটি নাম আছে, "বাক্‌প্রদা" ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় এই নদী তীরে থাকিয়াই আর্য্যগণ প্রথম কবিত্বাদি (ঋগ্‌বেদের সূত্রাদি) রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহার দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশসকলকে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ বলে। ব্রহ্ম শব্দে বেদ আবর্ত্ত শব্দের অর্থ উচ্চারণ। যে স্থলে প্রথম বেদ উচ্চারিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলা যাইতে পারে। এই জন্য সরস্বতী নদী ও ব্রহ্মাবর্ত্তদেশকে বিশেষ তীর্থ স্থান বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তৎপর ক্রমে আর্য্যদিগের বংশ ও পরিবার বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে আর্য্যস্থান বিস্তৃত হইতে চলিল। ক্রমে হিমালয় হইতে আরম্ভ হইয়া বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত আর্য্যনিবাস প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বদিকে কাত্যায়নী নদী, পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত কহে। লোকে কথিত আছে, আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমি। পুণ্যবান্ আর্য্যগণের বসতিস্থান জন্য

ইহাকে পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করে। ভারতবর্ষের প্রথমার্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত, দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম দাক্ষিণাত্য বলে অর্থাৎ বিন্ধ্যাগিরিকে সীমা করিয়া কুমারিকা পর্য্যন্ত স্থানকে দাক্ষিণাত্য বলে। এই প্রদেশে আর্য্যজাতির বসতি ছিল না, ইহা পূর্ব্বনিবাসিগণের অধিকৃত ছিল। কিন্তু এই সকল দেশের অনার্য্যগণও আর্য্যগণের কৃপায় পরে আর্য্যত্ব লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, পরশুরাম যখন দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন, তখন সে দেশে ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া অতীব দুঃখিত হন এবং সেই দেশে যে কৈবর্ত্তগণ ছিল তাহাদিগের গলায় যজ্ঞসূত্র প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন *।

পূর্ব্বে যে সকল আর্য্য গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে চলিয়া যান, সেই বহুবিভক্ত দলসকলের দুই দল ভারতবর্ষে অবশিষ্ট থাকেন। প্রথম দলেরা হিন্দু দ্বিতীয়দলের নাম পারসিক। এই দুই দল বহু কাল পর্য্যন্ত এক পরিবারে থাকিয়া কাল যাপন করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগের মধ্যে অন্যান্য দল অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা ও মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর ইহারাও পরস্পরে বিবাদ করিয়া এক দল (হিন্দুদল) সিন্ধু নদের তীরে রহিলেন, অপর দল পারস্যে চলিয়া গেলেন। এই পারস্যদেশবাসী আর্য্যগণ সিন্ধু নদের তীরস্থিত লোকদিগকে হিন্দু বলিয়া ডাকিত, সেই হইতে অথবা মুসলমানেরা এদেশকে অধিকার করিলে পরাজিত ভারতীয় আর্য্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছেন। পারস্য ভাষাতে 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিবার নিয়ম আছে সেই জন্য পারস্য দেশবাসী আর্য্যদিগকে ঐনদীর নামে নামদিয়া 'হিন্দু' বলিয়া ডাকিত। অথবা পারস্য ভাষায় 'হিন্দু' শব্দে 'কৃতদাস' বুঝায়, মুসলমানগণ ভারত জয় করিয়া বিদ্রূপ করিবার জন্য "জিতজাতির প্রতি" এই অবজ্ঞাসূচক হিন্দু (কৃতদাস) নাম দিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিত। সেই অবধি আর্য্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছেন কি না সন্দেহ আছে। এস্থলে একটি অনুমান হইতেছে যে পারস্যবাসী আর্য্যগণ যে সিন্ধুতীরবাসী বলিয়া ভারতীয়দিগকে হিন্দু বলিয়া ডাকিতেন এ কথাটিতে কোন বিশেষ বিবাদ বা আপত্তি করিবার কারণ দেখা যায় না, সুতরাং আর্য্যগণ আপনারা ও আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু "কৃতদাস" বলিয়া জেতৃমুসলমানগণ ডাকিলেও অসমর্থ হইলেও আর্য্যগণ আপনারা কদাচ এনাম স্বীকার করিতেন না। হিন্দু-

---

* অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।——যজ্ঞ সূত্রমকল্পয়ৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

নামে কষ্ট বা কলঙ্ক বোধ করেন নাই, প্রত্যুত দেখা যাইতেছে যে হিন্দু নামটিতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। সন্তুষ্ট থাকিবার প্রমাণ এই যে কেহ কেহ এই হিন্দু শব্দটিকে সংস্কৃত বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন। রাজা রাধাকান্তদেব আপন প্রসিদ্ধ অভিধানে হিন্দু শব্দের প্রমাণস্বরূপ সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বচনের সংস্কৃত ভাব দ্বারা যদিও হিন্দু শব্দ সংস্কৃত না হইয়া অসংস্কৃতই প্রমাণ হইয়াছে, তথাপি এটি নিশ্চয় যে হিন্দু জাতি হিন্দুনামের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকিলে এরূপ চেষ্টা কখন করিতেন না। যা হউক কোন্ সময় হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ হিন্দুনামে অভিহিত হইতেছেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, থাকিলেও পারস্যবাসী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই নিশ্চয় বোধ হয়।

যাঁহারা এ দেশে হিন্দু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তাঁহারা ক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা আদিমনিবাসী অসভ্য জাতির সঙ্গে সদা সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ করিয়া কাটাইতেন। সেই সকল অসভ্যগণ ক্রমে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া পলায়নপরায়ণ হইল। অনেক গুলি পর্ব্বতে পর্ব্বতে অরণ্যে অরণ্যে ক্রমে আশ্রয় লইল, কতকগুলি যেস্থানে যোগী ঋষি ও অল্পসংখ্যক নিরীহ হিন্দু ছিল সেই সকল স্থান আশ্রয় করিল। এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে অতি অরণ্যময় ছিল, এখন যে সকল গ্রাম নগরাদি দেখা যায় পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিল না। শত্রুরা (আদিমবাসীরা) আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ঐ সকল নিভৃত অরণ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিত, আবার সময় পাইলেই আক্রমণ করিত। আর্য্যগণ ইহাদিগের উৎপাতে সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন। কখন শত্রুগণ আসিয়া আক্রমণ করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয় ছিল না। এই জন্য আর্য্যগণ অরণ্য সকল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। জঙ্গল কাটিয়া যে সকল ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া বাহির করিতেন, সেই সকল ভূমিতে পরিশেষে নানাবিধ ফল মূল ও শস্যের আবাদ করিতে লাগিলেন।

আর্য্যগণ প্রথমতঃ পঞ্জাব দেশে আসিয়া বসতি করেন, এই পঞ্জাব দেশ পরম সুন্দর। ইহার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পঞ্জাবকে সংস্কৃতে (পঞ্চাল) দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। "পঞ্চাল" এই নাম পাঁচটি নদীর জন্য প্রসিদ্ধ। শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা এই পাঁচটী নদী অতি সুন্দর। পাঁচটী সুন্দর নদী যে রাজ্যে আছে, সে রাজ্যের স্বাস্থ্য সুখ অতি উপাদেয়। শতদ্রু নদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া বিপাশাতে মিলিয়াছে। এই সকল নদীর জল অতিপরিষ্কৃত সুস্বাদু ও সুশীতল। এই সকল নদীর

গুণে দেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা নানাবিধ শস্যের আকর হইয়া আছে। অতি সুন্দর পবিত্রসলিলা নদীসকল দ্বারা দেশের পোষণ হইত বলিয়া এদেশ তপস্যার বিশেষ অনুকূল জন্য তপস্যাপ্রিয় আর্য্যগণের ইহাতে লোভ হইয়াছিল। কেবল দেশের জলবায়ু শস্যাদিই যে উৎকৃষ্ট তাহা নয়, এখানকার মনুষ্যদিগের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আকৃতি পরম সুন্দর। এদেশের অধিবাসীরা দীর্ঘকায় সুশ্রী বলবান্ ও সুস্থ। এই কারণেই আর্য্যগণ এইস্থানে বসতি করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সরস্বতীনদীতীরস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে থাকিয়া আর্য্যগণ প্রথম ধর্ম্ম ভাবে, কবিত্বের ভাবে পরিচালিত হন অর্থাৎ প্রথমতঃ বেদাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ধর্ম্মভাবপূর্ণ কবিত্বসকল একত্রিত করিয়া "ঋগ্বেদ" নাম প্রদত্ত হয়। ঋগ্ বেদই প্রথম ধর্ম্মভাবের আবিষ্কার, এই ঋগ্বেদ অতি পুরাতন কালে রচিত হয়। ইহা জানিবার উপায় নাই, কতকাল হইল ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। কেবল এই মাত্র জানা গিয়াছে যিশুখৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ বিরচিত হইয়াছিল। এই যে জানা তাহাও বিশেষ প্রামাণিকরূপে জানা বলা যায় না। এই ঋগ্বেদ প্রথমাবস্থায় কেবল ধর্ম্ম মত লইয়া বিরচিত হয় নাই, ইহাতে অনেক সাংসারিক ব্যাপার সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। পরিশেষে মহামুনি বেদব্যাস কর্ত্তৃক ইহা বিশেষ বিশেষ শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া যায়। এক ঋগ্বেদ সাম যজু ও ভেদে তিন অংশে বিভক্ত অথর্ব্বসহ চারিবেদ প্রসিদ্ধ। কতকগুলি কেবল ঋক্ নামে খ্যাত হয়, এবং ঋক্ সকলের মধ্যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভাগ আছে। যে অংশে কেবল গান করিবার জন্য দেবতাদিগের চরিত্র ও স্তুতি তান লয় মূর্চ্ছনাদি সহ বিরচিত হইয়াছিল তাহা সাম নামে খ্যাত। যে সকল অংশ যজ্ঞের জন্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহা যজু নামে অভিহিত। আর নানা প্রকার অমঙ্গল বিলোপ উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞাদি কেবল শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য হইত, তাহাতে ব্যবহৃত মন্ত্র ও স্তব প্রভৃতি অথর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আর্য্যগণের আবিষ্কৃত ঐ বেদ পাঠে জানা যায় তাঁহারা জনককে প্রতিপালন ও রক্ষণের জন্য পিতা বলিতেন, কেন না পা ধাতু পিতা হইয়াছে। জননীকে মাতা (পরিমাণকর্ত্রী) কন্যাকে দুহিতা (গাভী দোহন কর্ত্রী) বলিতেন। এই সকল কথা দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীতে মিলিত হইয়া বাস করিতেন।

এই বৈদিক ধর্ম্মমতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোন দেব দেবীর অর্চ্চনা করিবার বিধি বা প্রণালী ছিল না, কিন্তু ইন্দ্র বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতির পূজা ও স্তুতি করিবার রীতি

ছিল। এরূপ হইবার কারণ আর্য্যগণ আদিম অবস্থায় নিতান্ত বালকের ন্যায় কৌতূহলপরবশ ছিলেন। বালক যেমন এই সংসারের বিষয় কিছু জানে না, কিন্তু যাহা দর্শন করে তাহাই নূতন ও বিমুগ্ধকর বলিয়া গ্রহণ করে; সেইরূপ আর্য্যগণও আগে এই বিশ্বরাজ্যের কিছুই জানিতেন না সুতরাং সম্মুখে যাহা দেখিতেন তাহারই ভাবে গলিয়া যাইয়া বিস্মিত, চমৎকৃত ও কৌতূকপরবশ হইতেন, এবং সূর্য্যের চন্দ্রের বায়ুর অগ্নির জলের বিদ্যুতের অসাধারণ ভাবেতে দেবত্ব আরোপ করিয়া স্তব করিতেন। এ অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা, ইহা চেষ্টা হইতে হয় নাই; প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনি হইয়াছে।

এই সকল ঋক্ যজু সাম প্রভৃতি বেদ পাঠ করিলে জানা যায় আর্য্যগণ অত্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ ভাল বাসিতেন। সর্ব্বদাই শত্রুদিগের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ হইত, সুতরাং যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি তাঁহাদিগের অনেক প্রকার ছিল; এবং সেনানিবেশ (কেল্লা) প্রস্তুতের নিয়ম ও নানা প্রকার শিবিরও ছিল। এই শিবির প্রভৃতি অধিকাংশ মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল। তৎকালে ইট কি ইটের ঘর ছিল না। প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ অট্টালিকা ও কেল্লা প্রভৃতির কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। পাতরের বাটী ঘোড়াশালা প্রভৃতি ছিল, মাটীরও এই সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত। অতি পূর্ব্বকালে রাজা থাকিবার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্য্যগণ শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যে সকল যুদ্ধাদি করিতেন তাহা সকলে সমবেত হইয়া করিতেন এরূপ নিয়ম থাকাতে বিভিন্ন রুচি, কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রবল হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবাদ বিসংবাদ হইতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ দলাদলি ও জিগীষা পরায়ণতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। বোধ হয় গৃহবিবাদপরায়ণ আর্য্য যখন দেখিলেন যে গৃহবিবাদ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে শত্রুগণ প্রবল হইবে এবং হয়ত পরিশেষে সমূলে বিনাশ করিবে, এই জন্য সমবেত আর্য্যগণ রাজা থাকিবার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিত রাজা দ্বারাই আপনারা শাসিত হইতে লাগিলেন।

এখন যেমন অতি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য একটি রাজার শাসনে থাকিয়া শাসিত হয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। আর্য্যগণ যেখানে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মণ্ডলী রচনা করিতেন, সেই স্থানেই এক জন করিয়া রাজা ছিল। সুতরাং অল্প অল্প স্থান লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। রাজপদ প্রথমতঃ সমবেত আর্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় পরে বলের দ্বারা তাহা পরিরক্ষিত হইত। রাজপদ স্থির রাখিবার নিয়ম সকল দেশে ও সকল কালেই এক প্রকার অর্থাৎ বলবীর্য্য আছে এখনও সেই রাজা হয়। পূর্ব্বেও যে বলবান্ হইত সেই রাজা হইয়া রাজপদ অধিকার করিত।

প্রাচীন আর্য্যগণ বিবাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এক জন দুই তিনটী স্ত্রীকে বিবাহ করিতেন, কিন্তু বিবাহ সকলের মধ্যে প্রথম বিবাহিত স্ত্রীরই গৃহিণীত্ব অর্থাৎ গৃহরাজ্যে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। প্রথমা স্ত্রী দৈব এবং পৈত্র কার্য্যের সম্পাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বামির অংশ ভাগিনী। প্রথমা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া এ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কেহ সমর্থ হইতেন না। শ্রাদ্ধ এবং পৈতৃক ত্যাজ্য সম্পত্তিতে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরাই অগ্রগণ্য অধিকারী। এই সকল কারণে বোধ হয় পরে যে সকল বিবাহ হইত তাহা ঠিক বিবাহ বলিয়া গণ্য হইত না। বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় শাসনে দেখিতে পাওয়া যায় প্রথম বিবাহ ধর্ম্ম্য, অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত কিংবা ধর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল, তৎপর যে সকল বিবাহ হইয়া থাকে সে সকল কাম্যবিবাহ নামে আখ্যাত গৃহে ও সমাজে স্ত্রীজাতির অত্যন্ত সম্মাননা ছিল। কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি অসদাচরণ করিতে পারিত না। স্ত্রীরাও পূর্ব্বকালে ব্রতপরায়ণা হইয়া সর্ব্ব অবস্থায় স্বামীর অনুগমন করিতেন, স্বামীর অনুমতি বা রুচি বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহারা কদাচ করিতেন না স্বামীও ভোগে বা সুখে কোন বিষয়ে স্ত্রীকে অতিক্রম করিতেন না। পূর্ব্ব কালে স্ত্রীগণের অলঙ্কারের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তৎপরে অলঙ্কার পরিধান করিতেন কি না সন্দেহ। কেন না রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে নানা অলঙ্কার পরিধান করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু কি কি অলঙ্কার তাহার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্বর্ণকার (সেঁকরা) প্রভৃতি ব্যবসায়ী অতিপূর্ব্বে থাকিবার সংবাদ বড় পাওয়া যায় না, কিন্তু রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে যেমন বিলাসিতা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা প্রভৃতি মনুষ্য মনে প্রবেশ করিল, অমনি ক্রমে অলঙ্কার ও স্বর্ণকার আবির্ভূত হইল। পূর্ব্বকালে তূলার আবাদ ছিল না, সুতরাং তূলার সূতা দিয়া কাপড় প্রস্তুত করিবার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় তূলার কাপড় ছিল না। মুনি ঋষিরা বৃক্ষ বল্কলের সূত্র হইতে যে বস্ত্রের ন্যায় পদার্থ (ছালা) প্রস্তুত হইত তাহা ও বৃক্ষ বল্কলাদি পরিধান করিতেন তৎকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ধান্য ও তণ্ডুলাদি ছিল না, কিন্তু অযত্ন সম্ভূত নীবার (উড়িধান) থাকার সংবাদ আছে। ঋষিরা এই নীবার নির্ম্মিত অন্ন, যব, গোধূম ও মুদ্গ, মাষ, প্রভৃতি অযত্নসম্ভূত দ্রব্যাদি এবং ফল মূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। আর তাঁহারা সকলেই

গাভী পুষিতেন, তাহা হইতে দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বারা প্রাত্যহিক হোম ও আপনাদিগের ভোজন ভালরূপে চলিত। এতদ্ব্যতীত মাংস ভোজনের বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। গৃহে কোন মাননীয় অতিথি আগমন করিলে গাভী-পুত্রদিগকে হত করিয়া তাহার মাংস তাঁহার প্রীতির জন্য প্রদত্ত হইত এখনকার অনেক লোকে বলে ও আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রেও লিখিত আছে আর্য্যেরা গরু মারিয়া আবার বাঁচাইয়া দিতেন। "মারিয়া বাঁচাইয়া দিতেন" ইহাও গরু ভোজনের বিশেষ একটি প্রমাণ। যদি তাঁহারা গরু সকলকে বাঁচাইয়া দিতেন, তবে গোমাংসের অনিষ্টকারিতানিবন্ধন একালের লোকদিগের প্রতি নিষেধসূচক প্রবল আইন জারি করিতেন না। কিরূপ করিয়া বাঁচাইতে হয় উত্তর বংশীয় দিগকে সেই সঙ্কেতটি শিখাইয়া দিতেন। ফলতঃ গৃহ্য সূত্রাদিতে গোহনন ও দগ্ধ করিবারই প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁচাইয়া দেওয়ার কোন প্রমাণ নাই। যাহউক তাঁহারা গরু খাইতেন এবং এই জন্য গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এ ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ পশু পক্ষীর মাংস ভোজন করিতেন। গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, নকুল, বিড়াল, শেয়াল, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি পর্য্যন্ত ভোজ্য সামগ্রীর অভ্যন্তরে ছিল। পর পর কালে ক্রমে সভ্যতানিবন্ধন দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির উদ্রেক হওয়াতে গো মহিষ অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি উপকারী পশুর মাংস ভোজন হিন্দুজাতির নিষিদ্ধ হইয়াছে। হরিবংশ পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ইহাঁরা দ্বারকাতে এক বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে যে সকল ভোজ্য সামগ্রী ছিল তন্মধ্যে গো মহিষাদি বিস্তর ছিল। আর্য্যজাতি যে অত্যন্ত মাংসভোজী ছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে, তাঁহারা বক্ষঃস্থলে ক্রস করিয়া এক গুচ্ছ চর্ম্মের রজ্জু ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমান কালে সেই চর্ম্মরজ্জুর স্থানে যজ্ঞসূত্র প্রকল্পিত হইয়াছে। আর্য্যগণ মাংসভোজী ছিলেন বলিয়া মদ্য পান করিতেন। তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে যেমন অশ্ব গো প্রভৃতি হত হইত তেমন প্রচুর পরিমাণে সোমরসের আয়োজন হইত। সোমলতা নামে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ ছিল, তাহা হইতে এই মদ্য প্রস্তুত বলিয়া ইহাকে সোমরস নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই মদ্যে কেবল মাদক শক্তি ছিল না, শরীরের পোষণ ও রক্ষণোপযোগী অন্যান্য শক্তিও ছিল সুরাসুরে যুদ্ধ মদ্য পানের প্রমাণ। যাঁহারা মদ্য পান করিতে পাইতেন না বলিয়া সুরাপহারী ছিলেন, তাঁহারা অসুর যাঁহারা মদ্যপান করিতেন ও করিতে অধিকারী ছিলেন তাঁহারা সুর বা দেবতা নামে অভিহিত ছিলেন।

পূর্ব্বকালে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সূতোর কামার তেলী মালী প্রভৃতি ছিল। ভারতবর্ষ জঙ্গলময় ছিল, সেই জঙ্গলে বহুতর বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ ছিল এস্থলে সূতোরী ব্যবসায়ী না হইলেই চলে না। আবার কাঠ সকল সকল কার্য্যে ব্যবহৃত করিতে হইলে লৌহের বিশেষ প্রয়োজন! বস্তুতঃ লৌহ দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি তৎকালে প্রস্তুত হইত, লৌহের গাড়ী লৌহ পেটিকা (বাক্স) প্রভৃতির তৎকাল প্রচলিত নাম শুনিয়া বোধ হয় তখন হইতেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বৈদ্য ছিল, এ বৈদ্যজাতি নহে, চিকিৎসক। তৎকালে ব্রাহ্মণ জাতি অগ্রগণ্য চিকিৎসক, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণী, বৈশ্য তৃতীয় শ্রেণীর, শূদ্র চতুর্থ শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল। বৈদ্য জাতি পূর্ব্বে ছিল না, পরে তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

তৎকালে কবিত্ব ও কবিও ছিল। রাজাদিগের স্তুতিবাদকারী একদল ব্রাহ্মণ ছিল, ইহারা কেবল রাজাদিগের গুণ কবিত্ব পরিণত করিয়া রাজদ্বারে গান করিত। তৎকালে সমুদ্রগর্ভে বড় নৌকা (জাহাজ) করিয়া দেশ দেশান্তর গমনাগমন ছিল। চর্ম্মপাদুকা ছিল। ক্ষৌরী হইবার প্রথা ছিল না প্রায় সকলেই চুল দাড়ী রাখিতেন কেশবিন্যাসের পদ্ধতি ছিল, কেশবিন্যাসের জন্য এক প্রকার দাড়া ব্যবহৃত হইত। এই দাড়া কখন কখন চুলবান্ধার পরিবর্ত্তে গলায় দেওয়া হইত; অর্থাৎ কোন কারণে নিষ্পিড়ীত বা উত্তর্জিত হইলে এই রজ্জু যোগে উদ্বন্ধন করা হইত।

উড়িষ্যাদেশ।

কটক নগর।

(ভ্রমণ বৃত্তান্ত।)

গত প্রকাশিতের পর।

উড়িষ্যা রাজ্যের প্রধান নগর কটক। এ নগর বহু প্রাচীন। মহানদী ও কাটজুড়ি নদী দ্বারা নগরের তিন দিক্ পরিবেষ্টিত। বর্ষ কালে কটক নগর একটি উপদ্বীপের ন্যায় শোভা পায়। তখন পুলিন সকল জলমগ্ন করিয়া মহানদী প্রায় এক ক্রোশ বিস্তৃত হয়, পরপার নয়নগোচর হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্রোতোবেগ অত্যন্ত তীব্র হয়, কাঠজুরী নদীও ভীষণাকার ধারণ করে। সুদৃঢ় প্রস্তরের বাঁধ কাঠজুরীর জলপ্লাবন হইতে নগরকে রক্ষা করিতেছে। বসন্তকালে এই কাঠজুরী নদীর এরূপ অল্প জল হয় যে লোকে অনায়াসে পদব্রজে পার হইয়া যায়। এই নগর উড়িষ্যা কমিসানরের হেড কোওয়টর। এখানে এক দল মাদ্রাজি সৈন্য আছে, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজ ও প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মালস্কুল আছে। নগরে সামান্য কোটাবাড়ী ও খড়ের ঘরই অধিক।

উৎকৃষ্ট অট্টালিকা নাই বলিলেই হয়। সাহেবগণ বড় বড় বাঙ্গালাতে বাস করেন। এ নগর হইতে উৎকলদীপিকা নামক উড়িষ্যা ভাষায় এক খানা ক্ষুদ্র সপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

এখানে আপিস ও বিদ্যালয়াদিতে উচ্চ উচ্চ পদে প্রায় বাঙ্গালী বাবুগণ নিযুক্ত আছেন। বাঙ্গালী বাবুদিগের মধ্যে সম্প্রীতি অল্প, পরস্পর ঈর্ষ্যা ও দলাদলি বিলক্ষণ আছে। বাঙ্গালী সমাজে ধর্ম্মহীনতা ও নাস্তিকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সুরার বিলক্ষণ সমাদর। ইহাদের অনেকের কুদৃষ্টান্তে ও চরিত্র দোষে উৎকলীদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, ইহারা বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক। এ নগরে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। একটি আদি সমাজের অন্তর্গত আর একটি প্রতিবাদী সমাজ। একটি মন্দির আছে শনিবারে ও রবিবারে ক্রমান্বয়ে সেই মন্দিরে দুই সমাজের অধিবেশন হয়। প্রথমোক্ত সমাজের দুই একজন সভ্যের অনুরোধ ক্রমে শনিবার রাত্রিতে আমি সমাজের কার্য্য দর্শন করিতে যাই। রাত্রি ৮ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবার কথা ছিল, ৮ টার পরও প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমাকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দুই এক জন করিয়া উপাসক উপস্থিত হইলেন ও পুনঃ পুনঃ তামাক খাইতে লাগিলেন। পাঁচ ছয় জন সভ্য উপস্থিত হইলে এক ফরসের উপরে বসিয়া সকলে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এক যুবা উপাচার্য্যের আসনে বসিয়া আদ্যোপান্ত গ্রন্থ পাঠ এবং একজনে তানপুরা বাজাইয়া কালওয়াতিসুরে গান করিলেন। এই ভাবে উপাসনা সমাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই তাম্বুল দানে সকলকে অভ্যর্থন করা হইল। আমিও একটি খিলি প্রাপ্ত হইলাম। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া সঙ্গের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে উপাসনা গৃহে পান তামাক ব্যবহার হয় কেন? তিনি বলিলেন "ইহাত ভাল, পূর্ব্বে এস্থানে মদ্যপান হইত, কিছুকাল হইতে তাহা রহিত হইয়াছে।" প্রতিবাদী সমাজের অবস্থা ও সভ্যদিগের ভাবগতি যেরূপ শুনিলাম তাহাতে আর আমার সেই সমাজ দর্শন করিবার ও তাঁহাদের কাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না। এ নগরে কটক প্রিণ্টিং কোম্পানি হলে বক্তৃতাদি পাব্লিক কার্য্য হইয়া থাকে। শুনিলাম এই গৃহে সুরাপান ও নৃত্যাদি কুৎসিত কার্য্য করিয়া বাবুরা আমোদ করেন।

কটক নগরে খাদ্য সামগ্রী সুলভ। এদেশে ফলের মধ্যে কদলী ও আম্র প্রচুর পাওয়া যায়। মহানদীর অপর পারে কিয়দ্দূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোহর। এ নগরে স্বর্ণ রৌপ্যের অতি মনোহর তৈজসাদি প্রস্তুত হয়। রূপার উপর এরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে কোন দেশের লোক সক্ষম নহে। কটকের কারিগরগণ এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য। নানা দেশে এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত তাহাদের শিল্প দ্রব্যের অত্যন্ত আদর। কেবল উড়িষ্যাতেই আদর নাই। তাহারা এক সের দেড় সের ওজনের কদর্য্য অলঙ্কার হস্ত পদে পরিধান করিয়া থাকে। কটক নগরের লোক সংখ্যা ৫৫ হাজার।

কোথা র'ব উৎসবের দিনে! *

কাঁপিল পরাণ; আমি শুনে বজ্রাহত,
উৎসব মন্দিরে নাহি প্রবেশিতে পাব,
উৎসবের দিনে; হায়! যে দিন জননী
আনন্দে মাতিয়ে মহা উন্মাদিনী প্রায়,
লইয়া সন্তানগণে করিবেন খেলা;
ভক্তমেলা যেই দিন বসিবে মন্দিরে।
কাঁদরে পরাণ আজ কাঁদ উচ্চরবে,
উৎসবে যাইতে তোর নাহি অধিকার,
যাইবে সকল ভাই, যাবে ভগিনীরা,
তুই রে যাইতে শুধু পাবি না মন্দিরে
নিজ অপরাধে; হায়! যেই দিন সবে
কোলে লয়ে দয়াময়ী, হাসিতে হাসিতে
তুষিবেন, স্তন্যদুগ্ধ দানে, সেই দিন,
অলস কপট বলি, স্পরশ (ও) বারেক
নাহি করিবেন তিনি, ওরে প্রাণ তোরে
তাই বলি কাঁদ প্রাণ কাঁদ্‌রে কেবল!
কি শোভা ধরিয়া আহা! সেদিন জননী,
আসিবেন শ্রীমন্দিরে, সঙ্গে পুত্র কন্যা
অমরাবতীর কত; আহা পাব না দেখিতে
আমি শুধু; হায়! হায়! নিজ কর্ম্মদোষে।
ত্রিদিবনিবাসী মোর সুর ভ্রাতা যত
আসিয়া এ মর্ত্ত্যলোকে মাতিয়া আনন্দে,
ভূলোকনিবাসী কত ভ্রাতা ভগ্নী মনে,
নাচিবেন সুখে; হায়! সেই সুখ হতে
এ অভাগা, সেই দিন রহিবে বঞ্চিত;
ভাবিতে পারি না কিন্তু, রহিবে কেমনে?
সে দিন অমরপুরী, এ মর্ত্ত্যভূমিতে
হবে অবতীর্ণ আহা! মন্দির মাঝারে।
জননীর দ্বারবান্ নিবারিবে মোরে,
প্রবেশিতে যাই যদি; বিদরে পরাণ
ভাবিয়া সে এবে; হায়! "প্রবেশ নিষেধ,"
কহিবেক উচ্চরবে; দূর হও বলি,
খেদাইবে মোরে; হায়! কেঁদে কেঁদে যদি
বলি আমি তার, ওগো ছেড়ে দাও মোরে
আসি আমি নিত্য নিত্য পূজিবার তরে

---

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভাদ্রোৎসব আগত প্রায়। উৎসবের পূর্ব্বে মন্দিরের আচার্য্য মহাশয় একদিন প্রার্থনার সময় বলেন, প্রচারকবর্গের উৎসবে যোগ দেওয়া নিষেধ। উৎসবের উপযুক্ত বলিয়া মণ্ডলী কর্ত্তৃক মনোনীত হইলে উৎসবে যোগ দিতে সক্ষম হইবেন। উপযুক্ততার অভাবে প্রচারকেরা যদি উৎসবে যোগ দিতে অনুমতি না পান, তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে সাধারণের অনুমতি পাওয়া কত অসম্ভব। এই ভাব ধরিয়া মন্দিরের জনৈক উপাসক কর্ত্তৃক এই কবিতা রচিত হইয়াছে। নারীগণও উৎসবের উপযুক্ত হইয়া উৎসবে যোগ দান করিবেন, এই কামনা।

এই শ্রীমন্দিরে ; ওগো শোন বলি,
এ মন্দির আমাদেরি ; শুনিব তাহাতে
আর (ও) ভয়ঙ্করবাণী,—'পাপিষ্ঠ অধম !
নিত্য নিত্য তুই ওরে আসিস্ মন্দিরে,
তাই তোর এ মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।
তোদেরি বিধান এই, তোদেরি মন্দির,
জানিস্ ত মনে মনে ; তবে কেন তোরে,
বিধানবিরোধী প্রায় নিরখি নয়নে ?
ভক্তি, যোগ প্রেম পুণ্যে কেনরে বিমুখ ?
হৃদয় মাঝারে আজ (ও) কেন ওরে তুই,
পুষিয়া রাখিস পাপ, রাখে যথা জানি
পক্ষিমাতা পক্ষপুটে আপন শাবকে
যতনে ঢাকিয়া ; দেরে পাপী নরাধম
ইহার উত্তর। তোর আসা যাওয়া শুধু
সার এ মন্দিরে ; তুই মহা অবিশ্বাসী।
এই যে মন্দির আহা ! কত লোক আরো
আসিত ইহাতে ; শুধু তোরি অপরাধে,
এ মন্দির, এ বিধান রহিছে অপূর্ণ ;
দূরহ পাপিষ্ঠ তুই উৎসব হইতে।"
শুনিয়া ভীষণ বাণী, দিব কি উত্তর
ওরে প্রাণ ? তাই বলি কাঁদ উচ্চরবে।
না দেখি যে আর তোর অন্য কোন গতি
এমন সময়ে ? কাঁদ্ শুধু গগন ফাটায়ে।
না যদি পাইব আমি যাইতে উৎসবে,
কে থায় রহিব আমি কেমনে রহিব
ভাবিয়া আকুল এবে। নহে দূর দেশে ;
উৎসব মন্দির এই রহিবে নিকটে,
ভিতরে আনন্দমেলা, অপরূপ অতি
বসিবে হায় রে ; শুধু পড়ে রব আমি
মন্দিরের বহির্দ্দেশে ; পারি না যে আর
ভাবিতে এ কথা ; কাঁদি আমি মনোদুখে।
যতবার মনে করি, পাব না যাইতে
উৎসব মন্দিরে ! অশ্রুজল তত বার
নয়ন যুগল হতে বহে ধারা বহি !
না পাব উৎসবে যদি প্রবেশিতে আমি,
রহিব কোথায় তবে ? মরিব কি হায় !
সংসারে কাঁদিয়া শুধু ? কাঁদিয়ে যেমতি
দুঃখে অভিমানে শিশু দেখিলে নয়নে
মাতৃবক্ষে ভাই ভগ্নী, নিজে পরিত্যক্ত।
এই কি আমার দণ্ড ? কাঁদি আমি উচ্চে
জননী বলিয়া তবে এ সময় হতে।
দয়াময়ী জননি গো ! উৎসব দিবসে,
কেঁদে কি মরিব আমি ? কোথায় রহিব
উৎসব ছাড়িয়ে আর ? বাজিবে যখন
সুমধুর বংশীরব, হায় ! পরাণ কুরঙ্গ
গতিশক্তিহীন প্রায় রহিবে কেমনে ?
রহিবারে জড়প্রায় আছে কি ক্ষমতা ?
শৃঙ্খলে বাঁধিয়ে তুমি টানিবে আমায়,
অথচ পাব না যেতে,—এ যে অপরূপ
শুনি কথা ! সহিতে কি পারিব যাতনা ?
আমি পারিব না কভু পারিব না আমি,
সহিবারে এ যন্ত্রণা ; ওমা দয়াময়ি !
কি করিতে হবে বল ? তাহাই করিব।
উৎসব ছাড়িয়ে আমি রব না কোথাও,
যা করেছি অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।
এবার সঁপিবে প্রাণ ; পালিব আদেশ
কথায় কথায় তব ; প্রতি উপদেশ,
করিব পালন মাগো ! উৎসবে যাইতে
দাও এবে অনুমতি। দিও গো মা খুলে
উৎসবের দিনে মোরে মন্দিরের দ্বার।
আমি মা তোমারি জেনো ; আমার পরাণ
পবিত্র বিধানে তব ! দেখ নিরখিয়ে

প্রবেশ নিষেধ বাণী শুনিয়া অবধি,
কাঁদিতেছি উচ্চরবে ; না পারিব যদি
যাইতে উৎসবে আমি, জিজ্ঞাসি কাঁদিয়ে,
বল আমি কোথা রব উৎসবের দিনে ?

স্বর্ণ রেণু।

স্বয়ং সৎ না হইয়া অন্যকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ফলবতী হওয়া অসম্ভব।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নীতিপালনে প্রয়াস আর কাণ্ডারীবিহীন তরণীতে সমুদ্র পারের প্রয়াস একইরূপ নিষ্ফল।

পাষণ্ড থাকিতে পাষণ্ডতা যায় না, অতএব পাষণ্ডকে বিনাশ করিতে যত্ন করা আবশ্যক। নতুবা এক বার পাষণ্ডতা নাশ করিলেও আবার পাষণ্ডতা বিরচিত হইবে।

এক মানুষেতে দেবতা ও অসুর একত্র বাস করে। সুতরাং অসুর জীবিত থাকিতে দেবত্ব লাভ করা অসম্ভব।

অসুর দেবতার চিরশত্রু ইহা ভুলিয়া গেলেই বিপদ, আর স্মরণে রাখিতে পারিলেই সম্পদ।

অহঙ্কার দুই প্রকার, এক সংসারপথে দ্বিতীয় ঈশ্বরপথে। সংসারিক সংসারের দিকে, ঐশ্বরিক ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে।

শত্রুসকল একের বলে অন্য, তার বলে অন্য, এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে বল করিয়া অবস্থিতি করে, যেমন অহঙ্কার দম্ভের বল, দম্ভ মাৎসর্য্যের বল ইত্যাদি।

পুণ্যময় স্বর্ণে যদি পাপরূপ কলঙ্ক সংলগ্ন হয়, তাহার তেমন মূল্য আর থাকিবে না।

তৃষ্ণা না থাকিলে উপদেশ কখন কার্য্য করিতে পারে না।

ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা চালাকি করিতে যান, তাঁহারা কাকের ন্যায় আপনা আপনি প্রতারিত হন।

মানুষের মুখের বাক্য যত ক্ষণ তাহার জীবনে দেখিতে না পাও, বিশ্বাস করিও না।

সরলতা সাধুতার মূল, সরলতা ছাড়িয়া সাধুতা উপার্জ্জনে যত্ন কখন সফল হইতে পারে না।

অপরের দোষ দেখিবার পূর্ব্বে আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

যাহার মনের ভিতর হইতে সর্ব্বদা পুরীষ গন্ধ উঠিতেছে, তাহার বাহিরের গৃহপরিষ্কার করিবার যত্ন বৃথা।

যে পর বঞ্চিয়া ভ্রাতা কিংবা ভগিনীর প্রতি অসদাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সুষুপ্ত অসদাচারকে আপনাকেই প্রত আকর্ষণ করে।

কারুণ্য মহামূল্য রত্নবিশেষ, ইহা পাত্র বুঝিয়া দান করিলে অনন্ত গুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোমলতা স্ত্রীজাতির ভূষণ, পারুষ্য কলঙ্ক; যে কোমলতা ছাড়িয়া পারুষ্য ব্যবহার করে সে রমণী নামের অযোগ্য।

রমণীর রমণীয়তা ধর্ম্মে, অতএব পুণ্যময় বর্ণে আপন বদন অনুরঞ্জিত করিতে চেষ্টা কর।

প্রতি নিয়ত সাধুমণ্ডলীতে বাস করিয়াও জীবনে যে অপবিত্রতাকে স্থান দিয়া পুষিল, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্রাণের পথ কণ্টকাবৃত করিল।

নরনারী ইচ্ছা করিয়াই সৎ ও সতী হয়, আবার ইচ্ছা করিয়াই অসৎ ও অসতী হয়।

ইচ্ছা ও রুচি পবিত্র করিলে কার্য্য আপনা আপনি পবিত্রতা লাভ করে।

স্বার্থপরতা অসম্মিলনের মূল কারণ, স্বার্থপরলোক আর অন্ধে কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই।

স্বার্থপরতা হইতে যে অন্ধতা জন্মে সেই অন্ধতা ভ্রাতা ভগিনীর সঙ্গে সম্মিলনে বাধা দেয়।

যদি স্বভাব সুন্দর ও মিষ্ট করিতে চাও বালক বালিকাদিগের অনুকরণ কর।

বাহিরের অলঙ্কারে অন্তরকে সুন্দর করিতে পারে না, অন্তর ভ্রষ্টশ্রী থাকিলে বাহিরে সৌন্দর্য্য নিষ্ফল।

যে ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া চিনিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সে আর মানুষকে আপনার বলিয়া ভালবাসিতে আকিঞ্চন করে না।

ঈশ্বরভক্ত মানুষকে আপনার জন্য মানুষকে ভালবাসে না, কিন্তু তাঁহার জন্যই ভালবাসিয়া থাকে।

প্রেমপ্রবণ হৃদয় অগ্নিসন্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় মালিন্য শূন্য ও দ্রব হয়।

সংসারে সেই সুখী যে নিত্য নূতন গৃহে পরিচ্ছদ ও আহার্য্য পায়, সেই দুঃখী যে মৃত প্রস্তরের ন্যায় চিরকাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবস্থান করে।

পরিচারিকা।

মাসিকপত্রিকা।

৬ষষ্ঠ সংখ্যা] আশ্বিন, সন ১২৮৯। [৬ষ্ঠ খণ্ড

মুক্তকেশী।

৪র্থ অধ্যায়।

আশ্রয় লাভ।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্নানের বেলা হইয়াছে। গ্রামের ভদ্র ব্রাহ্মণ সকলে স্নান করিবার জন্য পদ্মানদীর তীরে যাইতেছেন। নটাকোলা গণ্ডগ্রাম, এখানে যে সকল ব্রাহ্মণজাতি বসতি করেন তন্মধ্যে গোস্বামী ও ভট্টাচার্য্যই প্রধান। প্রসিদ্ধ মহাভারতকথককালীনাথ বিদ্যালঙ্কারের বাড়ী এই গ্রামে। এই সকল ব্যতীত অন্যান্য ভদ্রলোক ও অনেক তথায় বসতি করেন। তাঁহারা পল্লী গ্রামের পদ্ধতি অনুসারে বংশনির্ম্মিত পুষ্পাধারে নানাজাতীয় পুষ্প বিল্বপত্র কেহ পুষ্প, তুলসী ও দূর্ব্বা সজ্জিত করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিয়া স্কন্ধে গাত্র মার্জ্জনী ও দক্ষিণ হস্তে পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া নদীর ধারে যাইতেছেন। প্রয়োজনানুসারে কেহ দ্রুতপদে কেহ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। কেহবা চঞ্চল দৃষ্টিতে সূর্য্যের প্রতি তাকাইয়া আপনা আপনি বকিতেছেন "সাড়েসাত দণ্ড পঞ্চমী ছিল, তাহা ত অতীত প্রায়, অদ্য দেখ্‌ছি যজমানের স্ত্রীর বকুনিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে" আর একটী বৃদ্ধা স্কন্ধে একটি ছোট পীতলি কলস লইয়া এক খানি যষ্টি হস্তে স্নানে যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহার ৭।৮ বৎসর বয়স্ক পৌত্র লম্ফে লম্ফে যাইতেছে। আর পল্লী গ্রামের মার্জ্জিত ভাষায় পিতামহীর নিকট কদলী প্রার্থনা করিতেছে পথে কদলী পাইবার উপায় নাই বলিয়া বৃদ্ধা বিনীতভাবে বুঝাইতেছেন। সে দিকে কাণ দেয় কে? বালক ক্রমাগত বুড়ীর পাছে পাছে গালি বর্ষণ করিতে করিতে যাইতেছে। অনেক অল্পবয়স্কা রমণীগণ (যাঁহারা বধূ) দ্রুত পদে নদী জলে পড়িয়া ডুবিলেন আর চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার এদিক্ একবার ওদিক্ তাকাইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে

চলিলেন, যাঁহারা গ্রামের কন্যা তাঁহাদের সম্ভ্রম করিবার কিছু নাই বলিয়া সমবয়স্কা পরস্পরে মিলিত হইয়া নানাবিধ আলাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইতেছেন। পুরন্ধ্রীরা গৃহের চাকর চাকরাণীদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া, কখনও কর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়াছেন। কেহ স্নান শেষ করিয়া আসিতেছেন, কেহ স্নানে যাইতে ছেন, এমত সময়ে গৌরীপ্রসাদ মজুমদার গৃহে আসিলেন। গৌরী প্রসাদ গৃহে আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার গৃহিণী হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সেই দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "এই যে আমাদের কর্ত্তা বুঝি গৃহে আসিতেছেন, আর চিন্তা নাই"। এই বলিয়া মুক্তকেশীকে কোলে লইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। গৌরী প্রসাদ বাষ্পাকুললোচনা গৃহিণীর কোলে একটি অপূর্ব্ব বালিকা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি তুমি এ গৌরীমূর্ত্তি (সোণার পুতুল) কুড়িয়ে পেয়েছ কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন, "গত কল্য রজনীতে যে ঘোরতর ঝটিকাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেই ঝটিকা মধ্যে বায়ুবিক্ষিপ্ত এই কুমারীকে রামহরি মাঝি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনিয়াছিল। আমি ইহার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া 'এই সোণার পুতুল' কোলে করিয়া আনিয়াছি। আমি ইহার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ইহার পিতা মাতার উদ্ধার করিয়া বা সংবাদ আনিয়া দিব নিশ্চয়। এখন তুমি যাহাতে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা পায়, তাহার উপায় কর। গৌরী প্রসাদ অপুত্রক। পুত্রকন্যা যাহা হইয়াছিল মরিয়া গিয়াছে। পুত্রশোকে ব্যথিতহৃদয়ের সান্ত্বনার নিমিত্তই যেন বিধাতা সেই সুন্দর প্রেমস্নিগ্ধমূর্ত্তি খানি আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। গৌরীপ্রসাদ বলিলেন "ভাল, আমি পদ্মার চড়াতে স্থানে স্থানে লোক পাঠাইতেছি।" এই বলিয়া জালজীবি প্রজাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। এবং বলিলেন, "শুন বলরাম, ওহে রবিলোচন! তোমরা শীঘ্র ভাল নৌকা লইয়া পদ্মানদীর দুই ধারে যত চর আছে সকল অনুসন্ধান কর। আর কৃষ্ণ কুমার সান্যাল নামে কোন ব্যক্তিকে কোথাও কাহারও নৌকাতে কি কূলে অথবা অন্য কাহারও গৃহে দেখিতে কি এ প্রকার কোন ব্যক্তির সংবাদ পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধান কর। যদি এই সংবাদ আনিয়া দিতে পার আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে দশ দশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব। একজন বলিল, কয়জনকে যাইতে হইবে বিশেষ আজ্ঞা থাকা প্রয়োজন।

গৌরী প্রসাদ বলিলেন "কোন দ্রব্যাদি কি লোকজন নাই সুতরাং দুই দাঁড়ের নৌকাতে ৪ দাঁড় বান্ধিয়া দুইখানি নৌকা লইয়া দুই দিকে যাও তা হলে খুব শীঘ্র আসিতে পারিবে।

মাঝিরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। মুক্তকেশীকে লইয়া গৃহিণী যত্নপূর্ব্বক স্নানাদি করাইয়া পরিষ্কৃত সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তখন মুক্তকেশীর সৌন্দর্য্য দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। গৌরীপ্রসাদ ও তাঁহার গৃহিণী দুই জনই মুক্তকেশীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ স্রোতে ভাসিলেন। গৃহিণী মুক্তকেশীকে কন্যার ন্যায় শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী বালিকা তাঁহাদিগের যত্ন ও সমাদরে পিতা মাতা ও ভ্রাতাদিগের বিচ্ছেদজন্য ক্লেশ ক্রমে ভুলিতে লাগিলেন। গৌরী প্রসাদ মজুমদারের পত্নী যেস্থানে যান মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া যান, এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকেন না। এইরূপ করাতে মুক্তকেশী এখন আর প্রায়শঃ ক্রন্দন করে না। শান্ত ভাবে খেলা করে, আহার করে, সমবয়স্কা বালিকাদিগের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়ায়। কিন্তু তত্রচ কেমন এক ভাব একাকিনী নির্জ্জনে বসিলেই মুক্তকেশীর চক্ষুঃ সজল ও চঞ্চল হয়। কখনও বা মুক্তকেশী অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করে। মুক্তকেশী যদি নির্জ্জন স্থানে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, আর সে স্থান হইতে বাহিরে আসিতে চাহে না। সে নির্জ্জনে থাকিতে বা নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে ভাল বাসে। গৌরীপ্রসাদ এই অবস্থা দর্শনে চিন্তিত হইয়া পত্নী সহ যুক্তি করিয়া গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় ছিল, মুক্তকেশীকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সেই বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

শুভ্রতার সৌন্দর্য্য কি?

সৌন্দর্য্য অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে বর্ণগত সৌন্দর্য্য অদ্যকার প্রস্তাবের বিষয়। শুভ্রতার মধ্যে কোন সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না, অনেকে অবগত আছেন। কেন না, বর্ণের বিচিত্রতা দ্বারা বর্ণের সমন্বিত বিন্যাস দ্বারা সৌন্দর্য্যের উপযোগিতা স্থির হয়। নীল, পীত ও লোহিত প্রভৃতি অমিশ্রবর্ণকে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যে নূতন বর্ণ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আবার যথাযুক্ত—মিশ্রিত করিয়া সৌন্দর্য্যের প্রণালী অনুসারে কোন ফলকপৃষ্ঠে ফলাইলেই সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাহাতে কোনই বর্ণ নাই, তাহাকেই বলে শুভ্রতা। যে স্থানে কোনই বর্ণ নাই, তাহার নাম শুভ্রতা হইলে বর্ণগত সৌন্দর্য্য সে স্থানে কিরূপে অধিকার পাইতে পারে? বস্তুতঃ মনে কর যেমন গোলাপ কি পদ্ম; গোলাপ ও পদ্মে যে সৌন্দর্য্য অর্থাৎ বর্ণবৈচিত্র আছে তাহা দর্শন করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া যায় ও নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু রজনীগন্ধা বেলী চামেলি কিম্বা যূথী প্রভৃতি পুষ্প দর্শন করিয়া সে রূপ

কেহ করে না। নানা প্রকার বর্ণ বৈচিত্রযুক্ত ঢাকাই বস্ত্র বানারসীশাড়ী, অথবা বম্বাই শাড়ী দর্শনে মনে যেমন আনন্দ সঞ্চার হয়, কেবল শুভ্র কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র দর্শনে সেরূপ হয় না।

এই বিচিত্র জগৎ বর্ণবৈচিত্রের আধার, ইহার যে দিকে চক্ষু ফিরাইবে সেই দিকে বর্ণ বৈচিত্র দেখিতে পাইবে। নানাবিধ বিচিত্রতার মধ্যে বর্ণ বিচিত্রতা একটি অনুপম চিত্তবিমুগ্ধকর দৃশ্য, ইহা কে না অবগত আছে? সেই বর্ণ বিচিত্রতা যদি না থাকে, তবে আর সৌন্দর্য্য আসিবে কোথা হইতে? এই সকল কথা বস্তুতঃ সত্য নহে। সৌন্দর্য্য কোন বর্ণাদির উপরে নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করে না, সৌন্দর্য্য পদার্থ অন্য প্রকার। "যে স্থানে কোন বর্ণ নাই তাহা শুভ্র" বলাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে যে স্থানে কোন চিহ্ন (দাগ) নাই। যে স্থানে কোন বর্ণ নাই সে স্থানে বর্ণ বিন্যাস করিলে শুভ্র স্থানে দাগ দেওয়া হইল। এইরূপ দাগের যে বিচিত্রতা অর্থাৎ খুব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ফলাইয়া ক্রমে তাহার রক্তত্ব অন্য বর্ণযোগে কমাইয়া পর পর ভাবে বিন্যাস করিলে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার সঙ্গে উপযুক্ত বুঝিয়া অন্য দাগ বসাইয়া দিলে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু এ সকল সৌন্দর্য্য হইলেও দাগেরই প্রাচুর্য্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ এসকল সৌন্দর্য্য মধ্যে পবিত্রতা থাকিতে পারে না। কেন না দাগ (কলঙ্ক) যাহার মূল উপাদান, কলঙ্ক দ্বারাই যাহা রচিত হয়, তাহার যদি সৌন্দর্য্য থাকে সে সৌন্দর্য্য কলঙ্কেরই। অতএব প্রকৃত পবিত্রতার ভাব বর্ণবৈচিত্রে অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রকৃত সৌন্দর্য্য আর পবিত্রতা একই কথা। যাহা সুন্দর তাহাতে যদি পবিত্রতা না থাকে, তবে সে কদাচ প্রকৃত সুন্দর বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নহে।

শুভ্র বস্তুতে কোন দাগ নাই এই জন্য তাহা শুভ্র। যাহাতে কোন দাগ নাই তাহাই পবিত্র বা সুন্দর। নিন্দা করিবার যে অংশ তাহাই দাগ বা চিহ্ন নামে অভিহিত। অতএব যদি সৌন্দর্য্য নামে কোন বস্তু জগতে থাকে, যদি মনুষ্যের হৃদয় বিমুগ্ধকর দৃশ্য কোথাও কিছু থাকে তাহা শুভ্রতা। অতএব শুভ্রতা উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ। যাহাতে কোন রঙ্গ বা বর্ণ আছে এমন কার্য্য করিয়া সুন্দর হইবার চেষ্টা করা আর কলঙ্কিত হইতে চেষ্টা করা একই কথা। যাহার প্রকৃতি সুন্দর নহে, তাহার প্রকৃতিকে শুভ্র কর, বর্ণশূন্য কর, তবেই সুন্দর হইতে পারিবে। যদি প্রকৃতিতে রঙ্গ মাখিয়া সুন্দর হইতে চাও, সুন্দর হইতে পারিবে না; কলঙ্কিত হইবে। সরলতা না থাকিলে সরল হও। বিশ্বাস না থাকিলে বিশ্বাসী হও। বিনয় না থাকিলে বিনীত হও কিন্তু কৃত্রিম সারল্য কৃত্রিম বিশ্বাস ও কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করিও না। যাহা বস্তুতঃ হৃদয়ের বস্তু নহে চেষ্টা করিয়া সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করিবার নাম রঙ্গ বা বর্ণ। এই রঙ্গ বা বর্ণই কলঙ্ক উৎপাদন করে, আমি আশা করি, পরিচারিকার সেব্য মহিলাগণ এই প্রকার বর্ণ বৈচিত্র ঘটিত সৌন্দর্য্য উপার্জ্জন করিতে বিরত থাকিবেন। কেননা শুভ্রতাই সৌন্দর্য্য।

কোমলতা ও সহিষ্ণুতা।

কোমলতা থাকিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। সহিষ্ণুতা থাকিলে কোমলতা থাকে না। কেন না। ইহারা পরস্পর বিপরীত প্রকৃতি সম্পন্ন। যে সহ্য করিতে পারে, সে কোমল হইলে চলে না, কঠিন হওয়া সহিষ্ণুতার পক্ষে উপযোগী। নারী প্রকৃতিতে এই দুই বিপরীত গুণ যুগপৎ অবস্থিতি করে। নারী প্রকৃতির কোমলতার কথা চিন্তা করিলে যেরূপ বিস্ময় জন্মে, আবার সহিষ্ণুতা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। যখন দেখি প্রতিবাসিনীর দুঃখের অশ্রু দর্শনমাত্র নারীকণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইতেছে, প্রতিবাসিনীর রোগযন্ত্রণা তাঁহার আপনার রোগযন্ত্রণাকে ভুলাইয়া দিতেছে, দরিদ্র ও দরিদ্রার মলিন ছিন্নবস্ত্র দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে, যখন দেখি পরদুঃখ মোচনের নিমিত্ত নারী হৃদয় ব্যাকুল, যখন দেখি পরের শোক সন্তাপের সময়ে নারী হৃদয় সহানুভূতি না প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে না, তখন নারীহৃদয় যে কোমলতার আধার তাহার প্রমাণ পাইবার আর বাকি থাকে না। যখন রোগ শয্যায় শয়িত রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতে গিয়া তিনি আপনার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, সন্তান সন্ততির প্রতি মাতাদিগের স্নিগ্ধব্যবহার, সন্তানের জন্য জননীর ত্যাগ স্বীকার, ভাবিলে নারী হৃদয় যে অতীব কোমল তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার দুঃখ বিপদের সময় যখন দেখি যে অল্প কিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে প্রদান করিতেই নিঃশেষ হইল গৃহিণী স্বয়ং উপবাসে রহিলেন। অনেক সময়ে লজ্জার অনুরোধে প্রাণ পর্য্যন্ত যায় তবু গুপ্তপীড়া সকলের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। শীত বস্ত্র যাহা ছিল সন্তানদিগকে দিয়া আপনি ঘোরতর শীতকালে অনাবৃত শরীরে সেই প্রবলশীতের অবসাদ ভোগ করিতেছেন, মনে কোন বিকার নাই, মুখে কোন বিষাদের চিহ্ন নাই। আমরা পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি শ্বশ্রূ ও ননন্দ প্রভৃতিরা রাত্রিদিন অল্প বয়স্কা কুল বধূদিগের প্রতি সুতীব্র ভৎর্সনা করিতেছেন, কত প্রকার কুৎসিত বাক্যে তাঁহাদিগের অপমান করিতে-

ছেন,তাঁহারা কেবল নীরবে শুনিতেছেন; একটি ও বাক্য ব্যয় করিতেছেন না, একি অল্প সহিষ্ণুতা? এরূপ সহিষ্ণুতা যদি ও বহুকাল অব্যাহত ভাবে চলিতে দেখা যায় না, তথাপি যতটুকু চলে তাহাই প্রচুর প্রসংশার বিষয়। কুলবধূদিগকে সমস্ত দিন ননন্দা ও শ্বাশুড়ী প্রভৃতির সুতীব্র বাক্যানলে দগ্ধ হইতে হয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া মরিতে হয়, তবু তাঁহারা লজ্জার খাতিরে মুখ ফুটে খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া হইতে সমর্থা নহেন। এপ্রকার সহিষ্ণুতা আমরা সদা সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকি! এই প্রকার শত শত প্রমাণ আমরা নারী হৃদয়ের কোমলতা ও সহিষ্ণুতার অনুকূলে প্রাপ্ত হইতে পারি। এবং তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতে পারি। এই সকল সংসারিক সহিষ্ণুতা ব্যতীত ধর্ম্মের জন্য ও নারীজাতির সহিষ্ণুতা অসাধারণ ইহা ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য নারীজাতি কিরূপ সহিষ্ণু তাহা সীতা, দৌপদী, শ্রীবৎসপত্নী, নলপত্নী, হরিশ্চন্দ্র রাজার পত্নী প্রভৃতির চরিত্রই একযোগে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই সকল প্রসিদ্ধ নারী চরিত্র ব্যতীত অসংখ্য নারীজীবন সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে যাঁহারা এক সময়ে প্রাণ দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা ও সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নারী সমাজে এই প্রকার প্রাণগত ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে যে স্বর্গীয় কোমলতা ও সহিষ্ণুতা আছে, ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে সকল মূল্যবান্ অলঙ্কার দ্বারা নারী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছেন, সেই সকল অলঙ্কারে নারী সকলকে ভূষিত হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইতে চাই। আজ কাল দেখা যায় যে নারী কেবল পার্থিব সুখ সৌভাগ্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতেছেন, সুখের জন্য ধর্ম্ম, পুণ্য, ভক্তি বিশ্বাসে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য সুখ সৌভাগ্য ও জীবন দান করিতে পারিতেছেন না। সংসারের সুখের জন্য স্ত্রীজাতি যে সকল দুঃখ যন্ত্রণার ভার বহন করেন পতি পুত্রাদির জন্য যে সকল ক্লেশ কল্পনা সহ্য করেন, গার্গী গৌতমীর প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের জন্য সে সকল সহ্য করিতে সম্মতা নহেন। মানুষ যখন সুখপ্রিয় হয়, সে তখন সংসারিক সুখকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া নিশ্বাস করে। তাহার নিকট ধর্ম্মভাব প্রভৃতি অতিঅকিঞ্চিৎকর সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়াযায় সংসার বিরক্ত স্বামীদিগের প্রতি সংসারাসক্ত স্ত্রীরা অজস্র অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। তাঁহারা স্বামীদিগের জীবনরূপ সম্পদের মূল্য নিরূপণে অসমর্থা হইয়া কেবল ক্লেশ পম্পরার ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন।

এই সকল দুশ্চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের কোমলতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ বিনষ্ট হইয়া যায়। যখন তাঁহারা কোমলতার পরিবর্ত্তে কার্কশ্য ও সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে অধীরতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সরলহৃদয় কুটিল ও সরসহৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় সুন্দর মুখশ্রী মলিন হইয়া যায়। আমরা আশা করি আবার বঙ্গীয় নারীজাতি পুণ্যপবিত্রতাতে বিভূষিত হইয়া আপনাদিগকে ও আপন আপন স্বামী পুত্র কন্যাদিগকে ও অপর সাধারণকে সুখী করিবেন।

পতি পত্নীর একতা আর বিবাহ অভিন্ন।

পতি এবং পত্নী উভয়ের মধ্যে যদি একতা না থাকে তবে চিরকাল বিবাদ কলঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা থাকে না। স্বামী, পত্নীর কথার প্রতিবাদ, কার্য্যের প্রতিবাদ, ভাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু, পত্নী একটি কথা বলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ স্বামী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। একটি কার্য্য করিবেন বলিয়া যেই প্রকাশ করিলেন, স্বামী ভাল মন্দ বিচারশূন্য হইয়া তখনই প্রতিবাদ করিলেন একটি ভাব পত্নীর মনকে সুখী করিল, পত্নী সেই সুখের সংবাদ স্বামীকে প্রদান করিলেন স্বামী তাহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এক পক্ষ হইতে এই প্রকার প্রতিবাদের ভাব উদ্দীপ্ত হইলে অন্য পক্ষ "পত্নীপক্ষ" হইতে ও তাদৃশ ভাবে প্রতিবাদ হইতে থাকে। কেবল পরিহাস ও রহস্যপ্রিয়তা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ভাব পরিশেষে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ঘৃণা, জিগীষা অহঙ্কার ও স্বার্থপরতারূপে পরিণত হইয়া সেই দম্পত্তির জীবনের সকল সুখ সৌভাগ্য হরণ করিয়া লয়। এমত অবস্থায় কথায় কথায় বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এবং সংসার একটি ভূতের বাসা হইয়া সর্ব্বদা কেবল অসুখ অশান্তি প্রদান করে।

এই সকল কারণে কেবল যে সংসারের সুখ সৌভাগ্য বিনষ্ট হয় তাহা নহে কিন্তু তাঁহাদের বিবাহবন্ধন পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া যায়। কেন না সর্ব্বদা প্রচলিত বিসম্বাদ হইতে বিরক্তি জন্মে সেই বিরক্তি ক্রমে ক্রমে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে। প্রথমতঃ বাহিরের বিষয়ে তৎপরে ক্রমে অধ্যাত্মিক বিষয়ে ও পরস্পরের মধ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই রূপ অবস্থার সময়ে অপরিণামদর্শী মানব কখন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই বিবাহ সম্পর্ক বিবার্জ্জিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। একথা অতীব সম্ভব যে অনেকে দেশীয় প্রচলিত প্রথা ও শাস্ত্রীয় শাসনের বাধ্য হইয়া বাহিরের মান সম্ভ্রমের ভয়ে (ঐক্য ভাবে নহে)

একত্র কাল যাপন করে কিন্তু তাহাতে বিবাহ রক্ষা পায় না। একত্র কাল যাপন করা আর বিবাহ স্বতন্ত্র কথা। কেহ বলিতে পারেন যাঁহারা একত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা (সকল না হউক) কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য স্থাপন না করিয়া পারেন না। যদি ঐক্য থাকিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, তবে তাঁহাদিগের বিবাহ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে কিন্তু আমরা মানুষের নিকট এতদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর উত্তর পাইবার প্রত্যাশা করি! কেন না পশুদিগের নিকটে ও পতি পত্নীর একতার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা ও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদকে স্থান দান করে না, তাহাদের যতটুকু প্রয়োজন, ধর্ম্মশূন্য পশুজীবনের জন্য যত টুকু উপযোগী তাহাই তাহাদিগের আছে। এবং সেই টুকুই তাহারা ব্যবহার করে। আমরা মানুষের নিকটে কেবল পশুজীবনোপযোগী সম্মিলন টুকু দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারি না।

আমার সুখ দুঃখে কিছু যায় আসে না। যাহা সত্য, তাহার বিরুদ্ধে যদি আমার সুখ হয়, তবে সে সুখ জলে ডুবাইয়া দেওয়াই সঙ্গত। ফলতঃ বিধাতার হস্ত হইতে দানরূপে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই দানের অভিপ্রায় ও ঔচিত্যানুসারে জীবন গঠনের দায়িত্ব মনুষ্য জাতির স্বীকার করিতেই হইবে। অথবা স্বতঃসিদ্ধ ভাবরূপে যে সকল সত্য মনুষ্য হৃদয়ে আছে, মনুষ্য যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে তবে যে তিনি মনুষ্য শ্রেণী হইতে নাম কাটাইয়া গেলেন, তৎপক্ষে আর সংশয় কি?

মনুষ্য উন্নতিশীল জীব, অনন্তকাল মনুষ্য উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিবে, এইটি তাহার জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। বিবাহ এই উন্নতির একটি প্রধান উপায়। স্ত্রীজনোচিত হৃদয়, স্বতন্ত্র, পুরুষ জাতির হৃদয় স্বতন্ত্র; স্বতন্ত্র নহে, একই মানবহৃদয় স্ত্রীপুরুষ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। একই বস্তু যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয় তবে সেই বিভক্ত অংশে পরস্পর পরস্পরের নিকট অভাবগ্রস্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। যে যে বিষয়ে অভাবগ্রস্ত সে সেই বিষয় পাইবার জন্য চেষ্টা করিবে। পুরুষেতে হৃদয়ের যে অংশ আছে তাহা স্ত্রীর একান্ত প্রয়োজনীয় সুতরাং তিনি তাহার জন্য চেষ্টা না করিয়া পারেন না, আবার স্ত্রীতে যে হৃদয়াংশ আছে পুরুষের ও তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় সুতরাং সেই অংশ লাভ করিবার জন্য যত্ন করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই আদান প্রদানের ব্যাপার আর বিবাহ একই কথা। একতা ব্যতীত এই আদান প্রদান সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব যত একতা ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে, তত আদান প্রদান (বিবাহ) সিদ্ধ হইবে। যত আদান প্রদান কমিবে তত বিবাহ ভঙ্গ হইবে। এই জন্য মানুষের বিবাহ এক দিনে হয় না, হইতে পারেও না। যত দিন অতীত হয়, তত যদি আধ্যাত্মিক যোগ বৃদ্ধি পায়, তবে বিবাহ ও সেই পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। যত টুকু অনৈক্য ও অসম্মিলন থাকিবে, ততটুকু বিবাহ বাকি থাকিবে। বিবাহ মনুষ্যের আত্মার ভাব বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে ক্রমে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। এই স্থানেই আমরা মনুষ্য ও অপর জীবের বিভিন্নতা কি, অনায়াসে বুঝিতে পারি। স্ত্রীভাব বঞ্চিত পুরুষ অথবা পৌরুষভাব বিহীন স্ত্রী উভয়েই স্বর্গলাভের অনধিকারী। স্বর্গ আর সুখ অথবা মুক্তি একই কথা।

অন্যের আত্মার ভাব জীবনে ফলাইতে হইলে আত্মা কি শরীর কি অগ্রে বুঝিতে হইবে। না বুঝিলে শারীরিক বিকার হইতে আত্মার ভাব স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। আত্মা ও শরীরের বিভিন্নতা না বুঝিলে, শারীরিক ভাব হইতে আত্মার ভাব পৃথক্‌রূপে গৃহীত হইবে কিরূপে? সুতরাং যথার্থ বিবাহে বিবাহিত হইতে চাহিলেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসু হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলে ঈশ্বর লাভের লালসা হইবেই হইবে। ঈশ্বর লালসা জন্মিলেই উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইল। সুতরাং বিবাহকে উন্নতি বা মুক্তির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা অন্যায় করি নাই।

মা বড় কি বাবা বড়।

আশ্বিন মাস, পৌর্ণমাসী রজনী আকাশ পরিষ্কৃত ও আলোকময়। সুস্নিগ্ধ রজতময় শুভ্র শশাঙ্ক কিরণে দিগ্ বিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই শীতল চন্দ্র কিরণে, সুমন্দ মারুত হিল্লোলে বেড়াইয়া কে না প্রাণ মন শীতল করিতে অভিলাষ করে? এই যে অপূর্ব্ব শোভা ইহা সকলেরই অনুকূল। পাপাসক্ত লোকেরা ইহাকে পাপাচারের অনুকূল মনে করে, পুণ্যবান্ লোকেরা ইহাকে পুণ্যানুকূল বলিয়া বিশ্বাস করে। দুশ্চরিত্র লোকেরা ইহার মধ্যে মূর্ত্তিমান পাপ বিকার সকল বিহার করিতেছে দেখিতে পায়, সচ্চরিত্র সাধু পুরুষেরা ইহার মধ্যে পুণ্যের ও পবিত্রতার প্রতিমা সকলকে বিরাজ করিতে দেখিতে পায়। এই সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রদোষ কালে একটি বালক ও একটি বালিকা পথের ধারে বসিয়া নানাবিধ আলাপ করিতেছে। আলাপ করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইয়াছে বালক বালিকা অন্যমনস্ক ছিল, বুঝিতে পারে নাই। সহসা মনে পড়াতে বালক সচকিত ভাবে বলিল, "কমলা! রজনী যে অনেক হইল! আমরা এত ক্ষণ বাহিরে আছি জানিলে পিতা ভর্ৎসনা করিবেন। চল, শীঘ্র চল, গৃহে যাই।"

বালিকা কাতর ভাবে বলিল, "হাঁ দাদা! ভাল কথা মনে করিয়াছ প্রমাদ

বশতঃ অধিক বিলম্ব হইল। ইহাতে পিতা মন্দ বলিতে পারেন কিন্তু আমি মাকে বলিয়া আসিয়াছি।"

রাজীব বলিল, "কমলা! তুমি বড়ই নির্ব্বুদ্ধি। পিতা তিরস্কার করিবেন, মা তাহার কি করিবেন? মা কি আমাদিগকে কখন তিরস্কার করেন?"

ক। কেন দাদা? মা যখন গৃহে আছেন তখন পিতা তিরস্কার করিলে তিনি নিবারণ করিবেন না কেন?

রা। কমলা! তুমি কি ছাই আর কিছুই বুঝিতে পার না? পিতা যদি আমাদিগকে মন্দ বলেন কি প্রহারও করেন, মাকি আর তাহা বারণ করিয়া রাখিতে পারেন?

ক। কেন দাদা! এমন কথাটা বলিলে? মা ও বাবা দুজনাইত সমান, তা মা বাবাকে বারণ করিতে পারিবেন না কেন?

রা। দূর বোকা ছুঁড়ী! বাবা যে মা অপেক্ষা বড়, তা তাঁকে কি আর মা বারণ করিতে পারেন?

ক। দাদা? তুমি কিরূপে জানিলে পিতা যে জননী অপেক্ষা বড়?

রা। কমলা! তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। তুমি কি দেখিতে পাও না পিতা গৃহে আসিলে মা কেমন ব্যস্ত হন? একটি বড় কথা বলেন না, কত বিনয় কত সম্মান করিয়া কথা বলেন ও চলা ফেরা করেন।

ক। দাদা! এখনও আমি তোমার মনের অভিপ্রায় ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যাহা বলিলে তাহার অর্থ অন্য প্রকারও হইতে পারে। আমি মার কাছে শুনিয়াছি মানুষ যত বড় হয় সে তত নিরভিমান ও বিনীত হয়। ইহাতে বোধ হয়, মাই বাবা অপেক্ষা বড়।

রা। ভাল কমলা! তোমায় জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, মাতা প্রতিদিন পিতার পাদোদক খান কেন? বড় না হইলে কেহ কাহারও পাদোদক খায়, ইহা তুমি কোথায় দেখিয়াছ?

ক। দাদা! তোমার এই কথাটির আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। তবে চল আমরা বাড়ী গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করি। অনেক দিন নহে, কিন্তু একদিন আমিও বাবাকে মার পায়ের ধূলা মাথায় নিতে দেখিয়াছি।

রা। কমলা! তুমি মাকে জিজ্ঞাসা কর গে। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিগে। আমি ইহা মাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না।

ক। আচ্ছা, তবে তাহাই কর।

পুত্র সন্তানগুলি কিছু পিতার পক্ষপাতী হয়, কন্যা সন্তানগুলি জননীর পক্ষপাতী হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। রাজীব পুত্র সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কমলা কন্যা, সে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলন, "তোমার মা আমা অপেক্ষা বড়" আর মাতা বলিলেন,

"তোমার পিতা আমা অপেক্ষা বড়।" শুনিয়া দুই জনের মুখ মলিন হইল। কেননা দুই জনই আপন আপন মনের স্থির বিশ্বাসের বিরুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিল। রাজীব কমলাকে বলিল, "কমলা! কি শুনিলে, মা কি বলিলেন?"

ক। দাদা! মা বলিলেন "হা নির্ব্বোধ, ইহাও কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে আছে? তিনি যে আমার মাতার মণি।" বল দেখি দাদা! বাবা কি বলিলেন।"

রা। বাবাও প্রায় ঐ রূপই বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার মা আমার ধর্ম্মপথের সহায়, তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার নিমট কত শিখিয়াছি, তিনিই বড়।"

ক। দাদা! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, যে মা বাবা দুইই সমান। কেমন তাইত হল?

রা। তা আর হল কৈ? দুই জনেই দুই জনকে বড় বলেন, কেউত সমান বলেন না।

ক। তবে এখন কি করা যায়, বল।

রা। চল, আমরা রামধন শিরোমণির নিকটে যাই, তিনি বড় পণ্ডিত, সকল লোকেই তর্ক বিতর্ক সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট গিয়া মীমাংসা করিয়া লয়, আমরাও যাই, চল।

ক। তবে চল বলিয়া দুই ভাই ভগিনী গলাগলি ধরিয়া রামধন শিরোমণির নিকট গেল।

তাহাদিগের স্বভাব বড় মিষ্ট ও কোমল। এই জন্য রামধন তাহাদিগকে দেখিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মা কমলা! তুমি সাক্ষাৎ কমলা, কেন এসেছ বলদেখি।"

ক। দাদাকে জিজ্ঞসা করুন্ দাদাই বলিবে।

শি। বল দেখি, বাবা! রাজীব! কি মনে করে আসিয়াছ।

রা। আজ্ঞা! গতকল্য আমি আর কমলা দুজনায় তর্ক বিতর্ক করিতেছিলাম "মা বড় কি বাবা বড়" আমরা মীমাংসা করিতে না পারিয়া মা এবং বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম।

শি। তোমার বাপ ও মা কি বলিলেন।

র। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে (বাবা মাকে, মা বাবাকে) বড় বলিলেন।

শি। তাইত তোমরা ছেলে মানুষ, তোমরা যে খুব ফাঁকি বাহির করিয়াছ, আমাকে শুদ্ধ যে জব্দ করিবার আকারে ফেল্লে দেখ্‌চি। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য অরণ্যচারী যোগী হইয়াগেলেন, জননী কত কান্দিলেন, কত বারণ করিলেন, তাহা শুনিলেন না। শাস্ত্রে লিখেছে, "পিতাচ গগনো

পমঃ" পিতা আকাশ্ অপেক্ষা উচ্চ। তবেত পিতাই বড় বোধ হইতেছে। অবার মহাবীর পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞাতে মাতৃবধ করিয়াছিলেন, ইহাতে ও বোধ হইতেছে পিতাই বড়। যা হউক ইহারা ছেলে মানুষ ইহাদিগকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া দেওয়া যাক্। এইরূপ চিন্তা করিয়া শিরোমণি বলিলেন, "রাজীব! আমার মতে পিতাই বড় বলিয়া বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে লিখিয়াছে পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, আর মহর্ষিভার্গব পিতৃ আজ্ঞায় মতৃ বধ করিয়াছিলেন। এ সকল ঘটনা পিতাকে বড় বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

রাজীব ও কমলা সেই কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে গৃহে চলিল। যাইতে যাইতে অপ্রসন্ন ভাবে আলাপ করিতে লাগিল। শিরোমণির কথা যেন মনঃপূত হইল না। ঠিক উত্তর যেন হইল না। তাহারা বালক বালিকা যুক্তি তর্ক করিতে পারে না, কি বলিয়া আপত্তি করিবে, তাহার সন্ধান জানে না। বিশেষতঃ মাননীয় লোকদিগের সঙ্গে ছোট ছেলেদের তর্ক করা অনুচিত। কেন না তাহাতে অবিনয় প্রকাশ পাইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া রাজীব বলিল, "কমলা! শিরোমণি যাহা বলিলেন, বুঝিতে পারিয়াছ?।"

ক। না দাদা! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি একটা লোকের নাম করিলেন, সে নাকি পিতার কথায় মাতৃবধ করিয়াছিল। এই কারণে তাঁহার মতে পিতা, মাতা অপেক্ষা বড়; দাদা! একটি পিপীলিকা মারা মহাপাপ ও কষ্টপ্রদ, আর সে লোকটা অনায়াসে মার গলা কেটে ফেল্লে? উঃ কি পাষণ্ড!! এমন কর্ম্ম ও মানুষ হয়ে করিতে পারে?

রা। না করিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইতেন।

ক। তাহাতে কি হইত? না হয় পিতা রাগ করিয়া মারিয়া ফেলিতেন। তবু মাতৃ হত্যা মহাপাপ হইতে ত রক্ষা পাওয়া যাইত।

রা। তা বটে কমলা! তুমি বড় সুবুদ্ধি। তুমি যাহা বলিয়াছ, ঠিক্। সে লোকটার বাড়ী জানি না ঘর জানি না তার কথা গ্রাহ্য করা যায় কিরূপে? বিশেষতঃ মদগাঞ্জাখোর মাতালের ন্যায় অনায়াসে মাতৃবধ করিল, সেই মহাপাপীর কার্য্য কি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হবে? কখনই না। চল কমলা! চল, আমরা বাড়ী গিয়া পিতার নিকটে জিজ্ঞাসা করি, এই মহাপাতকীর বাড়ী কোথায়। সে কিরূপ লোক ছিল; কি ব্যবসায় করিত, তাহার চরিত্র কেমন ছিল, পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ অবগত হই। এই বলিয়া ভ্রাতা ভগিনী মিলিয়া গৃহে চলিয়া গেল। রাজীব ও কমলা ক্ষুণ্ণ ভাবে

গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের পিতা বলিলেন, "রাজীব! মা কমলা! তোমারা এমন বিষণ্ণ ভাবে আসিতেছে কেন?।

রাজীব বিনীত ভাবে বলিল, "বাবা! শিরোমণি মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম। তিনি একটা কার নাম করিলেন, সে নাকি পিতার আজ্ঞায় মাতৃ বধ করিয়াছিল সেই নিষ্ঠুর পাপাত্মার বাড়ী কোথায়, সে কিরূপ লোক, তার চরিত্রও ব্যবসায় কি, তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া বলুন।

পি। রাজীব! এ বিষয় তুমি শিরোমণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

রা। তাঁহার কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইব আশা করিয়াই তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। কিন্তু তৃপ্তি হইল না, বিতৃষ্ণা জন্মিল। তাই আর তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আপনি বলুন!

পি। কেন রাজীব! তিনি এত বড় পণ্ডিত, তাঁহার কথায় বিরক্ত হইলে কেন?।

রা! তিনি সেই রাক্ষস না কি দৈত্য যে মার গলা কাটিয়াছিল, তারি কথা বলিয়া বলিলেন, "সে মার গলা কেটে ছিল সেই জন্য মাতা অপেক্ষা পিতা বড়" এমন একটা দস্যু যে জননী হত্যা করিল, তাহার চরিত্র ও কি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পিতঃ যাহারা দস্যু তাহারা ও ত আপন পিতা মাতাকে ভক্তি করে। ঐ দেখুন সেই কথা শুনিয়া অবধি কমলার কেমন চক্ষু জল পড়িতেছে।

পি। তাইত কেন মা? একটা কথা শুনিয়া কি কান্দিতে আছে? এস আমার কাছে এস। কমলা পিতৃ আজ্ঞায় নিকটে আসিল। তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কমলা! বল দেখি তোমার মনে কি কারণে আঘাত লেগেছে?।

ক। পিতঃ! আর কিছু নয়, মার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পিতা মাতার মধ্যে বড় কে?। মা বলিয়াছিলেন, "পিতাই বড়" আবার দাদা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি বলিয়াছেন, "মাই বড়।" আপনারা পরস্পর পরস্পরকে বড় বলেন, সম্মান করেন। কিন্তু সে পিতা কেমন যিনি পুত্রকে মাতৃবধ করিতে আজ্ঞা করেন? পুত্রই বা কেমন যে চণ্ডালের কথায় মাতৃবধ করে? এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণের মধ্যে কেমন করিতেছে।

পি। মা কমলা! যিনি স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া পুত্রকে তাঁহার বধের জন্য অনুমতি করেন, তিনি একজন মুনি। যিনি মাতৃ বধ করিয়া ছিলেন তিনিও মুনি কিন্তু প্রথম হইতে তিনি ব্রাহ্মণের অবমাননা কারী ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি জাত ক্রোধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

এবং সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ক্রমে একুশ বার ক্ষত্রিয় কুলধ্বংস করেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলে।

ক। পিতঃ! মানুষকে মেরে ফেলা, মাতৃ হত্যা করা কি বিষ্ণুর কাজ্? এটা যদি বিষ্ণুর লক্ষণ হয় তবে অসুরের লক্ষণ কি হইবে?। আমি বিষ্ণু টিষ্ণু কিছু বুঝিতে পারি না, আমি কেবল মা আর বাবাকে চিনি অন্য কাহাকেও জানি না। পিতা মাতা যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাই সত্য বলিয়া জানি। তাহার বিপরীত দেখিলেই কষ্ট পাই।

পি। মা কমলা! তুমি ভাবিয়া দেখ যদি তোমাকে তোমার মা কি তোমার বাবা ঐরূপ করিতে বলেন, তুমি কি কর?

ক। পিতঃ! ঈশ্বর বোধ হয় আমাদিগের প্রতি বড়ই প্রসন্ন, কেননা আমাদিগের যেমন পিতা তেমনি মাতা। মাতাকে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পিতার অসম্মান করিতে দেখি নাই পিতাকে মাতার নিন্দা করিতে কি অপমান করিতে দেখি নাই, তবে আর এ সকল ভাব শিখিব কোথা হইতে?

পি। কমলা! মনে কর ঐরূপ পিতা মাতা যদি তোমার হইত, তবে কি হইত?!

ক। কি আর হইত? যদি এখনকার মত সুস্থ বুদ্ধি থাকিত তবে আমি কখন পিতা কি মাতার অনুরোধ শুনিতাম না।

পি। অবাধ্য হইলে তোমার পিতা মাতা তোমার প্রতি বিরক্ত হইতেন।

ক। বিরক্ত হওয়া সহজ, যদি রাগ করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলেন, তাহা ও স্বীকার করা ভাল। কেন না তা হলে পিতৃ হত্যা মাতৃ হত্যার পাপ ত আর স্পর্শ করিতে পারিল না?

পি। মাকমলা! তুমি লক্ষ্মী, তোমার এত বুদ্ধি হইয়াছে? তোমার কথা শুনিয়া আমি আজ কত যে সুখী হইলাম্ তাহা আর বলিতে পারি না। কমলা! ঈশ্বর তোমার হৃদয়ের পবিত্রতা আরও বর্দ্ধিত করুন্, তোমার প্রাণের ভিতরে সত্যের আলোক জ্বালিয়া দিন। মা! এখন বল তুমি কি জানিতে চাও। তোমার মনে যখন যাহা উদিত হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি তোমায় সকল কথা বলিয়া দিব।

ক। বাবা! আর কিছুই জানিতে চাহি না।—কেবল এই মাত্র জানিতে চাই যে আপনি এবং মা আপনাদের মধ্যে কেহ ছোট কেহ বড় বটেন কি না, আমাদিগকে ঠিক করিয়া বলিয়া দিন।

পি। কমলা! শুন। আমি আর তোমার জননী, আমাদের মধ্যে বস্তুতঃ কেহ লঘু গুরু নাই। কেননা বিধাতার নির্ব্বন্ধানুসারে আমার নিকট তিনি তাঁহার নিকট আমি ঋণগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছি। আমরা সেই ঋণ পরিশোধ করিতে একত্র হইয়াছি এবং আমি

আমার, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঋণী সে কি ঋণদাতার নিকট বড় হইতে পারে? যদি না পারে তবে আমি তাঁহার কাছে ছোট, তিনি ও আমার কাছে ছোট।

ক। বাবা! ঋণ কি রকম তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

পি। ঋণ কি জান না? ঋণ বলে ধার করে খাওয়াকে।

ক। বাবা! আপনাদের ধার করার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অপরের কিছু আনিলে তাহাকে ধার বলে। আপনারা কে কার পর কিরূপে বুঝিব?

পি। মা কমলা! এ ধার টাকা কড়ী সম্বন্ধে নহে কিন্তু হৃদয় সম্বন্ধে। মানুষ অপূর্ণ, সে অন্যের সহায়তা ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। এ সংসার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এ স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বর লাভ করা সাহায্য ব্যতীত হয় না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে আমার যাহা অভাব হয় তিনি দেন, তাঁর যাহা অভাব হয় আমি দি। এই রূপে আমরা পরস্পরের নিকট ঋণী মা? বুঝলে ত?

ক। হাঁ বাবা? এখন বুঝিয়াছি।

বেণীবাবুর পরিবর্ত্তন।

একজন ভদ্রলোক বয়ঃক্রম অল্প। ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে। বাড়ী বর্দ্ধমান, নাম বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়। ইনি বিষয় কর্ম্ম করিয়া দশটাকা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে বেশ স্বচ্ছন্দরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পিতা মাতা বর্ত্তমান। ভ্রাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয়ী ভাগিনেয় প্রভৃতিতে সংসার খুব গোলজার। বেণীবাবুর স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর হইবে। স্বভাব ও শীলতা মন্দ নয়। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষাদি করিতে বিশেষ কোন আপত্তি করেন না। এই কলিকালে বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দিতে যে প্রকার স্ত্রীজাতির উন্নতির সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাচ্ছলে যে প্রকার অত্যাচার প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই সুশিক্ষার বিষদুষ্ট বায়ুতে স্ত্রীসমাজে যেরূপ ম্যালেরিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে যদি বধূরা কোন পরিবারে বিনা বিবাদে কালযাপন করেন এবং নিরাপত্তিতে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করেন তবে সে পরিবারের পুরস্ত্রীরা কত যে সুখী হন তাহা অন্য লোকে বুঝিবে কি প্রকারে? বেণীবাবু স্ত্রীপরিবার লইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। প্রতিদিন অতিথি সজ্জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে ভোজ ও অর্থাদি দিয়া সন্তুষ্ট করেন। ইতিমধ্যে বেণীবাবুর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সন্তানটি পরম সুন্দর, যেন একটি পদ্মফুল। যেমন চক্ষু-যেমন নাসা-যেমন কপাল-যেমন ভ্রূ-যেমন ওষ্ঠাধর সুন্দর, সমন্বিত ও সুগঠিত তেমনই সুসজ্জিত ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে।

দেখিলেই প্রাণের ভিতরে পূরিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে।

এই সন্তানটি ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিল যেমন তাহার বাহিরে সৌন্দর্য্য তেমনই ভিতরেও সৌন্দর্য্য বাড়ীতে লাগিল, যখন কথা কহিতে শিখিল সে যেমন সুন্দর মিষ্ট কথা বলিতে লাগিল, অন্য কোন শিশুর কথা তেমন মিষ্ট বোধ হয় না। এইরূপে যে, সেই সন্তানটিকে দর্শন করে, যে তাহার মুখের দুইটি কথা শুনে, সেই অবাক্ হইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। গৃহের কর্ত্তা, কর্ত্রী, ছেলে, বুড়, সকলেই বেণী বাবুর পুত্র লইয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। এই পুত্রটি তিন কি চারি বৎসর অতিক্রম করিলে, বেণী বাবু আরও একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। সেটিও দিব্য লাবণ্য পূর্ণ দেব প্রতিমার ন্যায় অনিন্দিত মূর্ত্তি। এইরূপে বেণী বাবুর সংসার সুখের তরঙ্গ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বেণীবাবু সবান্ধবে সেই তরঙ্গ মধ্যে গা ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

মানুষ যত দিন দুঃখে থাকে তত দিন ধর্ম্ম পুণ্যের প্রতি মতি থাকে, ক্রমে যখন সুখী হইতে থাকে তেমনি ক্রমে ধর্ম্মরাজ তাহার হৃদয় হইতে আসনখানি তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করেন। বেণী বাবুর ঠিক তাহাই ঘটিল। বেণী সুন্দর সুপুরুষ, লেখা পড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করেছেন। বিজ্ঞান দর্শনাদিতে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে। কেবল তাহাই নহে, বেণী বাবু একজন ধার্ম্মিক লোক বলিয়া গণ্য। একটি কথা মিথ্যা বলিতেন না, এক বিন্দু মদ্য স্পর্শ করিতেন না, সর্ব্বদা সৎলোকের সঙ্গে বেড়াইতেন উৎকোচ লইতেন না। কিন্তু লক্ষ্মী যখন পদার্পণ করিলেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে কুবুদ্ধি আসিয়া দেখা দিল। কুসঙ্গে পড়িয়া বেণীবাবু সকল সম্পদ ডুবাইয়া ছিলেন।

এক জন ইয়ার বলিল, "বেণীবাবু! তুমি কর কি? তোমার সংসার বাড়িতে চলিল। সেই নিয়মিত মাহিয়ানার টাকা কটি লইয়া কি চলিবে? কখনই না। দেখ ভাই, কারু বিশেষ কোন ক্ষতি যদি না হয় অথচ দশ টাকা লাভ হয় তবে তাহা ছাড়িও না। এখন যদি ভাই! পায়ে ঠেলে ঘরের লক্ষ্মী তাড়াও, তবে পরিশেষে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। এই কথা বেণী বাবুর কাল হইল। কথাটি ভাল বোধ হইল। লোকে জানিত বেণীবাবু উৎকোচ গ্রহণ করেন না সুতরাং উৎকোচের সংবাদটি মাত্র ও কেহ বেণীর নিকটে প্রদান করিত না। বেণীকে দেখিলেই উৎকোচগ্রাহী ভায়ারা সঙ্কুচিত ও নীরব হইত। সুতরাং সেই দলে মিশিবার জন্য প্রথমতঃ বেণীকে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে হইল। যা হউক শীঘ্রই বেণীর পাপের পসার বৃদ্ধি হইল। মানুষ যতদিন নিষ্পাপ থাকে তত দিন সেই বিষয়ে

বাধা ও আবরণ থাকে। তৎপর দুই একটি পাপ করিলেই পাপের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। আর তখন বাধাও থাকে না, আবরণও থাকে না। এইরূপে ক্রমে বেণী একজন পাপের রাজা হইয়া উঠিলেন। ধন মান পদ ও বৃদ্ধি পাইল। বেণী বাবুর অহঙ্কার ছিল না হইল, মিথ্যাকথা ছিল না হইল, পানদোষ, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা প্রভৃতি সকল গুণই বেণী বেশ উপার্জ্জন করিলেন। দরিদ্র লোকদিগের প্রতি নিষ্পীড়ন নির্যাতন করিতেও শিখিলেন।

এই সময়ে বেণী বাবুর পুত্র, কন্যা, ভ্রাতৃবধূ ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ। বড় পুত্রটি গত বৎসরে এমএ পরীক্ষা দিয়েছে। মধ্যমটি এম ডি উপাধি পাইবার জন্য বিলাত গিয়েছে। আর ও ছোট ছোট ছেলেরা এলএ, ইণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া কলেজে পড়িতেছে। ইতি মধ্যে সহসা তাঁহার বড় পুত্রটির মৃত্যু হইল। বেণীবাবু সেই পরম রূপবান্ ও গুণবান্ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেম পুত্রবধূ বালিকা, বিধবা হইল। বিধবা হইল না একটি তীক্ষ্ণশৈল্য বেণীবাবুর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল। শোকে দুঃখে বেণীর বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল। বেণী বাবু আর চক্ষু মেলিয়া কাহারও পানে তাকাইতে পারেন না। বেণীর চক্ষু হইতে অবিরামে অশ্রুধারা পড়ে। কেহ ডাকিলে বেণী আর উত্তর দেন না। আহার করেন না, নিদ্রা যান না, সমস্ত রাত্রি কেবল এ পাশ ও পাশ করিয়া কর্ত্তন করেন।

তার পর দুই বৎসর গেল বেণীর শোক কিছু খর্ব্ব হইলে বেণীর মধ্যম পুত্রটির পক্ষাঘাত হইল। তার্ কনিষ্ঠটির লিবার এপ্‌সেস্ হইয়া মরিয়া গেল। ক্রমে বেণীর ভ্রাতস্পুত্র ও দৌহিত্র প্রভৃতি এক এক করিয়া মরিতে লাগিল। শোকের উপর শোক আসিয়া বেণীকে একেবারে হতভম্ব করিয়া ফেলিল। বেণীর সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। বেণীর দুঃখে পশু পক্ষী কান্দে, বেণীর নিজের কথা আর কি বলিব? এইরূপে বেণীর টাকা কড়ী যে স্থানে যাহা ছিল, বেণীকে শোকাকুল ও অন্যমনস্ক দেখিয়া ফাঁকি-দিতে লাগিল। ক্রমে ধন বল জন বল চলিয়া গেল, বেণীর সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইল।

এই প্রকার ক্ষোভ ও দুঃখে অনুবিদ্ধ হইয়া বেণীবাবু বসিয়া আছেন, এমত সময়ে একটি শ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। বেণী শোকাচ্ছন্ন, সে দিকে মনোযেগ নাই। ব্রহ্মচারী আপনি আসন লইয়া বসিলেন। বসিয়া অতিমিষ্টভাবে বেণীকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বেণী প্রণাম করিয়া সকল কথা বলিলেন। ব্রহ্মচারী অতি নম্রভাবে অতিমিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বেণীবাবু আমি ব্রহ্মচারী

কাহার নিকটে কিছু আশা করিয়া কোন কথা বলি না। তোমার দুঃখের কথায় হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বেদনা বোধ হইল, তাই দেখা করিতে আসিয়াছি। বেণীবাবু! আমি আপনাকে একটি কথা বলি মনোযোগ দিয়া শুন। পাপের সংসার বাড়ে শীঘ্র, পতিত ও হয় শীঘ্র। পুণ্যের সংসারের হ্রাস বৃদ্ধি বাহিরে থাকে না সুতরাং কেহ দেখিতে পায় না। পুণ্যবান্ দিনান্তে এক সন্ধ্যা ভোজন করে বা অনাহারে থাকে লোকে দেখিয়া মনে করে তাঁহারা দুঃখী, বস্তুতঃ তাহা নহে। সুখ দুঃখ কোন বস্তুতে থাকে না কিন্তু মানুষের মনে থাকে। বেণী বাবু! তুমি যখন ধার্ম্মিক ছিলে, তৎপর যখন অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলে এই দুই অবস্থার যে তারতম্য তুমি অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। অতএব তুমি আপন জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়াই সুখের বা দুঃখের অবস্থা কোনটা, তাহা নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা কর। সুতরাং পূর্ব্বাপর জীবন মিলাইয়া বিচার করিয়া দেখ।

বেণীবাবু বলিলেন আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। এখন করি কি, তাই আজ্ঞা করুন্। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এটা করিও না, ওটা কর" এরূপ আজ্ঞা প্রদান করিলে তাহা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং আমি তাহা করিতে পারিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে মানুষকে ঈশ্বর ধর্ম্ম দিয়া গঠন করিয়া সংসারে ধর্ম্ম সাধন করিতে পাঠাইয়াছেন, সে সংসারে ধর্ম্মই সাধন করিবে। ধর্ম্ম সাধন করিতে যত টুকু সংসার থাকে তাহাই যথেষ্ট। ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া সংসারে থাকিব না। তুমি আমার এই মন্ত্রণা অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ কর সুখী হইতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া বেণীবাবু শান্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া তাঁহার মনে পূর্ব্ব জীবনের সুখ ও পবিত্রতা দেখিতে পাইলেন। সেই হইতে বেণীবাবু সকল অধর্ম্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবন ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইল। সংসার সুখের সংসার হইল। যে কয়টি পুত্র কন্যাছিল সকলেই সৎপথে আসিয়া দীর্ঘজীবী হইল।

দুইটি ভগিনী।

(প্রাতর্ভ্রমণ।)

সুরবালার গলে হাত দিয়া স্বভাবের শোভা দেখাইতেছে।

সুর—হ্যাদে দেখ দিদি, ফিরায়ে নয়ন
কিবা অপরূপ শোভিছে মরি;—
তরুলতা গায় পাতায় পাতায়
নিশির শিশির রয়েছে পড়ি;
মুকুতার মালা অথবা যেমন।

২

পূরব গগন সুন্দর হইল
ঝিকি মিকি ওই উঠিছে রবি;
গগনের পানে সহাস্য আননে,
সুন্দর প্রতিমা রহিল শোভি
(সুখের বিকাশ আসিয়া জুটিল।)

৩

কাননের ফুল খুলিছে বদন
হরষে নয়নে বহিছে বারি;
রসিক পবন সহাস্য আনন
তোষিছে প্রিয়ারে আদর করি;
ভ্রমর সহাসে করিছে পান।

৪

ওই সরোবরে বিকাশ নয়নে
কমলের দল করিছে খেলা;
হাসিছে হরষে ভাসিছে সরসে
মাতিছে নেহারি সুখের বেলা;
মিটিছে পিয়াসা প্রাণের মিলনে।

৫

এই দিকে আহা বিরস বদনে
দুঃখিনী কুমুদ ভাসিছে দুঃখে;
কমলের ধনে নেহারি গগনে
অসহ্য যাতনা সহিছে বুকে;
মুদিত নয়না তাই অভিমানে।

৬

বৃক্ষডালে বসি বিহঙ্গমগণ
সুতান লহরে গাইছে গান;
বন্য পশুচয় মোহিত হৃদয়
ঊর্দ্ধমুখে ওই ধরিছে তান।
প্রতিধ্বনি তার করিছে কানন।

৭

হ্যাদে দেখ দিদি ফিরায়ে নয়ন
কিবা অপরূপ শোভিছে মরি;
তরুলতা গায় পাতায় পাতায়
নিশির শিশির রয়েছে পড়ি;
মুকুতার মালা অথবা যেমন।

৮

এত শোভা, তবু কেন বল ভাই
বদন তোমার রয়েছে ভার,
আঁখি ছল ছল কেন বল বল
পারি না দেখিতে এ দশা আর;
পরাণ আমার কাঁপিতেছে তাই।—

৯

দিদি।-"হারে সুরবালা, দেখিনু সেসব
মোহিত হয়েছে পরাণ মোর;
জানিনারে কেন অকস্মাৎ হেন
চিত্তের বিভ্রাট ঘটিল মোর;—
উঠিছে হৃদয়ে ক্রন্দনের রব।

১০

ইচ্ছা হয় হেথা থাকি চিরদিন
ঘুরি, ফিরি এবে মনের সুখে;
সংসার মায়ায় মন নাহি যায়
কি যেন আমার পশেছে বুকে;
ব্যথায় আমায় করিতেছে ক্ষীণ।

১১

মুকুতার মালা দেখেছি নয়নে
শুনেছি শ্রবণে বিহগ-গান;
মধুর ঝঙ্কার মধু-মক্ষিকার
তোষিছে শ্রবণে ধরিয়ে তান,
কুসুমের শোভা পশিল মনে।

১২

কোথা হ'তে ভাই এত শোভা এল ?
কেরে সেইজন,—ভাবে কে মনে ?
শোভার ভাণ্ডার জগত যাঁহার
উদাস অন্তর চায় সে ধনে।
ভাইরে আমার এই কি হল।

১৩

একি চতুর্দ্দিকে হেরিছি আমার
দিব্য-জ্যোতি রাশি খেলিছে হেসে ;
ওই যে আকাশে সে জ্যোতি বিকাশে
প্রতিভা মারুতে পড়িছে এসে ;
ভগিনি, উপমা কি দিব তাহার ?

১৪

মুদিলাম আঁখি তবু বা কেমন
আহা মরি ! মরি ! হেরিছি ভঁরে ;
লাগিছে নয়নে ছাড়িব কেমনে ?—
ছাড়িব না কভু থাকিতে জীবন।

১৫

হারে সুরবালা, দেখিয়া সে সব
মোহিত হয়েছে পরাণ মোর ;
জানিনারে কেন অকস্মাত হেন,
চিত্তের বিভ্রাট ঘটিল ঘোর ;
উঠিছে হৃদয়ে তাহারি গৌরব।

১৬

ইচ্ছা হয় হেথা থাকি চিরদিন,
ঘুরি, ফিরি সদা মনের সুখে ;
সংসার-মায়ায়, মন নাহি যায়
কি যেন আমার পশিছে বুকে ;
ভগিনি, আমায় করেছে অধীন ;

(ই, ভূ, সেন)

একটি উদ্ধত প্রকৃতির নারী।

একটি নারী শ্রীরামপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামপুরেই বিবাহিত হন। তাঁহার নাম মালতী দেখিতে পরমা-সুন্দরী। কিন্তু অতিশয় মুখরা বা প্রখরা। যখন তিনি ক্রোধ করেন তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সমস্ত দিন সংসারে নিরালস্য হইয়া সমুদায় কর্ম্ম করেন। সংসারের আচার নিয়ম সমুদায় ঠিক। কেবল একটু উগ্রতা দোষ আছে। সে উগ্রতা অল্পই এমন কি মানুষ যত উগ্র হইতে পারে, তদপেক্ষা মেষ মহিষ শূকর ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি কিছু অধিক উগ্র হইয়া থাকে, ইঁহার উগ্রতা তদপেক্ষাও কিছু বেশী বলিতে হইবে।

এক দিন প্রাতঃকালে মালতী গাত্রোত্থান করিয়া সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। এমত সময়ে তাঁহার একটি অল্প বয়স্কা কন্যা (৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রমের) আসিয়া বলিল, "মা! আমায় খেতে দাও, আমার খিদে পেয়েছে।"

মালতী বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, এই কাজটি আগে সেরে নি।"

মেয়ে শিশু, সে সেই কথায় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়াই অল্প অল্প কান্দিতে আরম্ভ করিল।

মালতী বলিলেন, "কান্দিস্‌নে চুপ কর" কন্যা চুপ করিল কিন্তু মালতীর আরও বিলম্ব হওয়াতে পুনর্ব্বার কাঁন্দিতে লাগিল। তখন মালতী ভয়ঙ্কর

চিৎকার করিয়া বালিকার কপালে আঘাত করিল। বালিকাটি উবুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। তৎদর্শনে মালতী আরও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "কি পুনর্ব্বার ক্রন্দন? এই বলিয়া পদাঘাত করিলেন। তার উপর তার উপর ক্রমে পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বালিকাটি মরিয়া গেল।

কন্যা মরিয়া গেল দেখিয়া মালতী শোকে দুঃখে আরও অধিক ক্রুদ্ধা হইলেন। বাড়ীতে কেহ আসিলেই তাহার সঙ্গে বিসম্বাদ করিতে থাকেন। প্রতিবাসী সকলেই মালতীর প্রকৃতি জানিত সুতরাং কেহ আর অগ্রসর হইল না। কিঞ্চিৎকাল পরে মালতীর চেতনা জন্মিল, তখন আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মালতীর স্বামী গৃহে আসিলেন; আসিয়া তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মালতীকে জানেন সুতরাং কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও সাহস পাইলেন না।

ইতি পূর্ব্বে এক দিন রাগ করিয়া স্বামীর মস্তকে একটি জলপূর্ণ ঘটী ফেলিয়া মারিয়াছিলেন। অন্য এক দিন একটি পুত্র সন্তান মালতির মার খেয়ে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া২ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। ক্রমাগত এই সফল দুর্ঘটনা হওয়াতে মালতীর হৃদয়ে প্রবল আঘাত পড়িল, বিশেষতঃ এত বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে দর্শন করিয়াও স্বামী নীরবে রহিলেন দেখিয়া মালতীর প্রাণের ভিতরে আগুণ জলিয়া উঠিল। তখন আপনি ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। স্বামীও কেবল শুনিলেন কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে২ গৃহে গেলেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি করিবেন" পত্নীকে ডাকিয়া বলিয়লন; "মালতী! তুমি পুত্র হত্যা স্বামী হত্যা কন্যা হত্যা সকলই করিতে পার, পুত্র হত্যা করিয়াছিলে আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি জীবনের পরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু তাহা করিলে না পুনঃ পুনঃ পাপাচারীকে ক্ষমা করিলে পাপ স্রোতঃ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অতএব এ যাত্রায় আমি পুলিষে সংবাদ দিতে চাই, তুমি কি বল?"

মালতী বলিলেন, "স্বামিন্! আমি মহাপাপিয়সী, আমাকে ক্ষমা করিয়া কাজ নাই। আর পুলিষে দিয়াই বা লাভ কি? তাহারা আমার প্রাণ বধ করিবে, আমি তাহাতে কষ্ট পাইব না কিন্তু আমাকে অসহায় পাইয়া অপমান করিলে তুমি তাহা সহ্য করিতে পারিবে না; কিছু করিতেও পারিবে না। তাহাতে তোমার কোন ক্ষমতাই চলিবে না। সুতরাং পুলিষে সংবাদ দিয়া আর প্রয়োজন নাই। তুমি আপনি খড়্গাঘাত করিয়া আমায় বিনাশ কর।

স্বামী বলিলেন "প্রিয়ে; তোমাকে

বিনাশ করিয়া আমি নরকে যাই এবং আজীবন কারাগৃহে বাস করি এই কি তোমার অভিলাষ ?"

মালতী বলিলেন "তবে নাথ! তুমি এ যাত্রায় এ পাপিয়সীকে ক্ষমা কর, আমি আর ক্রোধ করিয়া আত্মবিনাশ করিব না, এই দিন হইতে মালতীর জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল। মালতী শেষে এত শান্ত শিষ্ট হইলেন যে কেহ মালতীকে মাড়াইয়া গেলেও মালতীর মুখ হইতে কর্কশ ভাষা বহির্গত হয় না। মালতী গৃহে বসিয়া গৃহকার্য্য করেন। কার্য্য শেষ হইলেই কুশাসন পাড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। যতক্ষণ অন্য কার্য্যের সময় না হয়, কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, কাহারও বাড়ী যাইয়া বৃথা গল্প করিয়া কালক্ষয় করেন না।

আমাদিগের শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভ্রাতা গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় লিখিত মোসলমানদিগের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে তিনি এদেশের সকলেরই নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। তিনি যে সকল মোসলমানশাস্ত্র অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদিগের আর বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি "তত্ত্বরত্ন মালা" নামক "মন্তেকোত্তয়র" নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অতি অপূর্ব্ব তত্ত্বকথা সকল গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক নরনারী বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণস্থলে আমরা উক্ত পুস্তকের দুইটি তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠ করিলে পাঠিকাগণ বিশেষ সুখী হইতে পারিবেন।

একটি মোসলমান তপস্বিনী রাবেয়া যেরূপ আশ্চর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা যাজ্ঞবাল্কের স্ত্রী গার্গীর সহিত উপমিত হইতে পারে। ইহাঁর জীবনবৃত্তান্ত তাপস মালাতে বিবৃত আছে। আমরা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না কিন্তু "তত্ত্বরত্ন মালা" হইতে তাঁহার একটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

সাধ্বী রাবেয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন "নিগূঢ়দর্শী পরমেশ্বর, শত্রুকে তুমি ইহলোক বন্ধুকে স্বর্গলোক দান কর, আমি এ দুইয়ের কিছুই চাই না। আমি এই দুই হইতে মুক্ত। ইহ লোক পরলোকের প্রতি যদি আমার দৃষ্টি থাকে, তোমা ব্যতীত যদি কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, আমি কাফের। আমি সর্ব্বত্র কাঙ্গালিনী থাকিয়া কেবল তোমার প্রেমে মত্ত থাকিব। আমি তোমাকে পাইয়া কাঙ্গালিনী হইতে ইচ্ছুক। চিরদিন তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট, আমি কেবল তোমাকেই চাই।"

একদা মহর্ষি আবুসয়িদ কোন ভজনালয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন প্রমত্ত পুরুষ ব্যাকুল হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে দ্বারে উপস্থিত হন এবং সেখানে ভূপতিত হইয়া ভয়ানক ক্রন্দন আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। আবুসয়িদ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দয়ার্দ্রভাবে বলিলেন "ভ্রাতঃ! এস্থানে গোলযোগ করিও না, কেন কাঁদিতেছ? আমার হস্ত ধারণ কর, উঠ।" তাহা শুনিয়া প্রমত্তপুরুষ বলিলেন "সত্য বটে, পরমেশ্বর তোমার সখা, কিন্তু হে সাধো, আমার হস্তধারণ করা তোমার কার্য্য নয়। তুমি আপন কার্য্য দেখ, বীরপুরুষের ন্যায় আপন পথে চলিতে থাক, এই নতশিরা ব্যক্তিকে সখার সঙ্গে থাকিতে দেও, যদি হস্ত ধারণের কার্য্য সকলের হইত তবে পিপীলিকা রাজার সিংহাসনে যাইয়া বসিত। জানিও হস্ত ধারণ করিয়া দীনাত্মাকে উদ্ধার করা ঈশ্বরের কার্য্য, মানুষের নয়, তুমি চলিয়া যাও। আমি তোমার গণনার মধ্যে নহি, চলিয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে মহর্ষি ম্রিয়মাণ হইলেন, তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তৎপর প্রমত্ত ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"প্রভো, তুমি আমার সর্ব্বস্ব তুমি আমার গতি হও, আমি পতিত, তুমি আমার হস্ত ধারণ কর, আমি গভীর অন্ধকূপে পড়িয়াছি, তোমা ব্যতীত কে আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার এই কারাবদ্ধ শরীর কলঙ্কিত ও এই দুঃখভারগ্রস্ত মন নিষ্পেষিত, যদিচ আমি কলঙ্কিত হইয়া আসিয়াছি তুমি ক্ষমা কর। আমি দুঃখের কারাগার হইতে আসিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি আশ্রয় দান কর।"

সংবাদ।

আমরা অনেক সংবাদ পত্রে শ্রীমতী রমাবাই সম্বন্ধে অনুচিত প্রশংসা বাদ দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হই। রমাবাইর প্রশংসাকারীরা রমাবাইকে একটি আদর্শ নারী জীবন বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। রমাবাই যে ভাবে এদেশে প্রথম গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাতে আদর্শস্থলে না হউক তাঁহাকে স্ত্রীজাতির মধ্যে "রত্নবিশেষ" বলা যাইত, বস্তুতঃ আমরা ও এক সময়ে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছি কিন্তু তিনি এক "বিয়ে" পরীক্ষা দিতে গিয়া ফেল হইয়াছেন। তাদৃশ অবস্থার কোন নারীকে নারী সমাজের আদর্শ স্থলে গ্রহণ করিলে নারী সমাজকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। রমাবাই বিদ্যাবতী হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার কেবল বিদ্যা

দেখিয়া আমরা তাঁহার সম্মান করিতে লজ্জিত হই। ধর্ম্মহীন বিদ্যা "যত্রান্তে বিষসংসর্গোঽ মৃতং তদপি মৃত্যবে।" বিদ্যা হইলে ও তাহা মৃত্যুরই কারণ। দুঃখের বিষয় এই মৃত্যু কাহারও দর্শন পথে পড়িতেছে না।

স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া চারিদিকে ভারি আন্দোলন চলিতেছে, এক জাতীয় লোক আছেন যাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কি ফল ফলিবে অনুমান করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহাদিগকে পণ্ডিতগণ দীর্ঘদর্শী বলেন, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা কার্য্য শেষ হইয়া না গেলে সে কার্য্যের ফল কি হইবে, বুঝিতে পারেন না। ইহা দিগকে বর্ব্বর বলে। আর যাঁহারা কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ফল দেখিয়াও বুঝিতে পারেন না সেই সকল মহৎ পুরুষদিগের নাম রাখিতে (উপাধিদিতে) পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ভুলিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ সে কালে এরূপ অদ্ভুত রকমের জীব পৃথিবীতে ছিল না, তাই নাম রাখা হয় নাই। এই উনবিংশ শতাব্দির বুদ্ধিমানদিগের দলে ইঁহারা সম্প্রতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সুতরাং ইঁহাদিগের একটি নাম থাকা আবশ্যক হইতেছে! আমরা দুই চারি জনা স্বাধীনা রমণীর দুরবস্থা দেখাইয়া ছিলাম যাঁহারা অনেক বার যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া ঠেকিয়া বেগটা কিছু কমাইয়াছেন নৈলেত স্বাধীনতা আগুণে দগ্ধ করিত। যাহা মনে উদিত হয় তদনুসারে কার্য্য করা যদি স্বাধীনতা হয় তবে যাহারা নরহত্যাকারী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগী তাহারা স্বাধীন।

স্বর্ণ রেণু।

অন্যের হৃদয়ের বিশেষ ভাব জানিবার যে স্থানে উপায় নাই সেস্থানে কল্পনা করিয়া বিচার করিও না, কেন না তাহা মিথ্যা হওয়াই অধিক সম্ভব।

অনুপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করা আর ইচ্ছা পুর্ব্বক নিন্দিত হওয়া একই কথা।

আচার রুচির, রুচি শীলতার, শীলতা ভাবের পরিচয় প্রদান করে।

মিথ্যা কথার দোষ হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে অভিলাষ থাকে, বিবেচনা করিয়া কথা বলা আবশ্যক।

ধীরতা জীবনের সৌন্দর্য্য, চাপল্য কলঙ্ক; সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলে ধীরতা রক্ষা করিতে হইবে।

প্রগল্‌ভতা থাকিলে লজ্জা ও সম্মান থাকে না; লজ্জা ও সম্মান রক্ষা করিতে চাহিলে প্রগল্‌ভতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পবিত্রতা প্রকৃত সৌন্দর্য্য। জীবন অপবিত্র হইলে অলঙ্কার পরিধান নিষ্ফল।

সাবধান হইয়া না চলিলে কলঙ্ক অনিবার্য্য।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৭ ম সংখ্যা] কার্ত্তিক, সন ১২৮৯। [৬ষ্ঠ খণ্ড

অপ্রসূতি মাতা।

স্ত্রী জাতির মধ্যে যাঁহারা বন্ধ্যা, পুত্রবতী স্ত্রীদিগের ন্যায় সুখভোগ করিতে তাঁহাদের মনেও তৃষ্ণা জন্মে। সন্তান সন্ততি হওয়া না হওয়া বিধাতার ইচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু দুর্ব্বল মনুষ্য তাহা বুঝে না, সে আপন বুদ্ধি অনুসারে ভাল মন্দ বিচার করে। সুতরাং পুত্রবতী রমণীর ন্যায় বন্ধ্যার মনেও পুত্রবতী হইবার ইচ্ছা জন্মে। পুত্রবতী যেমন করিয়া পুত্র কোলে লন, যেমন করিয়া পুত্রমুখ চুম্বন করেন, যেমন করিয়া পুত্রের আনন্দোৎফুল্ল হাস্যমুখ দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়া বেড়ান, বন্ধ্যাও সেইরূপ সুখ সৌভাগ্য পাইতে ইচ্ছা করেন। বিধাতার প্রতিকূল ইচ্ছার জন্য সর্ব্বদা দুঃখে কাল যাপন করেন। বন্ধ্যা স্ত্রীরা পুত্রবতীদিগের সুখ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া ব্যাগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে তত যত্নবতী নহেন। তাঁহারা জানেন না যে দুঃখ ব্যতীত কেবল এক মাত্র অবিমিশ্র সুখ থাকে না। যেস্থানে সুখ আছে সেইস্থানে দুঃখও আছে। এটী সংসারের সাধারণ নিয়ম। পুত্র কোলে লইয়া সুখ হয়, পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সুখ হয়, পুত্র বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইলে সুখ হয়, সেইরূপ পুত্রের প্রতিপালন করিতে গিয়া জননী যেরূপ ক্লেশ কল্পনা সহ্য করিয়া থাকেন তাহা চিন্তা করিয়াও স্বীকার করিয়া বন্ধ্যা পুত্রবতী হইতে চাহিবেন কি না, সন্দেহ। পুত্র ক্রোড়ে লইয়া জননী ভোজন করিতে বসিয়াছেন, হয়ত সেই সময়ে পুত্র মল মূত্র বিসর্জ্জন করিল, সে সময়ে জননী সেই অবস্থাতেই আহার করিতে বাধ্য হন। যদি কেহ আত্মীয় স্বজন থাকে তাহাকে ডাকিয়া ছেলেটি দিতে পারেন। কিন্তু মল মূত্র, যাহা অপবিত্র, অস্পৃশ্য, দুর্গন্ধ, তাহা আর কারে দিবেন? তাহা আর নেবেই বা কে? সেই অস্পৃশ্য দুর্গন্ধময় বস্তু জননী

স্বহস্তে মুক্ত করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া পুত্র মূত্র বিসর্জ্জন করে এক বার নয়, দুইবার নয়, দশ বার; দশ খানা কাপড় ভিজাইয়া ফেলে! আর বস্ত্র নাই, দরিদ্রা জননীর চক্ষুতে জল আসে। আপনি সেই মূত্রসিক্ত স্থানে শয়ন করিয়া সন্তানকে শুষ্কস্থানে রাখে।

সন্তানের পীড়া হইলে জননীর আহার নিদ্রা থাকে না। সন্তানের রোগমুক্তির জন্য জননী ব্যাকুলচিত্তে কত লোকের পায়ে পড়িয়া ক্রন্দন করেন। একজন চিকিৎসক বা রোঝা, যে কিছু জানে না, পেটের দায়ে চিকিৎসক হইয়াছে, বস্তুতঃ ঘোরতর চাষা। জননী অনায়াসে সেই চাষার পদতলে হস্তার্পণ করিতেছেন। জাতিতে হাড়ী, সে রোজা হইয়াছে, গৌরব বাড়িয়াছে বলিয়া সে ভোজন শেষে উচ্ছিষ্ট স্থান পরিস্কৃত করিতে চাহে না। বাড়ীর সকলেই তাহার ব্যবহারে বিরক্ত। জননী ব্যগ্রতা করিয়া সকলকে নিবারণ করেন, নিজে সেই রোঝার উচ্ছিষ্টস্থান পরিস্কার করেন। যদি পুত্রের পীড়া না হইত তাহা হইলে হয়ত সেই জননী সেই রোঝার ছায়া স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ করিতেন। সন্তানের জন্য কি যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান তিরস্কার জননীকে সহ্য করিতে হয়, তাহা অন্য লোকে জানে না। যাহারা শিশু সন্তান, ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না—অপর বালকের সঙ্গে বিবাদ করে মারামারি করে। যাহাদের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁহারা নিজের বিচারে যাহা বিহিত হয় করে, তবু মনের ক্ষোভ ও উষ্ণতা বারণ করিতে না পারিয়া সর্ব্ব দুঃখ হারিণী জননীর নিকটে গিয়া অভিযোগ করে। জননী সন্তান মার খাইয়াছে শুনিয়া উন্মাদিনীর বেশে বাহির হন। কে মারিয়াছে সে খোজেত আর প্রয়োজন করে না, যার ছেলে মারিয়াছে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এবং "পোড়ামুখী আঁটকুড়ী তোর ছেলে কেন আমার ছেলেকে মারিল তা বল্, নতুবা আমি তোর মাথায় খোলার আঘাত করিব।" এই রূপে ভালমানুসের কন্যা তিরস্কৃতা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আমার ছেলে যদি তোমার ছেলে মারিয়া থাকে, মা! ছেলে বলে ক্ষমা কর। মা! আমি তোমার পায়ে পড়ি তুমি ক্ষমা কর।" প্রতিবাসিনী বলেন, "তোমার ছেলে প্রতিদিন আমার ছেলেকে মারিবে, আর তুমি এই প্রকার করে বিনয় করে থামাইয়া দেবে, আমি তাহা সহ্য করিব কেন?" পুত্রবতী পুত্রের জন্য এই প্রকার ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করেন।

যিনি পুত্র প্রসব করেন নাই তিনি কি পুত্র কন্যাদিগের জন্য এই সকল ক্লেশ সহ্য করিতে সম্মত? আমরা যে

সকল অপ্রসূতি নারী দর্শন করিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশ নারী পুত্র কন্যার সাধ মিটাইবার জন্য বিড়ালের ছানা পক্ষিশাবক প্রভৃতি পুষিয়া থাকেন। তাঁহারা অনায়াসে দুর্গন্ধময় বিড়ালের বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া থাকেন, রাত্রিতে বিড়াল কোলে লইয়া শয়ন করেন। বিড়ালের ছানা বিছানাতে বমি করিয়াছে, অবিকৃতচিত্তে তাহা স্বহস্তে ধৌত করিতে পারেন কিন্তু প্রতিবাসিনীর পুত্র কন্যার মল মূত্রাদি দর্শনে কষ্ট পান। তাঁহারা প্রতিবাসিনীর পুত্র কি কন্যা মূত্র ত্যাগ করিয়াছে দেখিলেই লম্ফে লম্ফে গমন করিতে থাকেন। হয় ত তিনি যে স্থান দিয়া যাইতেছেন, শিশু তথা হইতে অনেক দূরে আছে এবং তাহার বিসর্জ্জিত মল মূত্রাদিও বহু দূরে রহিয়াছে তথাপি তিনি দর্শন করিয়াই মুখভঙ্গি করিতে করিতে "বিজির বিজির" বকিতে বকিতে শাখামৃগের অনুকরণ করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন জান? তিনি অপুত্রবতী এই জন্য, পুত্র কন্যা হইলে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা অবগত নহেন এই জন্য। যাঁহারা পুত্রবতী তাঁহাদের কাপড়ে পুত্র কন্যারা মলমূত্র ত্যাগ করে, ভোজন করিবার কালে কোলে, কখনও ভোজ্যপাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করে, অপুত্রবতী দেখিলেই নাসিকা ও কপাল সঙ্কুচিত করিতে করিতে চলিয়া যান। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে অপ্রসূতি নারী বিড়ালের বিষ্ঠা দেখিয়া ঘৃণা করেন না এমন কি তাহা স্বহস্তে পরিস্কার করিতেও সঙ্কোচ করেন না? মনুষ্যশিশুর মলমূত্র দর্শনমাত্র এত ঘৃণা করেন কেন? প্রকৃত কারণ কি জানি না; তবে আমাদের বোধ হয় তাঁহাদের হৃদয় কি দিয়া গঠিত হইয়াছে বিধাতা তাহা জানেন; সেই জন্য তাঁহাদের গর্ভে সন্তান হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা পশু পক্ষীদিগের সঙ্গ ভাল বাসেন, মনুষ্য শিশুর সঙ্গ ভাল বাসেন না কেন, তাহা মনুষ্য নাও জানিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সমুদায় জানেন এই জন্যই তাঁহাদের সন্তান হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির জীবন পবিত্র করিবার জন্য অনেক ব্রত গ্রহণের পদ্ধতি আছে। যেমন ফল দানের ব্রত সে সকল পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে ফল দান করিলে (এজন্মে নহে কিন্তু জন্মান্তরে) ফল (সন্তান) প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ ব্রতের ভাব ভাল। আমরা ব্রাহ্ম হইলেও ওরূপ ব্রতের সকল অঙ্গ ত আর বিশ্বাস করিতে পারি না কিন্তু জীবন পবিত্রকর ব্রতের বিধান মান্য করিতে পারি। আমরা এই সকল নারীজাতির প্রতি এই পরামর্শ দিতে চাহি, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরের পুত্র কন্যাকে ভাল বাসিতে অভ্যাস

করুন। পরের ছেলেকে যত্ন করুন—আহার পান প্রদান করুন—রোগ হইলে শুশ্রূষা করুন—সর্ব্বদা কোলে কাঁখে নিয়ে রাখুন—এরূপ করিলে নিস্বার্থ ভাবে সন্তান পোষণের যে মূল্য তাহা তাঁহারা দাতা ও দয়ালু ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুত্র জননী নারী যে সন্তানদিগের পোষণের জন্য অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা নিঃস্বার্থ হইলেও বাহিরের লোকেরা সে নিঃস্বার্থ ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু অপ্রসূতি নারী তাদৃশ ভাবে শিশুদিগের প্রতি স্নেহ করিলে বাহিরের লোক এবং ভিতরের ঈশ্বর, দুই দিকেই নিঃস্বার্থ ভাব পরিগৃহীত হইবে। ইহাতে লৌকিক ভাবশুদ্ধি ঘটিত আনন্দ ও ঈশ্বরপ্রসাদ দুই অতি সহজে হস্তগত হইতে পারিবে।

তাই বলি অপ্রসূতি নারি! প্রাণের ভগিনি, শিশুকে ভাল বাসিতে অভ্যাস কর। শিশুর জীবন গত (প্রকৃতিগত) বৈরাগ্য, উদারতা, ক্ষমা, সরলতা, বিশ্বাস, নির্ভর শিশুর নিকট অভ্যাস কর, শিশুর সেবা করিয়া স্বর্গরাজ্য হস্তগত কর, বিরক্ত হইও না। আমরা যে দুই একটি কথা বলি, তাহা তোমাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য নহে কিন্তু দোষমুক্ত করিবার জন্য। আমরা যাহা বলি, দেখিয়া বলি। না দেখিয়া অনুমান করিয়া কাহারও নিকটে শুনিয়া বলি না। তোমরা মাথায় পমেটম মাখ, বস্ত্রাদিতে ল্যাভেণ্ডার মাখ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাক, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান কর, তাহাতে অসুখী কে? কিন্তু যেরূপ করিলে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয় সেরূপ করিও না, এই প্রার্থনা।

মুক্ত কেশী।

৫ অধ্যায়।

পরীক্ষা।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। শ্রাবণ মাস, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে;—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে, সাত আট দিন ক্রমে অতীত হইল, আকাশের মেঘ দূর হইল না। দুই একটি কাক জলে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে গা ফুলাইয়া ঘরের চালে উড়িয়া পড়িতেছে। আশা কিঞ্চিৎ রৌদ্রের উত্তাপে শরীরটা একটু উত্তপ্ত করিয়া লওয়া কিন্তু রৌদ্র নাই; নিরাশ হইয়া খাদ্যান্বেষণে নাচিতে নাচিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, আর এক এক বার সচকিত ভাবে গৃহিণীর পদশব্দ হয় কি না সেই দিকে মনোযোগ দিতেছে। চতুর চূড়ামণি দাঁড়কাগ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দান করিয়া কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখিতেছে। দুই একটি চটক চটকীর সঙ্গে কলহ করিয়া বেগে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, আবার বাহিরের শীতল বায়ুতে উষ্ণতাটা কিঞ্চিৎ কমাইয়া গৃহিণীর নিকটে ফিরিয়া আসিতেছে, একটু অপমান বোধ করিতেছে না? এখন কলিকাল, একালে পক্ষীরাও স্ত্রৈণ হইতে শিখিয়াছে? শিখিবে না কেন? মানুষের গৃহে যাহার বাস, সে আরও কতআশ্চর্য্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে।

পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকেরা বিলক্ষণ দিবানিদ্রার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর। তাঁহারা আহার করিয়া কেহ এগারটার, কেহ বারটার সময় নিদ্রা গিয়াছিলেন এইমাত্র উঠিলেন। কৃষকেরা বিশ্রামের দিন পাইয়া মৎস্য ধরিবার যন্ত্র প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বালিকারা ছুটি পাইবার জন্য পণ্ডিত ও শিক্ষয়িত্রীকে উত্তেজনা করিতেছে, এমন সময়ে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নৌকা আসিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ধারে লাগিল। ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার যদু গোপাল ধর। লোকটি খুব শান্ত বিনীত ও সচ্চরিত্র আজকাল অন্যকথা যেমন তেমন সচ্চরিত্র লোক পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যদুগোপাল বাবুর চরিত্রে সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। বাহিরে কেহ কিছু দেখিতে পায় না, তবে ভিতরে? তা কিছু থাকিলে থাকিতেও পারে নাও পারে। যদুগোপাল একজন ব্রাহ্ম, তামাক্ ছিলিমটি পর্য্যন্ত খাওয়া নাই। লোকের বাড়ী অতিথি হইয়া আহার করা নাই, মৎস্য মাংস ভোজন করেন না, শুনা গিয়াছে লোকটি নাকি ভালই। তা হলে হানি কি? যদি সত্যই তিনি ভাল হন আমাদের মঙ্গল ও দেশের মঙ্গল ইহাতে আর আপত্তি করিবার কি আছে? তবে যে সংশয়, সে কালের দোষ। এখন ভিতরে বাহিরে সমান লোক পাওয়া বড় দুষ্কর; তাই সহসা ভাল চরিত্র বলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না।

যদুগোপাল বাবু ডেঙ্গায় উঠিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের ভিতর গিয়া একখানা চৌকীর উপরে বসিলেন। তদ্দর্শনে গ্রামের দুই একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদু বাবু সকলেরই সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করিয়া সকলকে অপ্যায়িত করিলেন। তৎপর স্কুলে বালিকাদিগের পরীক্ষা করিলেন। অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে, তন্মধ্যে প্রায় সকলেই বুদ্ধিমতী ও সুদর্শনা। যদুবাবু বালিকাদিগের পরীক্ষা লইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর মুক্তকেশীর পরীক্ষা লইবার জন্য তাহাকে ডাকিলেন, মুক্তকেশী নিকটে আসিল। মুক্তকেশী সুশীলা ও শান্তমতি। মুক্তকেশী সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী, চতুরা ও বুদ্ধিমতী। যদু বাবু মুক্তকেশীর পরীক্ষা করিতে গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন চমৎকৃত হইলেন, এবং বিমুগ্ধ হইলেন। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা! বল দেখি।" মুক্তকেশী বলিল, "মুক্তকেশী" "তোমার পিতার নাম কি?" বলা-

তেই মুক্তকেশীর নয়ন হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু সকল গলিয়া বক্ষঃস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। মুক্তকেশী কথা বলিল না। বলিতে পারিলও না। তদ্দর্শনে যদুগোপাল বিস্মিত হইয়া এক জন ভদ্রলোকের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন "এমেয়েটি কার?" ভদ্রলোকটি গৌরীপ্রসাদ মজুমদারকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। যদুগোপাল তদনুসারে গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের দিকে তাকাইলে গৌরীপ্রসাদ বলিলেন "বালিকাটি আমারই গৃহে অবস্থান করে।" যদুগোপাল বলিলেন, "অবস্থান করে কেমন?"

গৌরীপ্রসাদ বলিলেন, "হাঁ তাই-তাই বটে, ইহাকে আমি সেই তুফানের সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি তদবধি আমার গৃহে আছে, আমারও কোন সন্তান সন্ততি নাই, আমি ইহার সৌন্দর্য্য পূর্ণ মুখ দেখিয়া সুখী আছি।"

যদুগোপাল বলিলেন "ইহার পিতা মাতার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?"

গৌরীপ্রসাদ বলিলেন "হাঁ! অনুসন্ধান করিয়াছি, নগদ টাকা সহ মাঝিদিগকে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিলাম তাহারা কেহ কোন অনুসন্ধান করিতে পারিল না।"

যদু। "তবে কি ইহার পিতা মাতা নাই?"

গৌরী। নাই কি আছে ঈশ্বর জানেন। আমিত অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারি নাই।

যদুবাবু মুক্তকেশীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এসত মা! আমার কাছে এস, আচ্ছা তার আর ভাবনা কি? আমি তোমার মা ও বাবার অনুসন্ধান করিয়া দিব। তুমিত জানই যে সে বিপদে তোমার পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আর বৃথা কান্দিয়া কষ্ট পাইয়া ফল কি? ইহাঁদিগের গৃহে আছ বেশত সুখে আছ। আর ক্রন্দন করিও না।"

সেই কথা শুনিয়া মুক্তকেশী আরও ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যদুবাবু বলিলেন "মুক্তকেশি! তোমার ক্রন্দন দেখিয়া বোধ হয় ইহাঁরা তোমার প্রতি তেমন স্নেহ মমতা করেন না।"

মুক্তকেশী কান্দিতে কান্দিতে বাষ্পারুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এমন কথা বলিবেন না—ইহাঁরা আমার পিতা মাতা অপেক্ষা অল্প স্নেহ করেন না কিন্তু তবু প্রাণের ভিতর হইতে ক্রন্দনের বেগ আপনি উঠে। আমি তাহা বারণ করিয়াও রাখিতে পারি না। আমিত কান্দিনা আমার প্রাণ কান্দে কি করিব?"

যদু গোপাল বাবু সস্নেহ বচনে বলিলেন, "মা, মুক্তকেশি! তুমি অপেক্ষা কর, এবং ভাল করিয়া লিখা পড়া কর। আমি তোমার পিতা মাতার অনুসন্ধান করিব। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করি এবং অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। যদি তোমার পিতা মাতার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় তবে নিশ্চয় তুমি তাঁহাদিগকে পাইতে পারিবে।"

মুক্তকেশী বলিল "তাঁহারা জীবিত আছেন কিনা ঈশ্বর জানেন। জীবিত থাকিলে আমাকে হারাইয়া আমার মা কত ক্রন্দন করিতেছেন। আমি মরিয়াছি, আমার ভাই দুইটি—'বলিতে বলিতে মুক্তকেশীর চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না, বিলম্বে বলিল, ভাইদিগকে হারাইয়া মা তখন জীবিত থাকিলে ও পরে আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

যদুবাবু। তোমার মা ও বাবা জীবিত আছেন কিনা নিশ্চয় নাই। যদি সেই বিপদের দিনে রক্ষা পাইয়া থাকেন তবে জীবিত থাতা সম্ভব।

গৌরীপ্রসাদ মজুমদার বলিলেন, "মহাশয়, এবিষয়ে আমারও অনুরোধ। যদি কোন উপায়ে মুক্তকেশীর পিতামাতার সন্ধান করিতে পারেন, তবে অবশ্যই করিবেন! ইহা করিতে যদি অর্থ ব্যয় হয় আমি সে অর্থ প্রদান করিব।

তৎপর যদুবাবু কৃষ্ণকুমারবাবুর নাম, ধাম, জ্ঞাতি, কুটুম্ব যত দূর জানা গেল, লিখিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মুক্তকেশীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে চলিলেন। গৌরীপ্রসাদের স্ত্রী অনেকক্ষণ মুক্তকেশীকে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। গৌরীপ্রসাদের স্ত্রী সুন্দর বস্ত্র, সুন্দর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কায় যে স্থানে যাহা প্রাপ্ত হন, মুক্তকেশীকে প্রদান করেন। মুক্তকেশী ক্রমে গ্রামের স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি পাইল। মুক্তকেশী যদি আর কোথাও কোন উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে না শিক্ষা করে তবে আর বৃত্তি পাইতে পারিবে না। এই বিষয় লইয়া গৌরী প্রসাদের মনে নানা চিন্তা হইতে লাগিল। যদি মুক্তকেশীকে পড়িতে দেন কলিকাতা ব্রাহ্মদিগের স্কুলে দিতে হইবে। সেস্থানে ব্যতীত তৎকালে আর বালিকাদিগকে যত্ন করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে এমত স্থান ছিল না। ব্রাহ্মদিগের বিদ্যালয়ে দিলে কোন হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে তাহাকে বিবাহ করিবে না ইত্যাদি দুশ্চিন্তা করিয়া গৌরীপ্রসাদ বাবু কিঞ্চিৎ অধীর হইলেন। তৎপর গৌরীপ্রসাদের জ্ঞাতি ভ্রাতস্পুত্র ভবানীপ্রসাদ কলিকাতায় হাইকোর্টের উকিল। তাঁহারই বাসাতে মুক্তকেশীকে রাখিয়া পড়াইতে লাগিলেন।

মহাশক্তির পূজা।

এক জন পল্লী গ্রামের মহিলা পূজার ছুটীতে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় আসি-

য়াছিলেন। তিনি ছুটির পর পুনর্ব্বার যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া দেশে গমন করিলেন তখন পল্লীর মেয়েরা সকলে সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এবং কলিকাতার নূতন সংবাদ শুনিবার জন্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গৃহে গমন করিয়াছেন তাঁহার নাম শশিকলা, আর যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহার নাম সুলোচনা।

সুলোচনা বলিলেন, "শশি! তুমি কলিকাতা হইতে কি কি দেখে এলে, কি কি শুনে এলে, কি কি নিয়ে এলে সেই সকল কথা ভাল করে বিস্তৃত রূপে বল, আমরা সকলে শুনিব। প্রথমত বলদেখি শশি, দুর্গাপূজা দেখিলে কেমন?"

শশি। আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু সহরের ভিতরের কোন রং তামাসা দেখিতে পাইনি, আমিত আর রং দেখিতে যাইনি? যাঁদের কাছে গিয়াছিলাম, তাঁদের কাছ থেকে অন্য কোথাও যাবার জো ছিল না।

সুলো। কেন, তাঁরাওত মানুষের বাড়ী পূজা দেখিতে যান, তাঁদের সঙ্গে গেলেনা কেন?

শশি। কৈ তাঁরা যে অন্য কাহারও বাড়ীতে যান, তাহাত দেখ্‌তে পেলেম না?

সুলো। হা অদৃষ্ট! বৎসরের এমন একটা মহোৎসব, তুমি কলিকাতা গিয়ে সেই মহোৎসবে বঞ্চিত হয়ে এলে? ধিক্ তোমার পোড়া কপাল!

শশি। তা কি করিব, দুর্গা পূজাতে বঞ্চিত হইনি। আমি যথার্থ দুর্গোৎসব ভোগ করিয়াছি বরং যাঁহারা দুর্গাপূজায় গিয়া নাচ তামাসা দেখেছেন, তাঁহারাই ফাঁকিতে পড়েছেন।

সুলো। সে কিরূপ বল দেখি।

শশি। দেখ সুলোচনা এই যে শরীর এ অতি ক্ষণভঙ্গুর, কয়দিন পরে মাটিতে মিশিয়া যাবে! এই শরীরটা থাকিতে থাকিতে এমন কিছু কাজ করা চাই যাহা অক্ষয়। নতুবা ইহার পর কেবল ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ সার হইবে। এই শরীরের অবস্থা, ইহার পরিবর্ত্তন, ইহার রুগ্নতা, ইহার অসারতা, যখন ভাবিতে বসি বোন্! তখন আর অন্য জলে প্রবৃত্তি থাকে না। আমি আপনি অন্যের নিকট কত রং কত তামাসা রূপে পরিচিত হই, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

সুলো। তাইত শশি, তুমি যে রকম কথা বার্ত্তা বলিতেছ এ অতি প্রাচীন লোকের কথা, আমারা ও সকল ভাবিয়া মিছামিছি অন্ধকার দেখিতে পারি না। তুমি বল দুর্গোৎসব কিরূপে ভোগ করিলে।

শশি। দুর্গোৎসব শুনিবে? শুন। দুর্গোৎসবের কথা শুনিলেও তোমরা

পরিত্রাণের পথ বুঝিতে পারিবে। তোমরা যেরূপ দুর্গোৎসব সর্ব্বদা দেখ, ইহার নাম দুর্গোৎসব নয়; এ কেবল মদ খাওয়া আর বেশ্যার নাচ। এতে কি আর পরমার্থ আছে?

সুলো। না হউক তুমি কাকে দুর্গোৎসব বল, তাই বল শুনি।

শশি। তবে শুন। গোলমাল করিও না, কিঞ্চিৎ স্থির হয়ে বসে, শুন। ইহার নাম নববিধানের মহাশক্তির উৎসব। বড় দুঃখে পড়িলে যিনি দর্শন দিয়া দুঃখ মোচন করেন তাঁহার নাম দুর্গা। সেই দুর্গার পূজোপলক্ষ্যে যে উৎসব হয় তার নাম দুর্গোৎসব।

সুলো। এ আর তুমি নূতন কথা বলিলে কি? এত চিরকাল হইয়াছে ও হইতেছে।

শশি। আমি কি তোমাকে নূতন কথা বলিব, বলিয়াছি? তাত নহে। তবে কথা বুঝিলেই নূতন হয়।

সুলো। তবে আচ্ছা বল শোনা যাক্।

শশি। দুঃখে পড়ে ডাকিলে কে আইসে? তোমার দুঃখে জগতের দুঃখে কার প্রাণ ব্যথিত হয়? যার তার দুঃখ, যে সে দুঃখ মোচন করিতে পারে, কে তা জান? আমি দুঃখ মোচন করিতে পারি। তুমি দুঃখ মোচন করিতে পার, সেকি দুঃখ? সকলের দুঃখের জন্য কি তোমার আমার প্রাণে বেদনা জন্মে? কখনই নহে। তোমার শত্রুর দুঃখ দেখিয়া কি তুমি দুঃখিত হও কখনও নহে কিন্তু একজন আছেন যিনি নিখিল জগতের জননী, তিনি সকলেরই দুঃখ মোচন করিতে সমর্থা। সকলেরই দুঃখের জন্য তাঁহার বেদনা জন্মে। শত্রুর দুঃখেও তাঁহার প্রাণে ক্লেশ হয়। একটি কীটাণুকে তিনি আহার দিতে বিস্মৃত নহেন। বিশ্বধাত্রী অর্থাৎ এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য তাঁহারই হস্ত রচিত। তাঁহাতে আশ্রিত ও প্রতিষ্ঠিত। দুঃখে পড়িয়া ডাকিলে তিনিই নিকটে আগমন করেন ও সকলেরই দুঃখ মোচন করেন। তাঁহারই নাম দুর্গা।

সুলো। তুমি কি মনে কর, আমাদের হিন্দু সমাজে এরূপ ঈশ্বরের পূজা হয় না?

শশি। হবে না কেন? পূর্ব্বে হইত। তাও ঠিক নহে।

সুলো। এখন?

শশি। এখন আর কৈ? এখনত শুধু একটা খড়ের মূর্ত্তিতে মাটী মাখিয়ে রং দিয়ে সম্মুখে পাপাচারের সাক্ষী রেখে পাপাচার করা হয়।

সুলো। আচ্ছা ভাল, তুমি যে বলিলে তাও ঠিক নয়, সে কেমন?

শশি। "তাও ঠিক নয়" বলিলাম কেন, তাহা বুঝিলে না? তবে শুন। হিন্দু শাস্ত্রে যাহাকে দুর্গা বলে, তিনি পর্ব্বতরাজা হিমালয়ের কন্যা। হিমালয় পর্ব্বত, পর্ব্বতের আর কন্যা হইবে

কিরূপে? সুতরাং এটা কল্পনা। তাহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে চাহিলে প্রকৃতি বলা যায়। প্রকৃতি বা মায়া যাহার নাম, তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী ঈশ্বরী নহেন। তন্ত্রসার সংগৃহীতা কৃষ্ণানন্দ বলিয়াছেন, "ঈশ্বর নিরাকার অতীন্দ্রিয় তাঁহার প্রকৃতির উপাসনাই প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।" ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরং।" অতএব আমি যে দুর্গার কথা বলি সে দুর্গার সঙ্গে তোমাদের এ মেটে দুর্গার তুলনা করাতে অপরাধ হয়। আমরা যাঁহাকে মা বলি বা দুর্গা বলি তিনি ঈশ্বরী সাক্ষাৎ, তিনি কাহারও প্রকৃতি নহেন, তিনি শক্তি। তাঁহারই প্রকৃতিতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞানময়ী আদ্যাশক্তি, পূর্ণশক্তি।

সুলো। শশি! তুমি অনেক শিখেছ, তুমি এত কথা কার কাছে শিখিয়াছ? আমি তোমার ব্যাখ্যা শুনে অবাক্ হয়েছি। তার পর?

শশি। আমার বাল্যকালেই বিবাহ হয়েছিল, আমার ত আর কোথাও যাইবার সুবিধা নাই, আমি আর অন্য কার কাছে শিখিব? যা শিখি না শিখি সেই এক জনার কাছে।

তার পর শুন। সেই যে সর্ব্বশক্তির আধার সাক্ষাৎ মহাদেবী তাঁহার বিশেষ বিবরণ বলিতেছি। শক্তি বলিলাম, ইহাতে তুমি কি বুঝিলে? শক্তি বলিতে এমত এক আশ্চর্য্য বস্তু বুঝায় যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি থাকিতে পারেনা সুতরাং যিনি সকল কার্য্য করিতে সমর্থা তাঁহার নাম শক্তি। যাঁহার সকল কার্য্য সাধনের উপযোগিতা আছে ও মঙ্গল ভাব ও আছে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। ভক্ত যখন পাপ অসুরের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া, মা মা বলিয়া কান্দিয়া ব্যাকুল হন, তখন মহিষমর্দ্দিনীরূপে মা সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দর্শন দেন। এই যে সিংহ, ইহা কোন পশু নহে। ইহা মার "মাভৈ র্ম্মাভৈঃ" আশা বাক্য ও হুঙ্কার, যাহা মানবহৃদয়ে উদিত হইয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করে। তাহাই সিংহরূপে কল্পিত হইয়াছে। অনন্তশক্তির আশ্রয় মা যখন স্বয়ং উপস্থিত, তাঁর পক্ষে সিংহের সহায়তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তবে অবশ্যই ইহার অন্যকিছু অর্থ আছে, ইহার অর্থ এই যে মার ভক্ত মার আগমন জানিলেই নিশ্চয় অসুর মরিবে বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এই জন্য বাহনের নাম সিংহ! এ আদ্যাশক্তির পূজা করিলে নিশ্চয় অন্তরের পাপ সব মরিবে —কাম ক্রোধ প্রভৃতি নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু কামের বদলে ছাগ, ক্রোধের বদলে মহিষ দিয়া মাকে ভুলাইয়া যাঁহারা অসুরের সঙ্গে সন্ধি করিবেন এবং গোপনে পাপকে স্থান দিয়া রক্ষা করিবেন তাঁহারা চোর ডাকাতকে সাহায্যদায়ীর

শাস্তির অনুরূপ শাস্তি ভোগ করিবেন। সর্ব্বদা যাঁহারা শত্রুর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করেন তাঁহাদের জন্য মার দুর্গারূপ। আবার এই যে মার কথা বলিলাম। ইহার শক্তি অনন্ত, অসীম, অগণ্য। হিন্দুরা তাঁহার পূর্ণস্বরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সেই অনন্তশক্তিকে খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করিয়া এক এক জনে এক একটি শক্তির পূজা করিয়াছিল! সেই হইতে লৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল শক্তির নাম লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ইত্যাদি। বিদ্যা শক্তি, জ্ঞান শক্তির নাম সরস্বতী। জ্ঞান আসিলে আর অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে না। এই জন্য সরস্বতী শুভ্রবর্ণা। মা যার গৃহে যান তার মূর্খতা, অজ্ঞান মোহ প্রভৃতি থাকা অনুচিত, এই জন্য মার সঙ্গে সরস্বতীর মূর্ত্তি প্রদত্ত হয়। তারপর লক্ষ্মী, লক্ষ্মীও মার শক্তি। শ্রী, সৌন্দর্য্য, ধন রত্ন, মান মর্য্যাদার নাম লক্ষ্মী। এই জন্য লক্ষ্মী গৌরবর্ণা। মা যার গৃহে আসিবেন তার গৃহ ধন ধান্যে পূর্ণ হইবে। তার গৃহের ও শরীরের শ্রী সৌন্দর্য্য বাড়িবে। তার গৃহের ময়লা মাটী দুর্গন্ধ দূরীকৃত হইবে। কোন বিশ্রী মন্দ ভাব থাকিতে পারিবে না। এই জন্য মার সঙ্গে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রদত্ত হয়। তার পর গণেশ, গণেশ বিঘ্ন সংহর্ত্তা। যে শক্তিতে বিঘ্ন বাধা থাকিতে পারে না তার নাম বিঘ্নরাজ। মা যার গৃহে যাবেন তার আবার অমঙ্গল থাকিবে কেন? এই জন্য গণপতি সঙ্গে যান। তারপর কার্ত্তিক। কার্ত্তিক, শক্তিধর, অগ্নি জন্মা, অগ্নি স্বরূপ। মা যেখানে যাবেন তার মুখ সুন্দর হইবে। তাঁর হৃদয়, মন, প্রাণ সকলই সুন্দর হইবে এবং সহজে বিজয় লাভ হইবে। পাপের উপর সে জয়লাভ করিবেই করিবে। এইজন্য ময়ূরবাহন কার্ত্তিকের হাতে তীর ধনুঃ ও কার্ত্তিক পরমসুন্দর হইয়া মার সঙ্গে আগমন করেন। বিজয়ার অর্থ তোমরা জাননা সুলোচনে? বিজয়ার অর্থ মেটে প্রতিমা জলে ভাসাইয়ে দেওয়া নহে কিন্তু পাপের উপর, অসুরের উপর জয়লাভ করাই প্রকৃত বিজয়া। গরিব গৃহস্থের মা মরিলে পোড়াইবার সুবিধা হয় না। তাই জল সই করিয়া বাঁচে, হিন্দুদের বিজয়া সেই প্রকার। হিন্দুদের বিজয়া মার মৃত দেহ জল সই করা বৈ আর কি? সেই পূজা করা মৃতদেহ (মেটে মাকে) যদি জল সই করা না হয়, তবে তাঁর হাত খস্‌বে, চামড়া উড়বে, ঘার ভাঙ্গবে, মাংস খসে পড়্‌বে, গরিবের মৃত মাকে জল সই না করিলে ঐরূপ পচে সড়ে দুর্গন্ধ হয়ে লোকের উদ্বেগের কারণ হয়।

সুলো। শশিকলা! তোমার কথা শুনে প্রাণ জুড়ায়। তুমি এমন সুন্দর কথা বলিতে পার? আহা! কি চমৎকার ব্যাখ্যাই করিলে!!

শশি। সুলোচনে? মানুষ হয়ে কিছু কিছু জানা শুনা চাই। নতুবা সত্য কি মিথ্যা কি বুঝিতে পারা যায় না।

সুলো। তত বুঝিয়া আমাদের লাভ কি? পুরোহিত ঠাকুর জানেন। তিনি জানিলেই ত হতে পারে?

শশি। এই প্রকার আলস্যই লোকের বিনাশের কারণ। তুমি করিবে তোমার ইষ্ট দেবতার পূজা, পুরোহিতের জানা নাজানাতে তোমার কি?

সুলো। আমাদের পূজাত পুরোহিত ঠাকুরই করেন?

শশি। পুরোহিত ঠাকুর কি আর তোমার পূজা করেন? তিনি তাঁহার নিজের পূজা করেন।

সুলো। শাস্ত্রে নাকি বিধি আছে। পুরোহিত প্রতিনিধি হয়ে পূজা করিতে পারেন।

শশি। সুলোচনে? তুমি যদি অল্প কিঞ্চিৎ মনোযোগ দাও, অতি সহজেই আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে। প্রতিদিন যে সন্ধ্যা আহ্নিক করা যায়, তাহা তোমার আপনার কাজ, তাহা তোমাকেই করিতে হইবে, অন্যে করিলে চলিবে না। দুর্গোৎসব, বাসন্তি, রটন্তী প্রভৃতি পূজা যাহা সাময়িক উৎসবের জন্য বিহিত হয়, তাহাই পুরোহিত করে। এগুলি নিত্য কর্ম্ম নহে নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্য কর্ম্মজীবনের সঙ্গে গাঁথা থাকিবে। আর নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিমিত্তানুসারে (টাকা কড়ীর আয় সংস্থান কিরূপ তাহা বুঝিয়া) করিতে হয়। অসুবিধা হইলে, অর্থ সংস্থান না থাকিলে না করিলে ও ক্ষতি নাই। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম না করিলেই তোমার জীবন অসার অকর্ম্মণ্য পশু জীবন তুল্য হইয়া যাইবে. অতএব নিত্য কর্ম্ম, যাহা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, মধ্যাহ্ন কালে স্নান করিয়া সায়াহ্নে নির্জ্জনে বসিয়া, রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রতিদিন যথানিয়মে তোমার করিতে হইবে। তুমি আপনি না করিয়া ফল পাইতে চাও কিরূপে? তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার গৃহে যদি কাহাকেও আহার করাইবার অভিলাষ কর, তবে তুমি সুস্থ বা সবল থাকিলে তোমাকে নিজে গিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। যদি তাহা না কর অমর্য্যাদা করা হইবে।

আর একটী কথা এই, সুলোচনে! দেবার্চ্চনা আর কিছুনয় এ কেবল মাতৃ ক্রোড়ে শিশুর অবস্থান। যদি শিশু আপনি মাতৃক্রোড়ে না বসিয়া অন্য শিশুকে বসায় তাহাতে কি তাহার আপনার তৃপ্তি জন্মে না আপনার সাধ মেটে?

সুলো। শশি! তুমি এমন সব মিষ্টি দৃষ্টান্ত দিয়া মানুষকে বুঝাও, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার নূতন সন্দেহ জন্মিল। তাই বুঝাইয়া দেও দেখি। তুমি বলিলে

দেবার্চ্চনা করা আর মাতৃ ক্রোড়ে উপবেশন করা তুল্য। ইতঃপূর্ব্ব যে দেবতার কথা বলিয়াছ তিনি নিরাকার, নিরাকার দেবতার ক্রোড় কেমন?

শশি। নিরাকার দেবতার ক্রোড়, অত্মার ক্রোড়ের ন্যায় নিরাকার। মনেকর, তোমার শরীরে তুমি আছ কি শরীর তোমাতে আছে?

সুলো। শরীরেই আমি আছি।

শশি। তোমার শরীর ত অসার জড় পিণ্ড। তাহার ত কোন শক্তি নাই। তুমি বলিতে যাহা বুঝ, সেই আত্মা পদার্থেরই শক্তিতে তোমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সমুদায় ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে সমর্থ। তুমি ছাড়িয়া চলিয়া গেলে এসকল হস্ত পদাদি পড়িয়া থাকিবে এবং পচিয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তবে এখন বুঝিতে পার যে নিরাকার আত্মার বলে সাকার শরীর যেমন অবস্থিতি করে তেমনি নিরাকার আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করা সহজ সাধ্য।

সুলো। শশি! আর একটি কথা আমায় ভাল করিয়া বুঝাও তোমার কাছে আজ অনেক শিখিলাম। তুমি বলিলে আনন্দময়ী মাই সকল, তাহা কিরূপ? আমরা জানি, মা থাকিলে বাবাও থাকেন। যদি মাও থাকেন বাবাও থাকেন, তবে এক মাই সর্ব্বে সর্ব্বা কিরূপে হইবেন।

শশি। সুলোচনে! শুন। ঈশ্বর নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁহার শরীর নাই সুতরাং শারীরিক চিহ্ন দ্বারা যেমন পার্থিব পিতা মাতার পরিচয় হয় সেরূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল ভাবমাত্র গ্রহণ করা যায়। পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব, বন্ধু বন্ধুত্ব, প্রভুর প্রভুত্ব সব সেই ঈশ্বর হইতে আমরা প্রাপ্তহই সুতরাং এসকল ভাব তাঁহারই, তিনি কেবল জননী নহেন কিন্তু জননী, জনক, ভ্রাতা, সুহৃৎ, আচার্য্য সকলই।

সুলো। শশি! তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। অদ্য যাই আবার কল্য অসিব!

আর্য্যনারীগণে আচার ও ব্যবহার।

[উচ্চ শিক্ষা দানার্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

আমাদিগের দেশীয়া বৈদিক সময়ের নর নারীগণের আচার ব্যবহার সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এবার বেদান্তও উপনিষদের সময়ে আমাদিগের দেশের নারীগণের কি প্রকার অবস্থা ছিল বলা হইবে। আমরা দেখিয়াছি, বেদে ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা স্থলে নারীগণও যে প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন স্পষ্ট লিখিত আছে। ব্রহ্মবেদ,

তৎসেবা ব্রহ্মচর্য্য ইহাই ইহার মৌলিক অর্থ। বেদঅধ্যয়ন সময়ে সংযতমনা সংযতচিত্ত না হ'লে অধ্যয়ন হয় না, এজন্য কালে ব্রহ্মচর্য্যশব্দের অর্থ সর্ব্বথা ইন্দ্রিয় সংযম অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। পুরুষগণ ষট্‌ত্রিংশবর্ষ, বা অষ্টাদশ বর্ষ অথবা নববর্ষ বেদাধ্যয়ন করিতেন। ইহাতে প্রত্যেকবেদ বার বা ছয় বা তিন তিন বর্ষ পাঠ করা হইবে বুঝাইতেছে। সামান্যতঃ ব্রাহ্মণগণের অষ্টম বর্ষের সময়ে উপনয়ন হইত, সুতরাং চুয়াল্লিশ বর্ষ বা ছাব্বিশ বর্ষ বা সতের বর্ষ পর্য্যন্ত একজন বেদ পাঠ করিতেন। ব্রহ্ম বর্চ্চস কামনা করিলে সপ্তম বর্ষে উপনয়ন হইত। ইহাঁরা (এমন হইতে পারে) চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যেই যাপান করিবেন। স্ত্রীগণ পুরুষগণের ন্যায় দীর্ঘকাল বেদপাঠ করিবেন না যদি অনুমান করা যায়, তথাপি সতের বৎসরের ন্যূনে কখন বেদপাঠ সাঙ্গ হইত না। বেদপাঠে অস্বধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন নিষেধকালের যে প্রকার প্রাচুর্য্য তাহাতে বেদাধ্যয়নে দীর্ঘকাল অতীত হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। হয়তো বেদান্তের সময়ে বেদাঙ্গ সকল স্বতন্ত্র গঠিত * হইত না, বেদাঙ্গ সকলের শিক্ষণীয় বিষয় গুরুমুখ হইতে শিখিতে হইত। ইহাতে মনে হইতে পারে, অন্যান্য অঙ্গ পাঠ করিতে যে সময় যাইত তদপেক্ষা অল্পসময়ে বেদপাঠ সমাধা হইত। এ অনুমান ঠিক নহে। কোন একটি বিষয় প্রণালীবদ্ধ শাস্ত্রে পরিণত হইলে তাহা তখন সহজে শিক্ষা করা যায়, মৌখিক শিক্ষাতে তাহা তেমন সহজে আয়ত্ত হয় না। অঙ্গসকলে পারদর্শী ব্যক্তি যে প্রকার সহজে বেদ শিক্ষা করিতে পারেন অপারদর্শী ব্যক্তি কখন সে প্রকার পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় অঙ্গের বিষয় শিখিতে গেলে সত্বর সত্বর তাহাতে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, সে যাহা হউক, বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে যে সে কালের স্ত্রীগণ বয়স্কা হইতেন তাহার বিশেষ প্রমাণ সর্ব্বত্রই আছে, কোন কোন স্ত্রী চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিতেন, ইহাতে বিশ্বাস করিবারও বিলক্ষণ কারণ অছে।

বেদ বেদান্তের সময়ে স্ত্রীগণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় নাই সুতরাং স্ত্রীও পুরুষ উভয়েই বেদাধ্যয়নে সমান অধিকারী ছিলেন। বেদান্তসময়ে স্ত্রীগণ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন, একশ্রেণীর স্ত্রীগণ বেদাধ্যয়ন তত্ত্বচিন্তাদিতে নিমগ্ন হইতেন, অন্যশ্রেণীর স্ত্রীগণ কেবল গৃহ কর্ম্ম করিতেন। যাঁহারা বেদাধ্যয়নাদি

* ভাষ্যকার পতঞ্জলি বৈদিক সময়ে বিনাব্যাকরণে বেদ পঠিত হইত লিখিয়াছেন। ইহাতে প্রতীত হয়, ব্যাকরণবৎ অন্যান্য অঙ্গও সে সময়ে এক একটি শাস্ত্ররূপে পরিণত হয় নাই।

করিতেন তাঁহারা ব্রহ্মচারিনী, আর যাঁহারা গৃহকার্য্য করিতেন তাঁহাদিগকে "স্ত্রী প্রজ্ঞা" আখ্যা দান করা হইত। "অথাহ, যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতু মৈত্রেয়ীচ কাত্যায়নীচ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রী প্রজ্ঞৈব তর্হ কাত্যায়নী।" যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন, এক জনের নাম মৈত্রয়ী আর একজনের নাম কাত্যায়নী। তাঁহাদিগের মধ্যে মৈত্রয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা ছিলেন। স্ত্রীপ্রজ্ঞা শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সে সময়ে গৃহকার্য্যাদি স্ত্রীগণের বুদ্ধির উপযোগী বলিয়া সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী হইলেন তাঁহাদিগের পুরুষের ন্যায় উপনয়ন সংস্কার হইত। তাঁহারা মোঞ্জীবন্ধন করিতেন, বেদাধ্যয়ন করিতেন, কেবল ভিক্ষার্থ স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিতেন না গৃহের আত্মীয়বর্গের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতেন। সেই পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণের আর উপনয়নসংস্কারাদি হইত না, বিবাহ, পতিসেবা গৃহকার্য্য ইহাই তাঁহাদিগের ভাগ্যে নিপতিত হইয়াছিল। "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥" স্ত্রীগণের বৈবাহিক বিধিই বৈদিক সংস্কার [উপনয়ন], পতিসেবা গুরুকুলে বাস [বেদাধ্যয়ন] গৃহকৃত্য অগ্নিপরিচর্য্যা [সমিধাদি আহরণ]।

বেদাধ্যয়নে কতদূর যে কঠোর শাসন ছিল, মহাভারতে উতঙ্ক প্রভৃতির বৃত্তান্ত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বেদান্ত সময়েও যে এইরূপে শাসন ছিল, আমরা উপনিষদ পাঠে অবগত হই। বহুকাল গুরুকুলে বাস করিয়া নানা প্রকার পরিচর্য্যা করিয়াও আচার্য্যের নিকট গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি লাভ হইত না। বহুবর্ষ পরিচর্য্যা করিতে করিতে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইত, আহারে রুচি থাকিত না, অপরকে কৃতকৃত্য নিজে অকৃত কৃত্য দেখিয়া মন নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িত, অথচ বাধ্য হইয়া তদবস্থাতেই অবস্থান করিতে হইত। "তমাচার্য্যজায়োবাচব্রহ্মচারিন্নশান, কিন্নু নাশ্নসীতি, সহোবাচ বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি নাশিষ্যামীতি।" তাঁহাকে [উপকোসলকে] আচার্য্য পত্নী বলিলেন, ব্রহ্মচারী আহার কর, আহার করিতেছ না কেন? সে উত্তর করিল, এই ব্যক্তিতে [বহু] অভিলাষ, নানাবিধ অত্যয়, ব্যাধি (ক্লেশ) সমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছি আহার করিব না।" আচার্য্যগণের এরূপ কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবহার শুনিয়া আমাদিগের মনে ক্লেশ হয় সত্য, কিন্তু বুঝিতে হইবে সে কালের অধ্যয়নের

রীতি এক বিষয়ে অতিশ্রেষ্ঠ ছিল এবং সেই শ্রেষ্ঠ বিভাগটীর সম্পাদন জন্যই কঠোর শাসনের প্রয়োজন ছিল। শিষ্যের প্রাণ মন সংযত হইতে হইতে যখন ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি পাইত, তখন তাঁহারা শিষ্যকে তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ দিতেন। অন্যথা উহা তাহাদের বুদ্ধিগম্য হইবে না ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন।

বেদান্তসময়ে স্ত্রীগণ ও ব্রহ্মবাদিনী হইয়া তত্ত্বন্বেষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সুতরাং চিত্তসংযমাদি দ্বারা আলোকলাভের জন্য তাঁহারাও যে আচার্য্যের শাসনের অধীন হইতেন ইহা বিশ্বাস করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা পুরুষগণ হইতে হীন ছিলেন না, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণিত হইতে পারে। বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে তিনি কুরুপাঞ্চালের ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে ব্রহ্মিষ্ঠ ইহা জানিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি এই অভিপ্রায়ে এক সহস্র গো গোষ্ঠে বাঁধিলেন, তাহাদিগের এক একটির শৃঙ্গ মধ্যে দশ দশ তোলা স্বর্ণ বাঁধিয়া দিলেন। তিনি উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া গ্রহণ করুন্। কোন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য আপনার ছাত্রকে বলিলেন সৌম্য "সামশ্রবা এই সকলের বন্ধনমুক্ত কর।" ছাত্র গো সকলের বন্ধন মুক্ত করিল দেখিয়া সকল ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিলেন। অশ্বলনামা জনক রাজার ঋত্বিক্ ছিলেন, তিনি বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তুমি কি আমাদিগের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ! তিনি উত্তর করিলেন "ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করি, আমরা গো-[প্রাপ্তির] অভিলাষী। অনন্তর অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কহোল, আরুণি বিদগ্ধ এই সাত জন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করেন। ইহাদিগের মধ্যে গার্গী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী সভাস্থা ছিলেন। তিনি এই প্রথমবার কহোলের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রশ্ন এই সমুদায় জগৎজলে ওতঃপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে সে জল কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে? পর পর প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর সমুদায় ব্রহ্মলোক ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে এই পর্যন্ত শেষ হয়। আরুণির প্রশ্নের সদুত্তরের পর তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকটে পুনরায় প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন আমি দুটি প্রশ্ন করিব, এই দুটি প্রশ্নের সদুত্তর দিলে কেহ আর ইহাঁকে জয় করিতে পারিবেন না।

কি সাহস? কুরুপাঞ্চালের যত সুবিদ্বান্ জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ সকলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

তাঁহারাই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আটজন শ্রেষ্ঠ লোকের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক এ কিছু সহজ কথা নহে। বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞগণের সঙ্গে এক জন স্ত্রীলোকের রাজসভায় নিমন্ত্রণ ইহা অসামান্য ব্যাপার। তিনি আবার বলিতেছেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে এমন কেহ নাই যে ইহাঁকে পরাজয় করিতে পারিবেন! এত বিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান সত্ত্বে কি তিনি স্ত্রীসুলভ অপ্রগল্ভভাব পরিহার করিয়াছিলেন, কখনই নহে! যদি করিতেন, সকলের অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিতেন না। তবে কি তাঁহাতে তেজস্বিতা ছিল না? তাহাও ছিল, যথাসময়ে তিনি প্রশ্ন কালে বলিয়াছিলেন "কাশী বা বিদেহজাত উগ্রপুত্র যেমন ধনুতে গুণ চড়াইয়া প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করিবার জন্য বাণদ্বয় হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান, তেমনি আমি, হে যাজ্ঞবল্ক্য, দুই প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত, আপনি সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্য চ্চে ত্যাচক্ষতে কস্মিং স্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি?

দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে, পৃথিবীর অধোতে, দ্যুলোকও ভূলোকের মধ্যে ইহাঁরা যাহা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে বলেন, সে সমুদায় কিসে ওতপ্রোত হইয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "—আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।" আকাশে তাহা ওতপ্রোত হইয়া আছে। গার্গী সদুত্তর লাভ করিয়া বলিলেন, "নমস্তে হস্ত" আপনাকে নমস্কার। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কস্মিন্নু খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি" এই আকাশ কিসে ওত প্রোত হইয়া আছে? যাজ্ঞবল্ক্য অক্ষর পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া উত্তর শেষ করিলেন;

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি দৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।"

"হে গার্গি, সেই বা এই অক্ষর [ব্রহ্ম] যাঁহাকে কেহ দেখে নাই, যিনি সকলকে দেখেন, যাঁহাকে কেহ শুনে নাই যিনি সকলকে শুনেন, যাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, যিনি সকলকে মনন করেন, যাঁহাকে কেহ জানে নাই, যিনি সকলকে জানেন, ইহাঁ ছাড়া কেহ দ্রষ্টা নাই, ইহাঁ ছাড়া কেহ শ্রোতা নাই, ইহাঁ ছাড়া কেহ মননকর্ত্তা নাই, ইহাঁ ছাড়া কেহ বিজ্ঞাতা নাই। এই অক্ষরেই (ব্রহ্মেই) হে গার্গি, আকাশ ওত প্রোত হইয়া আছে।" সদুত্তর শ্রবণ করিয়া গার্গী বলিলেন,

"ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বং নবৈ জাতু

যুষ্মাকমিমং কশ্চিব্রহ্মোদ্যং জেতেতি।”

“ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, এইটি বহু মনে করুন যে নমস্কার পূর্ব্বক ইহাঁ হইতে প্রমুক্ত হউন। ইনি ব্রহ্মিষ্ঠ, আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ইহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন।” গার্গী যাহা বলিলেন, পরিশেষে তাহাই দাঁড়াইল, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে।

সহজে জিজ্ঞাসা আসিতে পারে, গার্গী যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন, তাঁহার পত্নী কি প্রকার ছিলেন। অবশ্য স্বামীর অনুরূপ ছিলেন। মৈত্রেয়ীর নাম সকলেই জানেন, ইনি ব্রহ্মবাদিনী, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রধানা পত্নী। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন যখন স্থির করেন, সে সময়ে স্বামী ও পত্নীমধ্যে যে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা হয়, তাহা অতি সুপ্রসিদ্ধ। পতি পত্নীকে সংসারের সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে চলিলেন, কোথায় সেই সম্পত্তির সমধিক ভাগ অধিকার করিতে যত্ন করিবেন, না জিজ্ঞাসা করিলেন “ধন দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ হয়?” ইহার পর যে কথোপকথন হইল, তাহা সাংসারিক নহে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং সাধারণ বুদ্ধি স্ত্রীলোকের বোধাতীত।

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতইদং সর্ব্বং বিদিতম্।”

“আত্মাকেই দেখিতে হইবে, আত্মাকেই শ্রবণ করিতে হইবে, আত্মাকেই মনন করিতে হইবে, আত্মাতেই চিত্ত সমাধান করিতে হইবে। অয়ি মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দেখিলে শুনিলে মনন করিলে জানিলে, এ সমুদায়ই বিদিত হয়।” এখানে যাজ্ঞবল্ক্য যে প্রকার আত্ম তত্ত্ব মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মৈত্রেয়ীর কেন সকলেরই মোহ জন্মে।

“যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতর মভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতরইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈব ভূতৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে ঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতে ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনানি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্ব মিতি।”

“যেখানে দ্বৈত থাকে সেখানে এক জন আর এক জনকে দেখে, এক জন আর এক জনের ঘ্রাণ লয়, এক জন আর এক জনের রস গ্রহণ করে এক জন আর এক জনকে বলে, এক জন আর এক জনকে শুনে, এক জন আর এক জনকে মনন করে, এক জন আর এক জনকে স্পর্শ করে, এক জন আর এক জনকে জানে, যেখানে ইহার সকলই আত্মা হইয়া গেল, সেখানে কে কাহাকে দেখে, কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহার রসগ্রহণ করে, কে কাহাকে বলে, কে কাহাকে শুনে, কে কাহাকে মনন করে, কে কাহাকে জানে, যাহার দ্বারা সমুদায় জানা যায় তাহাকে কে জানিবে। এই সেই আত্মা ইহা নয় উহা নয় মাত্র। আত্মা অগৃহ্য সুতরাং গ্রহণ করিতে পারা যায় না, অশীর্য্য সুতরাং শীর্ণ হয় হা, অসঙ্গ সুতরাং আসক্ত হয় না, অব্যথ্য সুতরাং বধ্য হয় না ব্যথিত হয় না। বিজ্ঞাতাকে জানিতে এই যে বলা হইল ইহাতে তোমার অনুশাসন হইল। মৈত্রেয়ি, ইহাই অমৃত।”

আমরা এক দিকে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণের কথা যে প্রকার বলিলাম, অন্যদিকে তেমনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা স্ত্রীর কথাও বলিতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। এক জন ব্রহ্মবাদিনী, এক জন স্ত্রীপ্রজ্ঞা। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা। যাঁহারা স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থাৎ গৃহকার্য্য ব্যাপৃতা ছিলেন, তাঁহারা সে কার্য্যে এতদূর মগ্ন হইতেন যে তজ্জন্য অতিসামান্য বিষয় সকলেরও জ্ঞান থাকিত না।

“সত্যকামোহ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোহমস্মীতি। ১। সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্র স্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতান্ন বেদ যদ্গোত্র স্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি, স সত্য কাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।”

জবালাতনয় সত্যকাম জবালাকে গিয়া বলিলেন, মাতঃ আমি স্বাধ্যায় গ্রহণার্থ [আচার্য্য কুলে] বাস করিব, আমি কোন্ গোত্র? তিনি বলিলেন, তুমি কোন্ গোত্র আমি উহা জানি না। [পতিগৃহে] পরিচারিণী হইয়া বহু জনের পরিচর্য্যা করিতাম, সেই সময়ে যৌবনে আমি তোমাকে লাভ করি। তুমি কোন্ গোত্র আমি তাহা জানি না, আমার নাম জাবালা তোমার নাম সত্যকাম। সেই সত্যকামই জাবাল ইহাই গিয়া বল।”

কি আশ্চর্য্য, পতিগৃহে বহু অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করিতে ঋষিপত্নী জাবালা এতদূর ব্যাপৃতা ছিলেন যে, অতিসামান্য গোত্রের বিষয় পর্য্যন্ত জানিবার অবসর পান নাই। এখনকার কালে ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীনা স্ত্রীগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে গৃহিণীগণের গৃহকার্য্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে ঔদাসীন্য কিছু অতিরিক্ত বর্ণন বলিয়া

প্রতীত হয় না। এত দূর গৃহকার্য্যে ব্যাপৃততা সে কালে নিন্দার বিষয় ছিল বলিতে পারা যায় না, কেন না সত্য-কাম মাতার এই মূর্খতার বিষয় গোপন না করিয়া যথাযথ আচার্য্যের নিকট বলাতে তিনি তাহাকে এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে,

"তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগাইতি।"

[আচার্য্য] তাহাকে বলিলেন অব্রাহ্মণ কখন এরূপ [সরল ভাবে] স্পষ্ট বলে না। যে হেতুক সত্যের অপলাপ করিলে না, সৌম্য, সমিধ আনয়ন কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব। উপনিষদের সময়, আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, স্ত্রীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন তত্ত্বানুষেষণাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মবাদিনী আখ্যা লাভ করিতেন, কেহ কেহ এ সকল উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া সাংসারিক কার্য্যসমূহে নৈপুণ্য লাভ করিতেন। ইহাঁরা একেবারে নিরক্ষর হইতেন কিনা, এ কথা বলা সহজ নহে। যে সকল স্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী নহেন, তাঁহারাও প্রচলিত ভাষাজ্ঞান শিল্প নৈপুণ্যাদিতে পরিষ্কা হইতেন এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। কেননা যে সময়ে স্ত্রীগণের বোদধ্যয়নে অধিকার আর ছিল না, সে সময়ে বেদ ব্যতিরিক্ত অন্য সকল জ্ঞানের বিষয়ে তাঁহারা নিপুণা হইতেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপনিষদে আমরা ইহার প্রমাণ পাই না। কেননা ইহাতে তত্ত্বজ্ঞা স্ত্রীগণের বিষয়ে লেখাই উদ্দেশ্য, কিন্তু পর সময়ে স্ত্রীগণের হীনাস্থা উপস্থিত হইলেও যখন তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাতে প্রতীত হয় যে উপনিষদের সময়ে উচ্চতত্ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন বহুস্ত্রী বিদ্যমান থাকাতে সামান্য শাস্ত্রজ্ঞত্ব গণনায় আইসে নাই।

খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এবং নূতন প্রণালীতে তাহার প্রচার।

প্রায় উনিশ শত বৎসর হইল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহর্ষি যিশু খ্রীষ্ট, তুরস্ক দেশের অন্তর্গত নেজারত প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবন কালে তিন বৎসর মাত্র তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করা, স্ব ইচ্ছা বিনাশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া, পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রধানতঃ তাঁহার এই প্রচার ছিল। তখন য়িহুদি লোকেরা বিরোধী হইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, তাঁহার দ্বাদশ জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা নানা স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়েন। যিশুখ্রীষ্টের মাতা মেরী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, অনেক গুলি সতী সাধ্বী নারী খ্রীষ্টের প্রতি

বিশ্বাসী ছিলেন ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবনের উন্নতি সাধন করেন। খ্রীষ্টের মৃত্যুর কিছু কাল পরেই তাঁহার কতিপয় শিষ্য দ্বারা সে দেশে নানা স্থানে ধর্ম্মের প্রচার হয়, ইউরোপেও বহুলোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ঈশ্বরই পুত্রভাবে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন খ্রীষ্টই স্বয়ং ঈশ্বর এই বলিয়া ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া সকলে খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনাদি করিতে থাকেন। এইক্ষণও সমুদায় খ্রীষ্টিয়ান দলের এই মতও বিশ্বাস। খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় প্রধান, দুইভাগে বিভক্ত। রোমানক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। তন্মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে। রোমান ক্যাথলিক আদি সম্প্রদায়, হইয়া আপনাদের প্রধান দলপতি পোপকে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া মানে! প্রায় চারিশত বৎসর হইল মহাত্মা লুথার কর্ত্তৃক প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহারা পোপকে মান্য করে না। নানা প্রকার মতভেদে খ্রীষ্টানদলে কোয়েকা মেথডিষ্ট প্রভৃতি বহুসম্প্রদায় হইয়াছে। তুরস্ক ব্যতীত ইউরোপের অন্তর্গত অন্য সমুদায় দেশের লোকই খ্রীষ্টিয়ান। পৃথিবীতে এইক্ষণও রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যাই অধিক। রোমান ক্যাথলিক দিগের মধ্যে অনেক নারী চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর বৈরাগ ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগকে নন বলে। ১৮ আঠার বৎসর হইতে ইংলণ্ড নিবাসী উইলিয়ম ব্যুথ সাহেব নূতন প্রণালীমতে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সাত শত প্রচারক, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই স্ত্রীলোক। ইহারা মুক্তির সৈন্যদল নামে আখ্যাত। সৈন্যদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তুরি ভেরী নিশান ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া নগরের রাস্তায় প্রচার করিতে বাহির হন। ব্যুথ সাহেবের জিনিয়ার উপাধি, অন্য অন্য লোকের কাইন কাপ্তান প্রভৃতি উপাধি। ইহাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা ও সঙ্গীতযোগে প্রচার করেন। ইহাঁদের দ্বারা সহস্র সহস্র মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি দুশ্চরিত্র লোক শুদ্ধ সৎচরিত্র হইয়াছে, অনেক স্থানে মদের দোকান একেবারে বন্ধহইয়া গিয়াছে। প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহাদের অনেককে নানা প্রকার অপমান লাঞ্ছনা প্রহার পর্য্যন্ত সহ্যকরিতে হইয়াছে! সম্প্রতি তাঁহাদের একদল ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সেই দলে দুইজন স্ত্রী চারিজন পুরুষ, ইহাঁদের নেতা কাপ্তান টকার, টকার সাহেবের জন্ম ভারতবর্ষে, পূর্ব্বে তিনি পঞ্জাবে ডিপুটী কমিশনরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বোম্বাই নগরের রাস্তায় তাঁহারা বগল বাজাইয়া প্রচারে বাহির হইলেই শান্তিভঙ্গের ছল করিয়া পুলিষ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া

যায়। বিচারে মেজেষ্টর সাহেব তাঁহাদের অর্থদণ্ড করেন। তৎপরে তাঁহারা আবার ধৃত হইয়া কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ হন। প্রচারে সহযোগিনী একটি বিবি ওসেই সঙ্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস একাগ্রতা, উৎসাহ উদ্যম আশ্চর্য্য। তাঁহারা কারাগারে থাকিয়াও আনন্দমনে দিবা রাত্রি সঙ্গীতাদি করিতে থাকেন। মুক্তির দলের উপর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার দেখিয়া কলিকাতার ব্রাহ্মগণ ও কয়েক দল খ্রীষ্টিয়ান বিশেষ দুঃখিত ও উত্তেজিত হন। টাউন হলে এক মহাসভা করিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় দেশীয় ও ইউরোপীয় নানা শ্রেণীর তিন চারি সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল। সাত আটজন প্রধান বক্তা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। এই সভা হইতে রাজ প্রতিনিধির নিকটে সকল ধর্ম্মাবলম্বীয় লোকের প্রতি নিরপেক্ষতা রক্ষা পায় এই প্রার্থনায় এক দরখাস্ত প্রেরিত হয়। আশ্চর্য্য যে এখানকার লর্ড বিশপের দল ও রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এই মুক্তি ফৌজের বিরোধী। সেই উৎপীড়িত দলের প্রতি তাঁহাদের মহানুভূতি নাই। খ্রীষ্টান হইয়া নির্দ্দোষ খ্রীষ্টিয় প্রচারকদিগকে উৎপীড়ন করে ইহার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। কয়েক দিন হইল দুই জন মুক্তি সেনা বোম্বাই হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছে। বিডন পার্কে ও কোন কোন গির্জায় তাঁহাদের বক্তৃতাও সঙ্গীতাদি হইয়া ছিল। ইহাঁরা এখানে থাকিয়া কার্য্য করিবেন ও সেনা সকল প্রস্তুত করিয়া লইবেন। শুনিলাম ইহাঁদের একটি পতাকায় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত, একটি নিশানে রক্ত লিখিত। ইহাঁদের দলপতি জেনেরেল বুথ ঈশ্বরা দেশের একান্ত পক্ষপাতী। তিনি ঈশ্বরা দেশ শুনিয়া এরূপ প্রচার করিতেছেন বলিয়া থাকেন এই প্রচারক-দলে অনেকটা জীবন্তভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিচারিকার সঙ্গে একটি গ্রাম্য স্ত্রীর কথোপকথন।

সুধাময়ী পরিচারিকাকে সমাগতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে গা, পরিচারিকে? এস, এস. তোমাকে দেখিলে মনে বড় আনন্দ হয়।"

প। আপনি আমায় অনুচিতরূপে ভাল বাসেন, তাই ওরূপ হয়।

সু। কেন ওরূপ কথা বলিলে যে?

প। কল্য বর্দ্ধমান গিয়ে ছিলাম, শুনিলাম সে স্থানের মেয়েরা আমার কথা শুনে অত্যন্ত মর্ম্ম বেদনা পান। তাঁরা বলেন, পরিচারিকা বড় কটু ভাষিণী। ছিঃ, মেয়ের মুখে কি এমন কটু ভাষা ভাল শোনায়?

সু। কৈ, আমরাত কটু ভাষা বুঝিতে পারি না, তা হউক তুমি বল এ মাসে এত বিলম্ব করে এলে কেন?

আমার পিতা বড় হরি ভক্ত ও নিঃসম্বল। তাঁহার ঘরে কিছুমাত্র সম্বল থাকে না। বিদেশে, ভিন্ন গ্রামে মেয়ে ছেলে পাঠাইতে হইলে কিছু অর্থের প্রয়োজন। যে মাসে হাতে কিছু টাকা কড়ী থাকে সে মাসে আমাকে আপনাদের সেবা করিতে শীঘ্রই পাঠান, বিলম্ব হয় না. আর যে মাসে কিছু সঞ্চয় থাকে না সে মাসে ভিক্ষা

শিক্ষা যখন পান সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় কাজেই বিলম্ব হইয়া পড়ে।

সু। তুমি যাঁদের সেবা করিতে বাহিরে যাও, তাঁহারা তোমার পাথেয় দেন্না কেন?

প। তাঁহারা পাথেয় দেন কিন্তু আমি তুমাস পাঁচ মাস সেবা না করিলে তাঁহারা আমাকে আপনার বলিয়া বুঝিবেন কিরূপে? আমার প্রতি আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস না হইলে আরত তাঁহারা পাথেয় দিবেন না?

সু। কেন, অগ্রিমরূপে দিলে হানি কি?

প। এখন আর সে দিন নাই। পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে বিশ্বাস ও ভদ্রতার সমাদর ছিল, এখন অনেক লোক মন্দ চরিত্র হওয়াতে সে বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সু। তাহাতে তোমার কি? তুমি মা! ধর্ম্মের জন্য জীবনটা ক্ষয় করিতেছ তোমাকে অবিশ্বাস করিবে কে?

প। করে বই কি? আমাকেও অবিশ্বাস করে কিন্তু তাহাতে লোককে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কেননা একত অধিক সঙ্খ্যক লোক মন্দ চরিত্র হওয়াতে কে সৎ, কে অসৎ, ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, দ্বিতীয়তঃ আমাকেও সময়ে সময়ে পীড়া বশতঃ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।

সু। তবে কি পীড়ার জন্যই পৃথিবী হইতে বিশ্বাসকে বিদায় করিয়া দিতে দিতে হইবে?

প। তা নয়, তবে বোধহয় তাঁহারা মনে করেন যে মনুষ্যজীবন অনিত্য বাঁচ কি মরি নিশ্চয় নাই, এমত অবস্থায় বিশ্বাস করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে?

সু। বিশ্বাসের স্থলে কোন অভিসন্ধি থাকিলে তাহাকে বিশ্বাস বলা যায় না। তা হলেত কাজ চলা ভার?

প। ভার বটে, তবু কার্য্য চলে, ভাল শৃঙ্খলা মত চলে না। যদি আমার সেব্যা মহিলাগণ দয়া করে অগ্রিম পাথেয়াদি পাঠাইয়া দেন তা হলে তাঁহাদের সে অর্থটা বোধহয় জলে পড়ে না। আমার জীবন থাকিলে নিশ্চয় তাঁহাদের সেবা করিয়া তাহা শোধ দিতে পারিব।

সুধা। তুমি যেরূপ করিয়া সেবা কর, তোমার পিতা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে লোকের একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

পরি। আমার পিতা কাহার নিকট কিছু আশা করিয়া পরিচর্য্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি বড় নিষ্কাম বৈরাগী।

সুধা। আমি কি আর তোমার কিছু আশা করিতে বলিতেছি? তোমার পরিশ্রমের বিনিময় করিতে বলিতেছিনা কিন্তু বাহিরে যাইতে যাহা প্রয়োজন তাহাই কিঞ্চিৎ অগ্রে পাঠাইয়া তোমার আসিবার সুযোগ করিয়া দিতে বলিতেছি আর তাই বা না বলিব কেন? এটা কি ভালবাসার ধর্ম্ম যে আমাকে যে ভালবাসিবে আমি তাহাকে ফিরিয়া দেখিব না?

প। তা সে বিষয়ে আরত কাহাকে ও অনুরোধ করা যায় না, তবে তাঁহাদের ইচ্ছা। এবিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, বুঝি আমার সেব্যা মহিলাগণ আমার সেবাতে বিশেষ সন্তুষ্ট নহেন। যদি সত্য সত্যই সন্তুষ্টা হইতেন, তবে তাঁহারা আপনাপনি আমার জন্য যত্ন করিতেন। "যে যার সে তার" এ জনশ্রুতি কখন মিথ্যা নহে সুতরাং

সে তাহার উপকার আসিবার পথ আপনি পরিষ্কার করে, কদাচ নিশ্চন্ত থাকিতে পারে না।

সু। যা হউক, তাই বলে তুমি যেন আমাদের প্রতি বিরক্ত হইও না।

প। আমি কি আর বিরক্তির অনুসরণ করিতে পারি, আমায় কেউ ভাল বাসুন বা না বাসুন যত দিন জীবিত আছি পরের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব ইহা আমার ব্রত।

কল্পনার উচ্ছ্বাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তাহার নিকটে উত্তরে দক্ষিণে
হেরিছ যে দুই প্রকাণ্ড গেহ;
কত মণি, হীরা, মুকুতা জহর
শোভিছে তাহার ভীষণ দেহ।
তাহার মাঝেতে ভীষণ আকার
দুইটী রাক্ষস করিছে বাস;
স্বার্থ এক দেশাচার আর
নির্জ্জীব এদেশ করিছে নাশ।
সজ্জিত সুন্দর গৃহ অভ্যন্তর
দেখিছ কেমন স্বার্থের আবাসে;
তার মধ্যস্থলে রতন আসনে,
বিকৃত রাক্ষসী রয়েছে বসে।
তার চতুর্দ্দীগে (উহুঁ) কহন না যায়
ভারত সন্তান রয়েছে ঘেরে;
পূজিছে তাহারে, পরম হরষে
মন প্রাণ হায়, উৎসর্গ করে।
আবার এদিগে, দেখরে চাহিয়ে
দেশাচার বসে, গম্ভীর বদন;
ধক্ ধক্ তার জ্বলিছে নয়ন
ভীম তেজে বহ্নি ছুটিছে ঘন।
সেই বহ্নি তেজে তাহার সম্মুখে
দহিছে অসংখ্য সরলা বালা;
কেহবা অজ্ঞান কেহ মৃত প্রায়
কাহার অন্তরে উঠিছে জ্বালা।
কেহ বাক্য শূন্য স্পন্দিত নয়ন
কাহার নয়নে বহিছে বারি;
ভূমে গড়া গড়ি যাইছে কেহ
অহো, কি যাতনা, সহিতে নারি।
এই বামদিগে দেখরে আবার
নবীন বয়স যুবক কত;
হস্তে, গলে বাঁধা, বিষণ্ণ বদন
অন্তর-অনলে হতেছে হত।
এইরে দক্ষিণে দৃশ্য চমৎকার
বিদরিছে প্রাণ নেহারি এবে;
বৃদ্ধা এক নারী যুবতী সহিত
লেগেছে বিষম কোন্দলাহবে।
দশম বয়সী আর এক বালা
কাঁদিছে বসিয়ে নিভৃত স্থানে,
উঠিতে, বসিতে সদাই তাহার
অশ্রুজল হায় নয়নের কোণে।
দ্বাদশ বর্ষীয়া আর এক বালা
নবজাত শিশু কাঁকালে তার;
মৃত বৎসা বলে মনে হয় জ্ঞান
ওই দেখ তার নয়ন ভার।
পুত্রবতী এই অপরা জননী
বিষণ্ণবদনে রয়েছে বসি;
দুর্দ্দান্ত সন্তান, পারেনা শাসিতে
বিষাদে কালিম;—গিয়াছে হাসি।
আর কি দেখিবে?—থামিল কল্পনা;
গম্ভীর বদন হইল তার।
অন্তরে করিব ছুটিল ভাবনা
দুড়, দুড়, হিয়া কাঁপিল তার।
পুত্তলিকা প্রায় দাঁড়াইয়া কবি
শুনিলা দেখিলা কল্পনা কৃপায়;
যা ছিল মানসে; মিটিল সে আশা
অন্তরের বহ্নি হইল নির্ব্বাণ, কিন্তু তার
পরাণ ভিতরে অলক্ষিত বেশে
পুনঃ বহ্নি এক উঠিল জ্বলিয়া
অন্তর প্রান্তরে শুনিলা শ্রবণে
প্রতিধ্বনি রূপে একেক বারত।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৮ সংখ্যা] অগ্রহায়ণ ও পৌষ সন ১২৮৯। [৬ষ্ঠ খণ্ড

মুক্তকেশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুবুদ্ধি পাঠিকে! তুমি বড় উদ্বেগে আছ? মুক্তকেশীর পিতা ও মাতার বিশেষ অবস্থা জানিবার জন্য তোমার মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়িয়াছে? মুক্তকেশীর পদ্মকোরকোপম সুন্দর ভ্রাতা দুইটির কি হইল? বাঁচিয়া কি আছে? এতক্ষণ যে সকল প্রসঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের মৃত্যুরই আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহারও নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া যায় নাই, এজন্য চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেছ? তবে এখন চল, মুক্তকেশীর মাতা ও ভ্রাতাদিগের সংবাদ লইয়া আসি। মনে কর, মুক্তকেশী এখন একরূপ নিরাপদ হইল, এখন তাহার ভবিষ্যদ্ জীবন কিরূপে চলিবে, তাহার পথ প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহা কি তাহার পক্ষে প্রচুর? পক্ষিশাবক পরের গৃহে পিতৃমাতৃহীন হয়ে যেমন সহস্র সুখে থাকিলেও আপনাকে সুখী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, মুক্তকেশী ও কি সেইরূপ পিতৃ মাতৃ বিয়োগবিধুরা নহে? সে চিরকাল পিতা মাতার স্নেহ মমতা স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে, একথা ভাবিয়া তুমি ব্যাকুলা, আমিও ব্যাকুল। ভবিষ্যচ্চিন্তা মানুষকে উদ্বেজিত করে কিন্তু বিধাতা মানুষকে সেই ভবিষ্যদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সে কার্য্য কারণের সূত্র ধরিয়া যত দূর সাধ্য অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। তাই বলিতেছি চল, আমরাও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে অনুসন্ধান করে আসি।

যে দিন সেই বিষম বিপ্লব হইয়াছিল, যে দিন সেই দারুণ দুর্ঘটনা আসিয়া সন্তানকে মাতৃক্রোড় হইতে, স্বামীকে পত্নী হইতে, ভগিনীকে ভ্রাতা হইতে বিযুক্ত করিয়া শোকসাগরে ভাসাইয়াছিল, সেই বিভীষিকাময় দুর্দ্দিনের তিন দিন পরে একখানি নৌকা ধীরে ধীরে শিবপুরের ঘাটের নিকট আসিল। নৌকাখানি দেখিলেই মনে

শোক সন্তাপ জাগিয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অবস্থিতি করিবার জন্য যে সকল আয়োজন প্রয়োজনীয়, পূর্ব্বে নৌকাতে তাহা ছিল, ইহা নৌকা দেখিলেই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই। নৌকার উপরের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে, ভগ্নাবশিষ্ট দুই একটি কাষ্ঠস্তম্ভমাত্র আছে। তাহার আকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে এক সময়ে অতি সুন্দর ছিল। সেই খুটীর সঙ্গে কম্বল মাদুর ও দর্‌মা দিয়া এক প্রকার সামান্য ছাদ প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রের উত্তাপ নিবারণ করা হইয়াছে। সেই ছাদের নিম্নে কয়টি স্ত্রীলোক আপন আপন শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই ক্ষুণ্ণা বিষণ্ণা ও অশ্রুমুখী। তাহার সম্মুখভাগে পূর্ব্বের ন্যায় আর একটি ছাদ প্রস্তুত করিয়া তাহার নীচে তিন চারিটি ভদ্রলোক বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়াই তাঁহাদিগের মনের ভিতরকার প্রধূমিত শোকাগ্নির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নৌকাখানি ক্রমে ক্রমে ঘাটের সন্নিহিত হইলে একটি সাত আট বৎসরের বালিকা "মেঝে খুড় এসেছেন।" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। বালিকার চীৎকার শুনিয়া বাটির বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা যুবক, যুবতী সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘাটের উপরে আসিল। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া নৌকার ভিতর হইতে স্ত্রীলোকেরা উচ্চরবে কান্দিয়া উঠিলেন। পুরুষেরা শোক প্রকাশ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে শোকবিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তীরস্থ আত্মীয় সকলও উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই ব্যাকুল ও পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রোরুদ্যমান। কি ঘটনা ঘটিয়াছে কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? কেউ যে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার অবসর পাইতেছেন না। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, জিজ্ঞাসা করিয়া কার অমঙ্গল সংবাদ শুনিবেন, মনে এই ভয় প্রবল, এই জন্য কেহই সাহসী হইতেছেন না। ক্রন্দনের ভাব, সমাগত ব্যক্তিদিগের বিষণ্ণতা, নৌকার শ্রীভ্রষ্টতা এবং সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড উপপ্লবময় ঝটিকার অব্যবহিত পরবর্ত্তিকাল, এই সকল কারণে সকলেরই মনে জাগিতেছে নিশ্চয় বন্ধুবিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন্ বন্ধু, কার পুত্র, কার কন্যা, কার ভ্রাতা, কার ভগিনী, পিতা কি মাতা, লোকান্তরিত হইয়াছে কে জানে? কি শুনিতে হইবে, কেমন করিয়া শুনিতে হইবে, শুনিয়া সহ্য করিতে পারিবেন কি না, সকলেরই মনে এই চিন্তা জাগিতেছে। এই সকল দেখিয়া একটী পূর্ণ বয়স্কা বিধবা সকলের হস্ত ধরিয়া নদীতীর হইতে গৃহে লইয়া যাইতে যত্ন করিতে লাগিল এবং কাতর চিত্তে সকলের অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে লাগিল কিন্তু তাহার

চেষ্টায় বিশেষ ফল দর্শিল না। তাহার আকৃতি ও ভাব দর্শনে বোধ হইল, সে এ সকল মহিলাগণের কোন আত্মীয় নহে কিন্তু প্রতিবাসীদিগের মধ্যে এক জন। তাহাদিগের সেই মহা কলরবপূর্ণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া গ্রামের অন্যান্য প্রতিবাসীবর্গ আসিয়া ক্রমে নদীতটে জুটিতে লাগিল। নদীতীর লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই বিহ্বল, সকলেই আত্মহারা, কাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কে আসিল, কি বলিল, কারে বলিল তাহার অনুসন্ধান নাই। সে দিকে কাহারও মনোযোগ নাই! এই অবস্থা দেখিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ৫ ৭ জন মহিলা ও দুই তিন জন পুরুষ অনেক চেষ্টা করিয়া সকলকে গৃহে লইয়া গেল। গৃহে গিয়া অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সকলে রোদন করিল, রোদন করিয়া পরিশ্রান্ত হইল। অতিশয় পরিশ্রমের পর বিশ্রামের স্পৃহা আপনি উদিত হয়, ইহা মানুষের স্বভাব। সেই স্বাভাবিক গতির অনুরোধে ক্রমে ক্রমে দুই একজন করিয়া ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া চিন্তায়মগ্ন হইলেন; কেহ বা অনুচ্চ শব্দে মৃত ব্যক্তির স্বভাব শীলতা ও দক্ষতা ও উপার্জ্জনশীলতার উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রকৃতি চরিত্র ও গুণগরিমা, পুত্রের রূপ লাবণ্য, শীলতা ও বুদ্ধিমত্তা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ ধীরে ধীরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা প্রতিবাসী, প্রতিবাসীদিগকে কেবল সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল রোদনমিশ্র বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে সেই গৃহের বড় এবং ছোট উভয় ভ্রাতা ও তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা ও মধ্যম বাবুর একটি পুত্র দুইটি কন্যা, সেই ঝটিকার দিনে নৌকা ডুবিয়া মরিয়াছে, শুনিয়া প্রতিবাসীদিগের শরীর কণ্টকিত হইল, চক্ষুতে জল আসিল। তখন তাঁহারা ও সকলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কষ্ট পাইতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ ও বৈদ্যনাথের স্বভাব অতি সুমধুর ছিল। তাহাদিগের সৌজন্যগুণে প্রতিবাসীরা সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত ছিল। বিশ্বনাথহালদার প্রমনাথ হালদার ও বৈদ্যনাথহালদার, ইহাঁরা তিন সহোদর। বিশ্বনাথ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। প্রমথ নাথ মধ্যম, বৈদ্যনাথ কনিষ্ঠ। বিশ্বনাথ বাবু অতিশয় উপযুক্ত লোক, তিনি চব্বিশ পরগণাতে সবর্ডিনার জজ ছিলেন। চারিশত টাকা বেতন পাইতেন কনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ এমএ বিএল উপাধি পাইয়াছিলেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী লোক ছিলেন, তিনিও চব্বিশ পরগণাতে ওকালতি করিয়া বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেন। প্রমথবাবু হায়ারক্লাস স্কুলের হেটমাষ্টারের কর্ম্ম করেন, দেড় শত টাকা বেতন পান। বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ ও প্রমথনাথ তিন ভাই রূপরিকারে কর্ম্ম স্থান হইতে গৃহে আসিতে

ছিলেন, পথে ঝটিকাতে পড়িয়া বিশ্বনাথ ও বৈদ্য নাথ প্রাণ হারাইয়াছেন। কেবল প্রমথবাবু জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বৈদ্যনাথের ও বিশ্বনাথের বিধবা পতিপুত্র কন্যা সমুদায় পথে বর্জ্জন দিয়া শোকের সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে গৃহে আসিয়া এই আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। বিশ্বনাথের বৃদ্ধা জননী বধূদিগের আর্ত্তনাদ পুত্রশোকের বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। বাটীর অন্যান্য নারীগণ থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। পুরুষগণ বস্ত্রাবৃত বদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, যে গৃহ আজ আনন্দের উৎস হইয়া কেবল আনন্দ বিতরণ করিবে সেই গৃহ কেবল শোক ও বিলাপের আলয় হইয়া কি ভয়ঙ্কর প্রতীয়মান্ হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

বিশ্বনাথ বাবু ও বৈদ্যনাথ বাবুর বিধবা ব্যতীত তাঁহাদিগের সঙ্গে আরও একটি অপরিচিতা মহিলা আসিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা কিন্তু তবু কান্দিতেছেন। একজন নারীর চক্ষে জল পড়িতে দেখিলেই নারীজাতির কোমল হৃদয় আর্দ্র হয়, চক্ষু জলপূর্ণ হয়, ইহা নারী জাতির স্বভাব। বাটীর সকলে শোকাকুল, সকলেই রোরুদ্যমান, সেই জন্যই কি সেই অপরিচিতা রমণী রোদনশীলা? হতেও পারে নাও হতে পারে। বস্তুতঃ আমরা ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত নহি। আমরা অবগত নহি সত্য, সহজানু সন্ধিৎসু রমণীচিত্ত তাহা বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না। একটি প্রতিবাসিনী নিকটে দাঁড়াইয়া সেই গৃহের বিপন্নভাব দর্শন করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার মনে উদিত হইল "এ রমণী কে? এতো এবাটীর কেহ নহে, তবে কোথা হইতে আসিয়াছে, এবং কিজন্যই বা এত শোকাকুল চিত্তে ক্রন্দন করিতেছে?" এই ভাবিয়া বিস্মিত চিত্তে এবং অতি মৃদু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, তুমি কেগা?" পরিচিত প্রতিবাসীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন জন্যই সকলে ব্যতিব্যস্ত আছেন, এতক্ষণ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার কেহ ছিল না সুতরাং তাঁহার শোক মনে মনেই অনুদ্দীপ্ত অনলশিখার ন্যায় জ্বলিতেছিল। এখন একজনের চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট দেখিয়া সেই শিখা প্রাপ্তাহুতি তুল্য বেগবতী হইয়া উঠিল; তিনি আরও বেগে কান্দিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।

প্রতিবাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তুমি কোথায় ছিলে? তোমাদের বাড়ী কোথায় গা?"

রোদনশীলা অনেক কষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমি হতভাগিনী, মা গো! আমি কি বলিয়া পরিচয় দিব? আমার পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়াছে গো! আমি কার নাম করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইব?" শুনিয়া সমাগতা মহিলা বুঝিলেন যে তাঁহারা প্রতিবাসীদিগের যেরূপ শোকভার লঘু করিতে আসিয়াছেন ইনিও তদনুরূপ শোকভারপ্রপীড়তা, আর একজন বিপন্না। তিনি আবার বলিলেন, "তোমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ের বাহ্যভাব দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি ও মহাবিপন্না কিন্তু বিশেষ করিয়া শুনিবার জন্য চিত্ত বড় ব্যাকুল হইতেছে! যদি কোন বাধা না থাকে তবে বল তুমি কার সঙ্গে ছিলে আর আর সঙ্গীরা কোথায়; কিকারণে ও কিরূপেই বা যূথভ্রষ্ট হইয়া কুরবীর ন্যায় এই অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রোদন করিতেছ?"

অপরিচিতা রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো, তোমরা আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি করিবে? তোমাদের সুখের হৃদয় দুঃখের অনলে দগ্ধ করিবে কেন?

শুনিয়া প্রতিবাসিনী বলিলেন "আমরা তোমার কথা শুনিয়াও অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, তাই শুনিতে চাই, যদি কোনরূপে তোমার কোন উপকার করিতে পারি তবে করিব।"

রোদনশীলা পুনর্ব্বার বলিলেন "তবে শুন। আমি আমার স্বা—হায় হায়রে আমি কেমন করে সে কথা বলিব? বলিতে যে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

প্রতিবাসিনী বড় ক্লেশ দেখিয়া বলিলেন "যদি বলিতে না পার তবে প্রয়োজন নাই। আর বৃথা তোমাকে যাতনা দিয়া ফল কি?"

রুদন্তী বলিলেন, "না আমি তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না। আমার বক্ষঃস্থল পাষাণময়। ইহাতে শোকের খড়্গ সহস্রবার পড়িলেও কিছু হইবে না। তোমরা ভয় করিও না, আমি আমার সকল কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, শুন। আমার সেই স্বর্গের পথের স-সঙ্গী সেই প্রাণের সম্বল—জীবনের অন্নপান—সেই—সেই কি বলিব, বলিতে তো পারি না। না, না, শুন, তোমরা বিরক্ত হইলে আমি কার কাছে দাঁড়াব? বলিতেছি, একটু অপেক্ষা কর, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বলি।" এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আবার বলিলেন, "মাগো! তোমরা আপনি বুঝিয়া লও, আমিতো সে শব্দটি মুখে আনিতে পারিতেছি না। সেই যাঁর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এক হৃদয়, এক প্রাণ হয়ে একসঙ্গে স্বর্গে যাব, সেই তিনি গো! তিনি, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, এ হতভাগিনীকে একাকিনী অসহায় অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। ছা ধিক্, আমি কি করিলাম, কি বলিতে কি বলিলাম, তিনি যে নিরপরাধী; তিনি যে স্বপ্নেও কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেন না। হায়, আমি সেই ধার্ম্মিকচূড়ামণির প্রতি দোষারোপ করিলাম

কেন? তিনি যে প্রাণের অর্দ্ধাংশ বলিয়া কত স্নেহ, কত সমাদর করিতেন। তিনি সুখে, ভোগে, আমোদে, কখন আমাকে বঞ্চিত করেন নাই। নিদারুণ দুর্ঘটনা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল, আমি কি করিব, কোথায় যাইব? কার কাছে গেলে তাঁহার সংবাদ পাইব—প্রাণেশ্বর কি বেঁচে আছেন? কোথায় আছেন? কে বলে দিবে? কে সে সংবাদ জানে? আমি যে হতভাগিনী পথের ভিখারিণী হইয়া কান্দিতেছি, তাঁহাকে পাইলেই যে প্রাণ পাই, কে বুঝিবে? কে সে প্রাণের বেদনা বুঝিবে?

প্রতিবাসিনী কহিলেন "কোন্ গ্রামে তোমাদের বাড়ী ছিল?"

শোক বিহ্বলা বলিলেন, "গোপালপুর।"

প্রতিবাসিনী। কোন পরগণা, বা কোন জিলা?

শোকাকুলা। আমি কুলবধূ, পক্ষপুটাচ্ছাদিত অনুদ্ভিন্নপক্ষ পক্ষিশাবকের ন্যায় ছিলাম। এ সকল জানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কে জানিত, বিধাতা আমাকে এইরূপ ঘোরতর বিপদে ফেলিয়া পরীক্ষা করিবেন? আমি প্রবল বাত্যা প্রপীড়িত আশ্রয় ভ্রষ্ট বিহঙ্গীর ন্যায় নিরাশ্রয়ে কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

প্রতিবাসিনী। তোমার কয়টি সন্তান?

অবাগতা। মা! সে কথা আর কি বলিব? সেকথা বলিতে প্রাণের যাতনা অসহনীয় হইয়া উঠে। এই যে আমার ক্রোড়ে দুইটি পুত্র ইহাদিগের সকলের বড় একটি কন্যা ছিল, মা! সেকি আমার কন্যা? সে সোণার পুতুল। মা আমার লক্ষ্মীর প্রতিমা ছিল, গো! তাহার স্বভাব, তাহার রূপলাবণ্য, তাহার পবিত্র বুদ্ধি; সরলতা বৎসলতা মনে হলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। আমি কি উপায় করিব? কি জন্য বিধাতা আমায় বাঁচাইয়া রাখিলেন? এখন যে মরিতেও পারি না বাঁচিয়া থাকিতেও পারি না, আমি এখন কি করিব?

প্রতিবাসিনী। আহা, বিধাতার কি বিড়ম্বিত বিচার? যারা বড়, বলিষ্ঠ তারাই গেল, দুর্ব্বল যারা তারাই রহিল? কি আশ্চর্য্য!! এরূপ দুর্ঘটনা কিরূপে হইল?

নবাগতা। না গো! তোমরা বিধাতার দোষ দিও না, আমার দেবতা বলিয়াছেন সহস্র বিপদে পড়িলেও সেই স্বর্গের জননীর প্রতি দোষারোপ করিও না। মা কখন সন্তানের অমঙ্গল করেন না, আমরা যে দুঃখে পড়ি সে কেবল শিক্ষার জন্য কিন্তু মৃত্যুর জন্য নহে। আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করি, তিনি মিথ্যা কথা কখন বলেন নাই। আমি অভাগী সহ্য করিতে পারি না, তাই কান্দি। এই ক্ষুদ্র শিশুটি আমার ক্রোড়ে ছিল। আর এই বড়টি আমার নিকটে শয়ন করিয়া ছিল। মেয়েটি সেই প্রাণের দেবতার নিকটে ছিল। মা! সেকথা কি বলিব? যখন প্রবল ঝটিকাবেগে নৌকা ডুবিতেছিল, সেই আসন্ন বিপদ দেখিয়া প্রাণেশ্বর সেই সোণার প্রতিমা, স্নেহের ধন কন্যাকে বক্ষে লইয়া জলে পড়িলেন। সেই সময়ে কেবল একবার মাত্র এই বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন যে মা গো! আনন্দময়ি! আমার কাঠাম শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলি মা! এতে তোমার কি মঙ্গল ভাব আছে এই সময়ে বলিয়া যাও গা মা!

কোকিল এত প্রিয় কেন?

"পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশা পরাপত্যান্বেষী স্বসুতমপি নো পালয়তি চ।
তথাপ্যেষোঽ মীষাং সকল জগতাং বল্লভতমো নদোষো গৃহ্যন্তে মধুর বচসা কেনচিদপি॥

কোকিল পক্ষিজাতির মধ্যে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। আর সর্ব্বদাই অতিশয় রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত করে। অন্যের সন্তান সন্ততির প্রতি বিদ্বেষ করে অর্থাৎ কাকের ডিম্ব সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আপনি সেই স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়া দেয় সুতরাং তাহার আপন সন্তানকেও প্রতিপালন করে না কিন্তু সে সন্তানকে আপন সন্তান বলিয়া কাক পোষণ করে। এত যে মহাদোষ সকল কোকিলেতে অবস্থিতি করে তথাপি কেবল এক সুমধুর প্রিয়বাক্যের জন্য কোকিল সমস্ত জগতের অত্যন্ত বল্লভ। কেবল এক প্রিয় বাক্যের জন্য জগৎ কোকিলের অতিশয় গুরুতর দোষ সকল ও গ্রহণ করে না।

ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ কবিগণ এই কোকিলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নারীকণ্ঠের উপমা করিয়াছেন। নারী যদি কোকিলকণ্ঠা অর্থাৎ সুমধুর বাক্য বলিতে সমর্থা হন, তাহাতে যদি বিনয় ও সৌজন্য মাখা থাকে, নারী চক্ষু যদি নীলোৎপল সদৃশ নীলিমশুভ্রবর্ণ হয়—আর তাহাতে যদি পবিত্রতা মাখা থাকে—নারী যদি আপন অপত্যের ন্যায় অন্যের অপত্যের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করেন, আর আপন অপত্যের জন্য জীবন দান করিতে পারেন তবে তিনি (মানুষ কোন ছার) স্বর্গের দেবতাদিগের ও নিকটে সমাদর পাইবেন সন্দেহ কি? কিন্তু নারী যদি আপন স্বভাবচ্যুত হন, নারী যদি সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমরীচিকা অপেক্ষা ও বাহিরে গৌরবর্ণা হন আর তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা কুচিন্তা ও ও কুবুদ্ধিঘটিত চেষ্টা দ্বারা কলঙ্কিত থাকে, যদি সর্ব্বদা পরাপকার চিন্তা দ্বারা হৃদয়কে কাল করিয়া রাখেন তবে বাহিরের বর্ণসৌন্দর্য্য, গঠনসৌন্দর্য্য থাকিয়া কি লাভ? নারীর চক্ষু যদি নীলোৎপল সদৃশ সুন্দর হয়, আর তাহাতে সর্ব্বদা রোষাগ্নি বিস্ফুরিত হইতে থাকে এবং অপবিত্র দৃষ্টি দ্বারা পরিশোভিত হয় তবে

সেই সুন্দর চক্ষু যত শীঘ্র অগ্নিতে দগ্ধ হয় তাহাই ভাল। নারী যদি কেবল আপন সন্তানকে স্নেহ করিয়া অন্যের সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে পারেন তবে তিনি ব্যাঘ্রী অপেক্ষা প্রশংসা পাইবার আশা করিতে পারেন না। কেন না কেবল আপন সন্তানকে ব্যাঘ্রী ও ভাল বাসিয়া থাকে। নারী যদি এই প্রকার গুণে গুণবতী হন তবে তিনি কোকিলের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন না। কোকিল বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ তাহাতে সে আপনি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হয়, অন্যের কোন ক্ষতি করিতে পারে না; কিন্তু গৌরাঙ্গী নারীর পাপোদ্দীপক সৌন্দর্য্য পরের অনিষ্ট ও নিজের অনিষ্ট সাধনে তৎপর সুতরাং কোকিলের কৃষ্ণবর্ণ নারীর গৌরকান্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কোকিলের চক্ষু যে রক্তবর্ণ তাহা ক্রোধাগ্নি দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় না কিন্তু নারী চক্ষু শুভ্রবর্ণ হইয়া ও যদি পাপদূষিত দৃষ্টি ও ক্রোধাগ্নি দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় তবে সে দৃষ্টি কোকিলের সঙ্গে উপমিত হইবে কিরূপে? কোকিল যে পরাপত্যের প্রতি দ্বেষ করে, সে দ্বেষ করিব বলিয়া দ্বেষ করে না কিন্তু আপন সন্তানকে নিরাপদ করিবার জন্য করে, কেন না ধূর্ত্ত-বায়স সর্ব্বদাই পক্ষিডিম্ব ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া থাকে। সেই ধূর্ত্তের সঙ্গে কোকিল বলে পারে না। সেই জন্য সে আবার চতুরতা পূর্ব্বক আপন ডিম্ব কাকের বাসায় রাখিয়া কাকের ডিম্ব ফেলিয়া দেয়। কাক সে চাতুর্য্য বুঝিতে না পারিয়া যত্ন করিয়া পোষণ করে কিন্তু বড় হইলে আপন পিতা মাতার অনুরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পিতা মাতার নিকট চলিয়া যায়।

কোকিল লিখা পড়া জানে না, সত্যাসত্য, ভাল মন্দ, পাপপুণ্য বুঝিতে পারে না। নারী যদি বিদ্যাবতী হন সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, পাপপুণ্য কি বুঝিতে পারেন তবে তিনি কোকিল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কোকিল লিখা পড়া জানেনা সুতরাং সত্য মিথ্যা পাপ পুণ্য বুঝিতে পারে না। কোকিল সত্য কি মিথ্যা কি ঈশ্বর কি পরকাল কি বুঝিতে পারে না, সত্যের বিরুদ্ধে অসত্য, পুণ্যের বিরুদ্ধে পাপ,—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা করিতে পারে না। নারী বিদ্যাবতী হইয়া যদি ধর্ম্মশূন্য নীতিশূন্য হইয়া অত্যাচার করিতে পারেন তবে কোকিল নির্ব্বোধ পক্ষী জাতি হইলেও নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমরা ভুবনবিখ্যাত বিদ্যাবতী নারীকেও দেখিয়াছি, যাঁহাদিগের বিদ্যার প্রশংসাতে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাঁহাদিগকেও দেখিয়াছি, তাঁহাদিগের শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি ধর্ম্ম-পুস্তকের ব্যাখ্যার কথাও শুনিয়াছি। তাঁহাদিগের জীবনের নিষ্ঠা ও ব্রত পরায়ণতা দর্শন করিয়াছি। বাহিরে কৃত্রিম পুণ্য পবিত্রতা মাখা ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়াছি। আবার অধর্ম্মানুরাগ নাস্তিকতা ও দুর্নীতি ও দর্শন করিয়াছি সুতরাং বিদ্যাবতী বলিয়া অথবা বিদ্যার (অবিদ্যার) কৃত্রিম রং দেখিয়া আর ভুলিতে পারি না।

স্ত্রীজাতি যদি কোকিলের অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণা হন, আর তাঁহার চক্ষু যদি ঈশ্বর-প্রেমানুরাগে রক্তবর্ণ হয়, আর তাহাতে যদি পুণ্যজ্যোতিঃ পরিশোভিত হইয়া থাকে, নারী যদি আপন পুত্র কন্যা গুলিকে ভালবাসেন এবং অপরের পুত্র কন্যা গুলির প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহ মমতা প্রকাশ করেন, নারী যদি বিদ্যাবতী না হইয়াও ধর্ম্মশীলা সরলা ও কোমলা হন, তবেই তিনি আমাদিগের শিরোমণিরূপে গৃহীত হইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে কোকিলের সঙ্গে তুলনা করিয়া অপমানিত করিব কেন? আমরা তাঁহাদিগকে স্বর্গের দেবতাদিগের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহাদের পুণ্য গৌরব বৃদ্ধি করিব। কেবল যে আমরাই প্রশংসাবাদ করিব তাহা নহে। নারী যদি বস্তুতঃ পবিত্রতা উপার্জন করিতে পারেন, যদি অকৃত্রিম ভক্তি বিশ্বাস উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে হরিচরণে অবিচলিত ভাবে রক্ষা করিতে পারেন, স্বর্গের দেবতাগণ তাঁহাদের প্রশংসা করিবেন, ধন্যবাদ প্রদান করিবেন আমরা প্রশংসা না করিলেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

প্রাচীন আর্য্যনারীগণের আচার ব্যবহার।

[উচ্চশিক্ষাদানার্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।]

উপনিষদের সময়ে আমাদিগের দেশের আর্য্যনারীগণের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তৎকালের বিশেষ আচার ব্যবহারই বা কি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। উপনিষৎ চিন্তা-প্রধান সময় সুতরাং সে সময়ের নারীগণ চিন্তাশীলা ছিলেন, তাঁহারা পুরুষগণের ন্যায় তত্ত্ব চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতেন। কেহ কেহ তৎ সম্বন্ধে এতদূর অগ্রসর হইতেন যে, বড় বড় বেদজ্ঞ ঋষিগণের সমকক্ষ এবং কোন কোন সময়ে প্রতিভায় তাঁহাদিগের হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেন। স্ত্রীগণের ব্রহ্মবর্চ্চসকাম হইয়া পঞ্চমবর্ষে * উপনয়ন সংস্কার না হইলেও অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হইত এবং সমুদায় বেদ পাঠ না করিয়া এক বেদ পাঠ করিতেন, নবম বর্ষ তাহাতে অতিবাহিত হইত, এই অনুমানে আমরা সপ্তদশ বর্ষ তাঁহাদিগের অধ্যয়ন-

* গতবারে মুদ্রাঙ্কন দোষে পঞ্চম স্থলে সপ্তম হইয়াছে।

কাল নির্দ্দেশ করিয়াছি, পৌরাণিক সময়ে যে প্রকার বয়স্থা স্ত্রীগণের পরিণয়ের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহাতে এ সময়ে যে যৌবনের প্রথম কাল পর্য্যন্ত অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত হইত ইহা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। পৌরাণিক সময়ে বেদবহির্ভূত শাস্ত্রান্তর কলান্তর শিক্ষায় সময় অতিবাহিত হইত ইহাই সম্ভবপর। কেন না মনুতে বেদপাঠাদির অনুকল্প প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পৌরাণিক সময়ের ব্যবহারসিদ্ধ ইহাতে কোন সংশয় নাই। স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু (পতিত ব্রাহ্মণ) ইহাঁরা সকলে এসময়ে বেদপাঠে সমান বঞ্চিত ছিলেন। উপনয়ন সংস্কার ভিন্ন ব্রাহ্মণকুলজাত সন্তানের শূদ্রত্ব ঘোচে না। সুতরাং যখন স্ত্রীগণের উপনয়ন সংস্কার অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তখন পরিণয়কে উপনয়ন সংস্কারের সমান বলিয়া গ্রহণ করিলেও তদ্দ্বারা হীনতা কিছুতেই বিদূরিত হইল না। যদি বেদশ্রুতি প্রণবাদি উচ্চারণে অধিকার না থাকিল, তাহা হইলে, হীনতা বারণ করে কে? পরিণয় দ্বারা রমণীগণ ব্রাহ্মণপত্নী হইলেন মাত্র, কিন্তু সকল বিষয়ে আর তাঁহাদিগের সমান রহিলেন না।

উপনিষদের সময়ে পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রীগণ তত্ত্বচিন্তা করিতেন, পৌরাণিক সময়ে হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া গেল, এরূপ বিপরিবর্ত্তন কেন হইল, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য সমাজে এমন কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল যাহাতে স্ত্রীগণকে উপনয়ন সংস্কারবর্জ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা উপনিষদের সময়ে দেখিয়াছি, স্ত্রীগণের মধ্যে সেই সময়েই দুইশ্রেণী হইয়া পড়িয়াছে। একশ্রেণী পুরুষগণের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণ করিতেন, আর এক শ্রেণী কেবল গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন। কালে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। এই শ্রেণীর বৃদ্ধি হইবার একটি দৃশ্য কারণ এই দৃষ্টি হয় যে, ঋষিগণ একান্ত যোগপরায়ণ হইয়া সংসারবিমুখ হইয়া চলিলেন, স্ত্রীগণ সন্তানাদি সত্ত্বে সংসারের প্রতি উদাসীন হইতে সক্ষম নহেন, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রতিকূলাচারিণী হওয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতার উপযুক্ত। এই প্রতিকূলাচরণে ইহাঁরা এতদূর বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন যে, তৎকালের গ্রন্থ সমূহ স্ত্রীজাতির নিন্দায় পূর্ণ হইল।

"যোষিৎ সঙ্গিনঃ সঙ্গঞ্চ তৎসঙ্গং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

স্ত্রীজাতির সঙ্গে যাহারা সঙ্গ করে তার সঙ্গ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে। যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতিতে এত দূর নিন্দাসূচক কথা সমুদায় আছে, যাহা স্ত্রীসমাজে উল্লেখ করিতে লজ্জা ও

কষ্ট হয়। পরিশেষে এতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

"স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখীভবেৎ।"

স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগ হয়, সংসার ত্যাগ করিয়া সুখী হয়।

এক দিকে যোগিগণ যেরূপ সংসার বিমুখ হইলেন, অন্যদিকে স্ত্রীগণ তেমনি সংসারানুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সংসার প্রবলতর হইয়া ইহাঁদিগকে তত্ত্বচিন্তাবিমুখ করিল, এবং গৃহকার্য্যে একান্ত ব্যাপৃতা করিয়া ফেলিল। পৌরাণিক সময়ে যে নূতন ভাব আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণের এই সংসারানুরক্তির অবস্থা লিখিত হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত স্বামিসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিল। বেদান্তের সময়ে যে আত্মতত্ত্ব অনুসৃত হয়, তাহাতে অহম্‌কে উপাসনার বিষয় করা হয়, পৌরাণিক সময়ে সেই অহম্‌কে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণেতে সাধারণ লোকে দেখিতে আরম্ভ করিল। অন্য লোকে যাহা আচার্য্যগণেতে দেখিতেন স্ত্রীগণ তাহা স্বামীতে অবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন।

"যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥"

লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হইয়া যিনি হরিভাবে পতিকে ভজনা করেন, তিনি হরিস্বরূপ পতির সহ হরির লোকে লক্ষ্মীর ন্যায় প্রমোদ প্রাপ্ত হন।

"পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাম্" পতিই স্ত্রীগণের গুরু, সুতরাং স্বামীই পৌরাণিক সময়ের উপাস্য সহজে হইয়া গেল। কালে এতদূর হইল যে, স্বামী পরলোকগত হইলে বিধবাগণ তাঁহাদিগের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"বিধবা স্ত্রীতু যাহি স্যাৎ
দৈবযোগাৎ সতী সতি।
তস্যা বক্ষ্যামি যো ধর্ম্মং
পুরাণোক্তং সুমধ্যমে॥
পতিং সঙ্কল্পয়িত্বা সা
চিত্রস্থং বাথ মৃণ্ময়ম্।
তস্য পূজাং সদা কুর্য্যাৎ
সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরেৎ॥
তত এবাভ্যনুজ্ঞাঞ্চ
নিত্যং যাচেত সুব্রতা॥
ব্রতকে চোপবাসে চ
ভোজনে চ বিশেষতঃ॥
ভর্ত্তৃলোকান্ ব্রজত্যেবং
ন চেদতিক্রমেৎ পতিম্।
শাণ্ডিলী সূর্য্যবদ্ভাতি
সততং পতিদেবতা॥"

হরিবংশ, ১৪০ অ, ৭৯১৮—৭৯২১শ্লোক।

হে সতি, যে সতী স্ত্রী দৈববশতঃ বিধবা হন, সুমধ্যমে, তাঁহার পুরাণোক্ত যে ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি। তিনি চিত্রস্থ বা মৃণ্ময় পতি কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন এবং সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিবেন। এই সুন্দর ব্রতশীলা

নিত্য তাঁহা হইতেই ব্রত, উপবাস, এবং বিশেষতঃ ভোজনে অনুজ্ঞা যাচ্ঞা করিবেন। যদি এইরূপে পতিকে অতিক্রম করা না হয়, ভর্ত্তৃলোকে গমন করেন। পতিদেবতা স্ত্রী শাণ্ডিলী সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা দীপ্তিমতী হন।

পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণের পতিভক্তি একান্ত পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় স্বামিসেবায় পরিণত হইল, ইহাতে গৃহ অত্যন্ত সুখের স্থান হইল বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির মন স্বামি ভিন্ন উচ্চতম আদর্শে উত্থিত না হওয়াতে দিন দিন হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। যে সংসারানুরাগ তাঁহাদিগকে যোগের পথ হইতে বিরত করিল, উচ্চতম আদর্শ ধারণ করিতে অসমর্থ করিল, সেই সংসারানুরাগ ইহাঁদিগকে স্বামি সেবায় আরো সংসারী করিয়া তুলিল। সর্ব্বতোভাবে স্বামী তাহাদিগের হৃদয় অধিকার করাতে যাঁহার যে প্রকার স্বামী তিনি সেই প্রকার স্বভাব সম্পন্না হইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের পত্নী দ্রৌপদীকে উপহাস করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া ভীম বলিয়াছিলেন,

"স্ত্রীণাস্তু সাহচর্য্যাদ্ভবন্তি
ভর্ত্তৃসদৃশানি চেতাংসি।
প্রকৃতি মধুরাপি মূর্চ্ছতি
বিষবৃক্ষসমাশ্রিতা বল্লী॥

স্ত্রীগণের একত্রবাস নিবন্ধন ভর্ত্তৃসদৃশ চিত্ত হইয়া থাকে। লতা স্বভাবতঃ মধুর গুণসম্পন্ন হইলেও বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উঠিলে মূর্চ্ছিত করে।

সংসারের দিক্ দিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে দিন দিন যে স্ত্রীজাতির অতীব হীনতা উপস্থিত হইবে, ইহাতে কেহই সংশয় করিতে পারেন না। এই হীনতার সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ প্রভৃতি বহু কারণে স্ত্রীগণের অবস্থা পৌরাণিক সময় আরো দুঃখকর হইয়াছিল। একমাত্র স্বামীর সন্তোষ সাধন করিতে গিয়া, তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে গিয়া বেশ ভূষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিষয়ে তাঁহাদিগের চিত্ত ধাবিত হইল. কোন কালে যে তাঁহারা তত্ত্বচিন্তাদিতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার নাম চিহ্নমাত্র আর রহিল না। আর যে তাঁহারা রাজগণ সভায় ঋষিগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইবেন বা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার মূল একেবারে উন্মূলিত হইয়া গেল। এখন তাঁহাদিগের স্থান অন্তঃপুর হইল, এবং তাঁহাদিগের নাম এবং "অবরোধ" (অন্তঃপুর) এক পর্য্যায় হইয়া গেল।

যে সময়ে স্ত্রীগণের এরূপ অবস্থা হইল, সে সময়ে তাঁহাদিগের স্বাধীনতার সঙ্কোচ হইবে, ইহা সহজে অনুভূত হয়। রাজপরিবারে স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন, এজন্য তাঁহাদিগের "অসূর্য্যম্পশ্যা" একটি প্রধান বিশেষণ হইয়াছে। তৎকালে রাজ অন্তঃপুরের যে প্রকার ব্যবস্থা ছিল

তাহাতে বন্দিশালা অপেক্ষা তাহা কোন অংশে নূান নহে। * প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যে প্রকার প্রহরীগণের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে অবরোধ একটি যথার্থই অবরোধ বলিয়া সহজে প্রতীত হয়। রাজগণ বহুবিবাহে আবদ্ধ হইয়া পত্নীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না, অনেক সময়ে পত্নীর হস্তে তাঁহাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে হইত, এজন্য অন্তঃপুর বিহার সময়ে তাঁহারা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিতেন। বহুবিবাহ দোষে যাহা সজ্মটিত হইল, তাহা স্ত্রীগণের স্বভাব বলিয়া নিন্দা, এতদপেক্ষা অবিচার আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, বেদেতেও স্ত্রীগণের স্বভাবের চাঞ্চল্যের কথা লেখা আছে; কিন্তু পর সময়ে যে প্রকার চরিত্রের প্রতি নির্ঘাত দোষারোপ আছে, তাহা অবস্থার দোষ ভিন্ন কদাপি ঘটিতে পারে না। ফলতঃ এ সময়ে স্ত্রীগণকে স্রক্ চন্দনাদি ও সামান্য বস্ত্রের সঙ্গে এক করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা কিছু সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

আমরা পৌরাণিক সময়ে স্ত্রীগণের অবনতির কথাই বলিলাম, কিন্তু ইহাতে যেন ইহা কেহ না বুঝেন যে সে কালে আশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্না নারী ছিলেন না। স্বামীকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে তাঁহার সেবা অর্চ্চনা, ইহা পৌরাণিক সময়ের প্রধান লক্ষণ। এই বিশেষ লক্ষণ হইতে স্ত্রীজাতির সতীত্ব বিষয়ে যে প্রধান গুণ সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বকালের অনুকরণীয়। পরিণয়বিধিকে অবশ্যবিধি বিশ্বাস করিয়া স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ, ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য বীরত্বের ভাব স্থিতি করিতেছে। এভাব একালের স্ত্রীগণের মধ্যে বিলক্ষণ আত্মপ্রভাব প্রদর্শন করিয়াছে। সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীর চরিত্র আজও ভারতে

* "স তদন্তঃপুর দ্বারং সমতীত্য জনাকুলং। প্রবিবিক্তাং ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ॥ প্রাসকার্ম্মুক বিভ্রদ্ভি র্যুবভির্মৃষ্ট কুণ্ডলৈঃ। অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈ রধিষ্ঠিতান্॥

অত্রকাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্। দদর্শ ধিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যাধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্॥ অয়োধ্যাকাণ্ডম্। ১৬ স, ১—৩ শ্লোক।

সেই প্রাচীন ব্যবস্থাবিৎ (সুমন্ত্র) জনসঙ্কুল সেই অন্তঃপুর দ্বার অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন কক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে কুন্ত, কার্ম্মুকধারী পরিস্কৃতকুণ্ডলপরিশোভী অপ্রমত্ত সৎকথানুরক্ত একাগ্রচিত্ত যুবকগণ প্রহরীর কার্য্য করিতেছিলেন। এখানে রক্তবস্ত্র পরিধায়ী বেত্রপাণি সুন্দর অলঙ্কৃত বৃদ্ধগণকে দ্বারে দেখিতে পাইলেন। ইহারা সকলেই সুসমাহিত। স্ত্রীগণ ইহাঁদিগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন।

চিরকীর্ত্তনীয় রহিয়া গিয়াছে। এ কেবল পতিভক্তিজনিত বীরভাব নিবন্ধন অন্য কোন কারণে নহে। বীরপত্নী সীতা যখন স্বামী সহ বনে প্রস্থান করেন, তখন মাতা কৌশল্যা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন।

"অসতাঃ সর্ব্বলোকেঽস্মিন্
সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তারং নাভিমন্যন্তে
বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥
এষ স্বভাবো নারীণা
মনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য
দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি॥
অসত্যশীলা বিকৃতা
দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পঃ
ক্ষণমাত্র বিরাগিণঃ॥
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা
ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্নাতি হৃদয়
মনিত্য হৃদয়াহি তাঃ॥
সাধ্বীনান্তু স্থিতানান্তু
শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং
পতিরেকো বিশেষ্যতে॥
স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ
পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্তেষো
নির্দ্ধনঃ সধনোঽপিবা॥"

অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৯ স, ২০-২৫ শ্লোক।

যে সকল নারী স্বামি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সৎকৃতা হইয়াও কৃচ্ছ্রগত ভর্ত্তাকে ভালবাসে না, ইহলোক, পরলোক সর্ব্বত্র তাহারা অসতী বলিয়া পরিগণিতা হয়। নারীগণের স্বভাব এই, পূর্ব্বে সুখ অনুভব করিয়া অল্পমাত্র আপদ পাইলেই নানাদোষে দোষী হয়, এমন কি স্বামীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে। এই অসতীগণ অসত্যশীলা, বিকৃতা, দুষ্টাভিসন্ধিপরায়ণা, হৃদয়শূন্যা, পাপসঙ্কল্পা, এবং ক্ষণমাত্রেই বিরাগ প্রাপ্তা। না কুল, না উপকার, না বিদ্যা, না দান, না বন্ধনাদি, কিছুতেই স্ত্রীগণের হৃদয়কে বান্ধিয়া রাখা যায় না, কেন না তাহারা অব্যবস্থিত চিত্তা। সচ্চরিত্রে, সত্যে, গুরুজনোপদেশে, স্বকুলোচিতমর্য্যাদিতে অবস্থিত সাধ্বী নারীগণের উৎকৃষ্ট পুণ্যসাধন একপতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ। তুমি এই বনে প্রব্রজিত পুত্রকে অবমাননা করিবে না, ইনি সধনই হউন বা নির্দ্ধনই হউন তোমার দেবসম।

সাধ্বীকুলভূষণা সীতা এ কথার কি উত্তর দিলেন? তিনি বলিলেন,

"করিষ্যেসর্ব্বমেবাহং
মার্য্যে যদনু শাস্তিমাম্।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্ত্তু-
র্বর্ত্তিতব্যং ঋতঙ্কমে॥
ন মামসজ্জনেনার্য্যে
সমানয়িতু মর্হতি।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতুং নাহ
মলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥

নাতন্ত্রী বিদ্যতেবীণা
না চক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধতে
যা স্যাদপি শতাত্মজা॥
মিতং দদাতি হি পিতা
মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্যতু দাতারং
ভর্ত্তারং কান্নু পূজয়েৎ॥
সাহমেবং গতাশ্রেষ্ঠা
শ্রুতধর্ম্ম পরাবরা।
আর্য্যে কি মবমন্যেয়ং
স্ত্রিয়া ভর্ত্তা হি দৈবতম্॥

অযোধ্যাকাণ্ডম্, ৩৯ অ, ২৭-৩১ শ্লোক।

আর্য্যে আমাকে যে প্রকার অনুশাসন করিলেন সমুদায় আমি করিব। আমি ভর্ত্তার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করি, আপনি জানেন এবং শুনিয়াছেন। আর্য্যা আমাকে অসজ্জনের সঙ্গে সমান করিবেন না, চন্দ্র হইতে যেমন প্রভা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, আমিও তেমনি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারি না। তন্ত্রী বিনা বীণা থাকে না, চক্র বিনা রথ থাকে না, পতি বিনা শতপুত্রের মাতা হইলেও সুখবর্দ্ধন হয় না। পিতা যাহা দেন তাহাও পরিমিত, ভ্রাতা ও পুত্র যাহা দেন তাহাও পরিমিত, ভর্ত্তা যাহা দেন তাহার পরিমাণ নাই, এমন ভর্ত্তাকে কে না পূজা করিবে। আমি গুরুজনের মুখ হইতে সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। আমি এরূপ জ্ঞান পাইয়াও কি, আর্য্যে, তাঁহাকে অবমাননা করিব? স্ত্রীগণের ভর্ত্তাই ইষ্টদেবতা।

পৌরাণিক সময়ের স্ত্রীগণ যদিও স্বামীকে ইষ্টদেবতার ন্যায় দেখিতেন, তথাপি তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে স্বামীকে হিতবাক্য বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। মহাত্মা রাম যখন দণ্ডকারণ্যের বিঘ্ন নিরসন জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ভূষিত হইলেন, তখন পতিপরায়ণা সীতা তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীর ধর্ম্ম ক্ষণের জন্য পত্নীর একান্ত অনুরাগ লক্ষিত হয়। রামের চরিত্রের প্রতি সীতার কি প্রকার বিশ্বাস ছিল এই হিত বাক্যে বিলক্ষণ জানা যায়।

"মিথ্যাবাক্যং নতে ভূতং
নভবিষ্যতি রাঘব।
কুতোভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং
ধর্ম্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র
ন চাভূত্তে কদাচন॥
মনস্যপি তথা রাম
ন চৈতদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদার নিরতশ্চৈব নিত্যমেব
নৃপাত্মজ॥"

আরণ্য কাণ্ডম্ ৯ অ ৪ ৬ শ্লো।

"হে রাঘব, মিথ্যা বাক্য তোমার কোন দিন হয়ও নাই, হইবে ও না। পরস্ত্রীর ধর্ম্মনাশক অভিলাষ তোমার কোথায়? হে মনুষ্যেন্দ্র, ঈদৃশ অভিলাষ তোমার নাই হয়ও নাই। তোমার

মনেতেও কোন সময়ে এরূপ অভিলাষ নাই। হে নৃপাত্মজ, তুমি নিত্য স্বধর্ম নিরত।" তবে কোন্ বিষয়ে তিনি স্বামীকে সাবধান করিলেন?

"তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পর-
প্রাণাভিহিংসনম্।
নির্ব্বৈরং ক্রিয়তে মোহাৎ
তচ্চতেসমুপস্থিতং॥
* * * * *
নহি মে রোচতে বীর গমনং
দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ
শ্রূয়তাং মম॥
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণি ভ্রাত্রা
সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ ঘোরান্
কচ্চিৎ কুর্য্যাঃ শরব্যয়ম্॥
ক্ষত্রিয়াণা মিহ ধনুর্হ্যা-
শসোন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজো
বলমুচ্ছ্রয়তে ভূশম্॥"

৯, ১৩-১৫ শ্লো।

(মিথ্যা বাক্য, পরদারাভিমর্ষণ এ দুয়ের পর) তৃতীয় এই ভয়ানক বিনা-শকৃতায় মোহবশতঃ পরপ্রাণ হিংসা আপনাতে উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর, দণ্ডকের দিকে গমন আমার ভাল লাগিতেছে না। কেন লাগিতেছে না তাহার কারণ বলি শ্রবণ করুন। আপনি ধনুকধারী হইয়া ভ্রাতার সঙ্গে বনে যাইতেছেন, ভয়ঙ্কর বনচর দর্শন করিয়া আপনি হয়তো কোথাও শরব্যয় করিবেন। হুতাশনের যেমন ইন্ধন, ক্ষত্রিয়গণ সম্বন্ধে তেমনি ধনু, উহা নিকটে থাকিলেই তাঁহাদিগের তেজ বল উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়।" সাধ্বীসীতা এস্থানে একজন তপস্বীর শত্রু জন্য তপস্যা হইতে পতন, ও নরক গমনের অখ্যায়িকা বলিয়া এই বলিয়া উপসংহার করিলেন;

"এবমেতৎ পুরাবৃত্তং
শস্ত্রসংযোগ কারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ
শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে॥
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে
ত্বান্তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা
গৃহীতধনুষা ত্বয়া॥

২৩।২৪ শ্লো॥

শস্ত্রসংযোগ হেতু এইরূপ পুরাবৃত্ত আছে। শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগবৎ [অনিষ্টের] হেতু কথিত হইয়া থাকে। স্নেহ বশতঃ বহুমানশতঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি। তদ্রূপ [ক্রূর বুদ্ধি।] ধনু গ্রহণ করিয়া আপনার করা উচিত নয়।

পাণ্ডব পত্নী দ্রৌপদী এই প্রকার হিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। এ সময়ে নারীগণ গৃহকৃত্যে অত্যন্ত নিপুণা হইতেন। মহাভারত বনপর্ব্বে দ্রৌপদীর এতৎ সম্বন্ধে যে নিপুণতা লিখিত হইয়াছে তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ফলতঃ পৌরাণিক সময়ের যাহা প্রধান লক্ষণ

তাহাতে এই প্রকার নৈপুণ্য হইবারই কথা। আমরা বলিয়াছি রাজপুরী এক প্রকার কারাস্থান সদৃশ ছিল। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে সময়ে সময়ে তাঁহারা গৃহের বাহিরে যাইতেন না। তপোবনে বা যজ্ঞাদিতে গমন কালে ইহাঁরা প্রভূত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই। এ সময়েও এদেশীয় স্ত্রীগণ তীর্থগমনে প্রচুর স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন। সাধারণ স্ত্রীগণ সম্বন্ধে এই প্রকার অন্তঃপুরের ব্যবস্থা ছিল আমরা বলিতে পারি না। এ কালেও তাহাদিগের বহুল স্বাধীনতা দেখা যায়।

প্রকৃত বিবাহের উচ্চ দৃষ্টান্ত।

তাহেরন্‌নেসা একটি দরিদ্র মুসলমানের কন্যা। পিতার নাম পিরবক্স। জেলা পাবনার অন্তর্গত মীরপুর গ্রামে বসতি করিতেন। অতি অল্প বয়সে তাহেরন্‌নেসা বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না বলিয়া তিনি পিতা মাতার অতি আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে পুত্র সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ যত্ন করিতেন। ফলতঃ অন্যের পুত্র সন্তান অপেক্ষাও তাহেরন্‌নেসা আপন পিতা মাতার যত্নের সামগ্রী দিলেন। তাহেরন্‌নেসার পিতার তেমন অর্থ সঙ্গতি ছিল না, অতি সামান্য ভাবে কায়ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই জন্য কন্যাকে ইচ্ছা মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি দিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে কিছু ক্লেশ পাইতেন! সেই ক্লেশ নিবারণের জন্য একজন সম্পন্ন লোকের একটি রূপবান্ পুত্রের সঙ্গে তিনি তাহেরন্‌নেসার বিবাহ দিয়া মনে করিলেন, যে এই উপায়ে তাহেরন্‌নেসার সুন্দর আকৃতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদও অলঙ্কারে সুশোভিত দেখিয়া সুখী হইতে পারিবেন। পিরবক্স কন্যার বিবাহ দিয়া আপন বৈহাহিককে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়' আমার অবস্থা অতি হীন। কিছুমাত্র অর্থসঙ্গতি নাই, আমার কন্যা পরমাসুন্দরী। তাহার এই সুন্দর আকৃতি নানাবিধ উত্তম উত্তম বসন ভূষণে পরিশোভিত দেখিবার আমার অভিলাষ। পরমেশ্বরের কৃপায় আপনার প্রচুর অর্থসঙ্গতি আছে। আপনার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এই আশায় আমি আপনার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেছি; দেখুন যদি আমার এই আকিঞ্চন আপনি পূর্ণ করেন তবে আমি বড়ই সুখী হইব।"

পিরবক্সের বৈবাহিক বলিলেন, "ইহা তো আমারও অতি আনন্দের বিষয়, পুত্রবধূ বালিকা, বিশেষতঃ পরমাসুন্দরী, আমি তাঁহাকে সাধ্যমত বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিব, ইহা আপ-

নাকে অনুরোধ করিতে হইবে কেন?” এইরূপে তাহেরন্‌নেসা অতিবাল্য কালে বিবাহিত হইয়া কখন শ্বশুরের কখন পিতার গৃহে অতি আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পিরবক্‌সের বৈবাহিক বড় কৃপণাশয় লোক ছিলেন তিনি যাহা বলিলেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করিলেন না। এই কারণে পিরবক্‌স মনে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। কিঞ্চিৎ বয়স বেশী হইলে পিরবক্‌স মনে করিলেন যে আমি তো কন্যাকে কোন বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না কিন্তু আমি এমন কিছু অলঙ্কার দিব, যাহা কখন বিনষ্ট হইবে না। পৃথিবীর সামান্য স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদির অলঙ্কার অতি অল্প দিনের পরেই নষ্ট হইয়া যায়, সামান্য পট্টবস্ত্রাদি অতি অল্প কাল মধ্যেই ছিন্ন ও মলিন হইয়া যায় কিন্তু যে অলঙ্কার পৃথিবীতে জন্মে না, যে অলঙ্কার অধিক কাল ব্যবহার করিলে অনুজ্জ্বল বা বিবর্ণ হয় না, আমি সেই স্বর্গীয় অলঙ্কার দিয়া আমার কন্যার হৃদয় ভাণ্ডার সাজাইব, যাহা ইহপর লোকে অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কন্যাকে ঈশ্বর প্রেমে অনুরক্ত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পিরবক্‌স কন্যাকে আরবি ও পারসী ভাষা শিখাইয়া ঐ সকল ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পড়াইলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ ও ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বাহুল্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অতি সহজভাবে অল্প কথায় যাহাতে অধিক জ্ঞান শিখিতে পারেন, পিরবক্‌স সেইরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া যত্ন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ ভাষা শিক্ষা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তবে ভাষা না শিখিলে পুস্তকাদি পাঠ করা যায় না বলিয়া অতি সামান্যরূপ ভাষা জ্ঞান দিবার জন্য যত্ন করিলেন। তাহারন্‌নেসা যেমন সুন্দরী, তেমনি সুবুদ্ধিও ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি প্রশান্ত ও গম্ভীর ছিল। সামান্য নারী প্রকৃতির ন্যায় চাঞ্চল্য তাঁহার ছিল না। সুতরাং অল্প দিনেই পিরবক্‌সের মনোরথ সিদ্ধ হইল। পিরবক্‌স মনে করিয়াছিলেন যে বাহুল্যরূপে লেখা পড়া শিক্ষার প্রতি যত্ন করিলে প্রকৃত পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষার বিঘ্ন জন্মিবে, কেন না, নারী প্রকৃতি অতি কোমল। তাই তিনি অতি সরল ভাষায় সরল ভাবে, কন্যাকে কিরূপ করিয়া ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে হয়, ঈশ্বর কিরূপ বস্তু, তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যাত্মার কি সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর অপেক্ষা সংসারের সামান্য ধন মান কেন অপকৃষ্ট বা বিরক্তি জনক এই সকল মূল সত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দয়াময় হরি যার প্রতি দয়া করেন, তার আর কোন অভাব থাকে না। তার হৃদয়ে কোন দুঃখ ক্লেশও স্থান পাইতে পারে না। পিরবক্‌সের চেষ্টা সফল হইল,

আশা পূর্ণ হইল তাহেরন্‌নেসার প্রতি ঈশ্বরকৃপা প্রকাশিত হইল।

কিছু কাল পরে পিরবক্‌স জ্বর বিকার হইয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও স্বামীর শোকে কান্দিয়া কান্দিয়া জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এখন তাহেরন্‌নেসা পিতৃ মাতৃহীন হইলেন, এই সময়ে স্বামীর গৃহ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন আরামের স্থান ছিল না। তিনি স্বামীর গৃহে থাকিয়া ভক্তি ও যত্নের সহিত শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করিয়া তাঁহাদিকে বাধ্য ও সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার শীলতা ও সদগুণে তাঁহার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী তাঁহাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সুন্দর দেহে যৌবনশ্রী প্রকাশিত হইল। বসন্ত সমাগমে যেমন সহকার বৃক্ষ পরিশোভিত হয়, পৌর্ণমাসী সমাগমে যেমন সমুদ্র সুশোভিত হয় নূতন জোওয়ার আসিলে বর্ষা সমাগমে যেমন নদী সকল নূতনশ্রী লাভ করে, সেইরূপ যৌবন সমাগমে তাঁহার সহজ-সুন্দর দেহকান্তি আরও সুন্দর হইল।

এই সময়ে তাহেরন্‌নেসার শ্বশুর রক্তামাশয়ের পীড়াতে অত্যন্ত কাতর হইলেন। পীড়িত অবস্থাতে তাহেরন্‌নেসা শ্বশুরের যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিলেন। শেষাবস্থার পীড়া নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়াও বিশেষ উপকার হইল না অথচ শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ও হইল না। পীড়িত অবস্থায় অনেক দিন জীবিত থাকিলে নানা প্রকার কুপথ্যের প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহেরন্‌নেসার শ্বশুর সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিল। “এটা চাই ওটা চাই, এখার ওখার” বলে সর্ব্বদাই সকলকে বিরক্ত করিতেন, এজন্য তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভৎর্সনা, তিরস্কার করিতেন কিন্তু তাহেরন্‌নেসা শুনিতে পাইলে দ্রুতপদে শ্বশুরের আবশ্যকীয় দ্রব্য যোগাইতেন ও আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য প্রদান করিয়া বৃদ্ধের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতেন। এবং শ্বাশুড়ীকে বিনীতভাবে বলিতেন, “আপনি উহাঁকে এই পীড়ার অবস্থায় তিরস্কার করিবেন না, আমি ইহাতে বড় বেদনা পাই। এ বয়সের পীড়াতে ইহাঁর রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে। যদি এ সময়ে বাক্যযন্ত্রণা দেন, তাহা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। শ্বশুরের যত কার্য্য করিতে হয় আমি করিব, আপনার এ সকল কার্য্যে হাত দিয়া কাজ নাই।” তাহেরন্‌নেসার সেই মিষ্টবাক্য ও প্রিয় আচরণে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। সর্ব্বদাই পুত্রবধূর গুণের কথা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। পুত্রবধূকে শতমুখে ধন্যবাদ প্রদান করিতেন। তাহেরন্‌নেসা কেবল যে পীড়িত বৃদ্ধ শ্বশুরের মন যোগাইয়া আহারাদি দিতেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার পীড়িতাবস্থায় মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন।

এবং রাত্রিতে শ্বশুরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কেবল ঈশ্বরের নাম করিতেন। আর শ্বশুরকে বলিতেন যে এই দুঃসময়ে আপনি অন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কেবল ঈশ্বরের স্মরণে কাল যাপন করুন্। সংসারের বৃথা চিন্তা করিলে এ সময়ে উপকার হইবে না বরং অপকার হইবে। সংসার কখন আপনার হয় না, সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া মানুষ পদে পদে ভগ্ন মনোরথ ও প্রতারিত হইয়া থাকে। দুর্গন্ধ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী আপনার নিকটে আসিতে চান না, ইহা দ্বারাই স্থির করুন্ যে সংসার কখন আপনার হয় না, সংসার দিয়া কেহ সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, আপনার বলিতে কেবল সেই ঈশ্বর, তাঁহা দ্বারাই সুখ, তাঁহা দ্বারাই সম্পদ্ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলই, তিনি থাকিলে সব থাকে, তিনি গেলে সব যায়। আপনি পাপী হন্ পুণ্যবান্ হন, জ্ঞানী হন বা মূর্খ হন তিনি আপনাকে ভাল বাসিবেন, সংসারের সকলে আপনাকে পরিত্যাগ করিলেও যিনি কদাচ আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না সেই দয়ালু ঈশ্বরকে আপনার জানিয়া রাত্রিদিন তাঁহাকে স্মরণ করুন্ আরাম পাইবেন। জীবনে তাঁহার যত দয়ার চিহ্ন আছে তাহার অনুধ্যান করুন্ প্রাণে সান্ত্বনা পাইবেন। সংসার ভাল বাসুক বা না বাসুক সেদিকে মনোযোগ দিয়া প্রয়োজন কি? যে বস্তু সঙ্গে যাবে না, সম্বল হইবে না, তাহার কথা ভাবিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিবেন কেন?

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আর আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিত না, বলিত "ধন্যরে পুত্রবধূ ধন্য! আমি বড় ভাগ্যবান্ কার এমন সুশীলাবধূ আছে যে ইহপরলোকের সাহায্য করে? মা! আমি তোমার মিষ্ট কথা শুনিব। আমি কখন ঈশ্বরকে ভুলিব না। আমি সেই বরণীর ধনকে সর্ব্বদা প্রাণের ভিতরে পুরিয়া রাখিব। আমি এই পীড়ার সময়ে সামান্য সংসারী লোকদিগের ন্যায় অসচ্চিন্তায় ও অসদ্ভাবে থাকিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতাম, আমার ইহপর সকল নষ্ট হইত। তুমি আমাকে ইহকালে নানা শুশ্রূষা ও সেবা করিয়া সুখী করিলে এবং পরলোকের সুখের আয়োজন করিয়া দিতেছ? আমার যে এ আনন্দ, ধরে না? আমি এ সুখের কথা কারে বলিব? কে আমার এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করিবে? মা! লক্ষ্মী; আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমার কল্যাণের নিমিত্ত ঈশ্বর তোমাকে আমার পুত্রবধূ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু মা! ক্ষমা কর, আমি মহাপাপী আমি সংসারাসক্তির জন্য তোমার পিতার অনুরোধ রাখি নাই, তোমার পিতা তোমাকে সোণা মুক্তার অলঙ্কার দিতে অনুরোধ করিলেন, আমি সেই

ধার্ম্মিক পুরুষের অনুরোধ এবং তোমার মত গৃহলক্ষ্মীর সন্তোষ সাধনে যত্ন করি নাই? আমি কি অকৃতজ্ঞ? নরকেও যে আমি স্থান পাইব না আমার কি গতি হইবে, বল দেখি।

তাহে। আপনি বৃথা অনুশোচনা করিয়া ক্লেশ পাইবেন না। আমার পিতা আমাকে অনেক রত্নালঙ্কার দিয়াছেন, আমার কোন অভাব নাই।

বৃদ্ধ। কৈ মা! কি অলঙ্কার তোমার পিতা দিয়াছেন আমাকে দেখাও, মা! আমি তাহা দেখিয়া এই দগ্ধপ্রাণ শীতল করি।

তাহে। পিতঃ, আপনার নিকটে কি আমি তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারি? আমি আপনাকে তাহা দেখাইয়াছি।

বৃদ্ধ। কৈ, আমিতো দেখিতে পাই নাই।

তাহে, পিতঃ! অলঙ্কার পরিলে মানুষকে সুন্দর দেখায়। আপনি কি আমাকে সুন্দর দেখিতেছেন না।

বৃদ্ধ! হাঁ, তোমাকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, আমি আমার জীবনে এমন সুন্দর আকৃতি কখন দেখি নাই।

তাহে। পিতঃ! আপনি আমার "আকৃতি সুন্দর" বলিতেছেন কিন্তু ইহা তো সকলেই বলে। আপনিও যদি তাহাই দেখিলেন, তবে আর রত্নালঙ্কার দেখা হইল কৈ?

বৃদ্ধ। মা! আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার পিতা ধর্ম্মরত্ন দ্বারা তোমার হৃদয় ভাণ্ডার সাজাইয়াছেন। দয়ালু ঈশ্বর তোমার হৃদয় ও শরীর অনুপম সৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই রত্ন পাইয়া তুমি আপনাকে পরম পরিতৃপ্ত মনে করিতেছে? এ যে বড় সুখের সংবাদ। এ সংবাদ শুনিয়া যে আমার প্রাণ মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। হায়রে বিধাতা, আমার মত দুর্ভাগ্য কৃপাপাত্র জীবের প্রতি এত দয়া করিবে, ইহাতো কখন স্বপ্নেও মনে করি নাই।

বৃদ্ধ পুত্রবধূর সঙ্গে এইরূপ ঈশ্বর প্রসঙ্গ করিয়া দিন কর্ত্তন করেন। বধূর সুমিষ্ট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে জঞ্জালশূন্য হইয়া পরলোকের দিকে ফিরিল। এবং সন্তোষের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বৃদ্ধ আর মৃত্যু ভয়ে ভীত নহে, সংসার চিন্তাতেও ক্লিষ্ট নহে। সতত প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করেন। আবার প্রতিদিন শিয়রে বসিয়া তাহেরননেসা যে প্রার্থনা করেন শুনিয়া বৃদ্ধ ভক্তি গদগদ ভাবে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন হন। সহসা একদিন তাঁহার জ্বর হইয়া সেই জ্বর বিচ্ছেদের সময়ে নাড়ী বসিয়া গেল। অনেক চেষ্টাতেও আর কোন ফল দর্শিল না। সেই দিনেই তাঁহার প্রাণপক্ষী অনন্ত জীবনাকাশে উড়িয়া গেল।

—— (ক্রমশঃ)

কর্ম্ম কি ?

কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কর্ম্ম কি ? সংসার কর্ম্মময়। কর্ম্ম ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রতি দিনের পান ভোজন শয়ন গমন বিশ্রাম প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি,—চিন্তা ভাব ও অধ্যবসায় সমুদায় কর্ম্ম-শব্দের বাচ্য। দর্শন, বিজ্ঞান, নীতি কবিত্ব শিল্প প্রভৃতি যত প্রকার উন্নতি এজগতে এপর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা সমুদায় কর্ম্মসম্ভূত। কর্ম্ম ব্যতীত কিছুই হইতে পারেনা—কর্ম্ম ব্যতীত কিছুই হয় নাই। ফল কথা এই—যাহা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম কর্ম্ম। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মানব হৃদয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। এই কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত হয় যথা—কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম,—। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা ব্যতীত কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যাহার অনুষ্ঠান করিতে শারীরিক কিম্বা মানসিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। যথা—তিনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়াছেন। এস্থলে একবার পদ উত্তোলন আবার সংস্থাপন ও পরিচালনাদি কায়কৃত চেষ্টা ব্যতীত নদীগমন সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব নদীগমন কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আবার তিনি অশ্রুজলে ভাসিতেছেন, ইহা শোক দ্বারা মানসিক বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া অজস্র অশ্রুপাতরূপ কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেছে, ইহাকে মানসিক চেষ্টা সম্ভূত কর্ম্ম মধ্যে গণ্য করা যায় অথবা "অদ্য বহুচিন্তার পর একটি অঙ্ক সম্বন্ধীয় গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়াছি।" এখানেও মানসিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ যাহা দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না অথচ অনুষ্ঠিত হয়। অথবা কায়িক ও মানসিক চেষ্টা আছে অথচ কোন প্রয়োজন সম্পন্ন হইতেছে না এ প্রকার অনুষ্ঠানকে অকর্ম্ম বলে। ইহা ব্যতীত ফলকামনাশূন্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাকেও অকর্ম্ম বলিবার রীতি আছে। যথা—পথে পাথরের কুচি সকল পতিত আছে, তুমি যদি এই সকল প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া একস্থানে সংগ্রহ কর, আবার কিয়ৎক্ষণ পরে পথের উপরে ছড়াইয়া দাও, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না অথচ অনুষ্ঠিত হইল ইহা অকর্ম্ম বা মিথ্যা কর্ম্ম। আর একজন অন্ধকে দর্শন করিয়া তোমার দয়া এমত উত্তেজিত হইল যে তুমি ফলাফল চিন্তাশূন্য হইয়া দান করিলে, ইহাও অকর্ম্ম। তাদৃশ অনুষ্ঠানকে অকর্ম্ম বলিবার কারণ কি ? হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ বলেন "সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ" সকল প্রকারের আরম্ভই

ধূম দ্বারা আবৃত অগ্নির ন্যায় দোষ দ্বারা আবৃত। সুতরাং অনুষ্ঠান মাত্রই দোষাবৃত ও বন্ধনের কারণ। বস্তুতঃ যাহা সম্পন্ন করিতে বাহ্য অঙ্গ চালনাদি করিতে হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান কামনা-সম্ভূত। কামনা "পুত্রং দেহি, ধনং দেহি" ইত্যাদি সাংসারিক সুখ স্পৃহা। এই স্পৃহা মানুষকে কখন স্বতন্ত্র হইতে দেয় না। যতই নূতন নূতন ভোগ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় ততই অধিক পাইবার জন্য তাহার মন উত্তেজিত হয়। যথা—"নিঃস্বোবষ্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো লক্ষেশ ক্ষিতি পালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সচীপতি ব্রহ্মা স্পদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ।" যাহার কিছু নাই সে শতমুদ্রার আশা করে, শতমুদ্রার অধিপতি সহস্র মুদ্রার প্রত্যাশী, সহস্রাধিপতি লক্ষপতি হইতে অভিলাষী, লক্ষেশ্বর ক্ষিতীশ্বর হইতে ইচ্ছুক, ক্ষিতিপতি চক্রেশ্বর হইতে বাঞ্ছা করেন, সম্রাট ইন্দ্রত্ব পাইবার ইচ্ছুক, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণুর পদ, এই প্রকারে দেখা যায় যে ব্যক্তি একবার কিছু আশা করিল সে আশারজ্জুতে চিরকালের জন্য বান্ধা পড়িল। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে যে অনুষ্ঠান বন্ধনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাকে কর্ম্ম এবং যাহা বন্ধনের কারণ নহে তাহা অকর্ম্ম। যাহাতে কোন ফলাভিলাষ নাই, এরূপ কোন অনুষ্ঠান হইলে তাহা বন্ধনের হেতু নহে বলিয়া অকর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ বিকর্ম্ম। যাহা দুষ্টকর্ম্ম অর্থাৎ করিলে অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, এই জন্য করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাকে বিকর্ম্ম বলে। যথা—অপহরণ বা নরহত্যা।

যাহারা সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অনুরক্ত। যে মনুষ্য কর্ম্ম ব্যতীত একটি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ বা প্রতিগ্রহ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এই গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। কেননা "কিং কর্ম্ম কির্ম্মতে কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" কি কর্ম্ম আর কি কর্ম্ম নহে, কবিরাও ইহাতে বিমুগ্ধ। সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্মের মর্ম্ম (ভেদ) অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীবিদ্যালয়।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠিকাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাঁদার লাফোঁ বিজ্ঞান বিষয়ে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন নীতি বিষয়ে, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম এ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নারী জীবন বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদাচরণ

কাস্তগিরি শারীর বিধানবিদ্যা বিষয়ে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় প্রাচীন আর্য্যনারীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে, এক একজন করিয়া প্রতি শনিবারে ১০ নং অপর সার্কুলার রোডস্থিত সেই বিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত কয়েক সঙ্খ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি। গড়ে প্রায় চল্লিশ জন মহিলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। তিন চারি দিবস ডাক্তার কাস্তগিরি নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংযোগ বিয়োগে কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সংঘটিত হয় প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যন্ত্রযোগে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ ইত্যাদি দেখাইয়াছেন। আগামী ২রা জানুয়ারি হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়াছে। কলিকাতা ও অন্য অন্য স্থানহইতে ৩০।৩২ জন মহিলা সম্পূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা দান করিয়াছেন। উচ্চ বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ মহিলাকে সর্ব্বোচ্চ বিষয়ের উন্নতির জন্য এক বৎসরের নিমিত্ত ২০০ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে; ২য় পূরস্কার এক বৎসরের নিমিত্ত ১০০, ৩য় ৭০, ৪র্থ ৬০, টাকা। নিম্ন বিভাগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাকে সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতির জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, ২য় পুরস্কার এক বৎসরের নিমিত্ত ৫০, তৃতীয় ৪০, ৪র্থ ৩০ টাকা। বিশেষ পুরস্কার বাঙ্গলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৫০ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্য রচনার জন্য ৫০ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবির জন্য ২৫, সূচিকর্ম্মে চারিটী পুরস্কার প্রত্যেকটি ২০, এবং হস্তলিপির উৎকৃষ্টতার জন্য ১৫ টাকা। রন্ধনের পারদর্শিতার জন্য ২৫ টাকা। ইংরেজি ভাষায় আর্য্য সতী নারীদিগের উৎকৃষ্ট জীবন চরিত রচনায় ১০০, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গলা রচনার ১০০ পুরস্কার।

উক্ত বিদ্যালয়ের অভিভাবিকা।

মাননীয়া মিসেস রিভার টম্‌সন।

কমিটির সভ্য।

মাননীয়া মিসেস বেয়ারিং
" " জিবস্‌
শ্রীমতী মহারাণী কুচ বিহার।

পরীক্ষক সভার সভ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন, সভাপতি।
" " প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
" " পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায়
" " জয় কৃষ্ণসেন, এম এ
" " কৃষ্ণ বিহারী সেন এম্ এ
সাধারণ সেক্রেটারী

দানপ্রাপ্ত।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ৫০০
মহীশুরের মহারাজা ৫০০
কুচবিহারের মহারাজ ১০০০
বিজন গ্রামের মহারাণী ৫০০
মহারাণী স্বর্ণময়ী ৩০০

অবিদ্যা কি বিদ্যা?

তারে বলি বিশ্ববিদ্যালয়, যথা সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা হয়; ভূগোল জ্যোতিষ নীতি. কি বিজ্ঞান শিল্প গীতি, সাহিত্য সন্দর্ভ মিতি আদি সমুদয়; কিন্তু এ কথার কথা লোকে মাত্র কয়।

ফল কিছু দেখি না তাহার, বিদ্যালয়ে প্রভা অবিদ্যার; তত্ত্বজ্ঞানে অপবাদ, গণিতে বাড়ে প্রমাদ, সাহিত্যে বিবাদ শিল্পে ইন্দ্রজাল সার; গীতি মধ্যে শিক্ষা দেখি গর্দ্দভ চীৎকার।

ভূগোলে কেবল গোলযোগ, জ্যোতিষেতে অন্ধকার ভোগ; নীতিতে দুর্নীতি শিক্ষা, বিজ্ঞানে অজ্ঞানদীক্ষা, সন্দর্ভে ঔদাস্য, মিতে অমতাচরণ; যে শিক্ষায় হয় গৃহে মৃত্যু আয়োজন।

অবিদ্যা কি বিদ্যা নাম ধরি, মানব ভবনে অবতরি; গোপনে প্রকাশি মায়া, হরে পুত্র কন্যা জায়া, বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান জীবন যৌবন; গতি কি হইবে তাই বলনা এখন।

নাস্তিকতা নারীর অন্তরে? কথা শুনে শরীর শিহরে; দূরে গেল সদাচার করি সদা কদাচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাশিল সকল; এহতে কি সংসারের হইবে মঙ্গল?

কেন রে ও দুর্ভাগা মানব, দেব হয়ে সাজিলে দানব; ঘুচালে গৌরব সব, নাশি আপন বৈভব, কেন আর্য্যকুলে হেন কার্য্য ভয়ঙ্কর? ব্রাহ্মণের বংশে হল চণ্ডাল প্রবর॥

মনে হলে পুরাতন কথা, হৃদয়েতে পাই বড় ব্যথা; কোথা সে সাবিত্রী সীতা, যাজ্ঞবল্কের বনিতা, মৈত্রেয়ী গৌতমী আদি নারীগুণ যুতা; যাঁহাদের শীলতায় পৃথ্বী বশীভূতা।

অদ্যাপি তাঁদের গুণ কত, গাইতেছে লোকে অবিরত; দাক্ষিণ্য সৌজন্য আর পবিত্র চরিত্র সার, প্রাণে কত শান্তি পায় কত বা আরাম; ধন্য ধন্য করে নিয়া যাঁহাদের নাম।

হায়রে বঙ্গীয় কুলবালা, তাঁহাদের গুণপুষ্পমালা; যতনে গলায় পরি, সাজনা প্রতিজ্ঞা করি, পুণ্যগুণে ভূষিত করিয়া নিজ দেহ; তোমা সবে পরাজিতে পারিবে না কেহ।

পুণ্যধন থাকিলে ভাণ্ডারে, সে কভু মরে না অনাহারে; তৃপ্তচিত্ত নিরন্তর, যেন পূর্ণ শশধর, গগণে উদিত হলে সমুদ্রে উচ্ছ্বাস, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের তেমতি উল্লাস।

যে বিদ্যায় অবিদ্যা না যায়, কি ফল ফলিবে, বল তায়; কেবল ধর্ম্মের নাশ, বাড়ে মিথ্যা অবিশ্বাস, তাই পদতলে পড়ি করি নিবেদন; বিদ্যা বলি অবিদ্যা করো না উপার্জ্জন।

শৈশব।

মানুষের অতিশৈশব কাল ইন্দ্রিয় বোধের কাল, এই কালে অন্য কোন

শক্তি মানুষেতে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল ইন্দ্রিয়বোধের রাজত্ব। দৃশ্যবস্তুর সৌন্দর্য্য বা আকৃতি স্পৃশ্য বস্তুর কাঠিন্য, কোমলতা পারুষ্য প্রভৃতি বালকের মনকে উপর্য্যপরি সন্তুষ্ট, বিস্মিত, ক্লিষ্ট, ও সুখী করিতে থাকে, এই সময়ে মানবহৃদয় অগ্নি বা আলোক দর্শনে পতঙ্গের ন্যায় বিমুগ্ধ ভাবে, আকৃষ্ট হয়। আলোক বা তদ্রূপ কোন দৃশ্য বস্তুর দর্শনে শিশু হাসে, কান্দে, নাচে, উল্লসিত হয় এবং ধরিবার জন্য ধাবিত হয়, কর প্রসারিত করে। কিন্তু অতি উষ্ণ বা অতিশীতল বস্তু (যেমন অগ্নি বা বরফ) স্পর্শ করিয়া বেদনা প্রাপ্ত হয়, তখন ক্রন্দন করে। অনভিজ্ঞ শিশু সর্পকেও ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া ধরিতে যায়; কখনও বা ধরিয়া প্রাণ হারায়। এ সময়ে পশুর সঙ্গে মনুষ্যের কোন বিভিন্নতা অনুভব করা যায় না। পশু যেমন পৌর্ব্বাপর্য্য স্মরণে রাখিয়া কোন বস্তুতত্ত্ব নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ নহে, মনুষ্য শিশুও সেইরূপ। শিশু সম্মুখে যাঁহা দেখে বা হস্তে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই যত্ন করিয়া বদনে অর্পণ করে, সে বস্তু খাদ্য কি অখাদ্য তাহার বিচার করে না; বিচার করিতে পারেও না। সে কেবল আদিম জ্ঞানের সাক্ষ্য লইয়া বিশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে। অর্থাৎ তাহার সহজ-জ্ঞানের প্রসাদে সে জানে বাহিরে খাদ্য আছে, এবং তাহার উদরে ক্ষুধার উত্তেজনা আছে এই মাত্র, সুতরাং শিশু পশু সমান হইয়া যাইবে, বৈ আর কি হইবে? পশুর যদি বয়োবৃদ্ধি হয় তবু ক্ষুদ্র মনুষ্যশিশুর সঙ্গে তাহার ভাবগত সাদৃশ্য আছে ও থাকিবে। কিন্তু মনুষ্য সন্তান বয়োবৃদ্ধি সহকারে আর পশুত্ব মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পশুর সঙ্গে মনুষ্যশিশু প্রকৃতিতে এক ইহা বাহিরের দৃশ্য দর্শনে প্রমাণ হয়, কিন্তু ভিতরে নহে। ভিতরে বাল-সূর্য্যের ঈষদুন্মেষের ন্যায় বিন্দু বিন্দু উন্নতির অঙ্কুর উত্থিত হইতে থাকে।

যদি বল, ইহার প্রমাণ কি, প্রমাণ অনেক। পরীক্ষা! তুমও জান, ইহার প্রমাণ কি? তবুও যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে শুন বলিতেছি। জননী যখন ক্ষুদ্র শিশুকে ধরিয়া লইয়া স্নান করাইতে যান, জল শিশুর গাত্রের সহিষ্ণুতার উপযুক্ত হয় না। হয় কিঞ্চিৎ উষ্ণ না হয় কিঞ্চিৎ শীতল হয়। সেই জল গাত্রে পড়িবামাত্র শিশু চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে। কেবল তাহা নহে আবার অনেক সময় জল ঠিক শিশুশরীরের উপযোগী হইলেও সহসা শিশুর গাত্রে জল (যাহা কখন গাত্রে পড়ে নাই) পড়াতে শিশু চমকিয়া উঠে ও ক্রন্দন করে।

শরীরের উপযোগী হউক বা না হউক চিরকাল শিশু ক্রন্দন করে না। দুই দিন পাঁচ দিন ক্রমে শিশুশরীর জলসিক্ত হইলেই সে জননীর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, সে বুঝে স্নান তাহার

মঙ্গলের জন্য, সুতরাং সে নীরব হইয়া স্নান করে। যখন স্নান করে আর ক্রন্দন করে না। করিয়া স্বাস্থ্য ও আরাম প্রাপ্ত হয়, তখনকার উপকার স্মরণ করিয়া পরদিনকার উপস্থিত ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া প্রয়োজনীয়তা স্থির করিতে না পারিলেও সাধারণ মঙ্গল অভিপ্রায় আর অননুভূত থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তিঘটনার সঙ্গে পরবর্ত্তি-ঘটনার যোগ করিয়া প্রয়োজনীয়তা স্থির করিতে না পারিলেই বা সে শিশু স্নান করিতে সম্মত হয় কিরূপে? প্রকাশ্যে কার্য্য না দেখিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মনুষ্যশিশু যদি পশুর ন্যায় প্রকৃতিশালী হইত, তবে সে পূর্ব্বদিনের ঘটনা চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অন্ধকারে ছাড়িয়া দিত এবং প্রতিদিন স্নান করিবার কালে অশান্তভাবে চীৎকার করিত, তাহাতে একবিন্দুও পিতা মাতার মঙ্গল অভিপ্রায় অনুভব করিতে পারিত না। অতএব মনুষ্য শিশু শৈশবে অল্পমাত্র বুদ্ধির বৈভবশালী হইলেও ঈশ্বর প্রসাদে যে কিঞ্চিৎ সম্পদ লাভ করিয়াছে, তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে সে সর্ব্বদা তৎপর থাকে। সুতরাং শিশুর ইন্দ্রিয় বোধমাত্র সম্পদ হইলেও সে আপন উৎযোগিতার অনুরূপ বুদ্ধিশালী একথাও স্বীকার করা প্রয়োজনীয়।

আবার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ব্যতীত স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধি ও কোন নিশ্চিত দৃঢ়তর আশ্রয় না পাইলে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, পরন্তু সকল গৃহ অন্ধকারপূর্ণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইসে। এই বিষয় আরও কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক। মনে কর তুমি কোন একটি বস্তু (যেমন কলম) রাখিয়াছ সুতরাং গৃহে কলম আছে এই নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে তোমার মনে আছে বলিয়া তুমি গৃহ অন্ধকার পূর্ণ হইলেও তন্মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়া কলম বাহির করিয়া আনিতে পার। আর গৃহে কলম আছে কি না, কোথায় আছে, তাহা তুমি কিছুই জান না—তবে তোমার কলম অন্বেষণ করিতে আর প্রবৃত্তি জন্মিবে না। এই যে অন্বেষণ কার্য্য এই কার্য্যটি বুদ্ধির। পূর্ব্বে বুদ্ধির মূলে কোন নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকিলে বুদ্ধি দাঁড়াইতে স্থান না পাইয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে বুদ্ধি আপন বলে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। কিন্তু মূলে একটি স্থায়িবিশ্বাসের বল থাকিলে তবে সে নির্ভয়ে কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

নারীরচনা।

প্রকৃত সুখী কে?

যাঁহাদের পরমকারুণিক ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস আছে, এবং দয়াময়ের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কোন কাজেই হস্তক্ষেপ না করেন, যাঁহাদের মন সর্ব্বদা সৎপথে ধাবিত। সদালাপ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকার ও সাধুসঙ্গ যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই সাধু সাধ্বী নর নারীই এ জগতে প্রকৃত সুখী। তাঁহাদের জীবনই প্রকৃত সুখের জীবন এবং তাঁহারাই নির্ম্মল সুখ ভোগ করিতে সক্ষম। ধার্ম্মিক ও ধার্ম্মিকাদিগের জীবনে কোন প্রকার অসুখ ও অশান্তি থাকিতে পারে না, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য শত শত দুঃখ ক্লেশ ও অকাতরে সহ্য করিতে পারেন। কোন কষ্টই তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না, তাঁহারা আপন জীবনে সেই কষ্টকেই সানন্দ মনে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের হৃদয় এরূপ ধর্ম্মবলে বলীয়ান ও এতদূর মহৎ যে শত ক্লেশকে ও ক্লেশ মনে করেন না; জগতে প্রকৃত সুখ কি তাহা সেই সাধু ও সাধ্বীরাই অনুভব করিতে পারেন

দুঃখের বিষয় এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী লোক অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই পার্থিব সুখে ও সদা পাপাচরণে মত্ত থাকে। এই পার্থিব সুখকেই জগতের প্রকৃত সুখের সার জ্ঞান করিয়া মনকে নিতান্ত কলুষিত ও নীচাশয় করিয়া তুলে। যাঁহাদের করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস নাই অথবা সেই বিশ্বাসের সহিত মনের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা নাই, সেই সকল মানব কিছুতেই প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। তাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তরই অসুখ ও অশান্তি বিচরণ করে। তাঁহারা সামান্য কষ্টকেও অতি গুরুতর মনে করেন।

ঈদৃশ ব্যক্তিরাই সহজে শোকে দুঃখে অভিভূত হন। অতএব সেই দয়াময়ের প্রতি অটল বিশ্বাস ভক্তি এবং মনের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা না থাকিলে কেহই প্রকৃত সুখী হইতে পারেন না।

সু।

শ্রীচরণ কমলেষু— *

ক্রমে আপনার ৩ খান পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার একখানা পত্রেরও উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই, স্নেহগুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার পত্র পাঠে যেরূপ উপকার ও সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ আর কোন দিন ও কাহার ও পত্রে হয় নাই। আপনি যে আমাদিগকে অন্তরের সহিত স্নেহ করেন তাহা আমরা বেশ জানি এবং সেই জন্যই পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছিলাম। শিক্ষা ও সৎসঙ্গ অভাবে আমার মানসিক অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া যদি মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে না পারিলাম তবে জন্ম গ্রহণ বৃথা। দয়াময় যে কোন্ অভিপ্রায়ে আমাকে

* একটি যুবতী মহিলা তাঁহার কোন গুরুজনকে এই পত্র লিখিয়াছেন।

সৃজন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। এ হতভাগিনী দ্বারা তাঁহার এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের একটী জীবেরও উপকার সংসাধিত হইবে বোধ হয় না। ধর্ম্মহীন জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নতুবা মানুষে ও পশুতে কিছুই ইতর বিশেষ নাই। আমি এমনই হতভাগিনী যে এ পৃথিবীতে আসিয়া তাহার একটীও লাভ করিতে পারিলাম না। এ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে সীতা, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি কত কত পুণ্যবতী ও গুণবতী নারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা সেই ভারতে তাঁহাদেরই নামের কলঙ্ক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ সব ভাবিতে যার পর নাই কষ্ট বোধ হয়। এখন আপনার পত্রই এক মাত্র ভরসা।

কলিকাতা 'নববৃন্দাবন নাটক' হইয়াছে শুনিয়া কত যে সুখিনী হইয়াছি বলিতে পারি না। এ নাটক দ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে উহা আরও সুখের কারণ হয়। আপনার যেমন ইচ্ছা যে ঐ নাটক আমাদিগকে শুনাইয়া আপনি সুখী হন আমাদিগের ও ইচ্ছা হয় একবার উহা শুনিয়া সুখিনী হই। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। দেশে যে যখন নাটক হয় তাহা না হইয়া যদি এরূপ কোন নাটক হয় তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হয়।

আপনি আমাদিগকে পরিচারিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও বালকবন্ধু পড়িতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাহা নিয়মমত পিতা মাহাশয়ের নিকট হইতে পড়িয়া থাকি।

আজ তবে যাই, আমরা ভাল আছি, আপনার মঙ্গল সংবাদ দানে সেবিকানন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

আপনার স্নেহের

হে——

নূতন পুস্তক।

আমরা মহাপুরুষ চরিত নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ কোরাণানুবাদক শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন ইহার রচনাপ্রণালী, ভাব প্রাবল্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা কিছু লিখিতে চাহি না, কেননা এবিষয়ে গিরিশ বাবু একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ। তিনি মুসলমান ধর্ম্মশস্ত্ররূপ সমুদ্র হইতে যে সকল মহামূল্য রত্ন উদ্ধার করিতেছেন, মহাপুরুষচরিত তাহার অন্যতর। এই পুস্তকে সৃষ্টির প্রথম হইতে যে সকল মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ ও উপাসক মণ্ডলী রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে। কিন্তু মহাপুরুষ

ঈশা, মহাপুরুষ চৈতন্য, মহাপুরুষ নানক মহাপুরুষ শাক্য প্রভৃতির মূল্যবান জীবনের বৃত্তান্ত স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং এ গ্রন্থ তদ্ব্যতীত মহাপুরুষগণের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে। এই প্রথম খণ্ডে কেবল মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাপুরুষগণ যে স্বর্গ হইতে অলোক লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং স্বর্গীয়বলে পরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবন পাঠ করিলে অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ের প্রমাণার্থ এব্রাহিম আপন জননীর সঙ্গে গর্ত্তের ভিতরে যে সকল প্রশ্নোত্তর করিয়া ছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

যখন তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন হইতেই তদীয় অন্তরে স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, জননীর নিকটে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কে?" মাতা বলেন, "আমি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা?" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করেন "তবে তোমার ঈশ্বর কে?" আদনা বলিলেন "আমার ঈশ্বর তোমার পিতা তেরখ।" আবার এব্রাহিম প্রশ্ন করেন, "তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে?" জননী বলিলেন, "মহারাজ নম্‌রুদ।" এব্রাহিম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন "রাজার ঈশ্বর কে?" মাতা বলেন "চুপকর এরূপ কথা বলিও না, রাজা পরমদেব ও প্রধান ঈশ্বর। কেহই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তিনি সকলের ঈশ্বর।" কথিত আছে যে একদা এব্রাহিম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমি অধিক সুন্দর, কি তুমি?" জননী বলিলেন "তুমিই অধিক সুন্দর" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সৌন্দর্য্য অধিক, না পিতার?" আদনা বলিলেন "আমার।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌন্দর্য্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, না আমার পিতা?" মাতা বলিলেন "তোমার পিতা রাজা অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" তখন এব্রাহিম বলিলেন "মাতঃ যদি আমার পিতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহারাজ নম্‌রুদ, তবে তিনি আপনা অপেক্ষা অধিক সুন্দর করিয়া পিতাকে কেন সৃষ্টি করিলেন। তেরখ তোমার ঈশ্বর হইলে তিনি তোমাকে আপনা অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য কেন দান করিলেন? যদি তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবে আমাকে কেন আপন অপেক্ষা অধিক রূপবান্ করিলে?" মাতা বালকের এই কথার উত্তর দানে অক্ষম হইলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে স্বামীর নিকটে চলিয়া আসিলেন। তেরখ তাঁহার মুখ বিবর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পরে তেরখ বিশেষ অনুরোধ করিলে বলিলেন "যে বালক রাজার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিবে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়াছেন সে তোমারই পুত্র" তেরখ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ বালক?" তখন আদনা এক এক করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন। তেরখ পুত্রের বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। যখন বালকের নিরুপম মুখচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তখন স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিল, সন্তানকে হত্যা করিতে কিছুতেই তাঁহার মন সম্মত হইল না। তেরখকে দেখিয়াই শিশু এব্রাহিম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ আমার ঈশ্বরকে?" তেরখ বলিলেন "তোমার মাতা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতার ঈশ্বর কে?" তেরখ বলিলেন, "আমি।" বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঈশ্বর কে?" পিতা বলিলেন, "নম্‌রুদ।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নম্‌রুদের ঈশ্বরকে?" এই বাক্য তেরখের অসহ্য হইল, তিনি বালককে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "চুপকর্, তুই এই কথা বলিবার উপযুক্ত নহিস্; রে ক্ষুদ্র বালক, এইক্ষণও তোর মুখে স্তন্যের গন্ধ রহিয়াছে, তুই উচ্চ কথা বলিস্! বুড় ছেলে, তুই ঈশ্বর প্রসঙ্গরূপ উচ্চাসনে যাইয়া আরোহণ করিতেছিস্, ধর্ম্মগ্রন্থে লেখনি চালাইতেছিস্?" মূর্খ তেরখ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে স্বর্গের বিদ্যালয় হইতে শিশু এব্রাহিম জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, গূঢ়তত্ত্বের আলোক স্বর্গ হইতে তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। যে জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞানভাণ্ডার হইতে প্রকাশ পায় তাহা নিঃসংশয় অভ্রান্ত, যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্ঞানের কথা বলেন তিনি তত্ত্বের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

এবৎসরে উত্তর পাড়া হিতকরী সভা হইতে যে অন্তঃপুরিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রশ্ন ও উত্তর বিষয়ক পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পরীক্ষার প্রণালী দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাঁহারা যাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহাঁদিগের লিখিত উত্তর সকলও আমরা পাঠ করিলাম। দুই চারিটি উত্তর অতীব প্রশংসনীয়রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা তাহার দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা পাঠ করিলে পাঠিকাগণ সুখী হইতে পারিবেন।

৭ম উঃ। ছেলের গা যদি গরম না হয় বুকে শ্লেষ্মা বসা অল্পই মালুম হয়, যদি বেশী না থাকে আর যদি হাঁপের চিহ্ন না দেখ, তাহাহইলে হিম না লাগে এমন একটা গরম কাপড় চোপড় ছেলের গায়ে দিয়া গরম জলের সঙ্গে

দশ ফোটা বাইনম ইপিকাক্ একটু মধু দিয়ে মিষ্টি করে সমস্ত দিন রেতে চার পাঁচ বার খাওয়াবে। তিন চারি দিন উপর উপরি এই রকম চিকিৎসা করিলেই ছেলেটী আরাম হবে। ছেলের মাথা যদি গমর দেখ, শ্লেষ্মা বুকে, হাঁস ফাঁস কচ্চে এমনি কাস্‌ছে যে কাস্‌তে কাস্‌তে চোক মুখ রাঙ্গা হয়ে উট্‌চে আর ছেলে চোক বুজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, ছেলের অবস্থা এরূপ দেখলে গৌণ না করে বাইনম ইপিকা একেবারে সিকি কাঁচ্চা অন্দাজ একটু গরম জলের সঙ্গে একটু মধু দিয়ে মিষ্টি করে তখনি খাইয়ে দেবে, খাইয়ে দেবার খানিক পরেই বমি করে ফেল্‌বে। বমি কলোই বুকের শ্লেষ্মা সরল হয়ে উঠে পড়বে। উঠ্‌ গেলেই ছেলে একটু যেন চটকাভাঙ্গা মত হবে। যদি বমি না হয় তবে পুনরায় সেই রকম করে সেই পরিমাণে ঐ অসুদ খাইয়ে দেবে, দুবার তিন বার উপরি উপরি খাওয়ালে ছেলে বমি করবেই করবে, বমি কলোই কিছু উপকার হবে, কাসি হলে বমি করান বড় ভাল। যত দিন কাশি বেশ সুধরে না যাবে তত দিন প্রত্যহ প্রাতে ঐ অসুদ খাইয়ে বমি করাবে, এছাড়া যখন দেখবে ছেলে হাঁস ফাঁস করছে, বুকের মধ্যে গলার মধ্যে যেন পায়রা ডাকছে তখন ঐ অসুদ দিয়ে বমি করাবে শ্লেষ্মাটা আরও সরল করবার জন্যে বুকে আর পিঠে মলিষ করা চাই। খাঁটি শরিষের তৈল আর ভুর্জিপত্রের তৈল সমান ভাগে মিশিয়ে একটা শিশিতে রাখিবে। মালিষ করবার সময় শিশিটি বেশ করে নেড়ে ছেলের বুকেপিঠে সমস্ত দিন রেতে চার পাঁচ বার মালিষ করিবে। প্রতি বারে আধ ঘণ্টারও অধিকক্ষণ মালিষ করবে। ঐ শিশির আরোকের সঙ্গে একটু তার্পিণ তৈল মিশিয়ে নিলে ওর আরও তেজ হয়। এ ছাড়া লোহার কেটলি করে জল গরম করে কেটলির ঢাকন খুলে সেই গরম জলের ভাব ছেলেব নাকে মুখে সমস্ত দিন রেতে চার পাঁচ বার দিলেই হবে। যত দিন না কাসিটী একেবারে আরাম হবে তত দিন ঐ গরম জলের ভাব প্রত্যহ চারপাঁচ বার করে ছেলের নাকে মুখে লাগাবে ছেলের আহার, যথা, গরম দুধ, য়্যারারুট আর সাগু। তা যত বার খেতে পারে; আহার দিবার সময় এটী অবশ্য মনে করে রাখবে যে, আহারের মাত্রা কম হইবে বারে বেশী হইবে।

৮ম উঃ। ভাই নগেন—

তোমার অসুখের কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত ভাবিত ছিলাম তাহা বলিতে পারি না, ঈশ্বর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিয়াছ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু খুব সাবধানে থাকিবে, নচেৎ আবার ব্যারাম হইতে পারে। খাওয়া দাওয়ার জন্য বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করিও না, বড় দাদার কথার অবাধ্য হইও না।

তুমি সপ্তাহে ২ দিন করিয়া স্নান করিতে কিন্তু এখন তাহা করিলে চলিবে না, কেবল রবিবারে স্নান করিও। আর একটী কথা বলি তুমি সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকিও না; ঐ সময়ের হিম লাগিলে আবার ব্যারামে পড়িতে পার। তোমার রাত্রি জাগিয়া পড়া অভ্যাস নাই আর এখন পড়িবার দরকার নাই, সকাল বেলা কিন্তু ঘণ্টা দুই তিন মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে; আর যদি সকালবেলা বেড়াতে যাও, খবরদার কিছু না খাইয়া যাইও না; আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া আসিও। অধিক বেড়াইবার দরকার নাই। আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি স্নান ঠাণ্ডা জলে না করিয়া একটু গরম করিয়া তাহা ঠাণ্ডা হইলে পর তাহাতে নাহিও, আর অধিক কি বলিব, আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি ২৯ মাঘ।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীমতী প্রমোদিনী দেবী।

পুঃচ। ভাল কথা; রবিবার দিন ছুটি আছে বলিয়া যেন অসময়ে খাওয়া দাওয়া না হয়। ঠিক ৯টার সময়ে তোমার খাওয়া অভ্যাস, সে দিলেও যেন ঠিক সেই সময় খাওয়া হয়। দুপুর বেলা রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইও না।

শরীর রক্ষণ।

নবাবিষ্কৃত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানানুযায়ী, এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের উপযোগী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে পাঠের উপযুক্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগির কৃত।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা চরণ খাস্তগির মহাশয় যে একজন সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক, ইহা কলিকাতে এক প্রকার প্রসিদ্ধ। ইনি এল পেথিক ডাক্তার বটেন কিন্তু হোমিও পেথি চিকিৎসাতে ও বিলক্ষণ দক্ষ। আমরা ইঁহার উৎকৃষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর প্রশংসা করিতে পারি, কেন না অনেক সময়ে এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি যে কেবল ভাল চিকিৎসক তাহা নহে, তিনি একজন ইংরাজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক। তাঁহার প্রসিদ্ধ ধাত্রী বিদ্যা (মানবজন্ম তত্ত্ব) গ্রহণ ও পাঠ করিয়া কত বাঙ্গলা মেডিকেল স্কুলের অনভিজ্ঞ ছাত্রগণ উপকৃত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি এই "শরীর রক্ষণ" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের মহোপকার সাধন করিলেন।

পুস্তকখানি যেরূপ বিস্তৃত তাহাতে ।০ আনা মাত্র মূল্য স্থির করাতে নিশ্চয় বোধ হয়, ইহা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু সাধারণের উপকার করাই উদ্দেশ্য। এই পুস্তকের

২।৪টি প্রবন্ধ সময়ে সময়ে "স্বাস্থ্য রক্ষা" নামে আমাদিগের পরিচারিকাতে বাহির হইয়াছিল সুতরাং পাঠিকাগণ জানেন ইহা কেমন সুন্দর পদার্থ।

এই পুস্তকের প্রদর্শিত উপায় ও কারণ সকল অতি সহজ এবং সত্য। সকল গৃহস্থই একখানি করিয়া পুস্তক খরিদ করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন। এবং সহজে পরিবার সহ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুখী ও নিরাপদ হইতে পারেন। ইহার প্রমাণ জন্য আমরা একটি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

অনাবৃত খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়। "দোকানের অঢাকা মিষ্ট সামগ্রী,—মোওয়া, মুড়ী, মুড়কী, লাড়ু, বোঁটা-ছিঁড়া কলা ইত্যাদিতে নানা জাতীয় ক্রিমির বীজ পড়িয়া থাকে, এই সকল সামগ্রী ছেলেরা অধিক খায় বলিয়া, তাহাদের ক্রিমি হয়। ছেলেদের মূর্চ্ছা, তড়কা প্রভৃতি পীড়া প্রায়ই ক্রিমিতে হয়। এবং ঐ সকল ছেলের ক্রিমি থাকে বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদের ভেদ ও বমি হয়।"

ক্রিমি রোগ সম্বন্ধে মুষ্টিযোগ।

ঢাকুনী দেওয়া বাড়ীর প্রস্তুতী সামগ্রী ছেলেদের খাইতে দিলে আর তাহাদের ক্রিমি হইতে পারে না!

পেটে যাহা জন্মিয়াছে তাহা "স্যাণ্ট নাইন" খাওয়াইলে যায়। যথা—ছেলের যত বৎসর বয়স তত আধ গ্রেণ স্যাণ্টনাইন, এবং তত গ্রেণ রেউ চিনি, ও অল্প মধুর সঙ্গে মিলাইয়া রোজ ২।৩ বার খাওয়াইবে। তিন দিনের পর ষত বৎসর বয়স, এক ফোটা তারপিন তৈল ও তত ড্রাম এরণ্ড তৈল (কাষ্টরইল) অল্প দুধের সঙ্গে পান করাইলে বাহ্যের সঙ্গে প্রায় সমুদায় ক্রিমি বাহির হইয়া যায়। সপ্তাহ পরে আবার এই মুষ্টি যোগ করিয়া দেখিবে পেটে আর ক্রিমি আছে কি না।

প্রাপ্ত।

সাধু যুবক *।

১

নিবিড় নির্জ্জন স্থান,—সন্ধ্যা সমীরণ
ধীরে ধীরে খেলিতেছে বৃক্ষলতা সনে;
পাখীগণ কলরবে পশিছে কুলায়ে,
ক্ষীণজ্যোতিঃ প্রভাকরে হেরিয়া গগণে।

২

দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত কলেবর
দিবাকর ম্লানমুখে চলিলা পশ্চিমে;
সন্ধ্যাসতী প্রিয়তমে করি নিরীক্ষণ,
তোষিলা হরষে আসি সস্মিত আননে।

৩

নিভৃত, নিবাস হতে হইয়ে বাহির
শিবাকুল নিজ নিজ প্রিয়তমা সনে,
জানাইলা ভীমনাদে স্বজাতীয়গণে,
আনন্দে মাতিল সবে সন্ধ্যা আগমনে।

৪

দলে দলে বন্যপশু হইল বাহির,
পশিল কানন মাঝে উল্লাস অন্তরে;
নিঃসহায় জীবগণ অতি ত্বরা করি,
লুকাইল ভীতমনে স্বকীয় বিবরে।

৫

আরণ্য জন্তুর খেলা খেলিল কানন,
দেখিলে অন্তর কাঁপে ভীষণ দর্শন।
তুমুল উঠিল ধ্বনি দিক্ কাঁপাইয়া;
হুহুঙ্কারে রণভূমি কাঁপিল সঘন।

৬

কোথা ও যুদ্ধার্থী দুই ভীষণ শার্দ্দূল
শোণিতরঞ্জিত দেহ, ভীম আর্ত্তনাদে
কাঁপিতেছে কাননভূমি, অন্য পশু যত
ছুটীছে সভয়ে সবে নিজপ্রাণ হিতে।

৭

কোথা বা অরাতিবক্ষ করি বিদারণ
বিজয়ী শার্দ্দূল ঘোর করিছে গর্জ্জন;
ভীমকান্তি লোলজিহ্বা, দুলিছে সঘন,
ধক্ ধক্ বহ্নিতেজে জ্বলিছে নয়ন।

৮

অহো কি ভীষণ স্থান—কেন লো কল্পনে
আনিলে হেথায় মোরে এ হেন সময়,
সুসভ্য বাঙ্গালী আমি—প্রাণ বড় ধন;
এ দৃশ্য নয়নে মোর কেমনে লো সয়?

৯

হের মোর মর্ম্মস্থল কাঁপিতেছে ভয়ে,
অবশ হতেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল।
চল ত্বরা এই বেলা যাইলো অন্তরে,
দুর্ব্বল জাতির আর কি আছে সম্বল।

১০

ভ্রমেও মানব কেহ চায় না এখন
আসিতে হেথায় কভু,-কেন বা চাহিবে?
অমূল্য জীবন ধন সংসারমাঝারে;
অকারণে সেই ধনে কেবা বিসর্জিবে?

১১

রে উদ্ভ্রান্ত কেন বসি বকিছ প্রলাপ?
দেখ চেয়ে একাননে করিল প্রবেশ
যুবক নবীন এক তোমার সমান;
উঠ ত্বরা এই বেলা ত্যাজিয়া এ বেশ।

১২

চল যাই ধীরে ধীরে যুবকের সনে,
পুছিগে কি হেতু তার হেথা আগমন।
মৃদু পদে চলি যায় ঐযে যুবক,
এখনো আঁধারে ওই দেখ না কেমন।—

১৩

বিরস বদনখানি, সজল নয়ন
যুবকের, আহা! ওই কুঞ্চিত ললাট।
(চিন্তা রেখা তাহে মরি শোভিছে সুন্দর)
গণ্ডস্থল অশ্রু-নীরে হতেছে প্লাবিত।

১৪

ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস হতেছে বাহির;
কভু ঊর্দ্ধে কভু নিম্নে ঘুরিছে নয়ন,
দৃষ্টি নাই—লক্ষ্য নাই, যদৃচ্ছা প্রভাবে
চলিছে যুবক আহা! কানন ভিতর।

১৫

সহসা থামিল যুবা, নিরখি সম্মুখে
বিশাল বিটবী এক; নয়ন পুছিয়া

* (সায়ংকালের সময় কবি ও কল্পনায় নিবিড় কাননে প্রবেশ, তথায় রাত্রি কালে একজন যোগীও একজন যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ।)

চাহিলা সতৃষ্ণ প্রাণে এদিক ওদিকে।
হারাধন যথা লোকে খোজে রে আবেগে।

১৬

আঁধার ভেদিয়া দৃষ্টি পাইলা অদূরে,
দিব্য জ্যোতির্ম্ময় এক বিরাট মূরতি,
জটাধারী দীর্ঘ শ্মশ্রু বিশাল ললাট,
আসীন নিস্পন্দভাবে পদ্মাসন পরে।

১৭

পাতিয়া উভয় জানু অবনত শিরে,
কহিতে লাগিলা যুবা গদ গদ ভাষে।
"হে পিতঃ! গুরুহে, দাসে কর অবধান,
এসেছে তোমার পাশে কহিলা যেমতে।"

১৮

"এতকাল যে আগুণে হতেছি দগধ
বল নাথ, কি উপায়ে হইবে শীতল।
নাহি শান্তি, নাহি সুখ কিছু কতকাল
না জানি অভাগা হৃদি জ্বলে এপ্রকার।"

১৯

"বল প্রভো কেন মোর এহেন দুর্গতি,
এত কি পাপের জ্বালা এতইকি ক্লেশ?
হের মোর জীবনের গিয়াছে সকল
উৎসাহ, স্ফূরতি বল সুখের নিধান।"

২০

"ভৌতিক শরীর আর কি কাজ রাখিয়ে।
কি ছার ইন্দ্রিয়গণ চক্ষু কর্ণ আদি।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে উপাড়িয়া ফেলি;
বড় ভয় পাছে বাড়ে পাপের যাতনা।"

২১

"আশৈশব কত পাপ করেছি ভুতলে
সংখ্যানাই, বুঝিনাই কিহতে কি হয়।
মূকপ্রায় অগ্নিকণা উপেক্ষি, যতনে
রেখেছিনু ঢাকি হায়! শুষ্কতৃণদলে।"

২২

"ভাবিনাই একদিন ভোজ্য ভোজকের
মিলন কেমন হায়, এখন বুঝিনু।
অগ্নিকণা দাবাগ্নির ধরিছে বিকাশ,
লণ্ড ভণ্ড এবে মম জীবন কানন।"

২৩

"এত হবে তাই বুঝি ভাবিয়া বিধাতা
হরিলেন তা সবারে যাঁদের কৃপায়
হেরিলাম এই পৃথ্বী জীবের মেলানি।
পাপ পুণ্য মহাজন যথায় নিবাস।

২৪

"তাইবুঝি বিধি মোরে হইলা বিমুখ,
রাখিতে নারিনু মন বাঁধি নিজবশে।
একপদ, দুইপদ ক্রমে অগ্রসরি
পাপের বিপণি দ্বারে করিনু প্রয়াণ।"

২৫

"পরম সুন্দর যাহা কিনিলাম সুখে,
হা কপাল, নাজানিনু এযে বিষধরী
পয়োমুখ, অলক্ষিতে দহিল অন্তর।
ছট্ ফট্ যাতনায় করিল পরাণ।"

২৬

"তখন বুঝিনু সব—হায়রে অকালে।
কহনাথ কি উপায় হইবে আমার।
কোথা যাই, কেবা মোরে করিবে যতন;
সংসারে আমার আর নাহি অন্যজন।"

২৭

"কৃপাকরি যদি দাসে আনালে হেথায়,
কৃপাদান কৃপাময় কর অভাগারে।

নতুবা হে,—'থাম বৎস বৃথা বাক্যব্যয় করোনা, সম্বর আশু রসনা তোমার।"

২৮

খেলিল বিদ্যুত্ প্রভা বিজলি কানন;
ফুটিল নক্ষত্রদ্বয় সহসা কাননে।
যোগীবর বামকরে আবরি বদন
যুবকেরে, মৃদুহাসি কহিতে লাগিলা।

২৯

"যা কহিলে সত্য কথা, পাপ প্রলোভন
এমনিই বটে; বৎস, বড় তুষ্ট হৈনু
এবে বুঝিয়াছ তাহা; আর দুঃখ নাই।
বিধাতা এখন তব হবেন সহায়"

৩০

"সাবধান বিধাতারে দোষি ওনা কভু;
যতদোষ সবতব দেখি ও বিচারি।
কীট নষ্ট বীজ ভূমে করিল রোপণ
অঙ্কুরিত হয় কিহে বারিদবর্ষণে?"

৩১

"অল্পদিন হল আমি এসেছি এ বনে;
লোকমুখে শুনিয়াছি তোমার বারতা।
দিবাভাগে তাই তোমা ডেকেছিনু হেথা
এসহ হেরিয়া বৎস বড়তুষ্টহৈনু।

৩২

"আজহতে যাহা আমি বলিব তোমায়
কায়মনোবাক্যে সদা করিবে পালন;
তবেই পারিবে মন আনিতে স্ববশে।
"সাধুযুবা, বলি লোকে জানিবে তোমারে

৩৩

"সংসার শিক্ষার স্থল কভুনা ঘৃণিবে;
পাপের সংশ্রবে কভু মন নাহি দিবে।
সতত রাখিবে মনে পুণ্যের বিকাশ;
তাহলে মাণিক্য যত পাইবে প্রকাশ।

৩৪

"দ্বেষ হিংসা যতপার রাখিবে স্ববশে,
পাপের সময়ে সদা করিবে সাহস।
একমনে ধর্ম্মসেবা করিবে নিয়ত;
তা হলে মনের ক্ষোভ হইবে নিহত।"

৩৫

প্রত্যূষে উঠিবে শয্যা করি পরিহার;
ডাকিবে তাঁহারে বসি অন্ত নাই যাঁর
কৃপাময়, আশুতোষ, দীনবন্ধু যিনি।
তা হলে থাকিবে সুখে পাপ সুরে জিনি।

ক্রমশঃ

ই, ভূ,

মুক্তি সৈন্য।

ইতি পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম ও নূতনপ্রণালীতে তাহার প্রচার এই প্রস্তাবে মুক্তি সৈন্য দিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। উক্ত সৈন্যদলের একজন সেনাপতি মেজর টাকার সাহেব সস্ত্রীক আমাদিগের আচার্য্যগৃহ কমলকুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে এক জন সিবিলিয়ান্ ডেপুটি কমিসনর ছিলেন ইচ্ছা পূর্ব্বক এই পদ পরিত্যাগ করিয়া এখন পথের ভিখারী হইয়াছেন। ইহাঁদিগকে দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহঁারা এ পৃথিবীতে বসতি করিতেছেন না। তাঁহাদের প্রকৃতি এমন সরল, মাধুর্য্য পূর্ণ ও উৎসাহ ও উদ্যমের আশ্রয়

যে দেখিলে ভক্তি করিতে ইচ্ছা যায়। অনাহারে, পথশ্রমে, শরীর অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, কিন্তু তাহারও ভিতরে কেমন এক প্রকার দিব্যভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুখে হাসা মাখা, শরীর আনন্দসাগরে নিমগ্ন। ইহাঁদিগের ব্রত পরায়ণতা, কঠোর বৈরাগ্য ও পবিত্রতা অতি প্রশংসনীয়। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের নিকট আমাদিগের অনেক শিক্ষা করিবার আছে।

আর এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মেজর টাকার সাহেবের পত্নী একখানি পুণ্য ও বৈরাগ্যের প্রতিমা। ইহাঁদিগের দেশের মেয়েরা অন্য লোকের মাতার চুল টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়া নিজের মস্তকের শোভা বৃদ্ধি করেন কিন্তু ইনি আপন মস্তকের কেশরাশি ফেলিয়া দিয়া মস্তকটিকে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছেন। ইহাঁদিগের দেশের অনেক নারী আজীবন কুমারী থাকিয়া কারাগৃহে বাস করিয়া বন্দিগণের, রুগ্ন অনাথাশ্রমে অনাথ রুগ্নদিগের ও যুদ্ধে শস্ত্রাহত সৈনিকদিগের সেবা করিয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিয়াছেন সত্য কিন্তু বিবাহিত হইয় স্বামীকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গের পথে চলিতে পারা আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ইহাঁর পরণ পরিচ্ছদ অতি সামান্য। কাশী প্রভৃতি দেশে স্ত্রী জাতিরা যেমন এক প্রকার ঘাগরা পরিধান করেন, সেই প্রকার একটি সাদা কাপড়ের (গাউনও নহে ঘাগরা নহে) সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান, আর তাহার উপরে একটি সাদা আলপাকার উড়নী বা ঘোমটা মাথায় দেওয়া আছে, ইহা দেখিলেই আশ্চর্য্য এক প্রকার ভাব মনে উদিত হয়। বস্তুতঃ সীতা যেমন স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মের জন্য অরণ্যবাস করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ স্বামীসহ ধর্ম্মপালনের জন্য পথে পথে অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমাদিগের দেশের নারী জাতিরা বিনা ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী নাম পাইয়া থাকেন, তাঁহারা একবার দেখুন সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলে কত শান্তি কত সুখ সহজে হস্তগত হয়, আর সেই সম্পদ্ পাইবার জন্য কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। বস্তুতঃ সীতা সাবিত্রীরা যেমন সহধর্ম্মিণী নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে এখন আর সেরূপ সহধর্ম্মিণী জন্ম গ্রহণ করেন না। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, প্রতি গৃহে, প্রতি পরিবারে সীতা সাবিত্রী জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গমহিলাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন। সেদিন মিসেস টকার আচার্য্য মহাশয় হইতে একটী কাষ্ঠের কমণ্ডলু (ভিক্ষাপাত্র বিশেষ) চাহিয়া লইয়াছেন, কোচবিহারের রাণী ও অন্য অন্য ব্রাহ্মিকা তাঁহাকেও সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে যে কেবল এই মিসেস টাকারই স্বামী সহ প্রভূত ক্লেশ-কল্পনা সহ্য করিতেছেন তাহা নহে। আরও বহুনারী আপনাপন জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। ইহাঁরা যেরূপ করিয়া ব্রত পালন করেন, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, পান আহার পরিচ্ছদ ও শয্যা অতি সামান্য। ইহার উপর আবার সময়ে সময়ে শত্রুগণ ইহাঁদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া থাকে, এমন কি, ইহাঁদিগের স্বধর্ম্মী ও স্বজাতি ইংরাজেরাও ইহাঁদিগকে দীনহীন কাঙ্গাল দেখিয়া নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। বিনা কারণে প্রহার করে, কারাগারে দেয়। এই সকল দুষ্ট লোকেরা ইহাঁদিগের কাহারও হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, চক্ষু কাণা করিয়াছে, জিনিষপত্র লুট পাট করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহাঁরা এই সকল নির্য্যাতন সহ্য করেন, কখন প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন না। মার খান কিন্তু কাহাকেও মারেন না। আর্য্যনারীগণ! এক বার ভাব দেখি, ইংরাজ হইয়া উচ্চ পদমর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হইয়া পথের কাঙ্গালের ন্যায় পরপীড়ন সহ্য করা কিরূপ কথা। কেবল নিজেরাই যে কষ্ট সহ্য করিতে ও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিতে সমর্থ তাহা নহে। ইহাঁদিগের সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদিগের স্ত্রীরাও অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি এই দৃষ্টান্ত লইয়া আমাদিগের দেশের সহধর্ম্মিণী নাম গৌরবান্বিত হউক, মহিলাগণ কোমলা সরলা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া স্বামীর অনুগামিনী হউন এই প্রার্থনা।

স্বর্ণরেণু।

ঈশ্বর আপন মাতৃত্ব অনুস্যূত করিয়া নারীজীবন রচনা করিয়াছেন। এই জন্য নারী জীবনের মূল্য অধিক।

মানুষের ভিতরে পাপপ্রবৃত্তিরূপ পিশাচী বাস করে, সে মাতৃত্বের গৌরব নষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করে। এই বিষয়ে যিনি দৃষ্টি রাখিতে পারেন তিনিই যথার্থ নারী নামের যোগ্য।

শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায় সহ যদি কোমলতা, স্নেহ, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি মিলিত হয় তবেই জীবনের পূর্ণতা জন্মে।

নারীজীবনে যদি কোমলতা না থাকে ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, তবে তাহা ব্যুষিত পুষ্পের ন্যায় পরিহার্য্য।

যাঁহার কলঙ্ক ভয় নাই তাঁহাকে সতী নাম দেওয়া দেবতাদিগের অনভিপ্রেত।

যাঁহার বাক্য কর্কশ, প্রকৃতি কর্কশ, জীবন পাষাণের ন্যায় নীরস ও শুষ্ক

এরূপ জীবনে কমনীয়তা থাকে নাই। যে স্থলে কমনীয়তা নাই সে কামিনী নহে।

সংবাদ।

ভারতসংস্কার সভার অধীনস্থ উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী বিদ্যালয় এইক্ষণ ভিক্টোরীয়া কলেজ নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াগিয়াছে। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরীক্ষক হইয়াছিলেন, বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই, ই, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, বাবু দীননাথ মজুমদার, এবং আচার্য্য মহাশয়।

আশ্চর্য্য মৃত্যু!!

আমরা অনেক দিন গত হইল বেড়াবুচনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ নিয়োগী মহাশয়ের মাতা গান্ধর্ব্বী ঠাকুরাণীর জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা পরিচারিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। অদ্য তাঁহার আশ্চর্য্য মৃত্যুর সংবাদ দিয়া পাঠিকা দিগকে চমৎকৃত করিতেছি। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে তাঁহার পুত্র এইরূপ লিখিয়াছেন।

"বিগত ১৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবস বৃন্দাবন সমীপবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের পরমতীর্থ রাধাকুণ্ড মোকামে, মাতা ঠাকুরাণী পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যু অতি আশ্চর্য্য ভাবে হইয়াছে। কোন পীড়া হইয়াছিল না। প্রাতঃ স্নান অন্তে ঠাকুর আঙ্গিনায় বসিয়া অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও হরিনাম জপ করিতে ছিলেন। বেলা ছয় দণ্ডের সময় শরীর অবসন্ন হইয়া অর্দ্ধদণ্ড যাইতে না যাইতেই প্রাণ বিমুক্ত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর হইতে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। মা নিজের সুখের জন্য কখন কিছু করিতেন না। আমরা প্রতিমাসে প্রায় দশ টাকা করিয়া খরচ দিতাম কিন্তু তিনি ২।০—২৷৷০ টাকা মাত্র নিজের জন্য গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় সাধুসেবা ও গরিব দুঃখীদিগের সেবার জন্য ব্যয় করিতেন।"

আমরা এই তপস্বিণী বৃদ্ধার আশ্চর্য্য মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়া পরিচারিকার পাঠিকাদিগকে বলিতেছি যে তাঁহারা ও গান্ধর্ব্বীর ন্যায় হরিভক্তি পরায়ণা হইয়া জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত থাকুন তাহা হইলে পরিচারিকা তাঁহাদিগের স্বর্গীয় মাধুর্য্যপূর্ণ জীবনের সংবাদ প্রচার করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা

১০ সংখ্যা] মাঘ, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

বন্ধুতা কি?

বন্ধুতা কি, কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপে স্থায়ী হয় এই প্রস্তাবে তাহা আলোচিত হইবে। বন্ধুতা কি? বন্ধুতা হিতৈষণা বা হিতকামিত্ব। এই হিতকামিত্ব একটি বিশ্বব্যাপী বিষয়। ইহা থাকিলেই মানুষ বিবশ হয় সুতরাং দুঃখী বিপন্নকে দর্শন করিলেই ইহা মানুষকে বলে পরিচালিত করে। কিসে দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে, কিসে বিপন্ন বিপদ্‌মুক্ত হইবে, হিতৈষী ব্যক্তি কেবল তাই ভাবিয়া ব্যাকুল হয়। এ স্থলে আপত্তি আসিতে পারে এই যে মানুষ দুর্ব্বল, সে একজনের হিতকামনা করিতে পারে কিন্তু সকলের পারে না। একজনের দুঃখ মোচন করিবার জন্য যত্ন করিতে পারে কিন্তু হয়তো সেই মানুষ আবার অপরকে দুঃখ দিতে পারে। একজনের বিপদ্‌কালে প্রাণ পণে সহায়তা করিতে পারে, আবার সেই মানুষ হয়তো অপরের বিপদ্‌কালে প্রতিকুলতাচরণ করিতে পারে। কেবল তাহা নহে, এক জন হয়তো এক জনের প্রতি একবার প্রতিকুল আবার অনুকুল হইতে পারেন। তিনি ইহা ভাবিতে পারেন না যে তিনি এখন যাহার হিত সাধনে তৎপর সে পরে তাঁহার হিতসাধন করিবে কি না? ফলতঃ বন্ধুতা নিরপেক্ষ হিতকামিত্ব মাত্র। তাহা হইলে আর বন্ধুতার বিশ্বব্যাপিত্ব রহিল কৈ? অবশ্যই বন্ধুতার বিশ্বব্যাপিত্ব থাকিবে। এক জন মানুষের প্রকৃতিতে বৈচিত্র দর্শন করিয়া আমরা বন্ধুতার ব্যাপিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। এক বন্ধুতা সমুদায় বিশ্বরাজ্য ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং যিনি যে পরিমাণে হিতকামনা প্রকাশ করিবেন তিনি সেই পরিমাণে বন্ধু। যিনি সমুদায় বিশ্বরাজ্যের প্রতি সমান ভাবে হিতৈষণা প্রকাশ করিতে সমর্থ তিনি ও বন্ধু। যিনি দুই ব্যক্তির প্রতি সমান ভাবে হিত কামনা প্রকাশ করিতে অসমর্থ তিনি ও বন্ধু। যিনি এক

ব্যক্তির প্রতি ও একবার অনুকুল, আবার প্রতিকুল হইতে পারেন তিনি ও বন্ধু। কেন না, তিনি যে ততটুকু হিতৈষী হইতে পারিয়াছেন, তাহা কেবল সেই বন্ধুতারই প্রসাদে। তাঁহাতে সেই বিশ্বব্যাপী বন্ধুতার অংশ যতটুকু আছে তিনি ততটুকু বন্ধুতা দিতে পারিয়াছেন, অধিক দিতে পারিবেন কেন? এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে বন্ধুতা পদার্থটি বস্তুতঃ বিশ্বব্যাপী। সেই বিশ্বব্যাপী বন্ধুতা হইতে যিনি যতটুকু আপনাতে গ্রহণ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন, তিনি তত অধিক পরিমাণে বন্ধু হইতে পারেন।

এখন জিজ্ঞাসা আসিতেছে বন্ধুতা কিরূপে উৎপন্ন হয়। উত্তর বন্ধুতা উৎপন্ন হয় না কিন্তু বন্ধুতা প্রত্যেক মানুষের ভিতরে চিরকাল আছে। হিংসা বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বন্ধুতার বিরোধিভাব আসিয়া বন্ধুতাকে প্রকাশ পাইতে বাধা দেয়। ঈশ্বর যখন মনুষ্য জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহাদিগের হৃদয়ে বন্ধুতা মাখিয়া দিয়াছেন। কেন না বন্ধুতা ব্যতীত দুর্ব্বল মনুষ্য আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ। একজন মনুষ্য অপর মনুষ্যের বন্ধু হইবেই হইবে, না হইয়া পারিবে না। ইহা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। মানুষ পশু পক্ষীদিগের ন্যায় নিরপেক্ষ নহে কিন্তু সাপেক্ষ। এই জন্য মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। কিন্তু বহু লোক একত্র হইয়া গ্রামে বাস করে। তাহার উদ্দেশ্য পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়া। এই বন্ধুতার প্রধান শত্রু স্বার্থপরতা। স্বার্থপর লোক কখন কাহার বন্ধু হইতে পারে না। কেন না স্বার্থ ত্যাগ না করিলে হিতৈষণা তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। আমি যদি কাহারও উপকার করিতে পারি তাহা ততটুকু, আমি আপনার সুখ সুবিধা যতটুকু পরিত্যাগ করিতে সমর্থ। অতএব স্বার্থত্যাগ করিবার সামর্থ্যানুসারে বন্ধুতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে আর এক নূতন কথা উপস্থিত হইতেছে এই—স্বার্থ ত্যাগের পরিমাণানুসারে যে উপকার তাহা যদি বন্ধুতা হয়, তবে পিতা মাতা প্রভৃতিও কি বন্ধু মধ্যে পরিগণিত হইবেন? কেননা, স্বার্থশূন্য হিতৈষণা পিতামাতাতে যেমন এমন আর কোথাও নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে, পিতা মাতাকে হিতৈষণার জন্য পৃথিবীতে বন্ধু বলিবার রীতি আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বন্ধু নহেন। বন্ধু যে তিনি বন্ধু, পিতা মাতা, পিতা মাতাই; ইহাঁদিগের একের সহিত অপরের যোগ হইতে পারে না। পিতা ও মাতা যেমন হিতকামিত্বে তুল্য হইলেও এক নহেন কিন্তু স্বতন্ত্র, সেইরূপ হিতকামিত্ব আছে বলিয়া পিতা মাতা কখন বন্ধু নহেন, বন্ধু স্বতন্ত্র। ফলতঃ পিতা মাতা ব্যতীত যদি কেহ বিনা কারণে হিতৈষী হন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু কোন

কারণ বশতঃ যিনি হিতৈষণা প্রকাশ করেন, তিনি প্রকৃত বন্ধু নহেন কিন্তু বন্ধুর বেশ-ধারী মাত্র।

"মাতামিত্রং পিতা চেতি স্বভাবা ত্রিতয়ং হিতং। কার্য্য করণতশ্চান্যে ভবন্তি হিতবুদ্ধয়ঃ।"

মাতা, মিত্র এবং পিতা ইহাঁরা স্বভাবতঃ হিতৈষী, ইহা ব্যতীত যাঁহারা হিত কামনা করেন, তাহা কোন কার্য্য কারণবশতঃ।

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে পূর্ব্বপ্রস্তাবে বুঝা গিয়াছে যে যে ব্যক্তি উপকারী সেই বন্ধু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেহ উপকার করেন, অতএব তিনি বন্ধু; বন্ধুতার অর্থ এরূপ নহে। কিন্তু বন্ধু হইলে তিনি উপকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। উপকার করা বন্ধুর স্বভাব, বন্ধু হইলেই সেউপকার করিবে। তবে কি প্রকৃতির সাম্য ভাব বন্ধুতার কারণ, না। একজন মদ্যপায়ী পরপীড়ক ব্যক্তির সঙ্গে একজন সাধুর বন্ধুতা জন্মিতে পারে। একজন ধনীর সঙ্গে নির্ধনের বন্ধুতা জন্মিতে পারে। গর্ব্বিত অহঙ্কার মত্ত লোকের সঙ্গে একজন বিনীত নম্র প্রকৃতির বন্ধুতা হইতে পারে, কেবল পারে না কিন্তু হয়। একজন আমেরিকাতে বাস করেন একজন এসিয়াতে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও খাটি বন্ধুতা থাকিতে পারে। আবার একগৃহবাসী সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে ও বন্ধুতা না থাকিতে পারে। ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে, ধনীতে ধনীতে, জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে বন্ধুতা হতেও পারে না ও পারে সুতরাং অবস্থার সাম্যভাব বন্ধুতার কারণ নহে। তবে বন্ধুতা কি? কোন প্রকার অভিসন্ধি নাই—প্রয়োজন নাই—অথচ বন্ধুর জন্য প্রাণ ব্যাকুল, বন্ধুকে দর্শন করিলে অপরিসীম তৃপ্তি জন্মে। বন্ধুর কার্য্য বন্ধুর পরিচ্ছদ, বন্ধুর গৃহ, বন্ধুর পালিত বিড়াল বা কুকুরকে ও ভাল বোধ হয়। বন্ধু গৃহে আসিলেই হাতে স্বর্গ পাওয়া যায়। প্রাণে আনন্দ ধরে না। বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলে কত সুখ কত তৃপ্তি তাহার পরিমাণ করিবে কে? কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এরূপ হয় কেন? এরূপ হয় কেন ইহার উত্তর বন্ধুতা। যদি বন্ধুতা জন্মে তবে এইরূপ হয়। এস্থলে যদি অন্য কারণ থাকে তবে বন্ধুতার মূল্য কমিয়া যাইবে। বন্ধুতা হেতুবাদ শূন্য।

পৃথিবীতে এই বন্ধুতার সমগ্রতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় অংশাংশিরূপে কোথাও কিছু অধিক, কোথাও কিছু অল্প এইরূপে বন্ধুতার ভাব প্রতিষ্ঠিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ যদি মনে হয়, ইহাঁর সঙ্গে বন্ধুতার কারণ ধর্ম্ম, কোন পার্থিব নীচ কামনা নহে তবে সেই বন্ধুতা সেই ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষতানুসারে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। ধর্ম্ম ভাব

যত বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হইবে, বন্ধুতা ও তত বিশুদ্ধ ও স্থায়ী হইবে। এক পিতার পাঁচ পুত্র হইলে যেমন পরস্পরের মতভেদ থাকিলে ও তাহাদিগের ভিতরে ভ্রাতৃত্বের অন্যথা ঘটিতে পারে না, সেই প্রকার এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পথের সঙ্গী, এক অন্নের ভোক্তা, আমরা পাঁচ জন ইহা মনে হইলে ও সেই ভাবটি জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। আমি যার, তুমিও তার, আমি সেবক তুমি ভাই, আমি তোমাকে ছাড়িলে বাঁচিতে পারি না, তোমাকে ছাড়িয়া পথ চলিতে পারি না, আহার করিতে ও শয়ন করিতে পারি না তবে তোমাকে ছাড়িব কিরূপে? এইরূপ কারণ হইতে বন্ধুতা দিন দিন চিরস্থায়ী হইতে পারে কিন্তু ইহাকে ও খাঁটি অকৃত্রিম বন্ধুতা বলা যায় না। ইহাকে নৈমিত্তিক বন্ধুতা অপেক্ষা উচ্চতা প্রদান করা যায়। কিন্তু ইহার বিশুদ্ধতা স্বীকার করা যায় না। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, পিতা মাতা আমাদিগকে ভাল বাসেন কেন? তাহার উত্তর তাঁহাদের স্বভাব। সেইরূপ বন্ধু ভাল বাসেন, উপকার করেন কেন? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। পিতা মাতা যেমন স্বভাবতঃ সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করেন বন্ধু ও সেইরূপ বিনা কারণে উপকার করেন।

ঈশ্বর দীনবন্ধু, কেন? তিনি দীনহীন কাঙ্গাল দেখিলেই দয়ার্দ্রহন এই জন্য। কাঙ্গাল চক্ষুজলে ভাসিয়া দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিল, আর দীনবন্ধু আসিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিলেন। কেন করিলেন, কে জানে? তাঁহার স্বভাবই এই প্রকার যে তিনি দুঃখীর দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। দুঃখীর দুঃখ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, এই মাত্র কারণ বশতঃ তিনি দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর বন্ধুতা বড় অদ্ভুত। কেহ তাঁহাকে ভাল বাসিয়া বন্ধুতা দিবে কি না, কেহ তাঁহার অনুগত হইবে কি না, তিনি এ সকল বিচার করিয়া বন্ধুতা দান করেন না পরন্তু যে তাঁহার বিরোধী যে তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অসদ্ব্যবহার করে, সর্ব্বদা তাঁহাকে অপমান ও নিন্দা করে তিনি তাহাকেও বন্ধুতা দানে পরাঙ্মুখ নহেন। এই কারণে ঈশ্বরের বন্ধুতার মূল্য অধিক। যদি মনুষ্যে মনুষ্যে নিরপেক্ষ বন্ধুতা প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে তাহার মূল্য এ পৃথিবীতে হইতে পারে না। এই পৃথিবীর সামান্য ধন দিয়া সেই স্বর্গীয় বন্ধুতা রত্ন ক্রয় করা যায় না।

অতএব মানুষের প্রকৃতিতে বন্ধুতা মাখা আছে বলিয়া, মানুষের আত্মা বন্ধুতা দ্বারা অনুস্যূত আছে বলিয়া, বন্ধুতা পথের সম্বল ও জীবনের অন্নপান বলিয়া, বন্ধু ব্যবহার কর্ত্তব্য। কেহ আমার প্রতি বন্ধুতা করিবে কি না সে ভাব, সে চিন্তা, পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুতা দান কর। মঙ্গলময় প্রভুর নিয়ম আশ্চর্য্য!! তিনি মানুষের প্রকৃতিকে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে রচনা করিয়াছেন। কেহ বন্ধুতা দিলে তাহা নিষ্ফল হইতে দেন না। এক জন বন্ধু হইয়া আমার মঙ্গল চিন্তা, মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন আমি বলপূর্ব্বক শত্রুতা করিতে পারি না। পারিলে ও এক দিন বা দুই দিন পারি, চির কাল পারি না। বন্ধুতা অপবিত্র হইলেই তাহা বৃথা নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব কিন্তু পবিত্র হইলে কখন নিষ্ফল হইবে না। বন্ধুতা অপবিত্র হয় কেবল ফলাভিসন্ধি দ্বারা। তুমি যদি কোন অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুতা প্রকাশ কর, বাহিরে তাহার প্রকাশ না থাকিলে ও ভিতর হইতে সেই বিষ কিছু না কিছু শক্তি প্রকাশ করিবে। ইহা কথার কথা নহে কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। অতএব স্বর্গের ধন বন্ধুতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে আর চিন্তা থাকে না। মানুষ যদি স্বভাবে থাকে সে বন্ধুতাবিমুখ হইতে পারে না। ইহা মানুষের অস্বভাবিকতা পরীক্ষার একটা প্রধান লক্ষণ। যে আপনার প্রতি অসদ্ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারের মাত্রানুসারে বন্ধুতার বিনিময় করিতে যায় তাহার মত বণিক্ আর দ্বিতীয় নাই। অথবা প্রকৃতি যত নীচ হয় মানুষ তত ঐরূপ হইয়া থাকে।

মুক্তকেশী।

৭ম অধ্যায়।

আশ্বিন মাস, শরৎ কালের আরম্ভ। অদ্য শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন। আজ বিজয়া দশমী। দশমী আসিলেই দুর্গা পূজার উৎসব, আনন্দ শেষ হইয়া যায়। দশমীর বায়ু ঘরে ঘরে নিরানন্দের সংবাদ প্রচার করে। জনকোলাহল ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। আর তেমন করিয়া কেহ হাসে না, তেমন করিয়া কেহ মাতে না, কেহ কাহাকেও তেমন করিয়া ডাকে না। চারিদিকে কেবল বিষাদের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। নিশ্চিন্তপুরে অরবিন্দ সেনের বাড়ীতে বিজয়ার ধূম উঠিয়াছে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। অনেক দিনকার প্রাচীনা মা যদি মরেন তবে সেই নিরানন্দের সময়েও আনন্দ করা চাই, সেইরূপ দশমীর আনন্দ চলিতে লাগিল। ঢাকীরা ঢাক স্কন্ধে বাহির হইল। সজোড়ে ঢাকেতে আঘাত করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সানাই উচ্চরবে বাজিতে লাগিল। প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইবে, আনন্দ আহ্লাদ ফুরাইয়া যাইবে! সেই জন্য সকলেরই মুখে কে যেন বিষণ্ণতা মাখিয়া দিল। এ এক প্রকার বিষাদ, ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার বিষাদে কৃষ্ণকুমারের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! সে হৃদয় ভাঙ্গা কেহ দেখিতে পায় না, কাহাকে দেখানও যায় না। বলিয়া বুঝানও যায় না। যেমন তরঙ্গায়িত পদ্মানদীর কুল ক্রীড়াময়

সলিলাঘাতে প্রহত হইয়া ভাঙ্গিতে থাকে, পৃথিবীর লোকে দেখিয়া ভীত ও চমকিত হয়, এ সেরূপ ভঙ্গ নহে। ইহাতেও তরঙ্গ আছে, ইহাতে ও ক্রীড়াময় শোকের আঘাত আছে, প্রবল বেগে ভাঙ্গিয়া ও পড়িতেছে কিন্তু কেহ দেখিতে পাইতেছে না। এ ত জলের প্রবাহ নয়, শোকের প্রবাহ। ইহাতে ভাঙ্গে হৃদয়, জলের প্রবাহে ভাঙ্গে নদীতীর; সেইজন্য দেখা যায়, শোকের প্রবাহ বহে হৃদয়ে, সেইজন্য দেখা যায় না। কৃষ্ণকুমারবাবু সেনজাদিগের বাটীর এক বিজনস্থানে বসিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন ভাবিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, "আমিত পাট শুদ্ধ প্রতিমা বিসর্জ্জন (উঃ কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা) দিয়াছি, সেকি প্রতিমা? সে কি বিসর্জ্জন করিবার ধন? তবে কেন বিসর্জ্জন দিলাম? হা বিধাতঃ! কেন আমায় বিড়ম্বিত করিলে? কেন আমার প্রাণের পুত্তলী পদ্মার জলে ভাসাইয়া দিলে? আহা! সে সুন্দর মূর্ত্তি, সে ভুবন মোহন রূপ, সে প্রাণের প্রতিমা একেবারে এ জীবনের মত অদৃশ্য হইল? আর একবারও কি সে রূপরাশি দেখিতে পাইব না? সে কোমল সুস্নিগ্ধ বাক্য একবারও শ্রবণ করিতে পাইব না? মানুষের এক খানি প্রতিমা যায়, একটি প্রিয়বস্তু যায়, আমার যে একপুঞ্জ প্রিয় বস্তু অদৃশ্য হইল, আমার যে এক দল শ্যামা, বুলবুলি প্রাণের খাচা ভাঙ্গিয়া আকাশে উড়িয়া গেল? ইহা তো কাহারও যায় না, আমার গেল কেন? আমার বড় সাধের চিড়িয়া খানা ছিল, আমি বড় সাধ করে সোণার পাখী সকল পুষিয়াছিলাম, আমার কি হইল? হায়রে দারুণ দুর্ব্বিপাক? হায় রে দুর্ব্বিদগ্ধ প্রাণ, কেন আর বৃথা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে? সকল পক্ষী যে দেশে গেল, সেই দেশে চল। এখানে এ পরের দেশে দলছাড়া হয়ে থাকিয়া আর কি সুখ আছে, বল। অতএব দেহ পিঞ্জর বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া ফেল, সেই অনন্ত আকাশে, বিমল শ্রীহরির রাজ্যে, আনন্দময়ী মার কোলে, চল। চল সকলে মিলিয়া মায়ের কোলে গিয়া বসি। এখানে আমরা পিতা মাতা ছিলাম সেখানে আমরা সকলেই পুত্রকন্যা হইব। পিতা মাতা হওয়া বড় কঠিন কাজ, বড় দায়িত্ব। বাপ, মনেহলে হৃৎকম্প হয়। পিতা মাতার ন্যায় বেদনাপ্রদ দায়িত্ব আর নাই, এমন গুরুত্ব ও আর নাই, এখন আর দায়িত্ব রাখিব না, সকল ভার মায়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, চল।" কৃষ্ণকুমার এই সকল চিন্তা করিতেছেন, আর অজস্র ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার নিকটে জন মানব নাই, সে শোকের অংশ লইবার কেহ এ জগতে নাই, সে অশ্রু জল মুছাইয়া দিবার কেহ নাই "তুমি কে, কেন ক্রন্দন করিতেছ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই। কৃষ্ণকুমার আপনি ক্রন্দন

করিতেছেন, আপনি আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, আবার আপনি আশা ভরসার সহিত ঈশ্বরের প্রতিদৃষ্টি পাত করিতেছেন। কখন পৃথিবীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতেছেন, কখন স্বর্গের আশার সংবাদ পাঠ করিয়া সেই অশ্রু মুখে হাসিতেছেন।

এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিল, "মহাশয়! চলুন প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিয়া আসা যাক্।"

কৃষ্ণকুমার কোন উত্তর করিলেন না। আগন্তুক বলিলেন, "তবে আপনি বিজয়া দর্শনে যাইতেছেন না?"

কৃষ্ণকুমার বলিলেন, "প্রতিমা বিসর্জ্জনতো দেখিয়াছি, কিন্তু বিজয়াতো দেখি নাই। তুমি কি বিজয়াকে দেখাতে পার?"

আগ। আমি প্রতিমা বিসর্জন আর বিজয়া একই বস্তু বলিয়া জানি, আপনি কি তাহা বলেন না?

কৃষ্ণ। না।

আগ। কেন?

কৃষ্ণ প্রতিমা বলে প্রিয় পুত্তলিকাকে। যে সকল অতি প্রিয় ছিল, যাহাদিগকে প্রাণের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিয়াছি, সেই সকল প্রাণপুত্তলী জলে ভাসাইয়া দেওয়ার নাম প্রতিমা বিসর্জ্জন। আর বিজয়া দর্শন? মৃত্যু দর্শনের বিপরীত যাহা তাহাই। অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই, শত্রুকে নির্য্যাতন করি, শত্রু আমার পদানত হয়, তবেতো বিজয়া দর্শন বলিতে পারি। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ?

আগ। হাঁ, কিন্তু আপনি প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন কবে? প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন যে অদাই।

কৃষ্ণ। ওহে ভাই, আমি বিসর্জন দিয়াছি; আমার কার্ত্তিক, গণেশ, হায় হায়রে! আমার লক্ষ্মী, ভুবন মোহিনী মা লক্ষ্মী, আমার প্রা—প্রা—প্রাণের আরাধ্যা বলিতে বলিতে চক্ষু জলপূর্ণ হইল, কণ্ঠা অবরুদ্ধ হইল। আমার ছিল—আমার একই পাটে বান্ধা ছিল রে, আমার প্রাণের আরাধ্যা দেবী, মহা দেবী ছিল, আমি চিরকাল যাঁহার সেবা করিয়াছি, সেই দেবীকে আমি বিসর্জন দিয়া এখন নিরানন্দের সাগরে ভাসিতেছি। কৈ বিজয়াতো আসিল না? প্রতিমা বিসর্জন দিলাম, কৈ বিজয়াকেতো দেখিতে পাইলাম না? দুর্নিবার অসুর শোকের সৈন্য লইয়া পুনঃ পুনঃ আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, আমি সে অসুর—সেই মোহময় রাক্ষসকেতো পরাজয় করিতে পারিলাম না? তবে আর বিজয়া আসিল কৈ?

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কৃষ্ণকুমার অশ্রুজলে ভাসিতেছেন, এমত সময়ে আর একটি ভদ্রলোক সেই স্থানে আসিলেন। সেই মহোৎসবের দিনে তাঁহার শরীরে কোন উৎসবের চিহ্ন নাই। উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ নাই, উৎকৃষ্ট বেশ বিন্যাস নাই কিন্তু

মনের ভিতরটা যেন উৎসবময়—আলোকময়, মনের ভিতরে যেন কত সুখ সম্পদ আছে, বাহিরে মুখচ্ছবিতেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে। মুখচ্ছবি হাস্যময়—আলোকময়। তিনি নিকটে আসিলে কৃষ্ণকুমার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ভ্রাতঃ! সিদ্ধেশ্বর এসেছ? এস। তোমাকে দেখিলে বড় আরাম বোধ হয়। আমার অকূল শোকসমুদ্রের অর্ণবপোত তুমি। এস ভাই! বিজয়ার সংবাদ বল। আমি মোহ অসুরের দৌরাত্ম্যে অস্থির, তুমি আমার বিজয়ার সংবাদ কি, বল। তুমি আমার প্রাণের সান্ত্বনা আনিয়া দাও। তুমি আমার প্রাণের ভাই অপেক্ষাও আদরের ধন, স্নেহের সামগ্রী। তোমার মুখের কথাগুলি শুনিলে প্রাণ শীতল হয়।"

সিদ্ধ। আপনি প্রশান্তচিত্তে বসিয়া সেই বিজয়দাত্রী আনন্দময়ী মাকে ডাকুন। মনুষ্য পথ ভুলিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপথে চলে, লক্ষ ভুলিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক অলক্ষের দিকে গমন করে বলিয়াই দুঃখ পায়। যখন প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া নৌকা জলমগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি মনে চাঞ্চল্য জন্মে তবে দূরস্থ মৃত্যু আরও নিকটে হয়। অতএব আপনি চিত্ত স্থির করুন। মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর পক্ষে মাতৃ ইচ্ছা অতিক্রম করিবার চেষ্টা যেমন অকল্যাণপ্রদ সেইরূপ বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে আত্ম কর্ত্তৃত্বের অনুসরণ অকল্যাণপ্রদ। সাধু পুরুষদিগের সাধুতা চিরকাল দুঃখ ও বিপদ দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রেমিকের প্রেম স্বর্ণের ন্যায় কঠিন প্রস্তরাঘাত ব্যতীত পরীক্ষিত হইতে পারে না। সন্তান যদি মাতৃশাসনকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারে তবে সেই সুযোগে অসদাচারী অসুরগণ আসিয়া অনধিকৃত স্থান সকল অধিকার করিয়া লয়। বিপদ ও দুঃখ প্রাণে বেদনা প্রদ হইলেও, পরিত্যাজ্য নহে। ঔষধ যেমন তিক্ত হইলেও কেবল কল্যাণের জন্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিপদ আস্বাদনে তিক্ত হইলেও বস্তুতঃ অসীম কল্যাণ প্রসব করিয়া থাকে বলিয়া তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কৃষ্ণ। প্রাণের ভাই সিদ্ধেশ্বর! এস, তোমায় প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করি, তোমার মুখ দেখিলে যে প্রাণে আরাম পাই তাহার কারণ এই।

সিদ্ধ। আর কেহ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়াছে?

কৃষ্ণ। না।

সিদ্ধ। যাহারা পূর্ব্বে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কি কেহ ফিরিয়া আসিয়াছে?

কৃষ্ণ। কেবল রঘুনাথ।

সিদ্ধ। সে কি বলিল?

কৃষ্ণ। সে কোন অনুসন্ধান পাইল না।

সিদ্ধ। কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না?

কৃষ্ণ। না।

সিদ্ধ। যা হউক, আপনি শান্তচিত্তে ঈশ্বর চিন্তা করুন। আমি মনে করিয়াছি নিজেই একবার অনুসন্ধানে যাইব। আপনি আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এই স্থলে অপেক্ষা করিবেন।

কৃষ্ণ। কত লোক গেল কেহ কিছু করিতে পারিল না, তুমি আর গিয়া কি করিবে? বৃথা কেবল ক্লেশ পাইবে মাত্র।

সিদ্ধ। আমিত আর নদীতীরে অনুসন্ধান করিতে যাইব না। আমি যাব ভদ্রলোকদিগের গৃহে। তাঁহারা জীবিত থাকিলে ও এতকাল কি আর নদীতীরে রহিয়াছেন? ভাল হউক মন্দ হউক অবশ্যই কোন মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথাতে আছেন। সুতরাং নদীতীরে অন্বেষণ করা আর উন্মত্তের লক্ষশূন্য চেষ্টা একইরূপ।

কৃষ্ণ। তুমি নিকটে আছ, তোমার মুখে দুটি ভাল কথা শুনিতে পাই, সেই উপলক্ষে কষ্টের দিন মুখে কাটাই। তুমি গেলে কি যে হইবে তাহাত জানি না।

সিদ্ধ। আপনি যদি অধীরতা প্রকাশ করেন তবে আর উপায় দেখিতেছি না।

কৃষ্ণ। আমি তোমার কথা, তোমার পরামর্শ, বড় মূল্যবান মনে করি। সুতরাং প্রাণপণে তাহা পালন করিব। কিন্তু ভাই! যখন তুফান বহিতে থাকে তখন মাঝি সাবধান হইয়া কি করিতে পারে?

সিদ্ধেশ্বর মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "সেকথা সত্য কিন্তু কি করি, বলুন দেখি।"

কৃষ্ণ। আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমি কি স্বাভাবিক অবস্থায় আছি যে উপায় বলিয়া দিব। তোমাকে প্রাণের ভাই বলিয়া বিশ্বাস করি, তোমার বিচারে যাহা ভাল হয়, কর।

সিদ্ধ। আমি আপনাকে কোন বেগ সহ্য করিতে বলিতেছি না। আপনি নিজে যদি কয়দিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন তবে কর্ত্তব্য বিষয় আমি স্থির করিয়া লইতে পারি।

কৃষ্ণ। আমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে বলিতেছ। আমিও ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছুক। কিন্তু চিত্তকে বিশ্বাস করিতে পারি না, চিত্ত আমার বড়ই অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে।

সিদ্ধ। আপনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। আপনাকে কোন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে কেবল স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য বলিতেছি যে বীরত্ব ভিন্ন শত্রু পরাজিত হয় না। বীরত্ব ভিন্ন অসুর সাম্য লাভ করে না। বীরত্ব ভিন্ন পর কখন আপনার হয় না। আপনি বীর পুরুষ, কোমলতা নারীপ্রকৃতি, অতএব কোমল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করুন।

অদম্য ইন্দ্রিয়গণকে দমন করুন, দুশ্ছেদ্য মোহজাল ছেদন করুন। করুণাময় শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন। আপনি আত্মবান্ হইয়া আত্মহারা হইলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। বিশ্বাসীরা বিপদের ভিতরে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া আশ্বস্ত হয়েন। আপনি সেই পরমমন্ত্র হরিনাম ভুলিবেন না। বিপদ কালে তাঁহার করুণামূর্ত্তির প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখুন, কোন আপদ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, ভাই সিদ্ধেশ্বর, বস্তুতই তুমি সিদ্ধেশ্বর তোমার চেষ্টা সিদ্ধ হউক, আমি বেদনাশূন্য হইয়া তোমার বাক্য পালন করি।

নারী জীবন শান্তিময়।

নারী মূর্ত্তি শান্তির মূর্ত্তি। নারী নাম মনে হইলে বা মুখে উচ্চারিত হইলেই শান্তির সুবিমল পবিত্র ও সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রাণের ভিতরে সঞ্চরিত হইতে থাকে। প্রেমে পুণ্যে গঠিত নারী দেহ কখনও শান্তি ভঙ্গ করে না। অশান্তি, কলহ, বিবাদ আসুরিকতা হইতে সমুৎপন্ন হয়, পুণ্য প্রেমের রাজ্যে ইহারা স্থান প্রাপ্ত হয় না। নারীর শরীর যেমন কোমল, মুখশ্রী যেমন সুস্নিগ্ধ, হৃদয় কখন তাহার বিপরীত হওয়া সম্ভব পর নহে। এই বিষয়ে একজন কবি লিখিয়াছেন, "ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন কুন্দেন দন্তমধরংনবপল্লবেন। অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতাকান্তে! কথং গঠিতবানুপলেন চেতঃ॥" ইন্দীবর দ্বারা নয়ন, অম্বুজ দ্বারা বদন, কুন্দদ্বারা দন্ত, নবপল্লব দ্বারা অধর, চম্পকদল দ্বারা তোমার শরীর নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতা তোমার চিত্ত কেন প্রস্তর দ্বারা গঠন করিবেন? বস্তুত ইহা অসম্ভব। নারী বলিতে এক খানি শান্তির প্রতিমা বলিয়া মনে প্রতীতি জন্মে। বিধাতার সৃষ্টির এই এক আশ্চর্য্য রমণীয় শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় যে একদিকে উষ্ণতা আসিলেই অন্য দিকে শীতলতা আসিবে, অতিরিক্ত গ্রীষ্মপ্রভাব আবির্ভূত হইলে বৃষ্টি হইবে। দিনে সূর্য্য উদিত হইয়াছে সুতরাং রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হইবেই। পুরুষ উষ্ণতার প্রতিরূপ হইয়াছে অতএব অবশ্যই নারী স্নিগ্ধতা ও শান্তির আলয় হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী নিয়ম, এ নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচ হইতে পারে না। ইহার ব্যতিক্রমহইলে তাহা অপ্রাকৃতিক ঘটনাসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করা আবশ্যক। নারী যে বকিতে পারেন, নারী যে নির্দ্দোষ শিশুর পৃষ্ঠে ভীমবেগে মুষ্টি প্রহার করিতে পারেন, নারী যে চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী চণ্ডী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সোণার প্রেমপুণ্যের সংসারকে রণপ্রাঙ্গন করিয়া তুলিতে পারেন সে তাঁহার স্বভাব নহে। বস্তুতঃ আমরা এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনাই অধিক পরিমাণে দর্শন করিয়া থাকি সুতরাং প্রকৃতি আর বিকৃতি কি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি নারীজাতি মধ্যে সকলেই উগ্রচণ্ডা হইয়া সর্ব্বদা খাড়া হস্তে রণবেশে দণ্ডায়মানা থাকেন, যুদ্ধ ব্যতীত যদি নারী জল গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন, যদি নারীর পিকবিনিন্দিত কণ্ঠ হইতে অবিরত চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গর্দ্দভকে পরাজিত করে, যদি নারী অন্ধের চক্ষুতে আবার একটি লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিতে পারেন, যদি নারী বলপূর্ব্বক প্রতিবাসীর প্রতি প্রতিনিয়ত অত্যাচার করিতে পারেন। অসৎ কথা, অসদাচার, বিবাদ, কলহ, অত্যাচার, অপ্রিয়াচরণ যদি নারী জীবনের ভূষণ হয়, তথাপি এ সকল স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে নারী জাতির অস্বাভাবিক আচরণের জন্য আমরা প্রায়শ ক্ষুণ্ণও বিষণ্ণ হইয়া থাকি কিন্তু তাই বলিয়া ইহা নারী শরীরের স্বভাবিক চেষ্টা সম্ভূত কার্য্য কখন হইতে পারে না। আমরা শান্তির প্রতিমা বলিয়া যে নারী জীবন নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা সত্য, কেননা প্রণালী দৃষ্টে যে সিদ্ধান্ত স্থির হয় ও যে বিচার নিষ্পন্ন হয়, তাহা অভ্রান্ত না হইয়া পারে না। আমরা এই প্রস্তাব লিখিয়া কোন অসাধুমতি নারীর কলঙ্কিত স্বভাবকে প্রশ্রয় দিতেছিনা কিন্তু সত্য কথা বলা উচিত বলিয়া বলিতেছি। কেহ যদি মনে করেন আমরা অনুচিতরূপে নারিজাতির প্রশংসা করিতেছি, তাহা সত্য নহে। কেন না ইহা কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা নহে কিন্তু প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব। সত্য প্রকাশ করা যাহাদিগের ব্রত, তাহারা কাহার ও মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। অতএব নারীচরিত্রে কলঙ্ক দর্শন করিয়া কেহ যেন আদর্শ নারীজীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নাহন। পৃথিবীতে নারীমূর্ত্তি তিন শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণী জননী, অপর শ্রেণী পত্নী, তৃতীয় শ্রেণী কন্যা। যাঁহারা প্রথমতঃ কন্যা থাকেন পরে তাঁহারা পত্নীত্ব লাভ করিবেন, পত্নীত্বের পরিণামে জননী হওয়া অনিবার্য্য। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহাতে একজাতীয় নারী কন্যা, অপর জাতীর নারী পত্নী, অপর জাতীয়া মাতা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি এক সময়ে কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই অন্য সময়ে পত্নীত্ব লাভ করেন, তৎপরে আবার তাঁহারই নাম জননী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং এই বিভাগ কল্পনা অবস্থাগত কিন্তু ব্যক্তিগত নহে। নারীজীবনের এই যে অবস্থাত্রয় ইহা সমুদায়, দিব্য ভাবে পরিপূর্ণ। এই দিব্য ভাবের (দেবত্বের) প্রকৃতি স্বতন্ত্র২ হইলেও তাহা দেবত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। নারী যখন কন্যা বা কুমারী ভাবে অবস্থান করেন,

তখনকার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর এক অপূর্ব্ব দেবত্বে অনুরঞ্জিত দেখিতে পাইবে। সে দেবত্ব, সে ক্রীড়াময় স্নিগ্ধতা, সে সরলতাপূর্ণ বাক্যবিন্যাস সে কোমলতাপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালনা, সে সুন্দর মুখশ্রী, সে মহিমান্বিত ক্রীড় স্বভাব, সমুদায় দেবত্বে অনুরঞ্জিত যে এক দিন একবার তাহা দর্শন করিল, সে আর তাহা ভুলিতে পারিল না। যাহার গৃহে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ কন্যার স্নিগ্ধতাপূর্ণ মুখজ্যোতিঃ সম্ভোগ করিয়াছেন তিনি জানেন কন্যা কি অপূর্ব্ব সামগ্রী। তৎপর বয়োবৃদ্ধি সহকারে কন্যার প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতে থাকে। ক্রমে গতি তারল্য স্থিরতা ধারণ করে, হাস্যপূর্ণ মুখশ্রী প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হয়। ক্রীড়াময় নদীতরঙ্গের ন্যায় বাল্যভাব, জ্যোৎস্নাময় মুখশ্রী ক্রমে ক্রমে ভাবান্তর ও রূপান্তর হইতে থাকে। অর্থাৎ অলক্ষিত ভাবে যৌবনশ্রী আসিয়া বালিকা ভাব দূর করিয়া দেয় তখন সেই বালিকার জীবনে অন্য দেবত্ব আসিয়া দেখা দেয়। সতীত্ব যে কি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বর্গীয়তা প্রতিপন্ন করে তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। বালিকা যখন যৌবন সীমাতে পদার্পণ করেন তখন তাঁহার বাল্যোচিত ব্যবহার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। চেষ্টা করিতে হয় না আপনি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন বাল্যভাব গেল, তখন পিতা মাতায় প্রতি নির্ভরের ভাব আর থাকিবে কিরূপে? আপন কর্ত্তৃত্ব আপন বল প্রভৃতি অহঙ্কারের সহচর সকল উদিত হইয়া, পিতা মাতার প্রতি নির্ভরের ভাব দূর করিয়া দেয়। কিন্তু নারী জীবনে স্বাধীনতার ভাব স্ফূর্ত্তি পাইলেও সে স্বাধীনতা আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, "নিরাশ্রয়ে নজীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।" আশ্রয় বর্জ্জিত পণ্ডিত, নারীও লতা জীবিত থাকিতে পারে না। "তাতো রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে, পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্য মর্হতি" পিতা বাল্যকালে, ভর্ত্তা যৌবনকালে, পুত্র বৃদ্ধকালে রক্ষ করেন সুতরাং স্ত্রী জাতির স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের অবসর নাই। এ নিয়ম একটি লিখিত শাসন, দেশ বিশেষের বা সমাজ বিশেষের শাসন হইলেও নারীপ্রকৃতির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পিতা মাতার অধীনতা ত্যাগ করিতে গিয়া নারীহৃদয় অন্য একটী আশ্রয় অন্বেষণ করে। সে অন্বেষণ কাহারও উত্তেজনা বা শিক্ষার ফল নহে কিন্তু স্বভাব তাহাকে সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। বাল্যকালের রুচি, বাল্যকালের প্রয়োজন, বাল্যকালের গতিবিধির সঙ্গে যৌবন কালের ঐ সকল বিষয়ে কোন মিল থাকে না। সুতরাং যৌবন সহচর স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক হয়। জীবন

মরণ, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সকল সময়ে এবং ইহকালে ও পরকালে যাঁহার সঙ্গে তুল্যভাবে অনন্ত কালের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এমত একটি সহায় অনুসন্ধান করা যৌবনে প্রয়োজনীয় হয়। এই সহায় স্বামী বা পতি। এই পতির সহিত সঙ্গতা হইলে যে সতী মূর্ত্তি—নারীহৃদয়ে উদ্ভাষিত হয়, তাহাই নারীজীবনের দ্বিতীয়াবস্থা। বাল্যকালে বালিকা পিতা মাতার আজ্ঞাপালনে সুশীলা ছিলেন, যৌবনে স্বামীর রুচির সঙ্গে আপন রুচি, স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে আপন ইচ্ছার যোগ স্থাপনই প্রকৃত শীলতা বলিয়া কথিত হয়। এশীলতা লোকানুরঞ্জন করিবার জন্য নহে, অথবা কোন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছাসম্ভূত নহে, ইহা অনন্ত জীবনের অন্ন পানরূপে পরিগৃহীত হয়; স্বামী এবং স্ত্রী যদি একহৃদয়, একপ্রাণ একপ্রয়োজন, একরুচি হন তবে তাঁহাদের স্বর্গগমন (ঈশ্বর লাভ) সহজ হইয়া আইসে। ইহার নাম সতীত্ব। যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে অসম্মিলন, বিবাদবিসম্বাদ করিয়া সংসারে ও জীবনে অশান্তি আনয়ন করেন, তাঁহার নাম সতী নহে কেন না তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলিত ভাবে স্বর্গগমনে—অনিচ্ছুক। এই যে পতিপত্নীর সম্মিলন, অর্থাৎ উভয় ইচ্ছার যোগ করিয়া ঈশ্বর লাভের উপায়; ইহার শোভা কি অপূর্ব্ব? যে গৃহ এই শোভায় আলোকিত হয় সে গৃহে আর স্বর্গে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। কেন না স্বর্গ আর ঈশ্বর অভিন্ন স্বরূপ, যে গৃহে পুণ্যপবিত্রতা প্রেমও কল্যাণ সর্ব্বদা বিরাজ করে সেই গৃহে ঈশ্বর বাস করেন, যে গৃহে ঈশ্বর বাস করেন সেই গৃহ আর স্বর্গ একই পদার্থ। সে গৃহে বিবাদ, বিসম্বাদ, অকল্যাণ, অসদ্ভাব, পাপ, ব্যভিচার আসিতে পারে না। যেখানে ইন্দ্রিয়প্রধান পশুত্বের অধিষ্ঠান নাই সেই স্থানেই শান্তি ও কল্যাণ থাকিবে। এস্থলে পতি পত্নীর ঐক্য নিবন্ধন ধর্ম্মভাব স্বাভাবিক, অনৈক্য নিবন্ধন অধর্ম্ম অস্বাভাবিক।

ইহার পরে ক্রমে সতী পুত্র কন্যা প্রসব করিয়া জননী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন নারী যখন জননী হন তখন তাঁহার শোভা অন্য প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন তাঁহার স্নেহমাখা মুখশ্রী কি যে আরামপ্রদ তাহা মাতৃক্রোড়স্থ সেই তৃষ্ণাতুর সন্তানই অবগত আছে, অন্যে নহে। শিশু অশান্ত উদ্ধত হইয়া কত অত্যাচার করে, জননীহৃদয় তাহাতে অণুমাত্রও উত্তপ্ত বা উত্তেজিত হয় না। সেই স্নেহ সেই বাৎসল্য দেখিলে দেবতারাও বিমুগ্ধ হন। সেই অসন্তপ্ত অনুত্তেজিত সুস্নিগ্ধ ভাব দেখিলে পাষাণ হৃদয় স্নিগ্ধও প্রসন্ন হয়। নারীর কন্যা ভাব নারীর পত্নীভাব নারীর জননীত্ব এ সমুদায়ই স্বর্গীয় সুমধুর শান্তিপূর্ণ। অতএব আমরা ইহার ভিতরে দেখিতেছি কোন অবস্থাই অশান্তিপ্রদ নহে। সকল অবস্থাতেই শান্তি ও

কল্যাণ বিরাজ করে। নারীচরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে পাপ দুষিত হইতে পারে, নানা প্রকার অসদ্ভাব আনয়ন করিতে পারে কিন্তু নারীর আদর্শজীবন শান্তিবিহীন হইতে পারে না। ঈশ্বর আপন মাতৃত্ব অনুস্যূত করিয়া নারী জীবন রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ও অপবিত্রতা থাকিতে পারে না। অতএব নারী জীবন শান্তি ময়।

মৃত্যু ও জীবন।

লোকে যাহাকে জীবন বলিয়া জানে মৃত্যু ঠিক তাহার বিপরীত। তবে জীবন কি? লোকে যাহাকে জীবন বলিয়া অবগত আছে তাহাই কি জীবন? অথবা জীবনের আর কিছু অর্থ আছে। সাধারণ লোকেরা যাহাকে চলিতে বলিতে হাসিতে খেলিতে বুঝিতে বুঝাইতে দেখে তাহাকেই জীবন বলে। বস্তুতঃ চেতনের লক্ষণ থাকিলেই জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু একজন মোসলমান তপস্বী বলিয়াছেন "এমন অনেক লোক আছে যাহারা ভূপৃষ্ঠে ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে কিন্তু তাহারা মৃত, আবার এমনও অনেক লোক আছে যাহারা বহুকাল হইল মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা জীবিত।" এই মহর্ষির বাক্যের যে গূঢ় অর্থ আছে আমরা তাহা মান্য করি। বস্তুতঃ কেবল মাত্র চলিতে বলিতে দেখিলেই তাহাকে জীবিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, কেননা জীবনের লক্ষণ স্বতন্ত্র। একজন হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়াছেন, "তরবঃ কিং নজীবন্তি ভস্ত্রাকিং ন শ্বসন্ত্যুত নখাদন্তি নমেহন্তি কিংগ্রাম পশবোঽপরে।" তরু সকল কি জীবিত নহে? জীবিত বটে কিন্তু শ্বাসবিহীন। তবে কর্ম্মকারের ভস্ত্রা কি শ্বাস ত্যাগ করে না? করে কিন্তু খায় না ও মলমূত্র ত্যাগ করে না। তবে গ্রামে যে অপর পশু সকল আছে তাহারা কি খায় না ও মলমূত্র দি ত্যাগ করে না? করে। যদিও এ সকল সামান্য জীবনের লক্ষণ বটে কিন্তু ইহা প্রকৃত জীবনের লক্ষণ নহে। এক প্রকার জীবন আছে যাহাকে পশু জীবন বলে। মনুষ্যজাতির মধ্যেও এই প্রকার পশু জীবনের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের কেবল হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে মনুষ্যজাতির সম্মিলন, অন্য বিষয় পশুদিগের সঙ্গেই অধিক সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত জীবন সেইরূপ। এরূপ জীবনকে মনুষ্য জীবন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কেননা যাহা দ্বারা জীবনের জীবন্ত তেজঃ সপ্রমাণ হয় না তাহা জীবন নহে। হইতে পারে যে একটি মহিলা ভারতে আগমন করিলেন। তিনি আগমনের পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন "আমি দুঃখিনী ভারত মহিলাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্যই ভারতে

যাইতেছি।" এইরূপ প্রকাশ করিয়া ভারতে আসিয়া কত দয়া দাক্ষিণ্যই না প্রকাশ করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এরূপ অসদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলেন যে তাহা বলাতেও কষ্ট উপস্থিত হয় একজন স্ত্রী ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া প্রায় সকল জেলাস্থিত পল্লিতে গাল্লতে পরিভ্রমণ করিলেন, ধর্ম্ম পুণ্যের ব্যাখ্যা করিলেন কত বড় লোকের সম্মান ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন, কত অগণ্য ধন্যবাদ সহ প্রচুর অর্থ হস্তগত করিয়া অধর্ম্ম অপুণ্যের সমুদ্রে ডুবিয়া প্রাণ দিলেন। এই প্রকার কোটি কোটি লোক পৃথিবীতে আছে যাহাদিগকে দুই চারি দিন নানা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়! সফরীর ঔদ্ধত্যের ন্যায় অতি অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা আপনাদিগের অসার দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিয়া আপনারা নরকের কূপে নিমগ্ন হন এবং আরও কত শত শত মহিলার প্রাণ নাশের উপায় করিয়া যান। এমন নারী জীবন জগতে আসিল, যাহার দৃষ্টান্ত লইয়া শত শত নারী প্রাণ হারাইল, যেমন পশুজাতির প্রকৃতির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা অবিমৃষ্যকারিতা তেমনি এই সকল পশুজীবনের প্রতি বিশ্বাস করাও অপরিণাম দর্শিতা। কেন না ইহাদিগের সঙ্গ হিংস্র পশুর সঙ্গের ন্যায় প্রাণনাশক। হিংস্র পশু বলিয়া সিংহ প্রভৃতি নহে কিন্তু শৃগালাদি। শৃগাল দুর্ব্বল সহসা কাহারও প্রাণ বিনাশে সমর্থ হয় না অথচ অতি নীচাশয় লোভী বলিয়া সর্ব্বদাই কেবল সঙ্গীর বিনাশ সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করে, সময় পাইলে আর রক্ষা নাই। এই সকল জীবনকে পশুজীবন ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? পশুর মধ্যে কতকগুলি পশু আছে যাহারা আপন হিতাহিত বোঝে না। কিন্তু কাহার কোন অনিষ্ট সাধনের জন্য তেমন রত নহে; যেমন মেষাদি নিরীহ পশু। ইহাদিগকে তেমন নিরীহ পশু জাতির সঙ্গে তুলিত করা যায় না, কেন না ইহারা সর্ব্বদাই অন্যের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। অন্যের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্ট সাধন করিতে তৎপর। এই জন্য শৃগাল বিড়াল প্রভৃতি ধূর্ত্তও দুর্ব্বল পশুর সহিত উপমিত করা যাইতে পারে। এপ্রকার জীবন জীবন নহে, ইহা মৃত্যুর প্রতিকৃতি। যে মৃত্যুতে শরীরের ধ্বংস হয়, তাহাকে ভয় কি? তাহা প্রকৃত মৃত্যু নহে। সে কেবল শরীরকে স্বতন্ত্র করে মাত্র কিন্তু আত্মার প্রতি কোনই শক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পাপপ্রবৃত্তি হইতে যে আত্মার পতন হয়, তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। আপনি একরূপ হইয়া অন্যরূপ প্রকাশ করা, আপনি অসৎ হইয়াও লোকের মনে কৃত্রিম সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করা, মনে প্রভৃত আসুরিক ভাবের গতিবিধি

আছে এবং সেই সকল ভাবের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগও আছে অথচ লোকের নিকট তাহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ্টত্ব প্রকাশ করা, এইরূপ আচরণ আর চুরিতে অনেক প্রভেদ আছে। লোকের অজ্ঞাতসারে তাহার ধনসম্পদ্ অপহরণ করাকে চুরি বলা যায়, কিন্তু এ তাহা নহে এ অজ্ঞাতসারে ছদ্মবেশে তাহার প্রাণহানির চেষ্টা করা। ইহাকে প্রাণ হন্তা দস্যু বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহার শক্তিতে মারে তাহাকে মৃত্যু আর যাহার শক্তিতে বাঁচায় তাহাকে জীবন বলা যায়। যে সকল অবস্থা বর্ণন করা হইল সেই সকল মৃত্যুর প্রতিমা; আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে দিন দিন জীবনের দিকে জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ জন্মে, তাহাকেই আমরা জীবনবলি। এই জীবনের ভাব স্মরণে রাখিয়া যাঁহারা চলিতে পারিবেন তাঁহারা অনায়াসে মৃত্যুভয়ে পাপভয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন। মৃত্যুর মন্দ শক্তির সঙ্গে পরিচিত হইলে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে অনায়াসে শক্তি প্রকাশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্পকে জানে সে সর্প দেখিলেই ব্যস্ততার সহিত পলায়ন করে, অথবা সুযোগ বুঝিয়া সর্পবধের চেষ্টা করে, সর্পকে না জানিলে আর তেমন সাবধান হওয়া যায় না। মহিলাদিগের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধনতার প্রয়োজন, কেননা তাঁহাদের প্রকৃতি দুর্ব্বল ও প্রলোভনের বশীভূত হওয়া সহজ, বিশেষ সাধনতা অবলম্বন না করিলে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রাহ্মিকা উৎসব।

২৫শে মাঘ ১৮০৪ শক।

যিনি সতী তিনি নারী, যিনি নারী তিনি সতী। পরমেশ্বরের সতীত্ব খণ্ড খণ্ড হইয়া নারীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যিনি সতীনন তিনি নারী নন। সতীত্বই নারীর সৌন্দর্য্য। সহস্র সাবান দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে, পুনঃ পুনঃ বেসন দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলে নারীমুখে তেমন সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয় না, একবার হরিনাম করিলে, ব্রহ্মোপসনা করিলে নারীমুখ যেমন সুন্দর হইয়া উঠে। আমি যুবতীর সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে চাই না, যাহাতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত না হয়। নারীগণ স্বর্গের জননীকে পৃথিবীতে প্রদর্শন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে জগৎ সম্মান দিয়াছে। নারীদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে না। কেন? মহাপুরুষ দেখিয়াছে পৃথিবী। কিন্তু মহানারী কোথায়? পুরুষ যদি সত্যের খণ্ড হন তবে নিশ্চয়ই নারী ঈশ্বরের সতীত্বের খণ্ড। নারীর

ভিতরে সতীর উজ্জ্বল বর্ণ দেখিবা মাত্র আমরা প্রণত হইয়া পড়িব। সতীত্বের প্রশংসা করিলে কেবল হইবে না। নারীগণ! তোমাদের মুখে, চরিত্রে ভাব ভঙ্গীতে যদি সতীত্ব ফুটিয়া বাহির না হয় তবে সাধনবলে ধর্ম্মভাব উপার্জ্জন করিলে আর চলিবে না। ভগিনীগণ! যখন তোমার অঙ্গুলি পৃথিবীতে কার্য্য করে, তখন সেই হস্তের ভিতরে দেখিতে হইবে যে—স্বর্গের জননী অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তুমি যখন দৃষ্টি করিবে তখন তোমার চক্ষের ভিতরে প্রেমময়ী স্বর্গের মা অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের চক্ষে চারিদিকে তাকাইতেছেন, ইহা দেখিতে হইবে। তুমি যখন বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, তখন দেখিবে যে পরব্রহ্মের জ্ঞান খণ্ড তোমাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। পুরুষের ভিতরে ব্রহ্মের অর্দ্ধভাব প্রকাশিত হইতেছে। নারীদিগের ভিতরে ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ প্রকাশিত হউক। যে নারীকে অবহেলা করে, দেবীবৎ জ্ঞান করিয়া নারীচরণে অবনত না হইতে পারে, সে মনুষ্যত্ব পাইতে পারে না, সতীত্ব সাক্ষাৎ দয়াময়ীর অবতরণ। নারী জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি, নর অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ। যেমন পিতা অপেক্ষা আমরা মাতাকে শ্রদ্ধা করি তেননি সাধু অপেক্ষা সাধ্বী সমধিক সম্মানিত। তোমরা উচ্চ জাতি, কিন্তু তোমরা তোমাদিগের জাতীয় সম্মান রাখিতে পার নাই। তোমাদিগকে দেখিলে আমাদের সেই শ্রদ্ধার উদয় হয় না। তোমরা যে জাতি হইতে আসিয়াছ সেই জাতীর গৌরব তোমরা রক্ষা করিতে পার নাই। তোমরা যে উপাসনা কর না, সতি! তোমার মাকে তোমার মনে নাই। তুমি পৃথিবীর পশুদিগের সঙ্গে আপনার স্বভাবকে মিশাইয়া ফেলিয়াছ, তুমি আর্য্য সতীর মস্তকের মুকুট কোথায় ফেলিয়া দিলে? আমি দুইটী কথা বলিতেছি। নারীজাতি উচ্চজাতি, তোমরা জাতিতে উচ্চ কিন্তু চরিত্রে কার্য্যে নীচ। এইজন্য অনুরোধ করি যাহারা জাতিতে উচ্চ তাহারা কেন চরিত্রে এত ছোট হইবে? যদি তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মতেজ রহিয়াছে, স্বর্গীয় বল আছে তবে একবার দাঁড়াও। নারী যখন রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হন, (কালী) তখন মেদিনী কম্পমান হইয়া উঠে। রণক্ষেত্রে যখন নারীর বিক্রম প্রকাশিত হয় তখন তাহার নাম হয় ব্রহ্ম—শক্তি। নারীর ভিতরে কত শক্তি আছে রণক্ষেত্রে তাহা প্রকাশিত হয়।

দুর্গা কেমন সুন্দর সহাস্যবদনা আবার তিনি সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সিংহের পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আপনার শ্রেষ্ঠ বিক্রমের পরিচয় দিতেছেন। মেয়ে মানুষ কোমল চরিত্র, কিন্তু যখন তাহারা ব্রহ্মতেজে তেজস্বিনী হয়, তখন তাহারা রণস্থলে

নাচে। ঈশ্বর বলেন "আমিই অসুর-নাশিনী"। মা যেমন পাপ বিনাশিনী তেমনি তিনি স্তন্যসুধা প্রদায়িনী। যে মার কোলে সন্তান শান্তি আরাম লাভ করে, সেই মার মুখের পানে তাকাইয়া অসুর ভস্ম হইয়া যায়। নারীগণ! তোমরা এই মা দুর্গার দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। তোমরা ছোট ছোট দুর্গা হইয়া ছোট ছোট সিংহের উপরে আরোহণ কর। বিবীত্ব বিহীনা হইয়াও বীরনারীর ন্যায় বল—স্বার্থপরতা! তোর রক্তপাত করিব। তোমরা কি মহাশক্তির কন্যা হইয়া সংসার আসক্তিতে জড়াইয়া থাকিবে? তোমরা এক হাতে সতীত্বের গোলাপ লও, অপর হস্তে বিবেকের অস্ত্র ধারণ কর। নারীগণ! তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে পুরুষ ও নারী সমাজের ভিতরে কত পবিত্রতা আনিতে পার। তোমরা সুকোমল ভাব লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছ। এখন তোমরা বীর হইয়া দাঁড়াইবে। লোভকে কেমন পরাস্ত করিতে পার একবার দেখাও দেখি। সংসারের সুখ সমৃদ্ধির লোভকে আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়, বিক্রমের কন্যা, এখন বিক্রমের পরিচয় দিতে হইবে। যে লোভকে পরাস্ত করে সে ব্রহ্মকন্যা, যে লোভী হয় সে শয়তানের কন্যা। পরের সুখে যাহার অন্তরে ঈর্ষা হয়, সেই ঈর্ষা কি সামান্য শত্রু? সাপের মত তাহাকে মারিয়া ফেল। ব্রহ্মবলে বলী নারীকে আমি দেখিতে চাই, যে নারীর বৈরাগ্য নাই সে নারী নয়। ঈশ্বরের কেমন বৈরাগ্য! তিনি কেমন আপনার সুখ পরিত্যাগ করিয়া পরের সুখের জন্য ব্যাকুল। নারি! তুমি সন্ন্যাসিনী হও, জগৎ যে তোমার স্তনের দুধ খাইতে চায়। তুমি কেবল আপনার সন্তানকে সন্তান মনে করিও না। পৃথিবী তোমার সন্তান, সমস্ত পৃথিবীকে তোমার স্তন্যসুধা দিতে হইবে। সমস্ত পৃথিবীহইতে পাপীগণ ধনীগণ সকলেই তোমার দুধ খাইতে চায়। তুমি আপনার সুখ না ছাড়িলে চলিবে কেন? সন্তানের জন্য মা সন্দেশ ছাড়েন। রাত্রিতে মায়ের নিদ্র থাকে না, সন্তানকে সুখী এবং অরোগী করিবার জন্য মা কত ক্লেশ সহ্য করেন। নারি! তুমি যদি সন্ন্যাসিনী না হও, তুমিও মরিবে আমিও মরিব। শ্মশান বৈরাগ্য, স্ত্রীলোকের বৈরাগ্য নয়। নারীগণ পরের কল্যাণের জন্য প্রেরিত। আমরা সকলেই মাকে চিনি, মার মুখ মলিন হইলে সকলের মুখ মলিন হয়। মা আপনার জীবন দিয়া সন্তানকে জীবন দান করেন। অতএব যদি মা হও সমস্ত পৃথিবীবীর জন্য ক্রোড় বিস্তার কর। সমস্ত পৃথিবীকে দুধ দাও। আমার এইটী পরের ঐটী এই ভাব রাখিও না। যে সতীর বিক্রমে স্বার্থ পরতা লোভ ঈর্ষা মরিয়াছে তাহার

সংসার দুর্গার সংসার হইয়াছে। আমার দেখিয়াছি বৎসরের মধ্যে তিন চার দিন দুর্গা দেখা দিয়া পরে অন্তর্ধান হন। কিন্তু নববিধানে নবদুর্গা সকল আবির্ভূত হউন, দুর্গার ছবি আমি দেওয়ালে রাখিব না। যাহাতে ভগিনীতে কন্যাতে এবং ভার্য্যাতে দুর্গতি নাশিনী কে দেখিতে পাই আমি তাহাই চাই। দুর্গার গৃহে কি আর লোভ ঈর্ষা স্বার্থপরতা থাকিতে পারে? অসতীত্ব কোথায় উড়িয়া গেল! ঘরের ভিতরে এত গুলি ছোট ছোট দুর্গা থাকিতে আর ভয় বিপদ্ কোথায়? চারিদিকের দুর্গার প্রভাদ্বারা আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হইব। জগজ্জননীর মুখের প্রভাব মেয়েদের মুখে দেখিব। আর তাহাদের অঙ্গে বিষয় সুখ দুর্গন্ধ যেন না দেখি। তোমরা সন্ন্যাসিনী হও চির দিনের জন্য। তোমাদের মাকে দেখাও তোমাদের চরিত্র মধ্যে। দুর্গার কন্যাগণ দুর্গার মত পরাক্রমের সহিত অসুর বিনাশ করিতে থাকুন। এই কি দেখিতেছি—নারীদিগের আদর্শ ব্রহ্মাণ্ডপতি। তাঁহার চরণতলে সিংহের পরাক্রম রহিয়াছে। যাঁহার বাহনের এত বল সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর আপনার বল কত? ছোট ছোট মেয়েরা মায়ের অনুরূপ হও। ছোট ছোট মা হইয়া ছোট ছোট সিংহের উপর আরোহণ কর, ছোট ছোট হাতে ছোট ছোট খড়্গ ধারণ কর, এবং ছোট ছোট স্তনে সকলকে দুধ দাও। এইরূপ ধারণ করিলেই মায়ের সঙ্গে মিলন হইল। মাতে কন্যা বিলীন হইল। এইরূপ ছবি বার বার দেখিলেই নয়ন পরিতৃপ্ত হইল, মানব জন্মের আশা সফল হইল।

সাধু যুবক।

পূর্ব্বপ্রকাপিতের পর।

(৩৬)

দিনমণি অস্তাচলে করিলে গমন,
দিবসের কর্ম্ম যত করিবে গণন;
অতঃপর যে গাসনে বসিয়ে সত্বরে,
একমনে দীননাথে ডাকিবে কাতরে।"

(৩৭)

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁর হাতে করিবে অর্পণ;
দোষ-গুণ-বিচারক নহে অন্যজন।
নিজ দোষ লুকাইতে করোনা প্রয়াস;
তাহলে নিষ্ফল তব হইবে আয়াস।

(৩৮)

যখন দেখিবে পাপ ঘুরিছে অদূরে;
ব্রহ্মঅস্ত্র নিবেকরে—পলাইবে দূরে।
দ্বিগুণ হইবে বল, অপূর্ব্ব স্ফূরতি,
খেলিবে দেখিবে চোখে, প্রকাশিয়া ক্ষিতি।

(৩৯)

আদ্যা শক্তিরূপে যিনি স্নেহের মূরতি;
সতত তাঁহার পদে রাখিবে ভকতি।
কৃপাময়ী কৃপাদানে তোষিবে তোমায়;
বিপদে সম্পদে তব হবেন সহায়।

(৪০)

যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের করিবে চালনা ;
বিপদের অভ্যুদয়ে হবেনা দুর্ম্মনা।
ধৈর্য্যগুণ বড়গুণ, থাকে যেন মনে ;
তা হলে অনন্ত সুখ পাইবে জীবনে।

(৪১)

আর এক কথা বৎস শুন দিয়া মন ;
মিথ্যাকথা আত্মহত্যা দোষের প্রধান।
এই দুই পাপ যেন না পারে পশিতে ;
সদাকাল এই কথা রাখিবে মনেতে।

(৪২)

যৌবন বিষম কাল, ইন্দ্রিয় সকলে ;
শাসিতে হইবে সদা ঈশকৃপা বলে।
ইন্দ্রিয়ের বশ কভু হবেনা হবেনা ;
তাহলে জগতে শান্তি পাবেনা পাবেনা।

(৪৩)

যাও চলি বৎস তব সংসার আশ্রমে ;
সুখে থাক ভার্য্যা পুত্র বন্ধুগণ সনে।
আঁধার হইল ক্রমে যাওরে এখন ;
যথা তব বন্ধুগণ উৎকণ্ঠিত মন।"

(৪৪)

নীরবিলা এত বলি সেই যোগিবর ;
প্রণত হইলা যুবা সাষ্টাঙ্গ পাতিয়া।
উঠি পুনঃ বাক্‌শূন্য সজল নয়ন ;
চলিলা আলয় মুখে মৃদুপাদক্ষেপে।

(৪৫)

উত্তরিলা গৃহদ্বারে, যথায় বসিয়া
সতীলক্ষ্মী স্বামিদুঃখে দুঃখিনী ললনা।
জিজ্ঞাসিলা "কেন নাথ, এ হেন প্রবাস ?
হয়েছে যোগিবর সঙ্গে কিহে সংমিলন"?

(৪৬)

—"ভাবে বুঝি মমভাগ্যে বিধি অনুকুল ;
প্রাণাধিক, তব আজ প্রফুল্ল বদন।
সত্যইকি এতদিনে ফলিল আমার।
ব্রত উপবাস আদি পূজা দেবতার ?"

(৪৭)

"সত্য বটে প্রিয়তমে, তব ভাগ্যবলে
যোগিবর সনে মোর হয়েছে মিলন ;
তাই আজ অভাগারে হেরিছ এমন ;
নূতন জীবন প্রিয়ে, হয়েছে আমার।"

(৪৮)

"দুঃখ নাই—সবদুঃখ হরিবেন হরি ;
দুঃখের রজনী গত—কহিলা যুবক।
প্রীতমনে স্বামীকর" ধরি নিজ করে,
তোষিলা আবাসে সতী, শুনিয়ে বচন।

(৪৯)

বহুদিন পরে কবি কল্পনার সনে
হেরিলা যুবক এক সন্ধ্যার সময়,
উপবিষ্ট বৃক্ষতলে নির্জ্জন কাননে।
ধ্যান মগ্ন ঊর্দ্ধমুখ প্রফুল্ল বদন।

(৫০)

অকস্মাৎ তীব্রবেগে আকাশ ভেদিয়া
দিব্য জ্যোতি-রেখা এক হইল বাহির ;
দেখিতে দেখিতে উহা পশিল আসিয়,
যুবকের ক্ষীণজ্যোতি বদন কমলে।

(৫১)

আহা সেই জ্যোতি মরি নেহারি চকিতে
পশুগণ চিত্রার্পিত রহিল দাঁড়ায়ে ;
পক্ষিগণ গ্রীবাঊর্দ্ধ করিয়া তখন,
হেরিতে নাগিলা তাহা বসিয়ে কুলায়ে।

(৫২)

আশ্চর্য্য হইয় কবি কহিলা তখন
"কহ সখি, একি চিত্র নেহারি নয়নে ?
মোহিত হয়েছে মম নয়নের তারা
পারিনা আনিতে আর আপনার বশে।"

(৫৩)

—"এযে সেই যুবা হেরেছিলে যারে,
কাননে যোগীর সনে, বহুদিন হল।
এবে দেখ তার কিবা অপূর্ব্ব মূরতি।
এযুবা এখন আর সেই যুবা নয়।"

(৫৪)

"পরম আত্মার সনে সদাই তাহার
আছে যোগ,-ওই দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ
স্বরগ চুম্বিছে তার পবিত্র বদন ;
সাধু যুবা নামতার ;" কহিলা কল্পনা।

ই, ভূ,

নারী রচনা।

স্বামি বিয়োগ বিধুরা কোন মুসলমান কন্যার বিলাপ।

(১)

হায় হায়! সে বিগত ঘটনা স্মরণে,
অন্তর দহিছে মম অশনি দহনে।
যাহা একবার, হয়েছে অঙ্গার,
অনল জ্বালিতে তাহে ভয় কিবা আর,
তাই বলি মনে অগ্নি জ্বালিনু আবার।

(২)

অচল সমান স্থির মনে করি যাঁয়,
মন প্রাণ কলেবর সমর্পিয়া পায়।
ভাবী না ভাবিয়ে, নিশ্চিন্ত হইয়ে,
প্রাণেশের অবিনাশী পবিত্র প্রণয়-
সুখসুধা পানে তৃপ্ত ছিল এ হৃদয়।

(৩)

এমন সময় আসি দুরন্ত শমন,
ব্যাদান করিল নিজ করাল বদন।
প্রতিবাদ তার, অনেক প্রকার,
করিলাম প্রাণ পণে হইল বিফল,
ফলিল জীবন ভোগ্য বিষময় ফল।

(৪)

হায়! হারালাম সেই জীবন বান্ধবে ;
কে কবে হয়েছে জয়ী মৃত্যুর আহবে।
অবিরত যাঁরে, হৃদয় মাঝারে,
রাখিতাম পূজিতাম কত বা যতনে,
ভূগর্ভে পুতিনু হায়! সেই প্রাণ ধনে।

(৫)

চাপা দিনু মৃত্তিকায় সে সুন্দর দেহ,
স্মরিলে রুচেনা মম অন্ন জল গেহ।
সুহৃদ বিহনে, আছি এ ভুবনে,
জীবন মরণ মম এবে সমতুল,
শুকাইল হৃদয়ের যতনের ফুল।

(৬)

জানিনা কেমনে থাকে প্রস্তর আকাশে,
জানিনা কে ভানু বিনা জগত প্রকাশে।
জীবন বিহনে, মীন সজীবনে,
রয়েছে—বিচিত্র বটে, কল্পনার কথা,
প্রিয় বিনা বুঝেকে প্রেয়সী মর্ম্মব্যথা।

(৭)

জানিনা জানিনা কিসে বিনা সমীরণ,
জীবিত থাকিতে পারে সুখে জীবগণ।
বিনা দিবালোক, প্রকাশে এ লোক,

এ সব অসত্য, কার হইবে বিশ্বাস ?
প্রাণ শূন্য নাসিকায় সরে কি নিঃশ্বাস ?

(৮)

পূর্ব্বে এ সকল মোর ছিল মিথ্যা জ্ঞান,
সত্য নয় বস্তুতত্ত্ব শুদ্ধ মাত্র ভাণ।
কিন্তু আজ হায়, দেখি পরীক্ষায়,
সকল ঘটনা মধ্যে আছে সত্য সার,
সজ্ঞানে দেখিলে হয় বহু উপকার !

(৯)

নহিলে অদ্যাপি প্রাণ কেমন করিয়া,
এ দেহে বসতি করে ধৈরজ ধরিয়া ?
অথবা বিতথী, বিশ্বের নিয়তি,
আমার বসতি তার বাহিরে নিশ্চয়,
নতুবা কি জন্য এর হলনা প্রলয়।

(১০)

অথবা হয়েছে ভস্ম বিরহ দহনে ;
অনুভূতি মাত্র আছে শেষ এ জীবনে।
জ্বলে ধক্ ধক্, বিরহ পাবক,
তার তীব্র যাতনা করিতে অনুভব,
শব বটি তবু বুঝি এ সব কি সব।

(১১)

গিয়েছ হে প্রাণ নাথ ! ত্যজিয়া আমায়,
আমি কিন্তু ভুলিব না তোমারে কখন
দৃষ্টির বাহিরে যদি থাকা অভিপ্রায়,
চিন্তা পথে দেখা দেও এই নিবেদন।

(১২)

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি করিয়াছি স্থির,
রহিল জীবন যদি তোমার বিহনে।
পতি বিনা কি যন্ত্রণা ঘটে রমণীর,
আজীবন কাটাইব সেসব বর্ণনে ॥

(১৩)

নির্জ্জনে চিন্তিব তব কার্য্য সমুদায়,
নিমগ্ন রহিব সদা তোমার ধেয়ানে।
তব গুণগানে নিয়োজিব রসনায়,
শুনাইব ডাকি সব মানব সন্তানে।

(১৪)

আঁকিয়া তোমার মূর্ত্তি হৃদয় দর্পণে,
অনিমিষে নিরন্তর করিব দর্শন।
মাঝে মাঝে নেত্রাতীত হইতে জীবনে,
এবে পারিবেনা কভু হতে অদর্শন ॥

(১৫)

এক মাত্র তুমি বট মম অধীশ্বর,
এখন কি জন্য নাথ! ত্যজিলে আমায়।
তথাপি যোগাব আমি তোমাকেই কর,
দিবনা এরাজ্যে স্থান অপর রাজায়।

(১৬)

কত পাপ করিয়াছি চরণে তোমার,
মোরে দয়া করি নাথ! ক্ষম সে সকল।
নহিলে নিকটে নিয়ে কর তিরস্কার।
যথা রুচি সেইরূপ দেও প্রতিফল।

(১৭)

ধন্য ধন্য! মহানিদ্রে! মহিমা তোমার,
নাহি কেহ তব সঙ্গে তুলনা দিবার।
প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে, অনন্ত কালের তরে,
তব শান্তিময় কোলে দিয়াছ গো স্থান,
তাই মম প্রিয়তম এত নিদ্রা যান।

(১৮)

হৃদয়ের মণি মম করেছ হরণ,
দয়া করি কর সেই ক্ষোভ নিবারণ।
প্রাণনাথ সন্নিধানে, অধীনীরে স্থানদানে,
কর কর মম সেই বিচ্ছেদের চ্ছেদ,
তবেই ঘুচিয়া যায় সমুদায় খেদ ॥

স্বর্ণরেণু।

মানুষের জীবন অতি ক্ষণ ভঙ্গুর, ইহা লইয়া অহঙ্কার করার ন্যায় অসারতা আর কি আছে ?

পুষ্প বিকসিত হইয়া অল্পক্ষণ পরেই যখন মলিন হইয়া যায় তখন সে লোক দিগকে আপন জীবনের অসারতা শিক্ষা দেয়।

রমণীর রমণীয়তা বাহিরে নহে কিন্তু হৃদয়ে।

বাহিরের রমণীয়তা পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গকে আকর্ষণ করিতে পারে, আর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য যোগী জনকেও বিমুগ্ধ করে।

যাঁহারা আহার পান পরিচ্ছদ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা বাহিরে মানুষ কিন্তু ভিতরে নহেন।

সুন্দর শুভ্রবস্ত্রে যদি একবিন্দু কালীর দাগ লাগে, তাহা গোপন করা যায় না ; তেমনি পুণ্যময় জীবনে পাপের দাগ লুকান যায় না।

মানুষ অন্যের সাহায্য ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা গ্রামে থাকে। আর পশু কাহারও মুখা পেক্ষা করে না, এই জন্য জঙ্গলে থাকে।

কোন মানুষ যদি হিংসাবিদ্বেষে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, তবে আর মনুষ্যত্ব রহিল কৈ ?

সাদা ও কাল এই দুয়ে প্রভেদ কি বুঝিতে হইলে এই বুঝিতে হয় যে কালতে দাগ দিলে তাহা কালর সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু সাদাতে আর মিশে না।

দোষদর্শী যখন তোমার ভিতরকার দোষের সংবাদ তোমাকে প্রদান করেন তখন বিরক্ত হইও না, কিন্তু শান্ত ভাবে অনুসন্ধান করিও। কেন না আপনার দোষ দর্শনে আপনার অধিকার থাকে না।

সুচতুর লোকেরা শত্রুর শত্রুতা হইতে প্রাপ্য আদায় করে, কিন্তু বিরক্ত হয় না।

ঈশাচরিতামৃত।

ঈশাচরিতামৃত পূর্ব্ব বিভাগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকার রচয়িতা ইহার প্রণেতা। মহাত্মা ঈশার জীবন চরিত বঙ্গভাষার এরূপ বিশুদ্ধ ভাবে ও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই, এরূপ স্বর্গীয় জীবনও দ্বিতীয় নাই, এই অতি আশ্চার্য্য সুমধুর জীবন চরিত পাঠিকাদিগের পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা তৎপাঠে বিশেষ সুখী হইবেন ও বহু উপকার লাভ করিতে পারিবেন। পূর্ব্ব বিভাগে ঐতিহাসিক সমালোচনা, ইহুদি জাতি, জন্মবিবরণ, বাল্যকাল, কৈশোর ও গুপ্ত জীন, সাময়িক ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রভাব, জলসংস্কার, বনপ্রস্থান ও প্রলোভন জয়, প্রচারারম্ভ, লোকসমারোহ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া, পর্ব্বতোপরি উপদেশ, প্রথম প্রতিঘাত, শিষ্য নির্ব্বাচন, প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি, আখ্যায়িকার আকারে উপদেশ, গালিল দেশের শেষ ক্রিয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ, এই কয়েকটী বিষয় আছে। উত্তর বিভাগ মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব বিভাগের মূল্য ৸০ মাত্র।

সবিনয় নিবেদন।

পরিচারিকার গ্রাহকদিগের নিকট আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কতকগুলিন কারণে পরিচারিকা বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। ইহার মধ্যে টাকার অভাবই একটী প্রধান প্রতিবন্ধক অনেক গ্রাহকের নিকটেই মূল্য বাকি পড়িয়াছে তাঁহারা যদি আমাদের দুঃখে দুঃখিত না হন তাহা হইলে যে আমরা কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এইতো মাঘ মাসের কাগজ বাহির হইল আর আর মাসের পত্রিকা বাহির হইলেই বৎসর শেষ হইবেক। গ্রাহক মহাশয়দিগের যদি পারিচারিকার প্রতি দয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের দুঃখ ঘুচিবে। যে আশাতে জগত চলিতেছে আমরাও সেই আশা ছাড়া হইতে পারি না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরিচারিকার নিয়ম।

এই পত্রিকা প্রতি বাঙ্গালা মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। বিদেশস্থ গ্রাহকদিগকে ।৶০ আনা ডাকমাশুল দিতে হয়। কলিকাতা কলেজস্কোয়ার ৬নং বাটীতে ইহা পাওয়া যায়।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১১ সংখ্যা] ফাল্গুন, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

সৌজন্য।

সৌজন্য শব্দের অর্থ ভদ্রতা। ভদ্রতার অর্থ ভদ্রলোকের ব্যবহার। সৌজন্য বলিতে সুজনের ব্যবহার, ভদ্র বলিতে ভাললোক, সুজন বলিতে সাধু প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে। ভাল লোকের ব্যবহার আর সাধু প্রকৃতির ব্যবহার একই কথা। এই কথাটিকে ভাল রূপে ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা একটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈ র্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং কার্য্যেণ দ্বিজ মাদরেণ বনিতাং প্রেম্না সমৈর্ব্বান্ধবান। অত্যুগ্রংস্তুতিভি র্গুরুং প্রণতিভিমূর্খং কথাভির্ব্বুধং বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাৎ বশং।,,

মিত্রকে স্বচ্ছতা (সরলতা) দ্বারা শত্রুকে নীতিবলদ্বারা, লুব্ধকে ধনদ্বারা, প্রভুকে কার্য দ্বারা, ব্রাহ্মণকে আদর দ্বারা, পত্নীকে প্রেমদ্বারা বান্ধবদিগকে সম্মান ব্যবহার দ্বারা, অতিশয় উগ্রকে স্তুতি দ্বারা, গুরুজনকে প্রণতি দ্বারা, মূর্খকে কথা দ্বারা, পণ্ডিতকে বিদ্যা দ্বারা, রসিককে রস দ্বারা বশীভূত করিবে এবং শীল দ্বারা সকলকেই বশীভূত করা প্রয়োজনীয়।

স্বচ্ছশব্দের অর্থ—যাহার ভিতর কার বস্তু বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেই স্বচ্ছের যে ভাব তাহার নাম স্বচ্ছতা। মিত্রকে বশীভূত রাখিতে হইলে মনের সকল অবস্থা তাঁহাকে দেখিতে দিতে হইবে। কপটতার আবরণে চিত্তকে আবৃত করিয়া রাখিলে মিত্র মনের ভাব জানিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধ হইবেন। কাজেই মিত্র জনোচিত বাধ্যতা আর রাখিতে পারিবেন না। অতএব স্বচ্ছতাই মিত্র বশীকরণের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রিপুকে নীতিবল দ্বারা, ইহার অর্থ কেহ নীতি এবং বল এইরূপে করিতে চাহিবেন, কেন না শত্রু বশীভূত করিবার জন্য সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় রাজনীতিতে উক্ত হইয়াছে। এখানে সাম

শব্দে সাম্যভাব, দান শব্দে অর্থাদি প্রদান, ভেদ শব্দে তাহাদিগের (শত্রুদিগের) মধ্যে বৈরভাব উৎপন্ন করা, আর দণ্ড শব্দে যুদ্ধাদি কথিত হইয়াছে। নীতি এবং বল এই অর্থ করিলে কৌশল, এবং যুদ্ধ ইহার যে কোন উপায় হউক না কেন শত্রু বশীভূত করিবার জন্য অবলম্বন করা যাইতে পারে এইটি তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা শেষের উপায় অর্থাৎ বল প্রয়োগ অবলম্বন করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজার জন্য যে নীতি উক্ত হইয়াছে তাহা সাধারণের জন্য হইতে পারে না। সুতরাং নয়বল বলিতে আমরা নীতিবিষয়ক বল এই অর্থগ্রহণ করিতে বাধ্য। লোভীকে ধনদ্বারা ইহার অর্থ এই লোভীর লোভ চরিতার্থ হইলে সে আর কিছু চাহে না সুতরাং কিঞ্চিৎ দান করিয়া লোভীকে বশে রাখিবে। প্রভু যিনি তিনি ভৃত্যের নিকট কার্য্যই প্রত্যাশা করেন, কার্য্য করিতে নিরালস্য হইলেই প্রভু বশীভূত থাকিবেন। ব্রাহ্মণকে দুইটী সমাদর ও সম্মানের কথা বলিলে এবং উচ্চ আসনে বসিতে দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। বনিতা অর্থাৎ ভার্য্যাকে যদি টাকা কড়ী বস্ত্র অলঙ্কার গৃহবিত্তাদি সমুদায় দেওয়া যায়, আর প্রীতি না দেওয়া যায় তাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন না এবং অন্য কিছু না দিয়াও যদি কেবল হৃদয়ের প্রীতি দেওয়া যায় তাহাতেই তিনি সুখীহন। সংসারে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অতএব বনিতাকে বশে রাখিতে হইবে প্রেমদ্বারা। যাঁহারা বান্ধব তাঁহাদিগের প্রতি ধন, মান, পদ, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির অহঙ্কার বা গর্ব্ব করিলে তাঁহারা বশে থাকিতে সম্মত নহেন। এরূপ করিলে বান্ধব শূন্য হইয়া সংসারে কষ্ট পাইতে হয়। অতএব সংসারের ধন মান পদ প্রভৃতি প্রচুর থাকিলেও তাঁহাদিগের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগকে বশে রাখিতে হয়। উগ্র লোক অন্য উপায় দ্বারা বশীভূত হন না কিন্তু কেবল স্তুতিবাক্য দ্বারা বশীভূত হন। অতএব স্তুতিদ্বারা উগ্রলোকের বাধ্যতা সম্পাদন করিবে। গুরুজনদিগকে বিনয় ভক্তি না দিলে তাঁহারা বশে থাকেন না, তাঁহাদিগের নিকট উপকৃত হইতে চাহিলে বিনীত ও প্রণতি দেওয়া প্রয়োজনীয়। এই প্রকারে জগৎকে বশীভূত করিতে পারা গেলেও কেবল এক শীলতা ব্যতীত তাহা কার্য্যকর ও স্থায়ী হইতে পারে না কিন্তু শীলতা থাকিলে অন্য কিছু না থাকিলেও জগৎ বশীভূত হয়। এই শীলতাই সৌজন্য। আমরা এতক্ষণ কেবল শ্লোক ব্যাখ্যার অনুরোধে কাটাইলাম কিন্তু সমুদায় শ্লোকের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। আমাদিগের সম্বন্ধ কেবল এই শীলতা শব্দটির সঙ্গে। এই

শীল শব্দের অর্থ এত ব্যাপক যে ইহার ভিতরে পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য উপায় সমুদায় ও অঙ্গীভূত হইয়া আছে। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে শীল দ্বারা সমুদায়কে বশে রাখিবে।

এই শীলতা, বা সৌজন্য সহ নারীজাতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যদিও স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পক্ষে সৌজন্য আদরের ধন, তবু বিশেষ রূপে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে সৌজন্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক। শীলতা দ্বারা নারী যেমন গৌরব লাভ করিতে পারেন অন্য কিছু দ্বারাই সেরূপ পারেন না। সুশীলা নারীর চরিত্র জগতের কীর্ত্তনীয় বিষয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; শীল শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। ইহাতে ধর্ম্ম আছে নীতি আছে, সাধুতা আছে সাংসারিকতা আছে। কেন না সকল গুণ না থাকিলে তাহাকে সুজন বা ভদ্র বলা যায় না। কিন্তু এই সংসারে সৌজন্য বা ভদ্রতা যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাতে ইহার গৌরব অনেক লঘু হইয়াছে। এখন সংসারে সৌজন্য বলিতে চাটুকারিতা বুঝা যায়। যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, ব্যবহার প্রতি কোন অনুরাগ বা ভাব ভক্তি নাই, তাহার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ ও ভাবভক্তি দেখাইতে পারিলেই লোকে সৌজন্য বলে। যে সম্মানের পাত্র নহে তাহার প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধার পাত্র নহে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, বিনয়ের পাত্র নহে অথবা বিনয়ের ভাব নাই তবু বিনয় করা, কথা বা ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হইতেছে না, তবু তাহাতে সায় দেওয়া, অধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যকে ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা, ফলতঃ যে যেরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয় তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাকে লোকে সৌজন্য বলিবার রীতি দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ জগতে এরূপ রীতি দাঁড়াইলেও আমরা তাদৃশ ব্যবহারকে সৌজন্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারি না। দুর্জ্জনের বিপরীত ভাবকে (ব্যক্তিকে) সুজন বলা যায়। অসদাচারী, নাস্তিক, শঠ, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত্ত প্রভৃতিকে দুর্জ্জন বলা যায়। ইহার বিপরীত প্রকৃতি লইয়া কদাচ ইহাদিগের প্রতি সদ্ভাব স্থাপন করা যায় না। অসদাচারী না হইয়া অসদাচার পোষণ করা, নাস্তিক না হইয়া নাস্তিকতা পোষণ করা, শঠ না হইয়া শঠতা, বঞ্চক না হইয়া বঞ্চকতা প্রভৃতি পোষণ করা বা অনুমোদন করা যায় না, অথবা তত্তৎ প্রকৃতি সম্পন্ন না হইয়াও সেই সেই ভাবকে পোষণ করা বা অনুমোদন করা আর সেই সেইরূপ হওয়া একই কথা। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত সৌজন্য যে কি তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া বড়ই দুষ্কর।

এস্থলে আমাদিগের মীমাংসিত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অথবা আমাদিগের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াই আমরা প্রস্তাব উপসংহার করিতে যত্ন করিব। কেন

না ইহার সবিস্তার বিবরণ লিখিবার আমাদিগের মনের অভিপ্রায় নহে। আমরা কেবল স্ত্রীজাতির উপযোগী অংশের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। অতএব সেই অংশই লিখিব। তবে আনুষঙ্গিকরূপে অন্যদিক্ যতটুকু প্রকাশিত হয় তাহাই যথেষ্ট। আমরা এস্থলে বলিতেছি যে যাহার প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধোচিত ব্যবহার না করা অসৌজন্য, আর যার প্রতি যেরূপ সম্পর্ক সেই সম্পর্কোচিত ব্যবহার করাকেই সৌজন্য বলা যাইবে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী শ্বশুর শ্বাশুড়ী জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয়, স্বজন যাহার প্রতি যেরূপ সম্মান সমাদর, ভক্তি শ্রদ্ধা, আচার ব্যবহার দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য তাহা দেওয়া সুজনের কাজ, তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে অসুজনের কাজ করা হয়। পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা, তাঁহাদিগকে সংসারের নিয়ামক জানিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ থাকা, রোগ শোকের সময়ে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা পুত্র কন্যার পক্ষে সৌজন্য। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করা পর্য্যায়ানুসারে সম্মান সম্ভ্রম করা, আহার, পরিচ্ছদ, সুখ স্বচ্ছন্দতায় তাঁহাদিগকে অংশী করা, কল্যাণ কামনা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের দেহ মনের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভ্রাতা ভগিনীর পক্ষে সৌজন্য। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি বিনীত ব্যবহার করা, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে আরামে রাখিতে যত্ন করা পুত্রবধূর পক্ষে সৌজন্য। জ্ঞাতি কুটুম্বের প্রতি ও বিশেষ সম্বন্ধ ও ভাবানুসারে তত্তদুপযোগী ব্যবহার করাই সৌজন্য। প্রতিবেশীর ভারাভাব রোগ শোক দুঃখ দারিদ্রসময়ে অনুকূল ব্যবহার, মৃদুতা, সরলতা, স্নেহ মমতা (প্রয়োজন বুঝিয়া) প্রকাশ করাই সৌজন্য। আর এই সকল না করাই অসৌজন্য। কেন না সুজন যাঁহারা তাহাদিগের পক্ষে এই সকল আচরণ সুজনতার প্রমাণ। মনে কর, যেমন পিতাকে প্রণাম করা উচিত, প্রণাম করিলে সৌজন্য হয়। তুমি যদি তোমার সুন্দর পরিষ্কৃত ললাটে মৃত্তিকা লাগিবে ভয়ে অথবা তুমি অতি বিদ্যাবতী তোমার পিতা মাতা মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা বশতঃ যদি না প্রণাম কর তবে তাহা অসৌজন্য নামে অভিহিত হইবে। জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সম্মান সমাদর, স্নেহ মমতা যদি না প্রদর্শন কর। মনে কর, তোমার সংসারে বেশ সুপ্রতুল আছে; তোমার স্বামী উপার্জনশীল অথবা প্রচুর অর্থও বিত্ত বিভব আছে, তোমার পিতা মাতা বা ভ্রাতা ভগিনীরা দরিদ্র, কষ্টে দিন যাপন করেন, এমত অবস্থায় তুমি যদি তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে কৃপণতা বশঃ অসম্মত হও, তবেই অসৌজন্য হইবে। আজকাল যেরূপ সময় আসিয়াছে, তাহাতে ঈদৃশ অসৌজন্যের মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। ইদানীং ইউরোপীয় সভ্যতার অহঙ্কারে ডুবিয়া নব্য সম্প্রদায় এরূপ অসৌজন্যের পরিচয় দিতেছেন। কেহ বা পিতা মাতাকে অসভ্য মূর্খ মনে করিয়া সেদিক্ মাড়ান না। কেহবা নিজের বাবুগিরীর উপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজনের ব্যাঘাত হইবে ভয়ে অথবা জঞ্জাল মনে করিয়া ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে তৎপর। আমাদিগের সোণার দেশ, ইহা সৌজন্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ সেই দেশ যদি এইরূপ কদর্য্যাচারে তৎপর হয় তবে ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের সংবাদ কি আছে?

যাঁহারা পিতামাতার প্রতি ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা যে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির প্রতি যথোচিত সৌজন্য করিবেন ইহা কে আশা করিতে পারে? তবু আমরা বলি আমাদিগের চির সম্মানার্হ আর্য্যনারীকুলের গৌরবের অনুরোধে বলি, ভারতবাসিনী নারীগণ! সৌজন্যশীলা হউন। তবু আশা করি, তাঁহারা মাতৃভূমির চিরপ্রসিদ্ধ সম্মানের মুকুট আবার পরিধান করিতে যত্নবতী হউন। যদিও কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক বৃত্তি সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর হইয়াছে, যদিও ভদ্রতা বিগর্হিত আচরণে আর্য্যনারী সমাজ পদভ্রষ্ট হইয়াছে, চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে, তবু অনুরোধ করি, তাঁহারা পূর্ব্বকালের আর্য্যনারীকুলের প্রসিদ্ধ চরিত্র পাঠ করুন; অনুশীলন করুন, স্মরণ করিয়া যত্ন করুন বর্ত্তমান গতি ফিরিবে, দেশের মুখ উজ্জল হইবে, আর্য্যনারী নাম নিষ্কলঙ্ক হইবে। যত্ন করিলে কি না হয়? কত অসাধ্য সাধন যত্ন দ্বারা হয়, এই কার্য্য টা হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু অনেক যত্ন, অনেক মনোযোগ না হইলে হইবে না। অতএব নারীগণ যত্ন করুন সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবেন।

ভাষা।

প্রকৃতির সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ আছে। যাঁহার প্রকৃতি যেরূপ ভাষা ও তদনুরূপ হওয়া স্বাভাবিক। অনেকের মুখের কথা এরূপ কর্কশ যে তাহা অমূর্ত্ত হইয়াও শৈল্যের ন্যায় মানবহৃদয়কে বিদ্ধ করে। নারীজীবন কোমলতার আদর্শ। যদি তাঁহার বাক্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় হইয়া দুর্ব্বল মৃগশাবক তুল্য প্রতিবেশিনীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পায় তবে আর তাঁহার প্রকৃতির কোমলতা রহিল কৈ? বস্তুতঃ তাহা যদি সুমধুর কোমলতা পূর্ণ হয়, ভাষা কদাচ কর্কশ হইতে পারে না। প্রকৃতির অনুরূপ যেমন ভাষা

আবার ভাষার অনুরূপ স্বর। ভাষা মাধুর্য্যপূর্ণ হইলে স্বর ও সুমধুর হইবেই। ভাব যেরূপ আবির্ভাব ও তদনুরূপ না হইয়া পারে না, কারণ যেরূপ কার্য্য ও তনুযায়ী হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম। ভাষা মিষ্ট করিতে হইলে অগ্রে হৃদয়কে মিষ্ট করা আবশ্যক। হৃদয়ে যে ভাব পোষণ করা যায়, ভাষা সেইটি বাহিরে প্রকাশ করে মাত্র। অতএব ভাব বিশুদ্ধ না হইলে কদাচ ভাষা সুমধুর হইতে পারে না। এবং ভাব ও ভাষার উত্তেজনানুসারে স্বর ও মিষ্ট বা কর্কশ হইবেই। আমরা যে স্বরের কথা বলিতেছি ইহা সঙ্গীতের স্বর নহে কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর কথোপকথন করিবার স্বর। এই ভাষা ও স্বরের দোষে প্রিয় ব্যক্তি অপ্রিয় হইয়া যায়, মিত্র শত্রু হয়, প্রতিবেশী অপরিচিত দূরদেশীর ন্যায় সর্ব্বদা দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে যত্ন করেন। আবার এই ভাষা ও স্বরের অনুরোধে অপ্রিয় প্রিয়, শত্রু মিত্র, ও অপরিচিত দূরদেশী প্রতিবেশীর ন্যায় স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। আমরা অনেক সময়ে এই মুখরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাই, বস্তুতঃ ইহা মুখ রোগের সহিত তুলিত হইবার উপযোগী। মুখরোগের প্রকৃতিতে মুখে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধ হয় সুতরাং রুগ্নব্যক্তির নিকটে কেহ বসিতে পারে না, ভাষা ও স্বরবিকৃতিতেও সেই মুখ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে অন্য লোক দাঁড়াইতে পারে না। মুখরোগে দুর্গন্ধ আছে, ইহাও বহু কালের পচা দুর্গন্ধময় নরক তুল্য ভাব সকল উদ্গীরণ করে, এই জন্য মুখ রোগের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে বিশেষতঃ রোগের প্রকৃতি যন্ত্রণা দেওয়া, ভাষা ও স্বর বিকৃতি ও মানুষকে অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করে। রোগ কেবল রুগ্নকে যাতনা দেয় ইহা আত্ম পর নির্ব্বিশেষে যন্ত্রণার আলয়। কুভাষা যেমন মুখ রোগের সঙ্গে তুলিত হইল, সুভাষা তেমনি অমৃতের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। অমৃত পানে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, সুভাষা (মিষ্ট ভাষা) শ্রবণে ও মানুষ সেইরূপ তৃপ্তি অনুভব করে। কুভাষা দেবতুল্য ব্যক্তিকে পিশাচের ন্যায় প্রতিপন্ন করে, সুভাষা পিশাচ তুল্য ব্যক্তিকে দেবতার আসন প্রদান করে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন করে না। কেন না প্রত্যেক মানব চরিত্র আমাদিগের এই কথার অল্পাধিক প্রমাণ স্থল।

ভাষাতে মাধুর্য্য আনয়ন করিবার জন্য আমাদিগের এই যে প্রয়াস, ইহা কেবল লৌকিকতার অনুরোধে নহে কিন্তু অতি বিশুদ্ধ নীতির অনুরোধে। যাহা সংসারের পবিত্রতা নষ্ট করে, শৃঙ্খলা নষ্ট করে, অসদ্ভাব ও অসম্মিলন আনয়ন করে তাহাকে দুর্নীতি বলা যায়। আর যাহা সংসারে পুণ্য প্রেম

প্রতিষ্ঠিত করে, সুশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়, সদ্ভাব ও সম্মিলন স্থাপন করে, তাহা নীতি। আবার নীতি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষয় সুতরাং দুর্নীতি কেবল সংসারের শান্তি ভঙ্গ করে না, প্রত্যুত পাপ অকুশল বিস্তার করে। একজন যদি অনুচিত উষ্ণতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা কেবল লৌকিক ভদ্রতার বিরোধী বলিয়া গণ্য হয় না কিন্তু অন্যের মনে উষ্ণতা প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া পাপের স্রোতঃ বৃদ্ধি করেন বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অতএব পাপ আর পরুষ বাক্য ভিন্ন বস্তু নহে যে পাপ, সেই কর্কশ বাক্য।

কেহ বলিতে পারেন এরূপে সংযত চিত্ত হইয়া বাক্য প্রয়োগ করাতে অসরলতা বা কপটতা প্রকাশ পায়। কেন না ইহাতে মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া অপ্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিতে পরামর্শ দেয়। ইহার উত্তরে আমরা বলি, যাহা মনের উষ্ণতা বা চাঞ্চল্য, শোক বা উদ্বেগ প্রকাশ করে তাহা প্রকৃত অবস্থা নহে; তাহাই বাস্তবিক অপ্রকৃত অবস্থা, অতএব আমরা মনের প্রকৃত অবস্থাকে নহে কিন্তু অপ্রকৃত ভাবকে; গোপন নহে কিন্তু দূর করিতে বলি। কারণ ভাব গোপন করিলে ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় ভিতরে থাকিয়া যায়, সময় পাইলেই আবার প্রকাশ পায়। অতএব সকল প্রকার মানসিক বিকৃতি দূর করা প্রয়োজনীয়। জগতের রক্ষা বিষয়ক নিয়ম এই যে অশুদ্ধ বস্তুর এক দিক শুদ্ধ করিলে তাহা শুদ্ধ হয় না। জ্বর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে যেমন কেবল হস্ত পদ কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন অঙ্গ বিশেষের জ্বর দূর করা যায় না, দূর করিতে পারিলে ও তাহা চিরস্থায়ী হয় না; সেইরূপ কোন অশুদ্ধ বস্তুর একদিক শুদ্ধ করিলে তাহার শুদ্ধতা রক্ষা পায় না। পাপাচারী লোকের অপবিত্র চরিত্রকে শুদ্ধ করিতে হইলে যেমন অর্থদণ্ড বা কারাবাস তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে না, অতি অল্পকালের জন্য নিবারিত হয় মাত্র, সেইরূপ বাহিরে কোন উপায়ই চরিত্র শুদ্ধির উপায় বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না অথবা চরিত্রের মূল ভূমি হৃদয় ও হৃদয়গত ভাব শুদ্ধ না হইলে তাহার বাহ্য প্রকাশে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভাষা আবির্ভাব রূপে হৃদয়ের ভাবকে বাহিরে ব্যক্ত করে, যেমন শোক হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভাবরূপে অবস্থিতি করে চক্ষু জল বা বিলাপাদি আবির্ভাব দ্বারা তাহা বাহিরে লোকের নিকট জ্ঞাপন করে। এই শোক বাহিরের কোন উপায় দূর করিতে সমর্থ হয় না, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা বাহিরে আরক্তিম চক্ষু, হস্ত, পদও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্প, বিকৃত চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া যদি সেই রোষকষায়িত চক্ষুর লোহিত ভাব এবং পর্য্যাকুল

অপ্রকৃত দৃষ্টি হস্তপদাদির প্রকম্প, আর ভাষাবিকৃতি ও অস্বাভাবিক চীৎকার যদি দূর করিতে চাই, তাহার উৎপত্তিস্থান হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাতে কদাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব ভাষা বিশুদ্ধির উপায় ভিতরে বাহিরে নহে।

কাহাকেও যদি গালি দিতে হয়, ভাষা তাহা ব্যক্ত করে। কাহাকেও শোকে সান্ত্বনা দিতে হইলে ভাষাই সান্ত্বনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, আশীর্ব্বাদ ভাষা, তিরস্কার ও ভাষা আপ্যায়িতের কারণ ভাষা, অনাপ্যায়িতের কারণও ভাষা, বন্ধুতার প্রকাশ ভাষা শত্রুতার প্রকাশ ও ভাষা। যে ব্যক্তি ভাষা ব্যবহার করে, তাহার ভাষাতে অপরের গৃহের শান্তি হরণ করিবার পূর্ব্ব তাহার নিজের হৃদয়স্থ শান্তিহরণ করে, ভাষা যে ভাব বহন করে, তাহা ভাষা কথকের হৃদয়ের ভিতরের অগ্নি, অগ্নি যেমন উৎপত্তি স্থানকে দগ্ধ করে আমার গৃহ হইতে প্রসারিত হইয়া অপরের গৃহ দগ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমার গৃহ দগ্ধ করিবেই, সেইরূপ ভাষা যে অগ্নি উদগীরণ করিয়া অপরের হৃদয় দগ্ধ করিতে যত্ন পায়, তাহার উৎপত্তি স্থানকে আগে দগ্ধ না করিয়া পারে না। আমরা এই সকল আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে ভাষা সুন্দর করিবার পূর্ব্বে হৃদয় সুন্দর করা আবশ্যক। ভাষার মূর্ত্তি নাই কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য ও বৈরূপ্য আছে। ভাষাতে মানুষ ভুলে, ভাষাতে মানুষ বিরক্ত হয়। যদি কাহাকেও ভুলাইবার প্রয়োজন হয়, ভাষা তখন আপনার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়; কাহাকেও বিরক্ত করিতে হইলে ভাষা অতিকুৎসিত বীভৎসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এ সকল প্রয়োজন অনুসারে আপনি সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রয়োজন মানসিক কল্পনা সম্ভূত। আমি যদি মনে করি যে অমুক ব্যক্তিকে দুটা সক্ত কথা শুনাইয়া দিতে হইবে, তবে আমার সেই কল্পিত ভাবানুসারে কার্য্য করিতে আমি বাধ্য হই। এই প্রয়োজন বাস্তবিকপ্রয়োজন কিনা, আমি আর তাহার বিচার করিতে সমর্থ হই না। কেন না তখন আমার মন ঈর্ষানলে পুড়িয়া ছার খার হইয়াছে, তখন আমার হৃদয় গৃহের শান্তিরত্ন, বৈরনির্য্যাতন প্রিয়তা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে সুতরাং ধৈর্য্যশীল হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার শক্তি আর আমাতে থাকে না। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ভাব ব্যতীত ভাষা হয় না, ভাষা ব্যতীত ভাব প্রকাশ পায় না। ভাবানুসারিণী ভাষা ভাষানুরূপ ফল প্রীতি বা শত্রুতা সম্মিলন বা বিবাদ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে যে যখন আমরা কোন স্বার্থানুসারে উত্তেজিত হই, তখন মন সেই ভাবপ্রসূত বিকৃত চিন্তা দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই বিকৃত চিন্তা প্রসূত বুদ্ধি ও বিকারগ্রস্ত হইবেই হইবে।

যথা—"দম্পত্যোঃ কুষ্ঠ বাহুল্যাদ্দুষ্টশুক্র শোণিতয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং।

পতিপত্নীর শরীরে কুষ্ঠরোগের বাহুল্য হেতু যদি শুক্রশোণিত দুষ্ট হয় তবে সেই দম্পতি হইতে যে অপত্য জন্মগ্রহণ করে, তাহাকেও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বলিয়া জানিবে। অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কারণ দূষিত হইলে ফল দুষ্ট না হইয়া পারে না। প্রয়োজন দুষ্ট হইলে, তাহার ভাব দুষ্ট হইবে, ভাব দুষ্ট হইলেই বুদ্ধি দুষ্ট হইবে। দুষ্টবুদ্ধি যে কার্য্য করিবে, তাহাও দুষ্ট হইবেই হইবে। এস্থলে আমরা দেখিতেছি যে দুষ্টভাষা নীতিবিগর্হিত। দুর্নীতি সমাজ বিপ্লবের কারণ, সমাজ বিপ্লব অশান্তির কারণ, অশান্তি পাপের প্রসূতি, অতএব ভাষা সুন্দর কর এই কথা বলাতে ইহাও বলা হইতেছে যে মনের উদ্দেশ্য ও তাহার অন্যান্য সমুদায় প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও শুদ্ধ ও সুন্দর করিয়া আপনিও সুন্দর হও, জগৎকে ও সুন্দর কর।

মুক্তকেশী।

অষ্টম অধ্যায়।

আশ্বিন মাস প্রায় শেষ হইয়াছে। বোধ হয় দুই কি তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। দিবসের শেষ ভাগে অত্যন্ত রৌদ্রের তীব্রতা বাড়িয়াছে গ্রীষ্মের উৎপাতে গৃহে টেঁকা যাইতেছে না। যাঁহার ঘাটে ভাল নৌকা আছে তিনি এ সময়ে সেই নৌকাতে বসিয়া জল প্রবাহী মৃদু মন্দ বায়ু সেবন করিতেছেন। যাহার অবস্থা তেমন ভাল নহে, ঘাটে নৌকা রাখিবার উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি নাই তিনি বাটীর বহিঃ প্রাঙ্গনস্থ শীতল চ্ছায়াপ্রদ বিল্ব কিম্বা সহকার তরুর নিম্নে বসিয়া শীতল বায়ুর অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেরই হস্তে একখানি করিয়া তালবৃন্ত আছে, কেহ জ্ঞাতসারে সেই খানি পরিচালিত করিতেছেন, কেহ অপরের সঙ্গে বাক্যালাপে ব্যাপৃত আছেন, মধ্যে মধ্যে সম্মুখস্থ হুঁকার মুখসংলগ্ন দীর্ঘতম নল ধরিয়া টানিতেছেন; স্বভাবের নিয়মে, প্রয়োজনের আবেগে, দক্ষিণকরস্থিত তালবৃন্ত আপনি চলিয়া বাতাস আনিতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এমত সময়ে যাদবপুরের দক্ষিণদিকে কাশীনাথ বাগছি মহাশয়ের ঘাটে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। নৌকাখানি অতি ক্ষুদ্র, একটি মাঝি ও একটি মাত্র মাল্লা দ্বারা পরিচালিত হয়। মধ্যভাগে একটি ছোট ছই বসান আছে,

সেই ছইর মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোক বাহির হইল এবং কাশীনাথ বাগছি মহাশয় যে একখানি মাদুর পাড়িয়া বিল্ব তলে বসিয়া গা জুড়াইতেছিলেন, ভদ্র লোকটি ধীরে ধীরে সেই স্থানে গিয়া একটি আড়ম্বরশূন্য প্রণাম করিলেন, এবং সেই মাদুরের এক প্রান্তে অতি বিনয় বিনম্র ভাবে বসিলেন। বাগছি মহাশয় সমাগত ভদ্র লোকটির মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আস্‌ছেন? এই ভদ্র লোকটির সঙ্গে পাঠিকার পূর্ব্বে আর একবার নিশ্চিন্তপুরের অরবিন্দ সেনের গৃহে কৃষ্ণ কুমারের সঙ্গে কথোপকথন কালে পরিচয় হইয়াছে। ইনি সেই সিদ্ধেশ্বর বসু, জাতিতে কায়স্থ কিন্তু বড় পরোপকারী, কাশীনাথ বাগ্‌ছি কৃষ্ণ কুমার সান্যালের শ্যালী পতি। কৃষ্ণ কুমারের স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে কাশীনাথ বিবাহ করেন। কাশীনাথ কুলীন ব্রাহ্মণ হইলেও একটি স্ত্রীর নিকট অতিশয় ঋণগ্রস্ত আছেন, সেই জন্য বহু বিবাহ দোষটা নাই। ইনি এই স্ত্রীর প্রসাদে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ৪।৫টি পুত্র কন্যা আছে, তাহারাও বেশ সুশীল। সিদ্ধেশ্বর যখন কৃষ্ণকুমারের পরিবার বর্গের সন্ধান করিতে বাহির হন তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আপনার কোন আত্মীয় কুটম্ব কেহ কি নিকটে আছেন? তখন কৃষ্ণকুমার বলিয়াছিলেন "যাদব পুরে কাশী বাগছি আমার শ্যালীপতি আছেন, তোমার প্রয়োজন বোধ হইলে একবার তাঁহার নিকট যাইতে পার কিন্তু আমার ইচ্ছা নহে যে আমার দুঃখের ভাগ আমি অন্য কাহাকেও দি।"

সেই কথায় সিধু বাবু কাশীপুরে আসিয়াছেন। সিধু বাবু বাগছি মহাশয়কে বয়ঃ জ্যেষ্ঠ জানিয়া প্রণাম করিলেন এবং সেই মাদুরটির প্রান্তভাগে ধীরে ধীরে বসিলেন। কাশীবাগছি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তখন সিধু কোন কথা না বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। সিধু পাষাণের মত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু হৃদয়টি বড়ই কোমল, বাগছি মহাশয়ের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে বাক্য সরিল না কিন্তু চক্ষু জলপূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে কাশী নাথ কিছু বিস্মিত হইয়া পত্রখানি তুলিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীরবে পত্র খুলিলেন, নীরবে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে কাশীনাথের কপোল যুগল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পত্রে লিখিত ছিল যথা—

সম্মাননীয়

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ বাগছি
মহাশয় সম্মাননীয়েষু।

মহাশয়!

ইচ্ছা ছিল না যে আর কোন বন্ধু

বান্ধবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি কিন্তু কেবল দুরাশার দুরতিক্রমনীয় শক্তি অতিক্রম করিতে না পারিয়াই, আপনি এই পত্র পাঠে যে বেদনা পাইবেন সেচিন্তা পশ্চাতে রাখিয়াই পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অদ্যকার পত্রই শেষ পত্র। আমি আর কখন দেখা সাক্ষাৎ করিব সে আশা নাই বলিয়া পত্র লিখিয়া বিদায় চাহিতেছি। যদি আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ কখন করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিবেন। আমি যদি স্ববশে থাকিতাম তবে ভাল করিয়া পত্র লিখিতাম কিন্তু ভাল লেখা কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক চিন্তা করিলাম, ভাল কথা মনে পড়িল না। সুতরাং মনে যাহা উদিত হইল তাহাই ভাল বলিয়া উপহার দিতেছি, মন্দ হইলে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

শারদীয় উৎসব এবার আমারই, কেন না আমি আগে, প্রতিমা—সেই প্রাণের পুত্তলী মুক্তকেশীকে—মা লক্ষ্মীকে, আমার প্রাণের আরাধ্যা মহাদেবীকে পাটশুদ্ধ পদ্মানদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া একাকী অপরের নৌকায় চড়িয়া আসিয়াছি। এই শোকের তীক্ষ্ণ শৈল্য আপনার হৃদয়ে হানিতেছি, ইহা সহ্য করুন, কেন না আমিও সহ্য করিতেছি; কিন্তু সেই কালরাত্রি অনেকেরই কালরাত্রি ছিল, সকলেরই সে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, আমার সে রাত্রি এখনও সেই ভাবেই আছে। এখনও সেই ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বাতের বিশাল স্বন্ স্বন্ শব্দ, আমার কর্ণকে আঘাত করিতেছে, এখনও নৌযাত্রীদিগের প্রাণ বিসর্জ্জনকালের কঠোর হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ আমাকে আর্ত্ত করিতেছে, এখন সেই প্রাণের মুক্তকেশী আমার গলা ধরিয়া আছে, আর চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতেছে, এখন ও আমার সেই হীরামন লালমন তাহার মাতৃ-ক্রোড়ে শয়ান আছে দেখিতেছি, আর সেই আমার—হায়রে কি বলিব? মুখে যে সরে না? সেই ধর্ম্মপত্নী বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণের পুত্র কন্যাদিগের মঙ্গলের জন্য কর যোড়ে প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই শব্দ? সেই বীণাবিনিন্দিত শ্রুতি মধুর শব্দ আমার কর্ণে লাগিয়া আছে! সকলের রাত্রি যায় আবার দিন হয়। আমার আর দিন হইল না, আমি যে আর সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই না। যেদিকে তাকাই সেই দিকে অমানিশার অন্ধকারের ন্যায় ঘোর অন্ধকার দেখি।

তাই প্রাণের ভাই সিধুকে পাঠাই আমার রাত্রি প্রভাত হইবার কোন সংবাদ যদি জানা থাকে, ইঁহাকে বলিবেন। আর কোন কথা নাই, ভদ্রতা নাই, কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা নাই। সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কি করিব?

সে ভাল মন্দ সুখ দুঃখ কে অনুভব করিবে? আমার তো চেতনা নাই। আর চেতনা আসিবে ও না।

বিনীত শ্রীকৃষ্ণ কুমার শর্ম্মা।

বাগছি মহাশয় পত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইলেন কিন্তু অনেকক্ষণ মৌন ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, কোন বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন "সিধু বাবু! আমি তো ইহার বর্ণও জানি না। এই ঘোরতর দুর্দ্দিন বর্ষা কাল, কোথাও যাতায়াতের সুবিধা নাই, কিরূপে অনুসন্ধান করিব বল দেখি? আমি তো ভাবিয়া আর কুল দেখিতে পাই না।"

সিদ্ধ। মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন। "আপনাকে কোন বেগ পাইতে আমি বলি না কিন্তু তাঁহারা জীবিত থাকিলে আপনার এখানে আসাই সম্ভব ছিল, আমি সেই অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এখানে আসিয়াছি আপনাকে কোন কষ্ট দিতে আসি নাই।

কাশী। সিধু বাবু! আমি কষ্ট বহন করিলে যদি উপকার হয়, চল আমি এইক্ষণে প্রস্তুত আছি।

সিদ্ধ। আজ্ঞা না, আপনি কেন আর বৃথা কষ্ট পাইবেন? আমি একাকীই যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান করিয়া যাইব।

কাশী। তবে কৃষ্ণকুমার বাবু সে নিশ্চিন্তপুরে পরের গৃহে কেন রহিলেন? এগৃহ তো তাঁহারই। অথবা নিজ গৃহে গেলে ও তো কোন ক্ষতি নাই। বাড়ী ঘর দ্বার সকলই তো আছে। তবে কেন পরের গৃহে কাল যাপন? আপনি চলুন তাহাকে এই স্থানে লইয়া আশা যাক্।

সিদ্ধ। আপনি আর বৃথা সে সব চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে কোন ভাল ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমি তাদৃশ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এখন নিশ্চিন্তপুরে ফিরিয়া গিয়া তাহাঁকে পাইব কি না সন্দেহ।

কাশী। তবে এখন করা যায় কি, বলুন দেখি।

সিদ্ধ। আর করা যাবে কি? আমরা আর কি করিতেই বা পারি? তবে আমার ইচ্ছা আছে, স্থানে স্থানে একটু অনুসন্ধান করিব। তাহাতেই যে কোন সন্ধান পাইব সম্ভব নয়, কেননা তাঁহারা জীবিত থাকিলে অবশ্যই এখানে আগমন করিতেন।

কাশী। বলা যায়না—বাবু! অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক, তাহাদের মরজির ঠিকানা কি?

সিদ্ধ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বাগছি মহাশয়! আপনি প্রাচীন হয়ে এমন কুৎসিত কথা মুখে আনিলেন কিরূপে? আপনি কি তাঁহার চরিত্রগত কোন দোষের সংবাদ অবগত আছেন?

কাশী। না।

সিদ্ধ। তবে?

কাশী। না, ওটা বলিলাম, এখন যেমন দেশ কাল ও পাত্র পড়েছে তদনুসারে। বাবু! বলিতে কি যে কাল পড়েছে ইহাতে কি আর কেহ কাহারও অপেক্ষা করে?

সিদ্ধ। কর্ণে হস্ত দান করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না তবে এখন চলিলাম।"

কাশী। কৃষ্ণকুমার নিশ্চিন্তপুরে কিরূপে এলেন?

সিদ্ধ। অরবিন্দ বাবুকে জানেন, তিনি বড় ভদ্র ও দয়ালু। ইনি তুফানে যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া উলঙ্গঅনাবৃত শরীরে মৃতপ্রায় হয়ে নদীকুলে পড়িয়া ছিলেন। অরবিন্দ বাবু সেই পথে আসিতে আসিতে দেখিতে পাইয়া অনেক সেবা শুশ্রুষা করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করেন। পরে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া বহু যত্নে রাখিয়াছেন। এবং সেবা শুশ্রুষা করাইতেছেন। আমাকে নৌকা ভাড়া ইত্যাদি তিনিই দিয়াছেন। আরও অনেক অনুসন্ধান করিয়া অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু কিছুই ফলদর্শে নাই। সেই জন্য আমাকেও পাঠাইয়াছেন। তিনি বড় দয়ালু।

প্রকৃত বিবাহের উচ্চদৃষ্টান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাহেরননেসার শ্বশুর মরিলে শ্বাশুড়ী জীবিতা ছিলেন, তিনি সঞ্চিত অর্থগুলি লইয়া মক্কা তীর্থে চলিয়া গেলেন। তাহেরন্ নেসার স্বামী সামান্য লেখা পড়া জানিতেন, তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। বহু কষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা প্রিয়তমা পত্নীকে আনিয়া দিতেন। তাহেরন্ নেসা সেই অল্প অর্থ লইয়া অতি সুকৌশলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন বাহিরের লোকেরা তাঁহাদিগের কষ্টের বিষয় কিছু মাত্র টের পাইতে পারিত না। পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্ট কুটুম্ব, অতিথি, পথিক সর্ব্বদা তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইত; তাহেরন্‌নেসা অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিতেন। কৌটুম্বিক ভাব, লৌকিকতা রক্ষা করিতেও তিনি কখন আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না, এইজন্য বাহিরের লোকেরা তাঁহাদিগকে অতিসম্পন্ন লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিত। এতদিন শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহেরন্‌নেসা লজ্জা বশতঃ স্বামীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিতেন না, ইহা যদিও লৌকিকভাব তথাপি তাহা প্রতিপালন করিতে তাঁহার বিন্দু মাত্রও অবহেলা প্রকাশ পাইত না। এবিষয়ে তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "অনুচিত চাপল্য দ্বারা গুরুজনের মনোভঙ্গ করাতে কোন লাভ হয় না বরং ক্ষতি

হয়। গুরুজনের অনুমতির অবাধ্য হইয়া চলিতে গেলে সংসার অতি অকুশলের স্থান হইয়া পড়ে এবং জীবনে অতিশয় দুর্নীতি প্রকাশ পায়। কোন প্রকার নীতির বন্ধন চ্ছেদন করিয়া যে সুখ হয়, আমি তেমন সুখ কামনা করি না। এখন ঈশ্বর ইচ্ছাবশতঃ সম্মানার্হ গুরুজনেরা লোকান্তর ও স্থানান্তর গমন করিয়াছেন, সংসারে অন্য অভিভাবক কেহ নাই, কাজেই আমরা কর্ত্তব্য জানিয়া আপন কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকি, যার সংসারে একস্বামী ব্যতীত অন্য আশ্রয় নাই, তাকে সকল বিষয়েই স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা করিতে হয়। এইজন্য এখন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে বাধ্য।"

তাহেরন্‌নেসার এইরূপ উত্তর শুনিয়া প্রতিবাসী নর নারী সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইত। কেবল কথা নহে, কার্য্যে ও তাহেরন্‌নেসা প্রতিবাসী নর নারীর বিশেষ প্রীতিও সম্মান আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীর সন্তান সন্ততির প্রতি আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন। প্রতিবেশীদিগের কাহার ও পীড়া হইলে অতিশয় যত্ন করিয়া তাহেরন্‌নেসা তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পাঁচ বার তাহাদিগের বাড়ীতে গিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহেরন্‌নেসার অমায়িকতা ও সদ্ব্যবহারে সকল লোকেই ধন্য ধন্য করিত। বস্তুতঃ তাহেরন্‌নেসার হৃদয়োদ্যানে যে স্বর্গের কুসুম ফুটিয়াছিল, যে তাহার পরিমল প্রাপ্ত হইত, মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। একদিন তাহেরন্‌নেসার স্বামী দুর্দ্দমনীয় হৃদয়োচ্ছ্বাস ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি তোমার কাছে বসিলে--তোমার মুখের কথা শুনিলে—স্বর্গ অতি নিকটে দেখিতে পাই। তুমি যখন কাতর চিত্তে ভক্তি গদ্গদ হৃদয়ে প্রার্থনা কর, শুনিলেই আমার প্রাণ মোহিত হয়, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যায়। তখন তোমার মুখে যেন স্বর্গের জ্যোতিঃ নিপতিত হয়, ঈশ্বর যেন তোমার কথার উত্তর দিবার জন্য তোমার প্রার্থনা সকল শ্রবণ করেন, আমার এইরূপ প্রতীতি জন্মে। প্রিয়ে! আমি বড় ভাগ্যবান্। জানি না পূর্ব্বে আমার কত রাশি রাশি সুকৃতি সঞ্চিত ছিল, যাহার বলে তোমার ন্যায় ধন লাভ করিয়া আমি অতুল সম্পত্তিশালী হইয়াছি।"

তাহেরন্‌নেসা বিনীত ভাবে, মস্তক অবনত করিয়া বলিতেন, "স্বামিন্! আমিও আপনার ভাগ্যকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি যেরূপ ঈশ্বর প্রেম ও অনুকূল স্বামী প্রাপ্ত হইয়াছি, সংসারে এরূপ অতি অল্পলোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমার কার্য্যে আমার প্রশংসা পাইবার কিছু

নাই। আমি যদি নিজে যত্ন চেষ্টা করিয়া কিছু করিতাম, তবে গৌরব পাইবার আশা করিতাম কিন্তু তাহা আমি কিছুই করি না। ঈশ্বর কৃপা করিয়া নিজে আমার সমুদায় অভাব মোচন করেন, কিরূপে কোন উপায়ে আমার প্রয়োজন সকল সম্পন্ন হয়, আমি তাহা কিছুই জানি না। প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, স্বজন বন্ধু দীন দুঃখী কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব, কিরূপ কথা বলিব আমি কখন ও তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া করি না ও বলি না। মনে যেরূপ উদিত হয়, সেই রূপই করি, তাহাতেই আমার মঙ্গল হয়। সুতরাং আমার চিত্তগতির ভিতরে, আমার কার্য্যক্ষেত্রে আমি প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাই। এরূপ স্থলে আমাকে প্রশংসা করিও না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর। প্রশংসা তাঁহারই, নদী সকল উচ্চ হইতে নিম্নে তাঁহারই মহিমা লইয়া প্রবাহিত হয়, বায়ু তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের কথা ঘরে ঘরে প্রচার করে, মেঘ বজ্র ভীমনাদে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে, পক্ষী সকল তাঁহারই গুণগান করে, মৎস্য সকল তাঁহারই প্রেম প্রচার করে, স্বর্গের দেবতারা তাঁহারই প্রশংসা গান করেন ভূলোক ও দ্যুলোকের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল মহিমা তাঁহারই।"

তাহেরন্‌নেসার স্বামী বলিলেন, প্রিয়ে? আমি যে তোমার প্রশংসা না করিয়া কোন মতেই স্থির থাকিতে পারি না। আমি এত ভাগ্যবান্ হইলাম তোমারই গুণে। প্রতিবেশীরা ভালবাসে বন্ধুবান্ধবেরা স্নেহ করে তোমার গুণে, আমি অভক্ত মহা মূর্খ হইয়া স্বর্গের অমৃত পান করি তোমারই প্রসাদে। প্রিয়ে! বলিতে কি? তোমার প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন বলিয়াইত আমি ধন্য হইলাম? ইহা বলিবার জন্য যে আমার জিহ্বা নৃত্য করে, হৃদয় আনন্দে স্ফীত হয়, আমি ত কোন ক্রমেই তাহা বারণ করিয়া রাখিতে পারি না। তুমি যখন ঈশ্বরের গুণগরিমা কীর্ত্তন করিবে, আমিও তোমার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিব, চক্ষুষ্মতী তুমি, আমার ন্যায় অন্ধকে হস্তে ধরিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে। আমি অন্ধ তোমার হস্ত না ধরিলে যে স্বর্গের পথ দেখিতে পাই না, এজন্য আমি আজীবন তোমার গুণস্মরণ করিবই করিব।"

এইরূপ সুখালাপে পতিপত্নী কাল যাপন করিতেন। তাঁহাদিগের জীবনের একটি মুহূর্ত্তেও নিষ্ফল অতিবাহিত হইত না, সকল সময়েই পুণ্যানুষ্ঠানও সদালাপ করিয়া অতিবাহিত হইত। পতিপত্নী নিকটে বসিলেই ভক্তি কি, প্রেম কি, কৃতজ্ঞতা কি, তাহারই প্রসঙ্গ হইত। বিদুষী তাহেরননেসা সেই সকল তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভাবে বিগলিত হইয়া যাইতেন, চক্ষু জলে ভাসিতেন, প্রার্থনা

করিতেন, ধন্যবাদ করিতেন, কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেন। তাঁহার সেই প্রেমার্দ্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রার্থনা শুনিয়া সুকৃতি স্বামীও আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। এই সকল ঘটনার পর তাহেরন্‌নেসার স্বামী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলেন, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হস্তপদের অঙ্গুলি গুলি খসিয়া পড়িল, তিনি অচল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার জীবন যাপনের কোন উপায় ছিলনা। পৈতৃক অর্থ একটি কপর্দ্দকও তিনি পান নাই, নিজেও তেমন অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না সুতরাং এই দুঃসময়ের অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু জলে বুক ভাসিয়া যাইত এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেন। কিছু-দিন পর্য্যন্ত থালাখানা, ঘটি টা, বাটী টা যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া কোন ক্রমে চলিল, তারপর আর সে আশা রহিল না। অতি সামান্য সম্বল অল্পদিনেই ফুরাইয়া গেল। তখন আর দিন চলে না, কয়দিন তাহেরননেসা নিজে উপবাস করিয়া রুগ্ন স্বামীকে খাওয়া-ইলেন, তৎপর আর কিছুই রহিল না। তখন উপায়হীনা, তাহেরন্‌ নেসা স্বামীর নিকট গলবস্ত্রে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "স্বামিন্‌ যতদিন সাধ্য ছিল কৌলিক বিধি পালন করিলাম, এখন আর সে বিধি পালন করিতে হইলে জীবন রক্ষা পায় না। আপনার অনুমতি না পাইলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই। আমার দুঃখ এই যে আপনি এই রুগ্নাবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন, আর আমি সুস্থ শরীরে তাহা দর্শন করিব? আমি প্রার্থনা করিতেছি মুসলমানদি-গের অবরোধ প্রথা অতিক্রম করিয়া আমি ভিক্ষা করিতে যাই, আপনি আজ্ঞা করুন।

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "প্রিয়ে? তোমার এই দেবপ্রতিমার অবমাননা করিব, এই কুকুরের পাপজীবনের ভরণ পোষণের জন্য? আমি অনাহারে মরিব, তাহাই আমার কল্যাণ কর, আমি তোমার অপমান সহ্য করিতে পারিব না।"

তাহে। স্বামিন্‌! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমার দেবতা আমাকে রক্ষা করিবেন।

স্বা। প্রিয়ে! আমি ও বিশ্বাস করি-তাম, যে দেবতা তোমার এই সুন্দর হৃদয় দিয়া এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন তিনি কদাচ সংসারের কুৎসিত ভাবে ফেলিয়া ইহার অবমাননা করিবেন না। কিন্তু যদি তাহা সত্য হইত তবে আমাকে এরূপ বিপন্ন করি-তেন না।

তাহে। করযোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন, "স্বামিন্‌, ও কথা মুখে আনিবেন না, উহা অবিশ্বাসের কথা। ওরূপ কথা শুনিলে আমি বড় বেদনা পাই, আমি সকল দুঃখ সহ্য করিতে

পারি কিন্তু অবিশ্বাস সহ্য করিতে পারি না স্বামিন্‌! পৃথিবীর লোকের মুখে সতত প্রশংসাবাদ শুনিয়া আমার মনে অভিমান হইয়াছিল যে আমি খুব ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছি। প্রভু আমার দয়ালু, তিনি তাই দয়া করে পরীক্ষা করিতেছেন আমার বিশ্বাস খাঁটি কি না।

স্বা। প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য কিন্তু স্বর্গের দেবতা তুমি, সামান্য নরকের কীট পৃথিবীর মানুষ তোমাকে নিরাশ্রিত অবস্থায় পথের কাঙ্গালী বলিয়া তোমার প্রতি অসদুক্তি করিবে, অসৎ প্রলোভন দেখাবে, আমি জীবিত থাকিয়া তাহা সহ্য করিব কিরূপে?

তাহে! স্বামিন! ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, সুতরাং সহ্য করিতেই হইবে কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন কেহ আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিবে না।

স্বা। প্রিয়ে! তুমি ঈশ্বরের বিধি পালনের কথা বলিতেছ, আমি তোমার এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারি না কিন্তু আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক অনুমতিও করিব না। ঈশ্বরের বিধি শিরোধার্য্য বলিয়া তোমার যেরূপ রুচি হয় কর।

তাহে। আপনার অনুমতি চাই এই জন্য যে আপনি আমাকে স্বৈরিণী মনে করিতে না পারেন।

স্বা। আমিত কখন তোমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু মনে করিতে পারি নাই; তবে তুমি এরূপ কেন বলিতেছ?

তাহে। স্বামিন্‌! আমি যাহা বলি-তেছি তাহা চরিত্রগত নহে, কিন্তু কৌলিক প্রণালীগত। আমি তোমার অভিপ্রায় ব্যতীত কুলক্রমাগত পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিতে পারি না। যে তাহা করে সেই নারী স্বৈরিণীর লক্ষণা-ক্রান্ত।

স্বা। প্রিয়ে! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমি এ অবস্থায় আর তোমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

তাহে। আমিও কেবল ঘরের বাহিরে দাঁড়াইবার অনুমতি মাত্র চাই, কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি প্রভুর ইচ্ছার অনুসরণ করিব।

স্বা। তোমার যাহা ইচ্ছা।

এইরূপে তাহেরন্‌নেসা পথের কাঙ্গালী হইয়া লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, লইয়া গৃহে আগমন করেন। আর অতি যত্নের সহিত স্বামীর সেবা করেন। কুষ্ঠ রোগের ক্ষত সকল স্বহস্তে আদরের সহিত উষ্ণ জল দিয়া ধোওয়াইয়া দেন এবং নানাবিধ মিষ্ট সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে আহার করিতে দেন। পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিষ্কৃত শয্যা অতি যত্নের সহিত প্রদান করেন। তাহেরন্‌নেসা স্বামীর সুস্থাবস্থায় যেরূপ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত সেবা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক শ্রদ্ধাভক্তির সহিত পীড়ার সময়ে সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি ভিক্ষা করিতে যাইতেন হাসিতে

হাসিতে, গৃহে আসিতেন হাসিতে হাসিতে, স্বামীর ক্ষত সকল ধৌত করিতেন হাসিতে হাসিতে, কখন তিনি বিষণ্ণ ভাবে কোন চিন্তা করিতেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া এককন প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা বলিল, "তুমি এখন যেরূপ কর, ইহার পূর্ব্বেত এত যত্ন করিয়া তোমাকে স্বামীর সেবা করিতে কখন দেখি নাই।"

তাহে। তখন প্রয়োজন ছিল না।

বৃদ্ধা। তখন প্রয়োজন ছিল না, আর এখন প্রয়োজন আসিল কোথা হইতে?

তাহে। আপনি এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন কি? তখন স্বামী সুস্থছিলেন, মনে কোন ভাবনা ছিলনা। এখন একটু ব্যতিক্রম দেখিলেই তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে। তিনি মনে করিতে পারেন যে রুগ্ন বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। সুখের সময় এরূপ মনে করিবার কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ পীড়িত লোকদিগের জন্যই শুশ্রূষার প্রয়োজন সুস্থদিগের জন্য নহে।

বৃদ্ধা। মা! তুমি ধন্য! তোমার পেটে এত বুদ্ধিও আছে, কথা গুলি এমন মিষ্টি যে শুনিলে কান জুড়ায়। বেচে থাক মা! বেঁচে থাক।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা।

ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগির মহাশয় উপরোক্ত বিষয় কলিকাতায় স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে (ভিক্টোরিয়া কলেজ ফর্ ফীমেল্‌স) গত ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার যে প্রাসঙ্গিক উপদেশ দিয়াছেন তাহার সার এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

১। কিশোরাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত বা যত দিন বালক বালিকারা এক সঙ্গে ক্রীড়া করে, বা লালিত পালিত হয়, ততদিন তাহাদের বুদ্ধি, বা মানসিক কার্য্যের প্রায় কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, বরং সমবয়স্ক কোন কোন বালক অপেক্ষা বালিকারই বুদ্ধি অধিকতর সুপক্ক দেখা যায়। ঐ বয়সে মৃত বালক বালিকাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার রচনা সম্বন্ধে কিছু মাত্র প্রভেদ পাওয়া যায় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক নানা বৃত্তির মধ্যে যে বৃত্তিটীর শিক্ষা হয়, সেইটীর উন্নতি হয়, এবং তাহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহারের ও ক্রমে ক্রমে বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া উঠে। এজন্য বিবেচনা করা যায় সেই সকল বৃত্তিতে ঈশ্বরদত্ত প্রভেদ কিছুই নাই তবে তাহার উন্নতি সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকতা জন্মান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

২। যুবত্বাবস্থায় পুরুষোপযুক্ত কয়েকটী কাজ আছে, যাহা স্ত্রীলোকদের করা, আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না, যথা বিচার উকীলি (বা রাজ বিধান বিষয়ে তার্কিকতা) নাবিকতা, সৈনিকতা (বা যোদ্ধৃত্ব) অস্ত্রচিকিৎসা, কৃষি, ও জীবিকা উপার্জ্জনের কাজ ইত্যাদি। আবার স্ত্রীলোকদের কয়েকটী বিশেষ কাজ আছে যাহা পুরুষের দ্বারা হয় না যথা গর্ভ ধারণ, স্তন্যদান, শিশুপালন, গার্হস্থ্য বা গৃহকর্ম্ম চালান ইত্যাদি। এই বিবিধ প্রকার কাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের নির্দ্দিষ্ট, দৈনন্দিন কাজের পরে ও তাহাদের অধিক অবকাশ থাকার সুবিধা দেখা যায়। কম অবসর থাকা সত্ত্বেও যদি পুরুষেরা বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় পায়, তবে স্ত্রীলোকেরা পাইবে না কেন?

৩। বাল্যবিবাহ স্ত্রীলোকদের বিদ্যা শিক্ষার এক প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ তাহাতে শিক্ষার সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু এ জঘন্য প্রথা দেশ হইতে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। ইত্যবসরে, কোন কোন দেশ হিতৈষী মহাত্মা অন্তঃপুর শিক্ষার যে সুবিধা করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক বিবাহিতা রমণীর যোগ দেওয়া উচিত।

৪। হিন্দু বিধবারা, সধবা অপেক্ষা সাংসারিক অনেক কাজ হইতে অবসর পাইয়া থাকেন, ইহাঁদের বিদ্যা শিক্ষার বড় সুবিধা ও উহা প্রকৃত পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেন না তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের সুদীর্ঘ জীবন পবিত্র সুখে যাপন করিবার জন্য মানসিক উন্নতি ও জ্ঞানলাভ ভিন্ন আর কি উপায়ান্তর আছে?

৫। দরিদ্র শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা মানসিক উন্নতির তত সুবিধা না থাকিলেও শ্রমজীবী পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের অধিক অবসর আছে, সুতরাং পুরুষেরা যদি কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, তাহারা (স্ত্রীলোকেরা) কেন পারিবে না। অপিচ ইউরোপীয় শ্রমজীবীরা যদি বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তবে এদেশে আর সেইরূপ শিক্ষার আপত্তি কি?

৬। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা অনুন ৩৪,০০০০০০ তাহাতে গড়ে এক কি দেড়লক্ষ স্ত্রীলোক ভাল অবস্থাপন্ন, অর্থাৎ তাহাদের শ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় না। ইহাঁরা মানসিক উন্নতিতে নিযুক্ত না হইলে আর কোন্ ভাল উপায়ে জীবনের সমুদয় অবসর কাল অতিবাহিত করিবেন? স্ত্রীর উপযোগী কাজ কেবল সময় সময় মাত্র করিতে হয়, অর্থাৎ ঐ সকল কাজে বৎসরের ৩৬০ দিন, বা দিবসের অষ্ট প্রহর কাহাকেও নিযুক্ত থাকিতে হয় না। কাজেই অবসর কাল যদি নিজের উন্নতিতে নিযুক্ত রাখা না যায়, তাহাদের নানা মতে অধোগতি হয়।

৭। পূর্ব্বোক্ত কারণে, অর্থাৎ অলসতা, মানসিক অনুন্নতি ও কায়িক

শ্রমাভাবে তাহাদের নানা দোষ ঘটিয়া উঠে, যথা—তাহারা পুরুষ অপেক্ষা এত অধিক বাচাল ও কলহপ্রিয় হয় যে ৫০জন পুরুষ একত্র বাস করিলে যত বিবাদ বিসম্বাদ না হয়, দুই জন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে তাহার চারি গুণ অধিক পরস্পরের নিন্দা ইত্যাদি হয়।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীর ব্যবহারে বা অবিচারে পারিবারিক শোক, ইত্যাদিতে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই গলায় ফাঁসি দিয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, বা বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুশিক্ষিতা বা উন্নত স্ত্রীলোক নিজ জ্ঞানের সাহায্যে ঐ সকল কষ্টকে অন্তরে স্থান দেয় না, তাহারা তাহা দমন করিবার ভাল উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ যুবতীদের শারীরিক সুখ ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার যথেষ্ট উপায় আছে কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় মানসিক উন্নতি ও ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতিই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন।

৮। বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্য বা অন্তরিক বিদ্যা ও গুণের দ্বারা পুরুষ স্ত্রীর প্রতি সচারাচর আকৃষ্ট হয়। কাজেই যাহাদের শেষোক্ত মানসিক সৌন্দর্য্য নাই, যৌবন কাল অতীত হইয়া গেলে, তাঁহারা পুরুষের তুচ্ছ তাচ্ছল্যের পাত্র হইয়া পড়ে। তখন বিদ্যানুশীলনে মানসিক কষ্ট অনেক দূর করিতে পারে। এই দেশের হিন্দু মুসলমানের এক স্ত্রী সত্ত্বে আর এক জন বিবাহের প্রথা আছে ইহাও শিক্ষা বিহীনতার এক নিগূঢ় কারণ। যাহার স্ত্রী সুশিক্ষিতা উন্নতিশীলা, তাঁহার জীবদ্দশায় সে কখনো দ্বিতীয় স্ত্রী পরিণয় করিতে সাহস করিবেনা।

৯। বিদ্যাতে স্ত্রীলোক আত্মাভিমানিনী বা প্রগল্‌ভা হয় বলিয়া অনেকে বলেন। সিজ্‌নী-স্মীথ সাহেব বলেন যে বিদ্যাবতী স্ত্রীর সংখ্যা অল্প বলিয়াই এইরূপ হয় কিন্তু বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকেরা উন্নত ও বিদ্যাবতী হইলে পুরুষের ন্যায় কেহই আত্মাভিমানিনী হইবেন না। যেমন দুইপা, দুই হাত বা দুই চোক আছে বলিয়া কেহই অভিমান করে না, কিন্তু কাহারো তিন কি চারি চোক, পা বা হাত থাকিলেই তাহার আত্মাভিমানের কারণ জন্মে। ইউরোপের উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা এখন সচারাচর যে পরিমাণে শিক্ষিতা হয় ঐ সাহেব তাহাকেও তাহাদের প্রকৃত উন্নতি বা উচ্চ শিক্ষা বলেন না।

১০। উচ্চশিক্ষা ও মানসিক উন্নতিতে স্ত্রীলোক ঘরকান্না বা গৃহকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী ও পরিমিতাচারিণী হয়। যেমন দেশীয় কোন কোন অশিক্ষিতা গৃহিণী বাড়ীর গাছের ফল, অল্প অল্প করিয়া লোক জনকে খাইতে দিয়া অবশিষ্ট গুলি পচাইয়া শেষে তাহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। আবার কেহ অদ্যকার টাটকা মাছটী কল্য পচাইয়া খাইবেন, কল্যকারটা তৃতীয় দিনে খাইবেন, কিম্বা স্বামীর সঙ্গে কোন বিষয়ে মতান্তর হইয়া সংসারের দিগে দৃষ্টিপাত করিবেন না, এই সকল কি সুশিক্ষিতা স্ত্রীর কাজ, না তাহা প্রকৃত ঘরকন্নার বা পরিমিতাচারিলোকের দৃষ্টান্ত?

১১। রামায়ণ, মহাভারত বা নাটকাদি পড়িয়া তাহার কুঅর্থ বাহির করা এবং ইতর ভাষা, বা অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস যুক্ত লম্বা লম্বা চিটি লেখার বিদ্যাকে প্রকৃত সুশিক্ষা বা উন্নতি বলা যায় না। বিজ্ঞান, ধর্ম্ম জ্ঞান ও নীতিগর্ভ গ্রন্থাদি শিক্ষায় আনুরক্তি হইলেই প্রকৃত শিক্ষা হয়। প্রথমোক্ত প্রকার কিঞ্চিৎ শিক্ষা অপেক্ষা মূর্খ থাকিলে বড় হানি নাই।

১২। পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরও যাহার যে বিদ্যা শিক্ষার রুচি ও মানসিক শক্তি সতেজ দেখা যাইবে, তাহাকে সেই বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিতে দিবে। তৎসম্বন্ধে কাহারো প্রতিবন্ধকতা জন্মান অবিধি। এইরূপে কেহ খনা, কেহ লীলাবতী, কেহ মৈত্রেয়ী প্রভৃতিকে আদর্শ করিয়া নিজ নিজ উন্নতি পথে অগ্রসর হইবেন।

১৩। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মানসিক উন্নতিহীন হইলে অধিক কাল স্থায়ী বাহ্যিক সুখভোগে জীবন যাপন করে। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই দুষ্ট লোকের নানা প্রলোভনে পড়িয়া মানব সমাজে পতিতা বলিয়া গণ্যা হয়। আর্য্য রমণীরা পূর্ব্বে সুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়া এখনো তদ্‌বংশীয় রমণীদের সম্পূর্ণ পতন হয় নাই। অপরো কয়েক পুরুষ মানসিক বৃত্তির এরূপ অনুন্নত অবস্থা থাকিলে, অসভ্য বর্ব্বর, বা কাফ্রির স্ত্রীলোকের ও এদেশীয় আর্য্য স্ত্রীলোকের বড় প্রভেদ থাকিবে না। স্মরণ থাকা উচিত যে অসভ্য জাতির পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষাভাবে তাহারা এত দূর পতিতা হইয়াছে যে প্রায় বিষয়ে চতুষ্পদী জন্তু অপেক্ষা তাহারা বড় উন্নত নহে।

(ক্রমশঃ)

পরিচারিকার প্রার্থনা।

পরিচারিকার জন্মদাতা শ্রদ্ধাস্পদ সুযোগ্য ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ইউরোপ, এমেরিকা এবং চিন প্রভৃতি মহাদেশ ও দেশ সকলের সমুদায় প্রধান জাতির মধ্যে নববিধানের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য সম্প্রতি অর্ণবযান যোগে যাত্রা করিয়াছেন। পরিচারিকা জন্মাবধি অনেক বৎসর তাঁহার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি মাসে মাসে আদর করিয়া নানাবিধ নব নব আভরণে এই কন্যাটিকে সাজাইয়া নব নব সুরস সামগ্রীতে পরিপুষ্ট করিয়া বঙ্গীয় পাঠিকাদিগের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরিচারিকা কখন দুঃখিনী দরিদ্রকন্যার

ন্যায় হীনবেশে কাহার ঘরে সেবা করিতে উপস্থিত হয় নাই, সকলেই পরিচারিকাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছেন ও তাহার সেবা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। পিতার আদরেই বিদ্যানুরাগিণী পাঠিকা সমাজে পরিচারিকার গৌরব ও আদর হইয়াছে। এইক্ষণ কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত ও অনাজনের আশ্রিতা বলিয়া যেন পূজনীয় পিতার আদর ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হয়। তিনি জীবনের মহাব্রত সাধনের জন্য পৃথিবী ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, কন্যা তজ্জন্য আহ্লাদ করে। এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে যে তিনি তাঁহার প্রভুর কার্য্য সাধন করিয়া সুস্থকায় নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কন্যার যে অলঙ্কার পরিবার সাধ বড় প্রবল ইহা তিনি জানেন। পিতার নিকটে সভ্য দেশের ভাল ভাল সন্দেশের প্রত্যাশাও করে। পিতা এই একমাত্র কন্যাটীকে বিদেশে যাইয়া ভুলিবেন না। তাহার জন্য কিছু কিছু প্রিয়সামগ্রী ও সুরস সন্দেশ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়া নূতনস্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ সহকারে প্রিয়ভাষিণী হইয়া জগতের সেবাতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবে। নানা দেশের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য শিল্প ও প্রাকৃতিক শোভা, লোকদিগের বিশেষতঃ নারী সমাজের নূতন প্রণালীর আচার ব্যবহার ধর্ম্ম ও নৈতিক ব্যবস্থা তিনি যাহা দেখিবেন ও শুনিবেন সময়ে সময়ে পরিচারিকাকে তাহার সার তত্ত্বের অধিকারিণী করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা ও স্নেহপাশে বদ্ধ রাখেন এই প্রার্থনা।

নূতন পুস্তক।

আয়ুর্ব্বর্দ্ধন।

(১) গবর্ণর-জেনেরল লর্ড নর্থব্রুকের প্রদত্ত প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত বর্দ্ধমান ও হুগলীর সংক্রামক পীড়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক। (২) কলিকাতাস্থ স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপদেষ্টা। (৩) মানব জন্ম তত্ত্ব (৪) ধাত্রীবিদ্যা। (৫) নবপ্রসূত শিশু-চিকিৎসা। (৬) ও শরীররক্ষণ প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি কৃত।

১ম ও ২য় ভাগ।

উক্ত মহাত্মা যে সকল কার্য্য করিয়া জগতের নিকট লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন প্রায় অধিকাংশ লোকেই তাহা অবগত আছেন সুতরাং আমরা তাঁহার আর বিশেষ খ্যাতি কি বাড়াইতে পারি? তবে কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ অবগত নহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আলস্য ত্যাগ করতঃ এই পরোপকারী মহোদয়ের প্রণীত পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে তাঁহার সহৃদয়তা স্বদেশ প্রিয়তা, চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। কেবল তাহা নহে, রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্রপূর্ণ সংসারে মনুষ্য কি করিলে বা কোন উপায় অবলম্বন করিলে সুখী হইতে পারে তাহাও জানিতে পারিবেন। এদেশে এলপেথি হোমিওপেথি ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসকগণ পরস্পর মত বিভিন্নতার অন্ধকারে পড়িয়া বিবাদ করিয়া মরেন কিন্তু তিনি সেই সকল মতের সঙ্গে অতি সুন্দর ঐক্য স্থাপন করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এইগ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তা জল, বায়ু, খাদ্য বাসস্থান প্রভৃতি কিরূপ হইলে সদোষ কিরূপ হইলে নির্দ্দোষ হয়, তাহার দেশ কাল ও অবস্থা ঘটিত বৃত্তান্ত সকল বিস্তর যত্নের সহিত প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের একথাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে তিনি চিন্তা দ্বারা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি এমন সকল সুন্দর পরিস্ফুট প্রত্যক্ষ কারণ সকল প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা বিজ্ঞানোচিত অক্ষুণ্ন সত্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

ইহাতে রোগ না হইবার উপায়, হইলে চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে মুক্তি লাভের উপায়, এবং যে স্থলে অল্পজ্ঞ লোকের চেষ্টাতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব সে স্থানে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত লইবার পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং চিকিৎসক অচিকিৎসক, ছাত্র ছাত্রী, যুবক বৃদ্ধ, ও বালক সকলেরই পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপকারী।

ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক বিতরণ।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার আমাদিগের ভিক্টোরিয়া কলেজের নিয়মানুসারে যে সকল মহিলা ও বালিকারা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের পুরস্কার বিতরিত হইয়াছে। এই পুরস্কার বিতরণের জন্য যে সভা হয় তাহাতে মহামান্য লড বিশপ, ফাদার লাফোঁ মাননীয় ধনাধ্যক্ষ মেজর বেয়ারিং সাহেবের স্ত্রী (মিসেসবেয়ারিং) এবং গবর্ণর জেনেরলের মুন্ত্রী মাননীয় গিব্‌স সাহেবের কন্যাদ্বয় অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় নর নারী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ আমাদিগের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, ইহার কার্য্যপ্রণালী ও পরীক্ষা গ্রহণের নিয়মাদি পাঠ করেন, তৎপর মিসেস্ বেয়ারিং অতি উৎসাহের সহিত উপস্থিত মহিলা ও বালিকাদিগের হস্তে পুরস্কারের দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন। তৎপর লর্ড বিশপ সভার নিয়ম কার্য্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্য বিষয়ে অতি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বক্তৃতা করিলেন। আগামী মাসে তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিব আমাদের এরূপ ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চশ্রেণীর সমুদায় বিষয়ের পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্টরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক

দুই শত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি স্বনামাঙ্কিত একটি সুন্দর রূপার ঘড়ী পুরস্কার পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্তশ্রেণীর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি এক শত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি ও রৌপ্য মেডল পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী চারুবালা সেন নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বার্ষিক একশত টাকার ছাত্রীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীতে উত্তম বাঙ্গলা গদ্য রচনার জন্য যে পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগঞ্জের শ্রীমতী কিশোরিমোহিনী সেন এবং ঢাকা জেলার কোন পল্লীগ্রামের একটি কুলবধূ এই দুইজনে তুল্যরূপে অত্যুচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দুইজনেই পঁচিশ টাকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত কুলবধূটী উত্তম হস্তলিপীর ১৫ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের একটি হিন্দু কন্যা শিল্পের জন্য ১০ টাকা একটি ব্রাহ্মিকা উত্তম রন্ধনের জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা সকল ছাত্রীই পুস্তকাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি মিসেস্ বিয়ারীং আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে পত্র দ্বারা এই বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রণালী বিষয়ে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও লর্ড বিশপ বলেন গৃহ কর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহে বসিয়া দেশীয় রীতি অনুসারে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষা লাভ করা ইহা নূতন বিধ সুব্যবস্থা। মিসেস বিয়ারীং আগামী বৎসর ১০০ টাকা পুরস্কার দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। লর্ড বিশপ ও আহ্লাদ সহকারে অর্থ দান করিতে প্রস্তুত। মহারাজ গুইকুমার ভিক্টরিয়া কলেজের জন্য ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

স্বর্ণরেণু।

পৃথিবীর মানাপমান ও স্তুতি নিন্দার আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিলে ধর্ম্মজীবন বিশুদ্ধ হয় না।

যে ধর্ম্মাভিলাষী পৃথিবীর নিকট কিছু আশা করেন তিনি প্রতারিত হন। কেন না স্বর্গ আর পৃথিবীতে ব্যবধান অনেক।

সাধুতা শিশুর সরলতা ও নির্ভরে প্রতিষ্ঠিত, যত সরলতা নির্ভর বাড়ীতে থাকে, তত ধর্ম্মজীবন বিশুদ্ধ হয়।

যে স্থলে নদীর জল অধিক সে স্থানে জলোচ্ছ্বাস নাই, চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু অল্প জলেই যত বিপদ সংগৃহীত হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তির গাম্ভীর্য্য না জন্মিলে আপদের আশঙ্কা আছে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১২ সংখ্যা] চৈত্র, সন ১২৮৯। [৫ম খণ্ড

মুক্তকেশী।

নবম অধ্যায়।

সিদ্ধেশ্বর বসু দশ দিন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিলেন। যত পরিচিত গ্রাম ছিল সকল গ্রামে ভ্রমণ করিলেন, তদ্ব্যতীত যে স্থানে যাইতেন সে স্থানে যদি অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা হইত তাহার নিকটেও অতি ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ লইতেন কিন্তু কোথাও আর কোন সংবাদ পাইলেন না। এজন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া নিশ্চিন্তপুরে আসিলেন। নিশ্চিন্তপুরে আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণকুমার বাবু তথায় নাই। অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন কৃষ্ণকুমার বাবু কোথায়? তিনি বলিলেন, "আমি যতটুকু জানি তাহাতে তিনি এই স্থানে আছেন, ইহাই জানি কিন্তু এস্থানে নাই ইহা তো জানি না। কোথায় গিয়াছেন আমাকেতো তাহার বর্ণটিও বলেন নাই।"

এই কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরের বুক্ ভাঙ্গিয়া গেল। বিষাদের উপর ঘোর বিষাদ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। ভাবিলেন, মানুষ শোকের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে, তবে কি কৃষ্ণকুমার আত্মহত্যা করিলেন? তাই বা সত্য হইবে কিরূপে? তাদৃশ অনুচিত কার্য্য করিলেও তাহার আয়োজন কিরূপে হইল? তবে কি করিলেন, কোথায় গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধেশ্বর বাড়ীর অন্যান্য লোক জনের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না একজন লোক বলিল, "সেই দিন আমরা যখন নৌকাতে চড়ে রতনগঞ্জের হাট করিতে যাই, তখন একটি ভদ্রলোক (তাহাকে চিনি না) আমাদের নৌকাতে রতনগঞ্জ গিয়াছিলেন কিন্তু আসিবার সময়ে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইনি।"

তৎপর বিশেষ সন্ধান করিয়া জানিলেন, কৃষ্ণকুমার কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী রতনগঞ্জ গিয়া গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং একটি পুরাতন বিল্বতরু আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি এক নির্জ্জন প্রদেশে সেই বিল্বতরু প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাত্রিদিন তাহার মূলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল ধ্যান করেন। সিদ্ধেশ্বর অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে এই নিশ্চিত সংবাদ পাইয়া রতনগঞ্জ গমন করিলেন। সে স্থানে কৃষ্ণকুমারকে তদবস্থায় দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। সিদ্ধেশ্বরের এত ভাবনা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধেশ্বর জাতিতে কায়স্থ, কৃষ্ণকুমার ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে কখনও আলাপ ছিল না, কৃষ্ণকুমারের গ্রামের নিকটে ও তাহার বসতি নহে, তবে সিদ্ধেশ্বর তাঁহার জন্য এত চিন্তা করেন কেন? ইহার উত্তর সিদ্ধেশ্বরের স্বভাব। এ পৃথিবীতে সিদ্ধেশ্বরের আপনার বলিবার পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র ভ্রাতা ভগিনী কেহ নাই। তথাপি সিদ্ধেশ্বর ব্যস্ত। যাহাদের সংসার আছে তাহারা ও তেমন ব্যস্ত নহে কিন্তু সিদ্ধেশ্বর যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত. ইহার কারণ কি? ইহার কারণ দায়িত্ব গ্রহণ। তিনি করিবেন বলিয়া যে কার্য্য গ্রহণ করেন তাহা না করিলে বা তাহাতে ক্ষতি হইলে তিনি দায়ী, আপনি আপনাকে এইরূপ দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর লোকচরিত্র যেরূপ সিদ্ধেশ্বর তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রশীল। সিদ্ধেশ্বরের বয়স অতি-অল্প দেখিতে অতিরূপবান্। লিখা পড়া বড় মন্দ জানেন না কিন্তু সংসার করিবার তাঁহার মতি নাই। তবে কি তিনি ব্রহ্মচারী? না। তিনি পরের সংসার লইয়া এত অনবসর যে ইহার পর কি করিবেন তাহা চিন্তা করিবার ও অবসর পান না। কাহারও কোন বিপদ দেখিলে যত দিন তাহা নিবারিত না হয় সিদ্ধেশ্বর তাহার সঙ্গ ছাড়েন না। ছাড়েন না তাহা নহে, তাঁহার প্রকৃতিই তাঁহাকে ছাড়িতে দেয় না। সিদ্ধেশ্বরকে সুরূপ সুচতুর যুবক বুদ্ধিমান্ ও লিখা পড়াতে পটু দেখিয়া অনেকে কন্যাদান করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু সিদ্ধেশ্বর তাহা করেন নাই। এখন বোধ হয় পাঠিকা সিদ্ধেশ্বরের প্রকৃতির তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেন। এখন বুঝিতে পারিলেন যে সিদ্ধেশ্বরের প্রকৃতি এমন উপাদানে গঠিত যে তিনি কৃষ্ণকুমারের জন্য চিন্তা না করিয়াই থাকিতে পারেন না।

দূর হইতে সিদ্ধেশ্বর শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণকুমার রতনগঞ্জের হাট ছাড়িয়া প্রায় একক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল আছে, তাহার নিকটে একটি নির্জ্জন স্থানে বিল্বমূলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। সেই সংবাদে সিদ্ধেশ্বরের বিষণ্ণমুখ প্রসন্ন হইল। তাঁহার অন্তরে আশা ও আনন্দের স্রোতঃ বহিতে

লাগিল। কৃষ্ণকুমার তাঁহারই মনের ভাবের অনুরূপ বেশ ভূষা গ্রহণ করাতে তিনি হৃষ্ট হইলেন কিন্তু কৃষ্ণকুমারের স্ত্রী পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, এইরূপ প্রকারে প্রসন্ন আবার বিষণ্ণ হইতে হইতে সিদ্ধেশ্বর কৃষ্ণকুমারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধেশ্বর যখন উপস্থিত হইতেছেন তখন তাঁহার মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন ছিল কিন্তু কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে চক্ষে চক্ষে পড়িবার সময় আবার অপ্রসন্ন হইল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণকুমার হাসিলেন, হাসিয়া বেগে উঠিয়া সিদ্ধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং নিকটে বসাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণের ভাই সিদ্ধেশ্বর! বল দেখি কি করে এলে?"

সিদ্ধ। অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, কোন সংবাদ পাইলাম না।

কৃষ্ণ। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম কোন সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না। ঘোর অন্ধকারপূর্ণ দ্বিপ্রহর রজনীতে যাঁহারা প্রান্তরস্থ নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহাদিগের সংবাদ লইতে আসিবে কে? আমি আপনি তাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহাদের সংবাদ আমা অপেক্ষা ভাল জানে কে? তথাপি কেবল দুরাশা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তোমাকে দুঃখ দিলাম?

সিদ্ধ। নিশ্চিন্তপুর হইতে কেন আসিলেন? সে স্থানে কোন কষ্ট হয়েছিল কি?

কৃষ্ণ। তুমি বোধ হয়, আশ্রয়দাতার দোষানুসন্ধান করিতেছ? তাহা করিও না। তিনি আমার যত সেবা করিয়াছেন আমি তাঁহার সেই ঋণ শোধ করিতে পারিতেছি না? তার উপর অকৃতজ্ঞতার ভার চাপাইলে আর রক্ষা থাকিবে না। আমি কি তবে এখানে অধিক শারীরিক সুখ পাইব বলিয়া আসিয়াছি?

সিদ্ধ। তবে এখন মন্তব্য স্থির করিয়াছেন কি? শেষ জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিবেন?

কৃষ্ণ। তুমি আমার অন্তরঙ্গ, সুপরামর্শ দাতা, তুমি কি পরামর্শ দেও, তা বল। আমার অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলাইয়া লইব। অথবা প্রয়োজন পড়িলে প্রকাশ করিয়াও বলিব।

সিদ্ধ। আমি আপনার নিকট বালক, আমি আপনার ইচ্ছার অনুসরণ করিতে চাই।

কৃষ্ণ। আমি বয়ঃক্রমে তোমার দাদা, তুমি হৃদয়ের বলে আমার দাদা। সুতরাং আগে তোমার মন্ত্রণা শুনিব।

সিদ্ধ। আমার ইচ্ছা হয়, প্রথমতঃ কোন ধর্ম্মতত্ত্ব বিশারদ লোকের নিকট খাটি তত্ত্ব অবগত হই, তৎপর তাঁহার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে চলি।

কৃষ্ণ। আমি তোমার এ কথায় বড় অনুমোদন করিতে পারিতেছি না, যাঁহারা পণ্ডিত আমি তাঁহাদিগকে ভয় করি, তাঁহাদিগের কাহার ও

মতের স্থিরতা নাই। যদি বিতণ্ডা করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগের নিকটে যাওয়াই ভাল কিন্তু ধর্ম্ম জীবন গঠন করিতে হইলে, আপন হৃদয়স্থ ইষ্ট দেবতার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলাই ঠিক।

সিদ্ধ। তাহা বুঝিতে পারিব কিরূপে?

কৃষ্ণ। দেবতা দূরে নহেন কিন্তু আপন হৃদয়ে। তাঁহার কথা যদি না বুঝিতে পার অন্যের কথা বুঝিতে পারিবে না, বুঝিতে পারিলেও কোন ফল দর্শিবে না। তিনিই মানুষের যথার্থ গুরু মানুষ কখনও অন্যের গুরু হইতে পারে না। যথা—

শাস্তা বিষ্ণুর শেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ। তমৃতে পরমাত্মানং জন্তুঃ কঃ কেন শাস্যতে। (বিষ্ণু পুঃ)

হৃদয়স্থ বিষ্ণুই সমুদায় জগতের শাস্তা তিনি ব্যতীত আর কে কাহাকে শাসন করিতে পারে? অতএব তাঁহার শাসনাধীন হইয়া চলাই ঠিক, কেন না তাঁহার আজ্ঞাতে মত ভেদ নাই। একই মত অভ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিবে।

সিদ্ধ। ইহা যে বুঝিতে পারি না তাহার কি?

কৃষ্ণ। তুমি আমা অপেক্ষা অধিক বুঝিতে পার; কেন না তুমি সেই রূপেই পরিচালিত হইয়া থাক।

সিদ্ধ। কৈ আমি তো তাহার কোন সংবাদ জানি না?

কৃষ্ণ। তুমি বিবাহ কর নাই কেন?

সিদ্ধ। বিবাহ করিব কি রূপে?

কৃষ্ণ। কেন তোমার কেহ অভিভাবক নাই এই জন্য? কেহ কি তোমার বিবাহের চেষ্টা করিবার নাই?

সিদ্ধ। আমার এসংসারে কেহ নাই সত্য কিন্তু যাঁহার সঙ্গে বিবাহের কথা উপস্থিত হয় তাঁহার তো সকলই আছে।

কৃষ্ণ। তাঁহারা কি আপনারাই তোমাকে বাঁচিয়া কন্যা দান করিতে চাহিয়া ছিলেন?

সিদ্ধ। হাঁ।

কৃষ্ণ। তবে করিলেনা কেন? কন্যার কি কোন দোষ আছে?

সিদ্ধ। না। কন্যা সকল বিষয়েই ভাল।

কৃষ্ণ। তবে কেন বিবাহ করিলে না?

সিদ্ধ। কেন করিলাম না, তাহা বলিতে পারি না কিন্তু ইচ্ছা করিল না।

কৃষ্ণ। এ অনিচ্ছার মূল কি অনুসন্ধান করিয়াছিলে?

সিদ্ধ। না।

কৃষ্ণ। তোমার আপনার বিচারশক্তি তোমার অজ্ঞাতসারে যে স্থানে পরাজিত হইয়াছে তাহা কোন পরাক্রান্ত বিচার শক্তি ইহা তোমার বিশ্বাস করা উচিত। সে শক্তি অন্য কাহার ও নহে, অন্যের হইতে ও পারে না। ভাল, তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করি, তুমি আপনার কর্ম্ম কার্য্য ফেলিয়া অন্যের জন্য এত পরিশ্রম কর কেন?

সিদ্ধ। আপনার কার্য্যইতো করি, যদি পরের কার্য্য করি বলিয়া জানিতাম তবে করিতাম না।

কৃষ্ণ। যদি এই কথা জগতের অন্য কোন ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেওকি তোমার মত উত্তর দেবে?

সিদ্ধ। না।

কৃষ্ণ। তাহারা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবে?

সিদ্ধ। তাহারা পরের কার্য্য আপনার বলিয়া স্বীকার করিবে না।

কৃষ্ণ। তবে তুমি কর কেন?

সিদ্ধ। তাহা তো কখন চিন্তা করি নাই। আমি জানিতাম ইহা আমার প্রকৃতি।

কৃষ্ণ। তুমি প্রকৃতিকে ঈশ্বরবাক্য হইতে স্বতন্ত্র বল বলিয়া গোল হয়। তুমি চিন্তা করিয়া দেখ তবে বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃতির ভিতর দিয়াই ঈশ্বর আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া তিনি কিছুই করেন না।

চরিত্র ও শিক্ষা

চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করা যাইতেছে। চরিত্র দুই প্রকার এক স্বতঃ সিদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্র, আর সাধন সিদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্র। স্বতঃ সিদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্র লোকেরা, চরিত্র লাভের জন্য কোন নীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। সংসার যদি সহস্র সহস্র পাপ দুর্নীতিতে

কলঙ্কিত হইয়া যায়, আর সেই পাপকলঙ্কের ভিতরে তাঁহার জন্ম হয়; সে পাপ ও কলঙ্ক তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। কিন্তু সূর্য্যালোকতুল্য তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা বিকীরিত হইয়া জগতের পাপ কলঙ্ক দূর করিয়া দেয় এপ্রকার চরিত্রবান্ লোক জগতে বড় অল্পই জন্ম গ্রহণ করে। এই চরিত্র বিষয়ক প্রমাণ স্থলে আমরা শাক্যমুনি, মহর্ষি ঈশা প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারি। ইহাঁরা যে প্রকার পাপান্ধকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, নিজ নিজ চরিত্রের তেজঃ প্রভাব দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া ছিলেন কিন্তু সাময়িক পাপ দুর্নীত প্রভৃতি তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এই যে তেজঃপূর্ণ চরিত্র ইহা কোন শিক্ষাপ্রণালীর বলে জন্মে না কিন্তু মূর্খতার ভিতর দিয়া বিধাতার অমোঘ ইচ্ছা বলেই তাদৃশ তেজঃপূর্ণ চরিত্রের অভ্যুদয় হইয়া থাকে।

অন্য প্রকার চরিত্র শিক্ষা বা সাধন দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি মহাপুরুষদিগের প্রকৃতির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নহে কিন্তু কর্দ্দমতুল্য নমনীয় ও কোমল। বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গে রাখিলে সাধু সুশীল ও ধার্ম্মিক, আর কুশিক্ষা কুসঙ্গে রাখিলে তাহারা দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। মানুষ বড় অনুকরণ প্রিয়, তাঁহারা আপনা অপেক্ষা বড় লোক (পিতা মাতা বা

শিক্ষক) দিগকে যাহা করিতে দেখে যেরূপ চলিতে দেখে আপনারা ও তাহাই করিয়া থাকে। যথা—

"যদ্‌যদা চরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ, স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা।"

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকেরাও তাঁহাদেরই অনুকরণ করে। তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করেন, ইতর লোকেরা তাহারই অনুবর্ত্তন করে। এই কারণে সন্তান সন্ততিরা সচ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্র পিতা মাতার অনুরূপ হয়। পিতা মাতার চরিত্র ও প্রকৃতি, চিন্তা ও ভাব সন্তানে সংক্রামিত হয় ইহা যেমন সত্য সেইরূপ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের চরিত্র ছাত্র ও ছাত্রীতে সংক্রামিত হয় ইহা তদপেক্ষা অধিক সত্য। আমরা এই সকল কথাতে বহুল পরিমাণে সত্য আছে স্বীকার না করিয়া পারিনা কিন্তু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পিতা মাতা ও শিক্ষক শিক্ষায়িত্রী ব্যতীত অন্য লোকের চরিত্রও সরলতা ও কোমলতাপ্রবণ ছাত্র ছাত্রীদিগেতে সংক্রামিত হয়। এই নিমিত্ত শিক্ষা বিষয়ে যদি ভাল প্রণালী ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে শিক্ষা দ্বারা চরিত্র সুগঠিত হইবার আশা করা যায় কিরূপে?

ভাল শিক্ষা হইলে চরিত্র অবশ্যই বিশুদ্ধ হইবে। অনেক স্থলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনেকেই শিক্ষা দ্বারা সুচরিত্র বলিয়া জগতে পূজিত হইয়াছেন। এই কথার প্রমাণ স্থলে মিল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। এ বিষয়ে আমাদিগের বলিবার অনেক কথা আছে, মিল যদি শিক্ষিত না হইতেন তাহা হইলে যে দুশ্চরিত্র হইতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তিনি শিক্ষা দ্বারাই যে চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কিরূপে? তাঁহার পিতা তাঁহাকে যেরূপ সাবধানতার সহিত শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন লোকে বিদিত আছে কিন্তু মিল পিতা কর্ত্তৃক ঘোরতর নাস্তিক্যবাদ ও চিন্তা পরায়ণতা বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াও একেবারে নাস্তিক হইয়া চিরজীবন কাটাইতে পারেন নাই। সুতরাং বলা যায় যে তাঁহার পিতা জেমস্ মিল তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার প্রকৃতি সে শিক্ষা অতিক্রম করিয়া অন্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। আমরা মিলের আস্তিক্য, আস্তিকতা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ও প্রচুর বলিয়া গ্রহণ করি না কিন্তু মিল প্রবল নাস্তিকতার দুর্গমধ্যে বহু যত্নে রক্ষিত হইয়া ও সে দুর্গ ভেদ করিয়া আস্তিকতার আলোক দর্শন করিয়াছিলেন এই মাত্র বলি সুতরাং মিল শিক্ষা দ্বারা চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন ইহা আমরা

প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিতে পারি না। শিক্ষা দ্বারা লোক সচ্চরিত্র হয় এ কথাতে সত্য আছে কিন্তু ইদানীন্তন যুবক যুবতীরা যেরূপ দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ দিতেছে তাহাতে ও কথা বিশ্বাস করিতে আর ইচ্ছা হয় না। আমরা শিক্ষা প্রণালীর ভিতরে কিছুই সত্য নাই এ কথা বলিতেছি না। মিল সাহেবের প্রতি তাঁহার পিতার যত্ন যে কিছুই কার্য্য করিতে পারে নাই তাহা ও বলিতেছি না। যত্ন করিয়া সুনীতি বিষয়ক সত্য সকল মানবহৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে অনেক লাভ আছে কিন্তু আজ কাল সেরূপ চেষ্টা কিছুই করা হয় না। যেরূপ অনিয়মে ও বিশৃঙ্খল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে নীতির পরিবর্ত্তে দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস! এখন শুনা যাইতেছে বিদ্যালয়ে কোন নীতি কি ধর্ম্ম পুস্তক পড়ান হইবে না। কিন্তু নাস্তিকতা ও দুর্নীতি শিক্ষা না দেওয়ার বিষয়ে কোন শাসন নাই। সুতরাং বলা যায় যে ধর্ম্ম আর নীতির সঙ্গেই যত মারামারি! শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্ম নীতির শত্রু, বিচারালয়ে ধর্ম্মনীতির বিরোধী লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, চিকিৎসকগণের মধ্যে অধিকাংশ প্রকাশ্য নাস্তিক ও দুর্নীতি পরায়ণ, এতশক্রতা ও বিরুদ্ধ ভাবের ভিতরে পড়িয়াও অদ্যাপি ধর্ম্ম ও নীতি যে জীবিত আছে আমরা সেই জন্যই দয়াময় পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এইরূপ ধর্ম্ম নীতির অবমাননা যে রাজ্যে যে স্থানের শিক্ষা প্রভাবে কত শত সহস্র যুবক ধর্ম্ম ও নীতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া অধর্ম্ম ও দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, সে স্থানে যদি নারীগণ শিক্ষা করিতে যান, তবে তাঁহাদের দশা যেরূপ শোচনীয় হইবার সম্ভব তাহা ভাবিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। নারী জাতির জীবনের পবিত্রতা ইহাতে দিন দিন চলিয়া যাইবে, অপবিত্রতা, দুর্নীতি, অহঙ্কার, অবিনয়, স্বার্থপরতা প্রবেশ করিবে। কেন না পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি ভীরু ও কোমলা। প্রলোভনের মুখে তাঁহাদিগের তিষ্ঠিয়া থাকা বড়ই দুষ্কর। কতগুলি পুরুষ যাঁহারা নারী জাতিকে তাঁহাদিগের প্রকৃতির অনুপযোগী শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল যে সেই সেই শিক্ষিত নারীদিগের অকল্যাণের বীজ পুঁতিতেছেন তাহা নয় কিন্তু নারী সমাজকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

শিক্ষা বিভাগের নিয়ম যেরূপ শিথিল, তাহাতে পুস্তক পাঠ হওয়া সম্ভব। ভাষা, অঙ্ক, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, এ সকল অভ্যস্ত হইতে পারিবে কিন্তু চরিত্র গঠিত হইবার কোন আশা নাই। যদি আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীজাতির প্রকৃতি রুচি ও আচার ব্যবহার ধরিয়া

বিচার করা যায়, যদি আমাদিগের দেশীয় ভদ্র সমাজের অবস্থার প্রতিদৃষ্টি করা যায়, তবে বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে শিক্ষাকার্য্য চলা সঙ্গত নহে।

আমরা বাঙ্গালি, আমাদিগের গৃহে কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতিরা ও আমাদিগের সমাজের অনুরূপ থাকে, তাহাই আমাদিগের ভাবী মঙ্গলের জন্য কিন্তু তাহারা যদি ভিন্ন দেশীয় নারী জাতির ন্যায় ধৃষ্টা, প্রগলভা হইয়া গৃহ কার্য্য করিতে শিক্ষা না করে, গুরু জনকে সম্মান না করে। তাহারা যদি পুত্র কন্যাদিগের লালন পালনে অসমর্থা হয়, যদি বিলাসপরায়ণা হইয়া সর্ব্বদা চাকর চাকরাণীর প্রতিনির্ভর করিয়া চলে। পতিপুত্রগণ যদি চারিটি অন্ন ক্ষুধার সময় না প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের যদি অন্নের জন্য সর্ব্বদা পাচক পাচিকাদিগের শরাণাপন্ন হইতে হয় তবে কি সুখী হইতে পারিবেন? তাহাতে পারিবারিক অবস্থা মিষ্ট বোধ হইবে? বস্তুতঃ বিলাতে যাহা সুচরিত্র বলিয়া গণ্য তাহার সকলগুলিই এদেশেও সুচরিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, হয়ও না। বিলাতি সকল প্রকার আচরণকে আমরা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যাহাকে সুচরিত্র বলি তাহা এই দেশের চির প্রসিদ্ধ সুচরিত্র।

প্রকৃত বিবাহের উচ্চ দৃষ্টান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাহেরন্‌নেসা স্বামীর সেবা করেন। এখানে ওখানে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পান সমুদায় স্বামীর সেবায় ব্যয় করেন। দয়ালু লোকেরা তাঁহার পতিভক্তি দর্শন করিয়া প্রচুর অর্থাদি প্রদান করিতেন, তাহেরন্‌নেসা মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করতঃ তাঁহাদিগের দান গ্রহণ করেন। যে দিন যে স্থানে যাহা পান হৃষ্টচিত্তে তাহাস্বামীর নিকটে বলেন। তাঁহার স্বামীর রোগের যন্ত্রণায় রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। তাহেরন্‌নেসা সেইজন্য তাহার নিকট মনঃপ্রসাদকর নানা প্রকার সৎকথা, সচ্চরিত্র সাধুদিগের জীবনবৃত্তান্ত গল্পচ্ছলে পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতেন। বিপদের সময়ে সাধুরা কি প্রকারে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া থাকেন সাধুদিগের জীবন বৃত্তান্ত হইতে সেই সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া স্বামীকে শুনাইতেন। দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া পাছে স্বামীর বিশ্বাস বিচলিত হয় সেই জন্য তিনি নানা প্রকার উপন্যাস পূর্ণ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিতেন। এবং পর লোকের জীবন্ত ভাব সকল আশাপূর্ণ বাক্যে বর্ণন করিতেন। তাঁহার সেবাতে রুগ্ন স্বামী এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে পত্নীকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতেন। আর তাঁহার

নিকট যাহারা আসিত, তাহারই নিকটে দশ মুখে পত্নীর গুণ বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তাহেরন্‌নেসার স্বামিসেবা ক্রমে দুই বৎসর অতিক্রম করিল, ক্রমে তাঁহার স্বামীর শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এক দিন সহসা অল্প কিঞ্চিৎ জ্বর হইয়া সেই জ্বর ক্রমে দুই দিন ভোগ করিল এবং তৃতীয় দিবসে সেই জ্বর পরিত্যাগ পাইবার সময়, তিনি ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়া দয়ালু ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তাহেরন্‌নেসা অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এমত সময়ে গ্রামের একটি স্ত্রীলোক (দেখিতে আসিয়াছিলেন) নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা! আর বৃথা বিলাপ কর কেন? তোমার স্বামী যেরূপ রুগ্ন অবস্থায় জীবিত ছিলেন, তিনি আর জীবিত থাকিলে তাঁহাকে আরও যাতনা ভোগ করিতে হইত। তাহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে।"

তাহে। ওগো! তোমরা আমার বেদনা কি বুঝিতে পারিবে? আমার রুগ্ন স্বামীর জন্য আমি কুলবধূ হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কত অপমান, গ্লানি, নিন্দা সহ্য করিয়া ও আমি সুখী ছিলাম। আমি দিনান্তে গৃহে আসিয়া স্বামিসেবা করিয়া সুখী হইতাম, তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া রাত্রি যাপন করিতাম। দয়ালু ঈশ্বরের দয়া স্নেহ আমাদিগের প্রতি কত, তাহার আলোচনা করিতাম। পতির সঙ্গে একত্র ঈশ্বরোপাসনা করিয়া জীবন পবিত্র করিতাম। আমার সকল গ্লানি দূর হইত, সকল দুঃখ অপমান সুখে পরিণত হইত, আমার সে আনন্দ লোকের রাজ্যপদ সম্ভোগের আনন্দ অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ছিল। আমার সেই সুখ সেই সৌভাগ্য চিরকালের জন্য ফুরাইয়া গেল। এখন আমি কাহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিব? কাহার কথা বলিয়া লোকের গৃহে ভিক্ষা করিতে যাইব? আমার স্বামিসেবার গৌরব যে ফুরাইয়া গেল, আমি যখন লোকের গৃহে ভিক্ষা করিতে যাইতাম, আমি পতিভক্তি পরায়ণা বলিয়া কত শত লোকে আমার মস্তকে পুষ্প ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত, আমার সে গৌরব যে ফুরাইল, এখন আর আমাকে তেমন আদর কে করিবে? আমার পতির জন্যই আমার আদর ছিল এখন পতিহীনাকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আমার জীবনে সতীত্বের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া কোন পাপিষ্ঠ আমার প্রতি কখন দুর্ব্বাক্য বলিতে সাহস পাইত না। এখন আমার সকল আশা নির্ম্মূল হইল? সকল সুখ সৌভাগ্য অদৃশ্য হইল? এখন আমাকে পথের নিরাশ্রিত কাঙ্গালিনী দেখিয়া মন্দলোকেরা উপহাস করিবে, বলপ্রকাশ করিবে, আমার জীবনের পবিত্রতাও পুণ্যের তেজঃ নষ্ট করিতে চেষ্ট করিবে, সে দুঃখ

আমি কিরূপে সহ্য করিব, তাই বল।

তৎপর গ্রামের সমুদায় ভদ্র লোক সমবেত হইয়া তাঁহার স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিল। এখন নিরাশ্রিত তাহেরন্‌নেসা একাকিনী গৃহে অবস্থিতি করতঃ স্বামীর কবরের উপরে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া দিন কাটান। আহার নিদ্রা ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমুদায়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য জন্মিল। এই সময়ে তিনি অন্য এক নূতন বিপদে আক্রান্ত হইলেন। দুষ্ট অসচ্চরিত্র লোকেরা তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। সামান্য লোকের কোন চেষ্টা তাঁহার নিকট ফলবতী হইতে পারিল না। কেবল একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার তাঁহার সাধু চরিত্র কলঙ্কিত করিবার জন্য নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিল। যে গ্রামে তাহেরন্‌নেসার বসতি ছিল, তাহার অনতিদূরে লক্ষ্মীপুর নামক গ্রামে, আব্‌দুল করিম নামে এক জন জমিদার বসতি করিত। তাহেরন্‌নেসার স্বামী জীবিত থাকিতে সেই রুগ্নাবস্থায় তাহেরন্‌নেসা যখন ভিক্ষা করিতেন সেই সময়ে আবদুল করিম তাঁহাকে দেখিয়াছিল। সেই অবধি তাহার মনে লোভের সঞ্চার হয়। এবং নানা প্রকারে তাহার সেই দুরভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে, পরে অন্য কোন সুবিধা না দেখিয়া কাঙ্গালিনী তাহেরন্‌নেসাকে ধন দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুশীলা সাধুমতি তাহেরন্‌নেসা ভাব ভঙ্গিতে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই অবধি তাহাদিগের ঐ প্রদেশে আর ভিক্ষার্থ যাইতেন না।

অভদ্র অবদুল করিমও তখন হইতে মন্দ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু তখন কৃত কার্য্য হইতে পারে নাই। এখন তাহেরন্‌নেসার স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে সে সুযোগ বুঝিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। একে তাহেরন্‌নেসা অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়াছেন, তাহার উপর আবার দুষ্ট আবদুল করিমের এই অসদভিসন্ধিতে পড়িয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে দুরাচার যবন যেরূপ অর্থসামর্থ্যশালী তাহাতে এ স্থানে নিরাপদে থাকিতে পারা অসম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া পাবনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যদুনাথ ঘোষালের শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষার্থিনী হইয়া তাহেরন্‌নেসা যদুবাবুর নিকট যাইতেন এবং স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত নিজের নিঃসহায়তার কথা বলিয়া তাঁহার নিকটে অর্থাদি ভিক্ষা করিতেন। তাহাতেই তাঁহার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল, এমন কি? যদুবাবু তাহেরন্‌নেসার ব্রতপরায়ণতার জন্য আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ বাৎসল্য করিতেন। সেই ভরসায় তাহেরন্‌নেসা যদুবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের বিপদ সমুদায় তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

যদুবাবু সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার প্রতি আমি চিরকাল সন্তুষ্ট, অদ্য আরও সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য আমার মনে তোমার প্রতি এমন ভাব জন্মিয়াছে যে তোমার পায়ে পড়িয়া তোমাকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু বল দেখি, তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যে বিধি আছে (স্বামীর মৃত্যু হইলে যুবতীরা পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে) তাহা তুমি মান্য করিবে না কেন?"

তাহে। আমার ইচ্ছা, আমি স্ত্রীলোক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমার সামর্থ্য নাই। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ করা আর না করা ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমি কেবল এই মাত্র জানি যে আমার সুখ দুঃখদাতা ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া, তাঁহার সান্ত্বনা পাইয়াই দুঃখের দিন সুখে কাটাই। তাঁহার অনুমতি না পাইলে আমি আর বিবাহ করিতে পারি না।

যদু। তুমি পুনর্ব্বিবাহ করিবে কি না এ বিষয়ে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় জান?

তাহে। এ কার্য্য না করাই আমি তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া জানি।

যদু। তুমি কি এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

তাহে। না, যদি স্বামীর নিকটে কেহ বিবাহ করিতে অনুমতি চায় তবে স্বামী তাহাকে কি বলেন?

যদু। তাহেরন্‌নেসা, ধন্য তুমি ধন্য! কে বলে তুমি মুসলমানের কন্যা? তুমি যে কত শত ব্রাহ্মণেরও নমস্যা? মা, আমি প্রাণ দিব তোমার জন্য। কার সাধ্য তোমার সতীত্বের ক্ষতি করিতে পারে? এই বলিয়া তাহেরননেসাকে সঙ্গে লইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে গেলেন এবং সকল বৃত্তান্ত বলিয়া অভয় ভিক্ষা চাহিলেন। পর দিন কাছারীর সময় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারীতে আসিয়াই আবদুল করিমকে তলপ দিলেন। আবদুল করিম কাছারীতে উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য বিধবা তাহেরন্‌নেসার প্রতি দৌরাত্ম্য কর?

আব। ধর্ম্মাবতার! আমি তাহার প্রতি কোন দৌরাত্ম্য করি নাই, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, আমাদের শাস্ত্রে স্বামীর অভাবে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাই আমি সেই যুবতীকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছি মাত্র।

মাজি। তাহেরন্‌নেসা, এ বিষয়ে তোমার বলিবার কি আছে বল।

তাহে। আমি অনেক দিন বারণ করিয়াছি যে আমি বিবাহ করিব না কিন্তু এই ব্যক্তি আমার বারণ মানে না, বলপূর্ব্বক আমাকে বিবাহ করিতে চাহে।

আবদুল। আমি বিবাহ করিতে বল প্রকাশ করি নাই কিন্তু শাস্ত্রের বিধি পালনের জন্য বল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রাখি।

মাজি। তাহেরন্‌নেসা, তোমার কি উত্তর আছে বল।

তাহে। প্রথমতঃ আমার উত্তর, কেহ যদি শাস্ত্র বিধি না মানে, সে তাহার পাপের ফল আপনি ভোগ করিবে, সে জন্য অন্য লোকের বল প্রকাশের অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ করিতেই হইবে, না করিলে তাহার পাপ হইবে শাস্ত্রে এরূপ বিধি নাই। যদি কেহ আবশ্যক বোধ করে তবে করিতে পারে এইরূপ বিধি আছে। আমি আবশ্যক বোধ করি না সুতরাং আমি বিধবা থাকিয়া মরিব কাহাকেও আর বিবাহ করিব না।

মাজি। আবদুল করিম! তোমার বলিবার কি আছে বল।

আব। আমি আর কি বলিব? হজুর বিচারের কর্ত্তা, যাহা আজ্ঞা হইবে তাহাই পালন করিব।

মাজি। এই কথা অতি সত্য যে করিতেই হইবে এইরূপ বিধি নাই। কিন্তু আবশ্যক বোধ হইলে করিতে পারে। বলপূর্ব্বক বিবাহ করা অবিধি। অতএব তুমি একরার কর অদ্যাবধি যত দিন তাহেরন্‌নেসা জীবিত থাকিবে ইহার মধ্যে যদি শুনিতে পাই যে তুমি তাহার প্রতি পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য করিয়াছ তবে তোমার সমুদায় ভূমিসম্পত্তি নিলাম বিক্রয় হইয়া সরকারে জব্দ হইবে। আর তোমাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই আদেশ প্রকাশ হইলে তাহেরন্‌নেসা সেলাম করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যদু বাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপন কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। তাহেরন্‌নেসাকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন। তাহেরন্‌নেসা জাতিতে মুসলমান কিন্তু কোন মুসলমান তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য দান করে নাই। বরং প্রতিকূল ব্যবহার করিয়াছে। তিনি যখন স্বামী সেবার জন্য ভিক্ষা করিতেন তখন হইতে হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিত, অর্থানুকূল্য করিত। এবং স্নেহ মমতা প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি দেখাইত। এখনও কেবল যদু বাবু নহে কিন্তু আরও অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ তাঁহার উপকার করিবার জন্য এজলাসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ও সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় লইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যদু বাবু গৃহে আসিলেন। তাহেরন্‌নেসা তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাহেরন্‌নেসাকে সে দিন রাত্রিতে তাঁহার গৃহ থাকিতে বলিলেন। তাহেরন্‌নেসা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, যদি গৃহ ছাড়িয়া অন্য স্থানে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে দুরাত্মা আবদুল করিমের সঙ্গে মোকদ্দমা করিতে এই জনতার ভিতরে আসিতাম না। সে স্থান ছাড়িয়া আপনার মত কোন পিতৃতুল্য বিশ্বাসী বন্ধুর নিকটে থাকিতে পারিতাম কিন্তু তাহা আমি পারি না।

যদু। কেন পার না?

তাহে। যে জন্য আর বিবাহ করিতে পারি না সেই জন্য।

শৈশব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, শৈশব কেবল বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় বোধের রাজ্য নহে; তাহাতে বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞান ও অল্পাধিক কার্য্য করিয়া থাকে। যদি আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে শিশুজীবনের ঘটনা সকল পর্য্যালোচনা করি, দেখিতে পাই তখন হইতেই শিশুর ভিতরে বুদ্ধি ও সহজ জ্ঞান ঈষদুদ্দীপ্ত দীপশিখার ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এই বিষয়ে কোন কোন সম্প্রদায় আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া কুসংস্কারের রাজ্যে গিয়া উপনীত হন। ভূমিষ্ঠ হইবার দুই একদিন পরেই দেখা যায় শিশু স্বপ্ন দর্শনে কখন ভীত ও ব্যস্ত হইয়া ক্রন্দন করে কখন আনন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হাস্য করে। এই যে ক্রন্দন ভীতি ও হাস্য ইহার কারণ কি? খুব নিপুণ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায় শিশু অন্য কোন জগতের সহিতগূঢ় যোগে আবদ্ধ। সে যেন কি এক অচিন্তনীয় বিষয় লইয়া প্রতি নিয়ত গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্ন আছে। শিশু চিন্তা করে, এ কথা অতীব হাস্য জনক। শিশু কিসের চিন্তা করে? তাহার প্রয়োজন কি? অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, বিত্ত, পরিবার, বন্ধু বান্ধব শিশু এ সকল সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব অবগত নহে। তাহার কোন বিষয়ে সদ্ভাব কি অভাব আছে কি থাকিতে পারে, এ সকল শিশুর চিন্তনীয় বলিয়া বোধ হয় না। অথচ বিনা চিন্তায় মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে পারে না। আবার মস্তিষ্কের পরিচালনা ভিন্ন চিন্তা নাই, চিন্তা ব্যতীত স্বপ্ন অসম্ভব। এ সময়ে শিশুর ইন্দ্রিয় বোধ ও অতিদুর্ব্বল। কেবল এক স্পর্শ শক্তি ব্যতীত অপর সকল ইন্দ্রিয়ই অতি ক্ষীণভাবে কার্য্য করে। শব্দ শ্রবণ, রূপ দর্শন, স্বাদ গ্রহণ, গন্ধ গ্রহণ করিতে সে অতি অল্পই সমর্থ। চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, তাহা সুরূপ কি বিরূপ, শিশু তাহার কিছুই জানে না সুতরাং দর্শন বিষয়ে ভয় কি সন্তোষ তাহার মনে হওয়া অসম্ভব। শব্দ শ্রবণ করে কিন্তু বেণু বীণা প্রভৃতির

শ্রুতিমাধুর্য্য এবং ঢক্কাদির কর্ণ কঠোর নিনাদ এ সকলের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে শিশু অসমর্থ। কেন না এ সময়ে তাহার শ্রুতি শক্তি এত দুর্ব্বল যে কঠোর বজ্র নিনাদেও শিশুকে ভীত বা সচকিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে ও তাহার ভীতি বা আনন্দের কোন কারণ থাকা অসম্ভব। স্বাদ গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আসিয়া কেবল এক মাতৃদুগ্ধের অথবা তদনুরূপ অপর কোন বস্তুর সুতরাং অন্য আস্বাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব জগতে সম্ভব কিনা এই বিষয়েই তাহার জ্ঞান নাই তবে সে স্বাদ গ্রহণ করিয়া বিরক্ত বা সন্তুষ্ট হয় ইহা বুঝিবার উপায় কি? ঘ্রাণশক্তি তাহার কিরূপ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিন্তু শিশুকে দুর্গন্ধের ভিতর রাখিলেও কান্দে না, সুগন্ধের ভিতরে রাখিলেও হাসে না, তবে তাহার তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা আছে ইহা বিশ্বাস করি কিরূপে? কেবল এক স্পর্শ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রমাণ প্রচুররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন না সর্ব্বদাই তাহাকে শীতোষ্ণ প্রভৃতির জন্য সন্তোষ অসন্তোষ ব্যক্ত করিতে দেখা যায়।

ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির ঘনিষ্ঠ যোগ হইতে বাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞান আয়ত্ত হয়। সেই আয়ত্তীকৃত জ্ঞান হইতে সুখ দুঃখ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। যদি মূলে ইন্দ্রিয়বোধ অসম্ভব হয়, তবে তাহার সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির যোগা-যোগ কোন প্রকারেই অনুমীত হইতে পারে না এবং তাদৃশ যোগ ভিন্ন সুখ দুঃখাদির বোধ হওয়া অসম্ভব। তবে শিশু কিসের চিন্তা করে? কি জন্য হাসে? কেনই বা ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে রোদন করে? এ সকল গূঢ় তত্ত্ব লইয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অবাক্ হইতে হয়। ভাব অভাব, জন্ম মৃত্যু যোগবিয়োগ, এ সকল সাংসারিক ঘটনারাজির দর্শন শ্রবণ ও সম্ভোগ হইতে সুখ দুঃখ অনুমীত হয়। যদি এ সকল বিষয় কখন দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকে, তবে তজ্জনিত সুখ দুঃখ উদিত হইয়া মনকে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ করিতে পারে না সুতরাং শিশু সম্বন্ধে জগ-তের ঐ সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের আধিপত্য একেবারে অসম্ভব। এই জন্য এই স্বপ্নময় জগতের স্বপ্নোপম ঘটনা সকলই শিশুকে হর্ষ শোকাদি প্রদান করে তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কেন না বলা হইয়াছে শিশু এ জগতের সত্যাসত্য সুখ দুঃখাদির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রত্যুত যখন প্রত্যক্ষ অবলোকন করা যায়, শিশু হাসে কান্দে চিন্তা করে মনোযোগ দেয়, তখন তাহার যে কোন কারণ অবশ্যই আছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই সুতরাং এ লোকের অতীত কোন লোক, যাহার সঙ্গে তাহার অতি নিকটতর সম্বন্ধ আছে, তাহার তত্ত্ব

লইয়াই সে তাদৃশ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে তাঁহারা কোন সঙ্কোচ করিতে চাহেন না। সহজ জ্ঞান যাহা সকল জ্ঞানের মূল, সকল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি সেই জ্ঞান আত্মার ইহা বাহিরের কোন দৃষ্ট ঘটনাসম্ভূত পরীক্ষার ফল নহে কিন্তু স্বতঃসিদ্ধরূপে মানবাত্মাতে অনুস্যূত হইয়া আছে। কার্য্যকারণের বিশ্বাস, বস্তুগুণের বিশ্বাস প্রভৃতি মূল বিশ্বাস, যাহা কোন তর্ক যুক্তি দ্বারা প্রামাণ্য নহে কিন্তু স্বতঃ-প্রমাণিত আছে; তাহা এই মূল জ্ঞান। পরন্তু অন্যান্য সকল প্রকার জ্ঞান ইহা-রই উপর ভর দিয়া কার্য্য করে ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞান চক্ষু যত উজ্জল থাকে, মানুষ তত সহজে ঈশ্বর দর্শন করে। সংসার মালিন্য এই জ্ঞানকে মলিন করে বলিয়া ইহার তত্ত্ব মানব হৃদয়ে সহসা পরিস্ফুট হইতে পারে না। শিশু সংসারের মালিন্য স্পর্শ করে নাই সুতরাং তাহার সহজ জ্ঞান উজ্জ্বল আছে ইহা স্বীকার করিতে কোন বিবাদ বিসং বাদ নাই। এই কথাটি নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইলে, সে সেই শৈশবের বিমল সহজ জ্ঞানালোকে, ঈশ্বর দর্শন করিয়া আন-ন্দিত হয় এবং তাঁহার বরণীয় প্রভাব স্মরণ করিয়া তাঁহার রমণীয় জ্যোতিঃ অবলোকন করিয়া হাস্য করে, আবার যখন তাঁহার অপার জ্ঞান অপরিসীম কারুণ্যের নিকট আপনাকে অতি অপাত্র অতি দুর্ব্বলরূপে দেখিতে পায় যখন সে তাদৃশ সম্পদ আয়ত্ত করিতে গিয়া আপন দৌর্ব্বল্য জন্য নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে তখনই সে বিষাদ সাগরে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করে। রোগী যেমন ভোগ্য বস্তু দর্শন করিয়া আনন্দিত হয় কিন্তু যখন চিকিৎসকের শাসন বাক্যে জানিতে পারে যে সেই সকল উপাদেয় সামগ্রী ভোগ করিবার তাহার অধি-কার নাই তখন সে বিষণ্ণ হয়, বালক হইলে রোদনও করে। অতএব শৈশব কেবল ইন্দ্রিয়বোধের কাল নহে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আকর যে সহজ জ্ঞান তাহারও রাজত্বের কাল এই জন্য শিশুর সঙ্গে পশুর উপমা হইতে পারে না, শিশু এই সম্পদের বলে ক্রমে ক্রমে দেবতাদিগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেবভোগ্য উপা-দেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিতে অধিকার পায় কিন্তু পশু আর কোন কালেও সে অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সে অধিকার পাওয়া দুরাস্তাং তাহা অনুভব করিতেও সমর্থ হয় না সুতরাং শিশুতে আর পশুতে দেবতা আর মানুষ যত প্রভেদ সেইরূপ। তাঁহারা এই ঘটনা সকল অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হইতে সুখ দুঃখাদি অনুমীত হয় এইরূপ স্বীকার করেন, আর বলেন, শিশু মহা যোগী হইয়া সর্ব্বদা সমাধিতে নিমগ্ন থাকে। ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম

বাড়িতে থাকে, শিশুরও যোগভঙ্গ হইতে থাকে ; পৃথিবীর লোকেরা বলে অজ্ঞান শিশু অচেতন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চৈতন্য লাভ করিতেছে। যথা—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

সাধারণ প্রাণীদিগের সম্বন্ধে যাহা নিশারূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ সাধারণ প্রাণিগণ যাগাতে নিদ্রিত (অচেতন) সংযমী তাহাতে জাগ্রৎ থাকেন। এবং ভূত সকল যাহাতে জাগ্রৎ থাকে দৃষ্টিশীল মুনির পক্ষে তাহা রাত্রি। অর্থ এই-সাধারণ লোক ঈশ্বর জ্ঞানে (ঈশ্বর দর্শনে) নিদ্রিত, সংযতাত্মা যোগী পুরুষ তাহাতে জাগ্রৎ থাকেন। ভূত সকল বিষয় ভোগে জাগ্রৎ থাকে, দৃষ্টিশীল (অন্তর্দৃষ্টিশীল) মুনি তাহাতে (বিষয় সুখে) নিদ্রা যান। সুতরাং আমরা শিশুজীবন সম্বন্ধে গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে অসমর্থ। এই জন্য পূর্ব্বতন হিন্দু মহর্ষিগণ ইহার সঙ্গে পারলৌকিক তত্ত্বের আরোপ করিয়া পূর্ব্ব জন্মের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিশুর জীবন পবিত্র। সংসারের অপবিত্রতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা সহজে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিতে অধিকারী সুতরাং পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির পুরস্কার ও দুষ্কৃতির জন্য তিরস্কারের কথা তৎকালে স্বকর্ণে ঈশ্বরের মুখে শ্রবণ করিয়া শিশু ভীত, সচকিত, পুলকিত, হসিত, রুদিত রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক প্রবল আপত্তি উপস্থিত হইতেছে এই—

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শারীরির উপাদান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি ক্রমাগত সুস্থ ও সবল হইতে থাকে। প্রত্যুত সহসা পাঁচ সাত বৎসরের ভিতরে সংসারও তাহাদিগের মনে সম্ভবাতিরিক্ত শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। যদিই সাংসারিকশক্তি তাহার হৃদয় মনে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ স্বীকার করা যায় কিন্তু একেবারে সহসা একদিন কি একমুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পূর্ণ আক্রমণ স্বীকার করা যায় না। কেন না তাদৃশ স্বীকার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্জিত। অতএব কিছু সংসার কিছু পরলোক মিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এস্থলে শিশুর জন্ম দিন হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তির সময় পর্য্যন্ত সংসারের সঙ্গে কোন বিশেষ মোহজনক আকর্ষণের কারণ দেখা যায় না। অতএব সেই কালে "ঈশ্বর আসিলেন, দেখা দিলেন, অমুক অপরাধের জন্য এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন" এরূপ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারে। এরূপ না বলিয়া এরূপও বলিতে পারে যে "কে যেন এক জন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎকার হইয়াছিল সে আমাকে সর্ব্বদা ভয় এবং অভয়

প্রদর্শন করিয়া থাকে।" পিতা মাতার নিকট এরূপ প্রকাশ করা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু শিশুর জীবনে তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইজন্য আমরা শিশুর পারলৌকিক তত্ত্ব মধ্যে শিশুর স্বপ্ন দর্শন ও তজ্জনিত হাস্য ক্রন্দন ভয় সন্তোষকে গণ্য করিতে পারি না। কেন না যাঁহারা সাধক হইয়া ধর্ম্ম সাধনে রত থাকেন, তাঁহাদিগের জীবনেও কখন ভাব অভাব কখন পাপ কখন পুণ্য কখন ঈশ্বর কখন সংসার কার্য্য করিয়া থাকে। তবে শিশু জীবনে তাদৃশ ঘটনাবলীর কারণ কি? শারীরবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আলোচনা করিলে আমরা তাদৃশ হাস্য ক্রন্দন বা প্রকৃত ভয় সন্তোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সন্তোষ ব্যঞ্জক যে চিহ্ন মুখে প্রকাশ পায় এবং যাতনা ব্যঞ্জক যে নিদর্শন (অঙ্গ বিকৃতি) বদনে প্রকটিত হয় তাহা শারীক ক্রিয়া মাত্র অন্য কিছু নহে। মস্তিষ্ক (স্নায়ুর, আধার) রক্তাধার হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি এ সময়ে নিতান্ত কোমল থাকে এবং রক্তের গতি ও অতি বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হয়। অতি অল্প কারণেই তাহা আলোড়িত ও প্রহত হইয়া তাহাতে তরঙ্গউৎপাদন করে। যখন শারীরিক রক্ত সকল বলে পরিচালিত হইয়া হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ককে পূর্ণ করে, তজ্জন্য উক্ত স্থানে সবলে আঘাত প্রাপ্ত হয়, সেই আঘাত জনিত কম্পন হইতে পূর্ব্ব কল্পিত হাস্য ক্রন্দনাদির ন্যায় মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইতে পারে; অন্যকারণ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ যে সকল জ্বর বিকার হয় তাহার কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই জ্বরের মধ্যে রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে আর ক্রমাগত প্রলাপ বকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাস্যক্রন্দনাদিও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা প্রকৃতি নহে কিন্তু বিকৃতি বা পীড়া বশতঃ হইয়া থাকে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? চিকিৎসাতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে স্নায়ুঘটিত বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শিশুর হাস্য ক্রন্দন ও সন্তোষ ভয় প্রকৃত নহে, অপ্রকৃত। হিন্দুগণ বিজ্ঞান জানিতেন না কেবল ধর্ম্ম জানিতেন সুতরাং সকল বস্তুতে সকল বিষয়ের অভ্যন্তরে ধর্ম্ম ভাব দর্শন করিতেন। এইজন্য শিশু জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অনধিকার চর্চ্চার ন্যায় উপহাসে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

(১৪) সুশিক্ষিত রমণী হইলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির শৈশবাবস্থা

হইতে প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ হয়। তখন তাহাদের মন কাদা-মাটির ন্যায় কোমল হওয়াতে ও নিয়ত মাতার নিকট থাকাতে মাতার প্রকৃতির ও সুশিক্ষিত বিষয়ের চিত্র সন্তান সন্ততির মনে চিরস্থায়িরূপে অঙ্কিত হয়। দেশীয় হিন্দু মুসলমান-মাতারা সন্তানদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এমত ভীরু করেন এবং মিথ্যাবাদী করেন যে যৌবন প্রাপ্ত হইলে ও তাহাদের সেই দোষ যায় না। এই জন্য এই হতভাগ্য দেশবাসীরা অনৈক্য বশতঃ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ, এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া কলঙ্কিত আছেন।

(১৫) আবার অশিক্ষিত রমণীর বালক বালিকারা মাতার প্রকৃতি বা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পরে প্রায়ই সুশিক্ষিত বা বিদ্যাবতী হইতে পারে না।

(১৬) সুশিক্ষিতা রমণীর ভর্ত্তা প্রায় অশিক্ষিত থাকিতে পারে না মহাকবি কালিদাস তাহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

(১৭) অনেকের বিশ্বাস যে অশিক্ষিত স্ত্রীলোক নম্র লজ্জাশীলা বিনীতা ও শিষ্টাচারিণী হয়। তবে কি জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষাতে বিপরীত ফল হয়? স্বভাবতঃ কর্কশ পুরুষদের প্রকৃত উন্নতি না হইলে পূর্ব্বোক্ত সদগুণ সকল প্রকাশ পায় না তবে যে স্বভাবতঃ সরলা, বিনীতা, নম্র, ও লজ্জাশীলা তাহার কথা স্বতন্ত্র ফলত স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষাতে যে বিপরীত ফল হইবে, তাহা কখন সত্য নহে।

(১৮) স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা ও বিদ্যাবতী হইলে তাহাদের স্বামী তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ বা অত্যাচার করিতে সাহস করা দূরে থাকুক বরং তাহাদের নিকট সতত সশঙ্কিত থাকে। অনেক মদ্যাসক্ত বা ভ্রষ্টচারী পুরুষের স্বভাব শেষে যে সংশোধিত হয়, প্রায়ই তাহাদের ধার্ম্মিকা, সুশিক্ষিতা, ও উন্নতিশীলা স্ত্রীই তাহার প্রকৃত কারণ।

(১৯) কেহ কেহ বলেন পিতা মাতা, স্বামী ও সন্তানাদির সেবা সুশ্রুষা ও যত্ন করা, স্ত্রীলোকের এক মাত্র প্রধান কাজ। ইহা নিতান্ত অপ্রকৃত নহে। কিন্তু এসকল কাজ কি প্রতিনিয়ত ও প্রতি মুহূর্ত্তে করিতে হয়? এবং সেইরূপ নিয়ত করিলে কোন নারী সুস্থ ও জীবিত থাকিতে পারে? ফলতঃ সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত মতে করিয়া ও তাহারা আত্মোন্নতি করিবার যথেষ্ট অবকাশ পায়।

(২০) অনেক পুরুষ বলিয়া থাকেন যে যে সকল রমণী গৃহে থাকা সত্ত্বেও বাহিরের লোকের পক্ষে নাই বলিয়া বোধ হইবে তাঁহারাই আদর্শ নারী। এইরূপ চিরতুষ্ণীকতা তাহাদের বিদ্যানুশীলনের সুবিধা ভিন্ন বাধা জন্মায় না। কিন্তু পুরুষের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে নারী জাতি জড়পদার্থ নহে। ফলতঃ

এখনকার স্ত্রীলোকের কলহকারিতা ও বাচালত দূরীভূত করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রকান্তরে পুস্তকাবিষ্ট করিয়া মানসিক উন্নতিতে নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

(২১) যত নির্দ্দোষী ও পবিত্র কাজ আছে, তাহার মধ্যে মানসিক জ্ঞান লাভ ও আত্মোন্নতি সর্ব্ব প্রধান। কাজেই স্ত্রীলোকদের পক্ষে সেই সকলে নিবিষ্ট থাকা বিশেষ আবশ্যক।

(২২) শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত স্ত্রীলোক পুরুষের প্রতিযোগিনী হইতে পারে না, কাজেই তাহাদের অধীন থাকিতে হয়, এবং দুষ্ট প্রকৃতির পুরুষ হইলে, তাহাদের হস্তে নানাবিধ যাতনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ভর্ত্তা অতি দুর্বৃত্ত ও দুরাচারী হইলেও তাহার সুশিক্ষিতা ও উন্নতা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে ভয় করে। উন্নতা স্ত্রীর প্রকৃত মাহাত্ম্য অন্য পুরুষেরা জানিতে পারিলে তাহারাও তাহাকে মর্য্যাদা করে। সেই জন্য বিদ্যোপার্জ্জন ও আত্মোন্নতি সংসারের অবলাদের পক্ষে প্রকৃত বাহুবল, এবং তাহার অনুশীলনে কোন রমণী যেন শৈথিল্য প্রকাশ বা অবহেলা না করেন।

চন্দ্র।

১

আকাশে প্রকাশে শশী পরম সুন্দর,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি তৃপ্ত হয় মন।
উদাসীন যোগী কিম্বা গৃহমেধী নর,
সকলেই সুখী পেলে শশাঙ্ক কিরণ।

২

পর কি আপনা বলি নাহি করে ভেদ,
নাহি হিংসা নিন্দা আর স্বার্থ অভিমান।
তুল্যভাবে দূর করে সকলের খেদ,
কে আছে জগতে দাতা শশীর সমান।

৩

পাপী কিম্বা পুণ্যবান্ যে খানে যে আছে,
সমভাবে সকলেরে বিতরিছে কর।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি কিছুই না বাছে,
পরম উদার দাতা বটে শশধর।

৪

সন্ধ্যাকালে আসে শশী গগণপ্রাঙ্গনে,
সারানিশী জেগে থাকে করে না বিশ্রাম।
না হয় বিরক্ত নাহি উষ্ণতা নয়নে,
তাই সর্ব্বজন প্রিয় শশী গুণধাম।

৫

শিক্ষা দিতে উদারতা বদান্যতা গুণ,
প্রতিদিন বাসে আসে গুরু শশধর।
কে আছে শিক্ষক আর এমন নিপুণ,
চয় অপচয়শীল স্নিগ্ধ মনোহর।

৬

অবিরত খাটে তবু নাহিক উষ্ণতা,
সদা অবিরক্ত চিত্তে করিতেছে দান।
কত দেয় তবু তার নাহিক শুষ্কতা,
দিবানিশী সাধিতেছে পরের কল্যাণ।

৭

কভু উপচিত শশী কভু অপচিত,
কেবল পরের তরে বহে ক্লেশ রাশি।

কিন্তু সকলের কাছে নহে পরিচিত,
তবু কেন শশাঙ্কের মুখে এতহাসি ?

৮

সাধুর প্রকৃতি সদা অবিকৃত থাকে,
বিপদ সম্পদ তার সকলি সমান।
ঈশ্বরের আজ্ঞা সযতনে মনে রাখে,
কার্য্যে তিনি তুষ্ট অন্য কিছু নাহিচান।

৯

উদয়ের কালে শশী আরক্ত বদন,
অস্তগমনের কালে দেখি সেইরূপ।
উন্নতি কি অবনতি হইলে কখন ;
সুজন না হয় কভু তাহাতে বিরূপ।

১০

দেখাইতে মানবের দশার বৈষম্য,
আকাশে রচিলা হরি শশাঙ্ক সুন্দর।
বিপদ সঙ্কুল এই সংসার অগম্য,
এখানে না হয় কভু নিরাপদ নর॥

১১

প্রতিপদে প্রতিপদে বাড়ে শশিকলা,
ক্রমে ক্রমে রূপ গুণ হয় উপচয়।
শৈশবে মানব কান্তি তেমতি উজ্জ্বলা,
প্রকৃতি প্রসাদে প্রতি দিন অভ্যুদয়।

১২

নীরদনীলিমাবৃত হইয়া শশাঙ্ক,
শ্রীহীন মলিন বেশে পশে অন্ধকারে।
সেইরূপ মানবের বিপদ আতঙ্ক,
শরীরে পশিয়া ক্লেশ দেয় বারে বারে।

১৩

ষোল দিনে ষোল কলা পূর্ণ হয় শশী,
ষোড়শ বৎসরে পূর্ণ যুবক যুবতী।
অল্পসুখ ভুঞ্জি সেই ষোড়শ ষোড়শী,
ক্রমে অধোমুখী হয় তাহাদের গতি॥

১৪

পৌর্ণমাসী পরে ক্রমে হয় কলাক্ষয়,
সেইরূপ জরাজীর্ণ মানব শরীর।
দিন দিন হতে থাকে বল অপচয়,
চঞ্চল চপলা সম সংসার অস্থির।

১৫

ক্রমে ক্রমে অমাবস্যা করে আগমন,
সেই দিন শশাঙ্ক অদৃশ্য হয়ে যায়।
মাসান্তে মানব যায় শমন সদন,
শক্তিমান্ ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায়।

ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে কলিকাতার লর্ড বিশপের বক্তৃতার মর্ম্ম।

লর্ড বিশপ বলিলেন, আমার বন্ধু বাবু কেশব চন্দ্র সেন এই বিদ্যালয়ের জন্য সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই সাহায্য দানে প্রস্তুত। অনেক উপায়ে সহানুভূতি প্রকাশ করা যাইতে পারে. আমি আহ্লাদিত হইয়াছি যে এ দেশীয় রাজাগণ এই বিদ্যালয়ের উপকারিতা এতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন যে ইহার সাহায্যে অর্থদান করিয়াছেন। ইহা এদেশীয় লোকের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইবে যদি এই কলেজের অর্থসম্বন্ধীয় ভার ইহাদেরই হাতে

থাকে। যদি প্রয়োজন হয় তবে আমিও অল্প অর্থ সাহায্য দানে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সহানুভূতি প্রদর্শনের আর এক পন্থা আছে ; এ স্থানে আগমন করা এবং উৎসাহ প্রদান করা ; এ প্রকার সাহায্য আমি হৃদয়ের সহিত আমার বন্ধুগণকে দিতেছি। আমি এই যে সাহায্য দিতেছি সাহস করিয়া বলিতে পারি ইহা কেবল লৌকিক নহে। এই কার্য্যে যে কেন আমার বিশেষ অনুরাগ তাহার হেতু প্রশ্নে আমি ইচ্ছা করি। কিছু কাল গত হইল ভারতসংস্কার সভার কোন অধিবেশনে আমি সভাপতি ছিলাম, আমি সেখানে যাহা শ্রবণ করি তাহাতে অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। অদ্য সেই সভার আর একটী অতি মনোহর ব্যাপার সম্মুখে উপস্থিত। এই ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় লোকদিগের কার্য্য। স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষাদানে আমি এদেশীয় লোকদিগকেই যথার্থ সক্ষম মনে করি। ইংরাজগণ পশ্চিম হইতে আপনাদিগের বিদ্যা এবং ধর্ম্ম আনিয়াছেন। এই দেশে নব সূর্য্যের উদয় হইতেছে, এখানে তাঁহারা সেই সকল রত্ন বিস্তার করিবেন। তাঁহারা এ দেশের লোকদিগের বুদ্ধি এবং হৃদয়ের নিকট কেবল তাহা ধরিতে পারেন ইহাদের যেরূপ ভাল লাগিবে সেইরূপ ইহাঁরা অবস্থানুরূপ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সকল বিষয়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অতি কঠিন বিষয় ; কোন ইউরোপীয়ের ইহা স্পর্শ করিতে সাহস করা উচিত নহে। যেমন আমি বলিলাম তাঁহারা এ দেশীয় লোকদিগকে তদনুসরণে অনুরোধ মাত্র করিতে পারেন কিন্তু গ্রাহ্য করা কি অগ্রাহ্য করা তাহা তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাধীন রাখিতে হইবে। অদ্যকার ব্যাপারের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের উপযোগী নহে কিন্তু স্ত্রীজাতির উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পুরুষের উপযুক্ত শুষ্ক বিষয় সকল যুবতী নারীদিগকে বলপূর্ব্বক গলাধঃকরণ করিতে দেওয়া অতি দুঃখের কারণ। সমুদায় নারীমণ্ডলীর মধ্যে একজন যদি বি এ অথবা এম এ পরীক্ষা দেয় তাহা স্বতন্ত্র কথা। ইহাতে প্রতিবন্ধকাচরণ আমার কোনরূপে অভিপ্রেত হইতে পারে না। কিন্তু সাধারণ নারীজাতির নিকট হইতে এ প্রকার প্রত্যাশা করা উচিত নহে। এই কলেজে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দান হয় তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হউক অথবা না হউক, কিন্তু বাবু কেশবচন্দ্র সেন যে ভাবে নূতন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন আমি বিশ্বাস করি তাহা সুসিদ্ধ হইবে। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশের আর একটী হেতু আছে সে বিষয়টীর প্রতি তিনি একান্ত অনুরাগের সহিত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। আমি যাহা শুনিলাম

তাহা আমরা নূতন এবং বোধকরি বিবি বেয়ারিং ইহা সর্ব্বপ্রথমে শুনিলেন। আমি আমার বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য এবং সন্তুষ্ট হইলাম যে স্ত্রীগণ তাঁহার নিজ নিজ বাড়ীতেই প্রায় সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের গৃহে পাঠাভ্যাসের ফল। ইহা এ ব্যাপারের অতি শুভলক্ষণ। ক্ষুদ্র বালিকা বালককে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সে বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ অবগত। মিলমান বালিকাবিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধক এই যে বালিকারা অল্প বয়সেই তাহা পরিত্যাগ করে, এমন নারী সকলও তৎসম্পর্কে আছে যাহারা বাড়ীতে বিদ্যা চর্চ্চা করে। এই বিদ্যালয় এক বৎসর মধ্যে যদি এত কার্য্য করিয়াছেন, তবে কিয়ৎ বৎসরের মধ্যেই যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হইবে আমি তাহা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি বিবি সকল এই বিদ্যালয় দর্শনার্থ আগমন করিবেন। আশা করি যাঁহারা অদ্য পারিতোষিক পাইলেন তাঁহারা এই বিদ্যালয়কে সাহায্য দান করিবেন।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠির রাজা পাশা খেলিতে গিয়া যখা সর্ব্বস্ব শত্রুর নিকট হারিয়া অতীব দীন বেশে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ধর্ম্মপত্নী সহ বনে গমন করিলেন। শত্রুগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য সহকারে বহু ক্লেশ অপমান গ্লানি সহ্য করিলেন তবু ধর্ম্মবিচ্যুত হইলেন না। তাহা হইলে কি হয়, সংসার এক দিক দিয়া মানুষকে প্রলোভিত করে না, কখন শত্রু বেশে কখন মিত্র বেশে পথে কণ্টক পুতিতে থাকে। যুধিষ্ঠির বনে গমন করিলেন ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য অঙ্গীকার পালনের জন্য। সে স্থানে মৃত্তিকা শয্যাতে শয়ন, ফলমূল আহার প্রভৃতি ক্লেশ সহ্য করিয়া কাল যাপন করিতেছিলেন, তার উপর আবার বন্ধুগণের তিরস্কার। একদিন দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিবার, তাঁহার শান্তগম্ভীর ক্ষমাশীল হৃদয়ে মন্যু উদ্দীপ্ত করিবার, তাঁহার শীতল প্রাণে উষ্ণতা সঞ্চার করিবার জন্য বলিলেন হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমি আপনাকে উপদেশ দিতে গেলে আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইবে কিন্তু বিপদকালে মহাবুদ্ধি লোকেরাও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যান এই জন্য দুই একটি কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

"ননূনং তস্য পাপস্য দুঃখমস্মাসু কিঞ্চন। বিদ্যতে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য নৃপস্যাস্য দুরাত্মনঃ॥" বঃ পঃ।

সেই পাপকারী নৃশংস ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের মনে আমাদিগের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই।

আয়সং হৃদয়ং তস্য নূনং দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ। যস্ত্বাং ধর্ম্মপরং জ্যেষ্ঠং রুক্ষাণ্যশ্রাবয়ত্তদা।

তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তোমাকে ও যে কটু বাক্য সকল শুনাইছিল নিশ্চয় সেই দুষ্কৃতি দুর্য্যোধনের হৃদয় লৌহময়।

সুখোচিত মদুঃখার্হং দুরাত্মা সসুহৃদ্গণঃ। ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপ পুরুষঃ॥

যে দুরাত্মা সুহৃৎগণের সহিত মিলিয়া চিরসুখী দুঃখ ভোগের অনুপযুক্ত ধার্ম্মিক পুরুষকে এই প্রকার দুঃখে ফেলে সে পাপ পুরুষ।

ইদঞ্চ শয়নং দৃষ্ট্বা যচ্চ সীতে পুরাতনং। শোচামিত্বাং মহারাজ দুঃখানর্হং সুখোচিতং॥

পূর্ব্বে তোমার শয়নের যে শয্যা ছিল তাহা দেখিয়াছি বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাও দেখিতেছি, এই উভয় দর্শন করিয়া আমি শোক সম্বরণ করিতে পারি না।

যদপশ্যং সভায়াংত্বাং রাজভিঃ পরিবারিতং। তচ্চরাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তি র্হৃদয়স্য মে॥

পূর্ব্বে সভা মধ্যে রাজগণ সর্ব্বদা তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, সেই দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি না এস্থলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়?

যা ত্বাহং চন্দনাদিগ্ধ মপশ্যং সূর্য্যবর্চ্চসং। সাত্বাং পঙ্ক মলাদিগ্ধং দৃষ্ট্বা মুহ্যামি ভারত॥

যাহাকে আমি পূর্ব্বে চন্দনালিপ্ত সূর্য্যতুল্য প্রভাবযুক্ত দেখিয়াছি, সেই মহারাজ তুমি, তোমাকে পঙ্ক মলা লিপ্ত দেখিয়া আমার হৃদয় মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।

যা ত্বাহং কৌশিকৈর্ব্বস্ত্রৈঃ
শুভ্রৈরাচ্ছাদিতং পুরা।
দৃষ্টবত্যস্মিম্ রাজেন্দ্র
সাত্বাং পশ্যামি চীরিণং॥

যে মহারাজকে পূর্ব্বে কৌশেয় বস্ত্র মণ্ডিত দেখিয়াছি তাঁহাকে এখন ছিন্ন—বস্ত্র পরিহিত দেখিতে হইল? পূর্ব্বে তুমি কত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন স্বর্ণ পাত্রে ভোজন করাইতে, তোমাকে এখন বনবাসী ও ভিক্ষাজীবী দেখিতে হইল এ দুঃখ কি প্রাণে সহ্য করা যায়? তোমার চারি ভ্রাতা মহাবীর, যাঁহাদিগের প্রতাপ দেবতাও অসুরগণও সহ্য করিতে অসমর্থ তাঁহারা তোমার অজ্ঞানানুবর্ত্তন করিয়া এই বিষম দুঃখ বনবাস সহ্য করিতেছেন? যাঁহারা পূর্ব্বে কত উপাদেয় ক্ষীর শর নবনীতাদি ভোজন করিতেন, রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, তাঁহারা এখন, তোমার অনুবর্ত্তন করিয়া বনপশুদিগের সঙ্গে একত্র বনবাসী হইলেন? এই মহাবীর ভীম-

সেনের বনবাস দুঃখ দেখিয়া কি তোমরা মনে ক্রোধ জন্মে না? হে মহারাজ! এই সকল মহাপুরুষদিগকে এই প্রকার বিড়ম্বিত দর্শন করিয়া আমি যে আর দুঃখ সহ্য করিতে পারি না। যে ভীম একাকী সমস্ত কুরুকুল ধ্বংস করিতে সমর্থ তাহাকে বনবাসী দেখিয়া কেন তোমার ক্রোধ জন্মে না?

ক্রমশঃ

স্বর্ণরেণু।

ভিক্ষুকেরা পাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে কেবল ভিক্ষা করে না, তাহারা দেখায় যে অদাতার ফল এইরূপ।

সৌন্দর্য্য যদি কেবল বাহিরের হয় তবে সে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, কিন্তু অন্তরের হইলে মৃত্যু পরাজিত হয়।

উচ্চ বংশ গৌরব থাকিলে উপকার আছে সেইটি যদি অবগত থাক, আপন বংশ মহিমা স্মরণ কর।

খাদ্য যত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয় শরীর তত সুস্থ হয়। উপাসনা যত বিশুদ্ধ হয়, আত্মা তত তেজঃ ও শক্তি লাভ করে।

নারী অসতী হয়, স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলে সেইরূপ ভক্ত পাপী হয় ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিরাগ দেখাইলে।

কীট যেমন পুষ্প মধ্যে থাকিলে বড় লোকের মস্তকে ও পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ সাধু সঙ্গের গুণে পাপীও স্বর্গরাজ্যে গমন করে।

যিনি চির বিশ্বস্ত বন্ধু হইতে ও অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অবিষণ্ণ থাকিতে সমর্থ, তিনিই ধন্য! কেন না সংসারের চির বিশ্বাস ঘাতকতার সংবাদ তিনি অবগত আছেন।

সাধুদিগের সংসার বাস পানার মত ছিন্নমুল কিন্তু অন্যের সংসারবাস পদ্মের ন্যায় বদ্ধমূল। যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস উঠে, তখন পানা ভাসিয়া বেড়ায় আর পদ্ম ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে।

পাপী আর অবিশ্বাসী ইহার মধ্যে পাপীর পরিত্রাণ সহজ। কেন না ভ্রমপ্রমাদও দুর্ব্বলতা পাপের কারণ সুতরাং মূলে বিশ্বাস থাকিলে পাপ দূর হইবেই হইবে। কিন্তু মূলশূন্য অবিশ্বাসী কোথায় দাঁড়াইয়া থাকিবে?